

ରହସ୍ୟ-ସନ୍ଦର୍ଭ

ନାମ

ପଦାର୍ଥ-ସମାଲୋଚକ ମାସିକ ପତ୍ର ।

ଚତୁର୍ଥ ପର୍ବ । (ଅନ୍ତର୍ଦ୍ଧନ)
(୨୭-୫-୧୯୩୩)

ବାଣିଜ୍ୟ ମିଷନ୍ ଯତ୍ରେ ଘୃଜିତ ।

କଲିକାତା ।

ମ୧୯୩୩ ୧୧୨୩ ।

সূচী।

অদ্ভুত বাজার,	৪৬	ভাঙ্কোর,	৩৪
অদ্ভুত সম্পর্ক,	৬১	ত্রিপুরা,	১৪২
অপূর্ব মরীচিকা,	৮	ত্রিবাঙ্কোড়,	৫৮
আরব দেশ,	১৪১	দুর্ভিক্ষ দমন নাটক,	১৫২
আরাকান,	১৩৫	দৈব বিদ্যা এবং ঐশ্বর্যজালিক,	১১৭
আপটরিক্স বা কিবিকিবি পক্ষী,	১১০	ধর্মতত্ত্বদীপিকা, দ্বিতীয় ভাগ,	২৫
আমফ উদ্দোলা,	৮২	নানা ফণাবিস,	৪২
ঈশ্বর চন্দ্র বিদ্যাসাগরের উপক্রমণিকার ইংরাজী অনুবাদের সমালোচন,	৩১	নীতিমালা,	২৫
উইলিয়ম কেরির জীবন চরিত,	২৭	নৃতন গুপ্তের সমালোচন,	১৩, ২৮, ৪৭, ২৩, ১১১, ১২৫, ১১৭
উদাহরীতি, ভাতার লোকদিগের,	৪৬	নেপাল রাজ্য,	১৩৫
এরাই আবার বড় লোক,	৩০	পুরুষ প্রকৃতির আদিম অবস্থা,	১৮৭
এরাই আবার বড়লোক প্রহসনের সমালোচন,	১২৭	পেলভোর মত,	১৮৭
করুণওয়ালিসের জীবন চরিত,	১৪৫	ফার্মিজো বৃক্ষহংস,	১৪০
কলম করিবার ধারা,	১১৫	বর্ণ শিক্ষা,	১৫৮
কবি উপাখ্যান,	২৮	বাকুনগরস্থ চিরপ্রদীপ্ত জ্বাশন,	১৭
কবি কল্পক্রম,	৪৮	বানি বিবাদ ভঞ্জন,	৪৮
কবিতালহরী,	২৩	বালাজী পণ্ডিত,	৪২
কিবিকিবি বা আপটরিক্স পক্ষী,	১৩১	“নব্বলে কি না”	১৩
কোটোরাডা,	১১৩	বৃক্ষহংস বা ফার্মিজো,	১৪০
খগোল বিবরণপুস্তকের সমালোচন,	১৭৫	ভয়াবহ কীট,	৩২
গণদর্পণ, (পণ্ডিত রামভারণ শিরোমণি প্রণীত),	১১৭	ভাষণ বঞ্জন,	৩১
গজক,	১৩১	ভবেন্দ্রের নগর,	৮১
গজরাটের ইতিহাস,	১	ভূপালরাজ্য,	১৩৩
ঘণ্টাপক্ষী,	১০৫	মনুষ্যের আদিম অবস্থা,	১৮৭
চণ্ডকৌশিকম্,	১৫৮	মনুষ্যহিতা কুলুক শুভকৃত তীকা ও বঙ্গানুবাদ সম্বলিত,	৪৭
চতুর্দশপদী কবিতামালা,	১৫২	মন্ডো-জন্ডো,	৫৫
চন্দ্রবিলাশ নাটক,	৩০	মলবার রাজ্য,	১০
চন্দ্র,	১৫৫	মাকুইন্স অফ করুণওয়ালিসের জীবন-চরিত,	১৪৫
চাঁ,	১২১	মিলে বা বিষদন্ত ছারপোকা,	৩৮
চিত্রোৎকর্ষ বিধানম্,	৩০	মেরিণো মেঘের লোম,	১৩১
চীন-দেশীয় কাগজের টাকা বা নোট,	৬১	রামাভিষেক নাটক,	২৫
জানকীর বিলাপ গীতাভিনয়,	১১১	সংযুক্ত সয়ম্বর নাটক,	১৪৭
উজ্জ্ব রাজ্য,	১২৪	সম্বলপুরস্থ হীরকের খনি,	২
উজ্জ্বপুর,	১২২	সারাসেন,	৪১
ভক্তবিকাশিনী,	৪৮	সিকন্দরা,	১৩২
ভক্তবিদ্যা,	২৪	সুশীলা বীরসিংহ,	১৭৫
ঐ দ্বিতীয় ভাগ,	১২৬	সেঁউড়ী বাই,	১৮১
ভাতার লোকদিগের উদাহরীতি,	৪৬	হেষ্টিংস সাহেবের জীবন চরিত,	১৭৭
		ক্ষেত্র-ভক্ত,	১৩০

এতৎ পর্বে প্রকটিত চিত্রের সূচী।

আপটরিক্স বা কিবিকিবি পক্ষী,	১১৪	ফার্মিজো বা বৃক্ষহংস,	১৪১
আমফ উদ্দোলা,	২০	বালাজী পণ্ডিত,	৪২
ঐশ্বর্যজালিক দৈববিদ্যা,	১৮১	ভবেন্দ্রের মন্দির,	৮২
ওয়ালেন হেষ্টিংস,	১৭৭	মথুরার প্রাচীন দুর্গ,	১৩১
ঘণ্টাপক্ষী,	১০৫	মলবার,	২৫
চন্দ্রহইতে দৃষ্ট পৃথিবীর প্রতিকৃতি,	১৫৬	মেরিণো মেঘ,	১৩৩
ভাঙ্কোর,	৩৪	লর্ড করুণওয়ালিসের মূর্তি,	১৪৬
পদ্মের প্রতিকৃতি,	১৭২	সম্বলপুরস্থ হীরকের খনি,	৫১
পাদরি কেরি সাহেব,	২৮	সারাসেন,	৪১-৪৩
পৃথিবীহইতে দৃষ্ট চন্দ্রের প্রতিকৃতি,	১৫৬	সিকন্দরা,	১৭০

CONTENTS OF VOL. IV.

	Page		Page
African Hobgoblin, ...	55	Literature, ...	84
Apteryx—a remarkable bird from New Zealand, ...	113	Life of Dr. Carey, ...	97
—The, ...	142	—— Cornwallis, ...	145
Arabia, Notes on, ...	135	—— Nana Farnavis, ...	49
Arracan, Description of, ...	89	—— Warren Hastings, ...	177
Asaf Uddaulá, Naváb Vizier of Oudh,—Life of, ...	49	Language, Uria, ...	85
Autobiography of Nana Farnavis, ...	17	Marriage Customs of the Tartars, ...	46
Bakku,—The Perpetual Fire of, ...	105	Malabar, History of, ...	20
Bell Bird, The, ...	81	Manu Sanhitá, Notice of, ...	47
Bhuvanes'vara,—The Temples of, ...	106	Market, Novel, ...	46
Bhupál,—History of, ...	36	Marquis Cornwallis, Life of, ...	145
Bisama Jhanjhá, Notice of, ...	62	Mele—a poisonous bug,—The, ...	38
Bokhárá,—The noxious Thread Worm of, ...	38	Moon—what is it? The, ...	155
Bug, A poisonous, ...	13	Mumbojumbo, the African Hobgoblin, ...	55
Bujhile kiná, Notice of, ...	97	Náná Farnavis, Life of, ...	49
Carey,—Life of Dr., ...	62	Necromancy, ...	117
China, Paper Currency in, ...	62	Notices of New Books, 13, 28, 47, 93, 111, 125, ...	157
Currency, Paper in China, ...	159	Novel Relationship, ...	61
Chaturdas'apadí Kavítámálá, Notice of, ...	158	Novel Market, ...	46
Chandakausika, Notice of, ...	30	Oudh, Viziers of, ...	89
Chittotkarshabidhána, ...	30	Paper-currency in China, ...	62
Chandravilása Náta, ...	105	Plato on the primitive Form of Man, ...	187
Dara or the Bell Bird,—The, ...	129	Rangalála Banerji's—(Bábu), Address to the	
Dungarpur, History of, ...	9	Utkalabháshodlipaní Sabhá on the Uria	
Diamond Mines of Sombhalpur, ...	151	Language, ...	84
Dharmatattva Dípiká, Notice of, ...	159	Rámabhiseka, Notice of, ...	95
Durbhiksha Damana, Notice of, ...	131	Relationship, Novel, ...	61
England, On the Wool Trade of, ...	127	Saracens, The, ...	41
Eráyi Abár Baḍaloka, Notice of, ...	8	Seventi Bai, Story of, ...	181
Fata Morgana, ...	17	Sulphur, On the preparation of, ...	131
Fire, Perpetual, of Bakku, ...	140	Sumbhalpur,—Diamond Mines of, ...	9
Flamingo, The, ...	115	Sanjogatá, Notice of, ...	147
Grafting,—On, ...	125	Sanskrit Grammar, Notice of, ...	30
Gapa-darpana, Notice of, ...	1	Susilá Virasíñha, ...	175
Guzerat,—History of, ...	111	Tanjore, History of, ...	33
Jánakivilápa, Notice of, ...	129	Tartars, A curious Marriage Custom of the, ...	46
History of Dungarpur, ...	33	Tattvavidyá, Notice of, ...	98, 126
—— of Tanjore, ...	149	Tea Cultivation, ...	1
—— of Tipperah, ...	58	Tattvabikásiní, Notice of, ...	48
—— of Travancore, ...	124	Temples of Bhuvanes'var, ...	81
—— of the Principality of Tonk, ...	20	Tipperah, History of, ...	149
—— of Malabar, ...	103	Touk, History of, ...	124
—— of the Principality of Kotah, ...	106	Thread Worm of Bokhara, ...	82
—— of Bhupal, ...	1	Travancore, History of, ...	58
—— of Guzerat, ...	93	Warren Hastings, Life of, ...	177
Kavítalaharí, History of, ...	103	Wool Trade of England, ...	131
Kotah, History of, ...	28	Utkalabháshaddipani Sabhá, ...	84
Kavi Upákhyan, Notice of, ...	160	Uria Language, ...	85
Khetratattva, Notice of, ...	48	Vádiviváda Bhanjana, Notice of, ...	48
Kavikalpadruma, Notice of, ...	157	Varnasikshá, Notice of, ...	158
Khagola-vivarana, Notice of, ...			

রহস্য-সন্দর্ভ

নাম

পদার্থ-সনালোচক মাসিক পত্র।

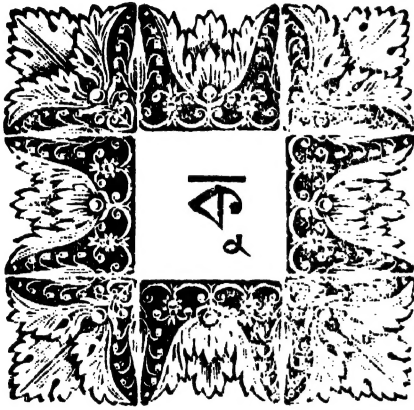
৪ পর্ব]

প্রতি খণ্ডের মূল্য ১০ আনা।

বার্ষিক অগ্রিম মূল্য ২ টাকা।

[৩৭ খণ্ড

গুজরাটের ইতিহাস।



মারপালের রাজ্য-
খিরোহের কি-
য়ৎকাল বিলম্বে
আজমীরের অধি-
পতি মোরাট্ট-দেশ
আক্রমণ করেন।
তৎপুত্র ভূপাল
কুমারপাল বহুতর

সৈন্য-সমুহপূর্বক তাঁহাকে প্রতিরোধ-করণার্থে
অগ্রসর হইয়া উভয় পক্ষেই প্রবলতরূপে রণরঞ্জে
মত্ত হইলেন। অবশেষে আজমীর-প্রদেশের অধি-
শ্বর সম্পূর্ণরূপে পরাভূত হওত প্রভূত ক্ষতি-
গ্রস্ত হইয়া রঞ্জতলহইতে প্রস্থান করিলেন।
তদবধি যুদ্ধ নিরন্তর হইল বটে, পরন্তু উভয়েরই
মনে অনৈক্যের ভিণ্ডি দৃঢ়রূপে গাঁথা রহিল,
এবং এই অনৈক্য ভারতবর্ষের সমুহ অমঙ্গলের
কারণ হইয়াছিল; যেহেতু যবনাক্রমণকারীরা
তৎকালে পশ্চিম সীমায় স্থিত হইয়া স্থির-চক্ষে
ভারতবর্ষের প্রতি দৃষ্টি নিষ্ক্ষেপ করিতেছিল।
যাহা হউক আজমীরাদিধিপতি এই দুর্বিপত্তি-সময়ে
আত্মীয়-বিচ্ছেদ বৈরিপক্ষের প্রাবল্য-রক্ষির হেতু
বিবেচনা করিয়া কুমারপালের সহিত আপনার
এক কন্যাকে পাত্রস্থা করিয়া উভয়ের মনের

এক সাধন করিলেন। উক্ত ঘটনার পর কুমার-
পালের অজ্ঞপ্রভাব মালব-দেশপর্যন্ত ব্যাপ্ত
হইয়াছিল; তাহার কোন কোন চিহ্ন উক্ত প্র-
দেশে একাল পর্যন্ত বর্তমান আছে।

মহারাজা কুমারপাল পূর্বকবিদিগের ন্যায়
পরম ন্যায়বান্ এবং সত্যবাদী ও সুধার্মিক ছি-
লেন। তাঁহার রহৎ অট্টালিকা ও দেবালয়াদি
নিষ্ঠাণে যে রূপ অপারিসীম সুপ্রশংসিত ছিলেন,
তঁহও তদৃষ্টান্তের অনুবর্ত্তী হইয়া উক্ত শিল্প-
বিষয়ে তুল্যানুরাগ প্রকাশ করিতেন। তাঁহার
সভাসদ্বর্গের মধ্যে হেমাচার্য্য নামা কোন
জৈন সিদ্ধ বিশেষ প্রতিপত্তি লাভ করিয়া-
ছিলেন। মহারাজা কুমারপাল তৎপরামর্শে
স্বরাজ্যে জীবহিংসার অপানোদন জন্য সমাক্
যত্ববান্ হন।

কুমারপালের পরলোক প্রাপ্তির পর তাঁহার
ভ্রাতুষ্পুত্র অজয়পাল ১১৭৪ খ্রীষ্টাব্দে পিতৃব্যের
আমন প্রাপ্ত হওনান্তর জৈন মতাবলম্বী অর্হৎ-
লোকদিগের উপর বিষম-অত্যাচার-করণে উদ্যত
হইবাতে গুপ্তভাবে শত্রুরা তাঁহার প্রাণ সাহায্য
করিয়াছিল। তদর্থে অতি অল্প দিবসে তাঁহার
রাজত্বের শেষ হয়। তৎপরে মূলরাজ পিতার
সিংহাসনে অধিকৃত হইয়াছিলেন। উক্ত শিশুরা-
জের রাজ্যপ্রাপ্তির অব্যবহিত পরেই গুজরাট-
প্রদেশ পুনশ্চ যবনদিগের আক্রমণে কম্পিত

হইতে লাগিল। সৌভাগ্যক্রমে মূলরাজের খুল্ল-
তাত ভীমদেব তৎকালে ভাতুস্পুত্রের আনুকূল্যার্থ
সহাবুদ্দীনকে পরাভূত করত সিন্ধু-তীরবর্তী
অরণ্যমধ্যে দূরীকৃত করিয়া রাজ্য নিকণ্টক
করিলেন।

কিয়দিবসের পর মূলরাজের মৃত্যু হয়, এবং
দ্বিতীয় ভীমদেব ১১৭২ খ্রীষ্টাব্দে তৎপদে অভি-
ষিক্ত হয়েন। ইনিই সোলাঙ্কী-বংশের শেষ
নৃপতি ছিলেন। তাঁহার অসামান্য পরাক্রমের
কয়েকটি প্রোজ্জ্বল উদাহরণ ইতিহাস-মধ্যে প্রাপ্ত
হওয়া যায়। পরন্তু তাঁহার এই অতুল খ্যাতি
কোন মতেই ভারতবর্ষের প্রীতিপ্রদ বলা যায়
না, কেননা কনোজের রাঠোর বংশীয়, দিল্লীস্থ
তুয়ার-বংশীয়, এবং আজমীরের চোহান-বংশীয়
নৃপতিগণ তৎকালে ভারতবর্ষের মধ্যে দিগ্-
বিজয়ী যবনদিগের আক্রমণের দুর্ভেদ্য প্রাচীর-
স্বরূপ হইয়া বারংবার যবনদিগকে প্রতিরোধ
করিতেছিলেন, এ সময়ে ভীমদেব তৎপক্ষে
সম্মিষ্ট হইয়া কোথায় যবনদিগকে দূরীকৃত
করিয়া ভারতবর্ষীয় পুরাতত্ত্ব-গ্রন্থের পত্রাবলী
হিন্দু-ভূপালবর্গের রাজত্ববর্ণনায় পরিসমাপ্ত হয়
তদুপায় করিবেন, না তেঁহ একটি স্বদেশস্থ
রাজপুত্র-বালার সম্বন্ধে এক সামান্য বিবাদ উপ-
লব্ধ করিয়া নিজ অস্ত্রেই কথিত চোহান কত্রিয়-
কুল নিম্নূল করণার্থ সমুদ্যত হইয়াছিলেন।
প্রোক্ত বিবাদাবসানে তেঁহ পুনশ্চ আর এক মহা
সঙ্গ্রামে লিপ্ত হন। এই শেষোক্ত যুদ্ধের কারণে
কথিত হইয়াছে যে একদা তাঁহার কতিপয় জ্ঞাতি
আজমীর-প্রদেশস্থ চোহান অধীশ্বরের সভায় উপ-
স্থিত ছিলেন। তৎকালীন কোন বিদেশীয় কবি
সেই সভাস্থলে সোলাঙ্কী-বংশীয় ভূপালরন্দের
পূর্বপুরুষদিগের যুদ্ধবিগ্রহের ও অন্যান্য অসা-
ধারণ কৌতুকলাপের অনুকীর্ণন করেন। উক্ত

সভাস্থলে মহারাজা ভীমদেবের কোন জ্ঞাতি
উল্লিখিত কীর্ত্যানুশ্রবণ-সময়ে প্রকুল্লমনে অন্য
মনস্ক হইয়া গোঁপে চাড়া দিয়াছিলেন। পরন্তু
এ কার্য্য রাজপুত্র কত্রিয়দিগের মধ্যে নিতান্ত
আম্পর্দ্যার চিহ্ন বলিয়া সর্বত্র প্রসিদ্ধ আছে।
তদ্ব্যতীত কোন চোহান মহাকুপিত
হইয়া ভীমদেবের উপরোক্ত জ্ঞাতির শির-
শ্ছেদনপূর্বক অবমানের পরিশোধ প্রদান
করিলেন। উল্লিখিত ঘটনায় মহারাজা ভীম-
দেব আত্মীয়-যাতিতার পরিশোধ করণার্থ
আজমীর ও দিল্লীধিপতি মহারাজা সোমেশ্বরের
রাজ্য আক্রমণ করিয়া অল্পকাল যুদ্ধের পর
দিল্লীশ্বরের প্রাণ-সংহারদ্বারা বৈর নির্যাতন
করেন। পরন্তু মহাপ্রতাপ সুবিখ্যাত পৃথ্বী-
রাজ পিতৃ-মৃত্যুসংবাদ শ্রবণমাত্র ভীমদেবের
সহিত যুদ্ধারম্ভ করিলেন। এই যুদ্ধে ভীমদেবের
সৈন্য পরাভূত হইয়া স্বদেশে পলায়ন-পরায়ণ
হইল। এ সময়ে মুহম্মদ ঘোরী পঞ্জাব প্রদেশ
আক্রমণ করিয়াছিলেন। কিন্তু পৃথ্বীরাজ উক্ত
যবনভূপালের সৈন্যসকলকে দূরীকৃত করণান্তর
নিকণ্টকে রাজত্ব করিবেন, না কোন সামান্য
গৃহবিবাদমূলে শত্রুহস্তে নিহত হইয়া পঞ্চত্ব প্রাপ্ত
হইলেন। তাঁহার মৃত্যুতেই রাজস্থানের সমস্ত
মহীপাল-রন্দের একতা একেবারে শিথিল হইয়া
পড়িল। এ সুযোগে মুহম্মদ ঘোরী গুজরাটপ্রদে-
শ আক্রমণে উদ্যত হইলেন। কিন্তু তৎকালে হিন্দু-
দিগের তেজস্বিতা কোন মতে একেবারে থর্ব হয়
নাই। মহারাজা ভীমদেব ১১৯৪ খ্রীষ্টাব্দে প্রবল
সৈন্য সম্ভ্রূপূর্বক ঘোরীর সহিত সম্ভ্রামার্থ যুদ্ধ-
ক্ষেত্রে উপস্থিত হইলেন। ঘোরী পরাভূত হই-
লেন, এবং তাঁহার পূর্ববর্তী যবন ভূপালের ন্যায়
অরণ্য মধ্যে আশ্রয় গ্রহণে প্রণোদিত হইয়া ছি-
লেন। তৎকালাবধি এক শত বৎসর যাবৎ যবন-

দিগকর্তৃক সোরাষ্ট্রপ্রদেশ অক্রমণ নিবারিত থাকিল। ১২১৫ খ্রীষ্টাব্দে দ্বিতীয় ভোমদেবের পরলোক প্রাপ্তিতে সোলাঙ্কী রাজত্বের লোপ হইয়া বঘেলা বংশে পর্যাপ্ত হয় : এবং তৎকালে বোর-ধবল সিংহ নামা কোন ভূপালহইতে বঘেলা রাজত্বের আরম্ভ হয়। কিন্তু ভারতবর্ষের একতা তৎকালে বিলুপ্তপ্রায় হইয়া আসিয়াছিল, ও দোভাগ্যের সমস্ত লক্ষণ ভারতবর্ষীয় হিন্দু রাজ্য তন্ত্রের উপর সম্পূর্ণরূপে প্রতিকলিত হইতেছিল; অতএব কুত্রাপি আর উন্নতির আশা ছিল না।

পুসিক “রাসমালা” নামক গ্রন্থে লিখিত হইয়াছে, বোরধবল সিংহের রাজত্বকালহইতে সিদ্ধরাজের সময় পর্য্যন্ত গুজরাট-প্রদেশ মধ্যে হিন্দু ও জৈন ঐতদ্ভয় সাম্প্রদায়িক লোকদিগের অতিশয় বিসংবাদ ঘটিত, এবং হিন্দুহইতে জৈন, ও জৈনহইতে হিন্দু নৃপতিদিগের হস্তে গুজরাটের শাসনদণ্ড পুনঃ পুনঃ হস্তান্তর হইয়াছিল। পরন্তু উক্ত সিদ্ধরাজের রাজত্ব শেষ হইলে সোরাষ্ট্রপ্রদেশে হিন্দু-আধিপত্যই অধিক কাল স্থায়ী হয়, এবং ঐ সমস্ত হিন্দু নৃপতি-বৃন্দ জৈন-মতাবলম্বী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মহীপালদিগের প্রাত্যর্থে কতকগুলি অঙ্গীকারানুযায়ী-কার্য্য-করণে প্রণোদিত হইয়াছিলেন। তদ্বিকল্পে বিদ্রোহী সম্প্রদায়ের ইষ্টানিষ্ট প্রতি লক্ষ্য করিতেন না; সকলকেই তুল্যরূপে ব্যবহার করিতেন।

গুজরাটের প্রাচীন নৃপতিগণ বহু অট্টালিকার অনুরাগী ছিলেন, তাহাদিগের চরিত্র হর্ম্যানুরাগী গ্রীকদিগহইতে তাদৃশ নিকৃষ্ট ছিল না। তাঁহারা যে সমস্ত প্রাসাদাদি নির্মাণ করিয়াছিলেন, তাদৃশ মনোহর অট্টালিকা ও দেবালয় ভারতবর্ষে অস্পষ্ট দৃষ্ট হইয়া থাকিবে। পরন্তু ঐ সমস্ত প্রাচীন মন্দির ইদানীং অরণ্যানী মধ্যে সম্পূর্ণ অজ্ঞাতাবস্থায় শ্রীহীন হইয়া ভূতলভ্রষ্ট

হইতেছে। কেবল কএকটি অপূর্ণ নিকেতন সম্পদ-শালী হিন্দুগণ প্রযত্ন সহকারে রক্ষা করিয়াছেন। প্রায় সমস্ত ভারতবর্ষের তীর্থ-দর্শকগণ তথায় গমন করিয়া থাকে। প্রাচীনকালের বিদেশীয় ভ্রমণকারিগণ বর্ণন করিয়াছেন যে, ইউরোপের মধ্যে বিনিস্ নগরী বাণিজ্যবিষয়ে যাদৃশ অতুল বিখ্যাতা ছিল, আশিয়া-মহাখণ্ডের মধ্যে তদ্রূপ সোরাষ্ট্রের রাজপাট অনহিলবারা অত্যন্ত বাণিজ্যশালী নগর ছিল। দেবালয়, বিদ্যাগার, রাজাট্টালিকা, সুদীর্ঘ ক্রীড়াপ্রাঙ্গণ, বিহারমণ্ডপ, সুস্বচ্ছ সরোবর এবং শীতল ছায়াযুক্ত রক্ষাদিঘারা উক্ত নগর পরমশোভাশ্রিত ছিল। পুসিক আছে, উল্লিখিত ঐশ্বর্য্যশালী রাজপাট রোমদেশীয় সম্রাট অগষ্টাসের গরীয়সী রাজধানীকে অবগণিত করিয়াছিল। যাহা হউক সোরাষ্ট্র-দেশের তাদৃশ অপরিমিত প্রভাব ও অতুল্য সম্পদ সোলাঙ্কী-বংশের লোপ হওনাবধি অন্তগত হইয়াছে।

মহারাজ বোরধবলের পরলোকপ্রাপ্তির পর ক্রমান্বয়ে চারি জন ভূপাল অনহিলবারাস্ত রাজসিংহাসনে অধিকাট হইয়াছিলেন, তাঁহারা সকলেই অজিতেন্দ্রিয়, সম্পৎ-সুখানুরক্ত, ও যুদ্ধ ব্যাপারে নিতান্ত অপটু ছিলেন। ইতিহাসমধ্যে তাদৃশ ভূপালবৃন্দের কোন প্রশংসা-যোগ্য ব্যাপার বর্ণিত হয় নাই। যিনি সর্বাদৌ রাজ্যাকাট হইয়াছিলেন তাঁহার নাম বিশল দেব। ঐ বিশল দেবের পরে অর্জুন দেব রাজা হইয়াছিলেন। তৎপরে লবণ দেব সিংহাসনে আরোহণ করেন, এবং লবণের মৃত্যুর পর সারঙ্গ-দেব তদীয় সিংহাসনে আকট হন। তাঁহার উত্তরাধিকারী কর্ণদেব। তিনিও পূর্বোক্ত নৃপতি চতুষ্টয়ের ন্যায় নির্বীৰ্য্য ছিলেন। তৎকালে যবনেরা গুজরাটপ্রদেশস্থ রাজ্যাপহরণের নিমিত্ত সর্বত্রই লোলুপ ছিল। এই সময়ে

আলাউদ্দীন দিল্লীর সিংহাসনে আধিপত্য করিতেন। কর্ণদেব সর্বাদৌ উক্ত সম্রাটের আক্রমণ প্রতিরোধ করণার্থ অস্ত্র ধারণ করিয়াছিলেন। গুলতানের ভ্রাতা আলিয়া খাঁ সৈন্যাধ্যক্ষ হইয়া কয়েক বার তাঁহার সহিত প্রবলরূপে যুদ্ধ করিয়া পরিশেষে প্রচ্ছন্নবেশে অনাহিলবারার রাজপাট হস্তগত করে, এবং কর্ণদেবের মহিষীকে সম্পূর্ণ ধৃত করিয়া দিল্লীস্থরের সন্নিধানে প্রেরণ করে। এই ঘটনায় কর্ণ অত্যন্ত পরিতাপিত হইয়া খন্দেশস্থ এক গিরিসঙ্কটে অবস্থিতি করিলেন। দেবগড়ের মহারাজা তৎকালে কর্ণদেবের সহায়তা-করণে রুতসঙ্কপ হইয়াছিলেন। যাহা হউক তাঁহার পত্নী কমলাদেবী দিল্লীস্থ সম্রাট আলাউদ্দীনের নবপ্রণয়ের বশবর্তিনী হইয়া পতিসম্পর্ক একেবারে বিস্মৃতা হইয়াছিলেন। ঐ দৃষ্ট রমণীর কুমন্ত্রণায় আলাউদ্দীন পুনশ্চ কর্ণদেবের সহিত যুদ্ধে প্ররত্ত হইলেন। যুদ্ধের হেতু এই যে মহারাজা কর্ণদেবের এক দুহিতা ছিল, সে অত্যন্ত রূপবতী, নাম দেবলদেবী। তিনি কমলা রাজার গর্ভজাতা। এতাবৎকাল ঐ কন্যা পিতার নিকট অবস্থিত ছিল। কিন্তু তাহাকে দিল্লীতে লইয়া যাইবার নিমিত্ত কমলাদেবী যবন সম্রাটকে কুমন্ত্রণা প্রদান করেন। এই হেতু পুনশ্চ যুদ্ধের উপক্রম হইল। কিন্তু এখন পর্য্যন্ত সূর্য্যবংশীয় ক্ষত্রিয়েরা যবনকে কন্যা দান করা শত্রুহস্তে মৃত্যুহইতেও অপকৃষ্ট বোধ করিতেন; তজ্জন্য কর্ণদেব দেবগড়ের রাজপুত্রকে কন্যা প্রদান করত সম্ভ্রম রক্ষা করিলেন। পরন্তু যৎকালে উল্লিখিত কুলবধু পতিগৃহে গমন করেন, তৎকালে সম্রাটের কতকগুলি সৈন্য ইলোরার পর্ব্বত-গুহাভিমুখে যাত্রা করিতেছিল। ঐ নব-পরিণীতা রাজদুহিতার সমভিব্যাহারে অম্প মাত্র অনুচর বিলোকনে তাহারা দেবলদেবীকে বলপূর্ব্বক

ধৃত করত দিল্লীর অন্তঃপুরে প্রেরণ করিল। এই ঘটনার পর প্রায় পঞ্চাশৎ বৎসর পর্য্যন্ত গুজরাটদেশে ক্রমাগত যুদ্ধবিগ্রহে হিন্দু নৃপতিগণ নিযুক্ত ছিলেন। কিন্তু তাহাতে কোন মতে যবনহইতে আপনাদের রাজ্য উদ্ধার করিতে পারেন নাই।

মহারাজা কর্ণদেবের পরাভূত হওনাবধি দিল্লীস্থ পাঠান-সম্রাটের অধীনস্থ শাসনকর্ত্তারাই গুজরাট প্রদেশে আধিপত্য করিতেন। কিন্তু ১৩৯৮ খ্রীষ্টাব্দে মোগল-বংশীয় অধিপতি তৈমুরলঙ্গ ভারতবর্ষ আক্রমণ করত দিল্লীর প্রভাব এককালে প্রগুপ্ত করিয়াছিলেন। ঐ সময়ে মোজফ্ফর নামা কোন ব্যক্তি গুজরাটের শাসনকর্ত্তার পদে নিযুক্ত ছিলেন, তেঁহ ঐ সুযোগে গুজরাট প্রদেশে আপনার প্রভুত্ব স্থাপনপূর্ব্বক গুলতান্ আখ্যা প্রচার করেন। ১৪১১ খ্রীষ্টাব্দে মোজফ্ফরশাহের মৃত্যুতে তদীয় পৌত্র অহম্মদ শাহ রাজত্ব প্রাপ্ত হন। এই অহম্মদ শাহ এক ভদ্রকালীর মন্দির উৎপাটন করত অহম্মদাবাদ নামে নূতন নগর পত্তন করেন, এবং তথায় তাঁহার রাজপাট সংস্থাপিত হইয়াছিল। এতদ্বলে বলা অনাবশ্যক নহে যে প্রাচীন হিন্দু নৃপতিগণ যে সমস্ত অতি আশ্চর্য্য মনোজ্ঞপুরী নির্মাণ করিয়াছিলেন, অহম্মদ শাহ তত্তাবৎ ভগ্ন করত ঐ নূতন নগর মধ্যে উহার উপকরণ আনয়নপূর্ব্বক তাহার শোভাসম্পাদন করিয়াছিলেন।

প্রসিদ্ধ আছে যে অহম্মদ শাহ অনাহিলবারা ও চন্দ্রাবতী নামক অদ্বিতীয় ঐশ্বর্য্যশালী নগরী অতিনির্দয়তার সহিত লুণ্ঠন এবং অতি চমৎকার রাজপ্রাসাদসকল ভগ্ন করত তত্রত্য উৎকৃষ্ট মর্ম্মর প্রস্তর ও অন্যান্য মূল্যবান উপকরণ দ্বারা অভিনব রাজপাট নির্মাণ করাইয়াছিলেন, এবং যে সকল দ্রব্য অব্যবহার্য্য হইয়াছিল তাহা

প্রাসাদের পোতাতে নিষ্ক্ষেপ করিতে আদেশ করিয়াছিলেন।

অপর অহমদ শাহ মৃত বৈরি হিন্দু রাজাদিগের কীর্তিচিহ্নপর্য্যন্ত যাহাতে বিলোপ হয়, তাহাতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া দেবালয় মন্দির ই স্থান প্রণষ্ট করত তদুপরি মসজিদ নির্মাণ করাইতে আদেশ প্রদান করিয়াছিলেন, এবং হিন্দুদিগের ধর্ম লোপ করণার্থ বিবিধপ্রকার অসদনুষ্ঠান ও অত্যাচার করিয়াছিলেন, তত্তাবদ্ বর্ণনে হৃদয় অতিমাত্র শোকাভিভূত হয়। অনহিলবারার নব্য অবস্থা অধুনা প্রত্যক্ষ করিলে যবনদিগের নিষ্ঠুরতা ও অসৎ চরিত্রের বিলক্ষণ প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়।

তন্নিম্ন তাঁহার আর এক দুষ্কৃতির প্রসঙ্গ ইতিহাসে প্রাপ্ত হওয়া যায়। একদা ঐ ভূপাল মাতুর প্রদেশের প্রধান ব্যক্তিকে রাজসভায় আহ্বান করত তাঁহার কন্যার পাণিগ্রহণের প্রস্তাব করেন। কিন্তু তাহাতে মাতুরাধিপতি অসম্মত হইবায় বলপূর্বক তাঁহাকে একটা কারাগারে অবরুদ্ধ করিয়া রাখেন। ঐ কারাগারহইতে উদ্ধার করণার্থে তাঁহার স্ত্রী গোপনে অহমদ শাহকে কন্যা প্রদান করত স্বামীর মুক্তি সাধন করেন। পরন্তু তাঁহার স্বামী ক্ষত্রিয়-গর্বে পরিপূর্ণ ছিলেন। তিনি যবনে কন্যাদানের কথা শ্রবণমাত্র তৎক্ষণাৎ আত্মহত্যা করিয়াছিলেন। পুনশ্চ বিওলার রাজাকে ঐ কাপে সভায় আনয়নপূর্বক তন্মিকটে আহমদ উল্লিখিত প্রস্তাব করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি কৌশলক্রমে তৎপ্রস্তাবে সম্মত হইয়া ভবনে প্রত্যাগমনপূর্বক কতক গুলি রাজপুত্রের সহিত মিলিত হইয়া ছয় মাস কাল অহমদের বিরুদ্ধে অস্ত্র পরিচালন করিয়াছিলেন, এবং পরিশেষে ঐ যবন নৃপতির হস্তহইতে মুক্ত হইয়া ইদরের রাজকুমারের সহিত কন্যার উদ্ধার-কার্য সম্পন্ন করিয়া দেন। এই যবনের দুষ্চরিত্রে

জুনগড়, চাম্পানোর ও ইদর দেশস্থ ক্ষত্রিয়ভূপাল-গণ অত্যন্ত উত্ত্যক্ত হইয়া দুই বার তাঁহার রাজ-পাট আক্রমণ করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহাকে পরাভূত করিতে পারেন নাই।

অহমদ শাহের মৃত্যুর পর ১৪৫১ খ্রীষ্টাব্দে তদীয় পুত্র কুতবশাহ গুজরাটের সিংহাসনে অধি-কৃত হইয়াছিলেন। তেঁহ পিতৃদৃষ্টান্তের অনুসরণ-ক্রমে মালব-প্রদেশস্থ কোন যবনাধিপতির সহযোগে মিবর-রাজ্যাধিপতি সুপ্রসিদ্ধ কুস্ত-রাণার রাজ্য আক্রমণ করেন। কিন্তু ঐ তেজস্বী নৃপতিকে কোন ক্রমেই পরাভূত করিতে পারেন নাই। এই ভূপালের রাজত্বকালে অহমদ-নগর প্রজ্বলিতরূপে শোভাম্বিত হইয়াছিল।

১৪৫২ খ্রীষ্টাব্দে কুতবশাহের ভ্রাতা মুহম্মদ বেগরা তৎপদে অধিকৃত হন। উক্ত ভূপালের অত্যা-চারের বিষয় গুজরাটের ইতিহাস মধ্যে বাহুল্য-কাপে লিখিত হইয়াছে। একদা ঐ যে ভূপাল জুনগড়ের হিন্দু রাজাকে পরাভূত করিয়া বল-পূর্বক জাতিচ্যুত করিয়াছিলেন, তাহাতেই অন-হিলবারার প্রাচীন রাজবংশীয় ভূপালদিগের আধিপত্য সম্পূর্ণরূপে লোপ হয়। ঐ ভূপালের সম্বন্ধে এক অত্যন্ত শোচনীয় ঘটনার বিষয় বর্ণিত আছে। কথিত আছে যে তেঁহ একদা গো-হিল-বংশীয় রানপুরের ক্ষত্রিয়-ভূপতির বিরুদ্ধে সঙ্গ্রাম আরম্ভ করেন। ঐ ভূপাল কিয়ৎকাল যুদ্ধে ব্যাপ্ত থাকিয়া অন্তঃপুরমধ্যে এই সমা-চার প্রেরণ করিয়াছিলেন, যে “আমার এই রাজ-ছত্র যত ক্ষণ না অবনত হইবে তাবৎ আমার প্রতীক্ষা করিবে। কিন্তু যে মুহূর্তে আতপত্র অবনত বিলোকন করিবে তদগুণেই প্রাণত্যাগদ্বারা যবনদিগের হস্তহইতে জাতিকুল রক্ষা করিবে।” দৈববশতঃ ছত্রবাহক অত্যন্ত পিপাসায়ুক্ত হইয়া ভ্রান্তিক্রমে ছত্রটি নামাইয়া জলপান করিতেছিল।

রাজমহিষী অটোলিকা হইতে তদবলোকনে রাজার মৃত্যু নিশ্চয় করিয়া দুর্গের উপরিভাগ হইতে কূপগর্ভে নিপতিত হইয়া দেহ ত্যাগ করিলেন। পরন্তু মহারাজা জয়লাভ করত ভবনদ্বারে প্রবিষ্ট হইবামাত্র প্রিয়ার ও অন্তঃপুরস্থ অন্যান্য মহিলা-গণের মৃত্যুসংবাদ শ্রবণমাত্র অস্ত্র নিক্ষেপিত করিয়া স্বীয় গলে প্রদান করিলেন। তাহাতেই তাঁহার দুঃসহ বিরহ-যন্ত্রণার অপনয়ন হইয়াছিল।

১৪৮৪ খ্রীষ্টাব্দে মুহম্মদ চাম্পানীরের অধিপতির প্রভুত্ব খণ্ডনার্থে সঙ্গ্রামে উদ্যত হইয়াছিলেন। এই দীর্ঘকালস্থায়ী শোণিত-প্রবাহী যুদ্ধ কোন মতেই নিবারিত হয় না; অবশেষে যবন ও হিন্দু উভয়ই ক্লান্ত হইয়া সন্ধিসমাধা করিলেন। কিন্তু উহার অব্যবহিত পরেই রাজপুত-সাদের মধ্যাহ্নে গগনস্পর্শে ধুমলেখা উখিত হইয়া গগন ব্যাপ্ত করিল। কিঞ্চিৎ পরেই বিজয় হইল যে রাজপারিজনবর্গ যবনদিগের দোরাণ্যে প্রদীপ্ত অনলকুণ্ডে দেহাহুতি প্রদানদ্বারা শত্রুদিগের আক্রমণভয় নিবারণ করিতেছেন, তৎকালে মহারাজা ও তাঁহার মন্ত্রী যবনদ্বারা ধৃত হইয়াছিলেন, কিন্তু মোসলমানের ধর্মগ্রহণে অসম্মত হইবায় শত্রুহৃদে প্রগাঢ়-যন্ত্রণা-প্রাপ্ত্যানন্তর পাক্ত প্রাপ্ত হন। এই রূপে বনরাজের শেষবংশধর-গণের রাজত্ব সমাপ্ত হইল। হিন্দুদিগের প্রাচীনরাজত্বের মধ্যে চাম্পানীর ও জুনগড়া অত্যন্ত প্রধান, তত্রত্য দুর্জয় ভূপালরন্দের পতন হইলে কেবল ইদরের ভূপতিই যবন-প্রভুত্ব-রক্ষার কণ্টক রহিলেন।

শুলতান মুহম্মদের বিষয়ে লিখিত আছে যে হিন্দুভূপতিমধ্যে সিদ্ধরাজ এবং যবনমধ্যে মুহম্মদ তুল্যরূপে প্রশংসিত ছিলেন। মুহম্মদের মৃত্যুর পর তাঁহার সন্তান দ্বিতীয় মুজফ্ফর ১৫১১ খ্রীষ্টাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন। উক্ত যবন ভূপাল পিতার ন্যায় ভারতবর্ষীয় ক্ষত্রিয়কুলের

সহিত যুদ্ধাশ্রি প্রজ্জ্বলিত করত নিরবচ্ছিন্ন জনপদ-সকল উৎসন্নীভূত করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে ইদরের অধীশ্বর এবং নিবার-দেশস্থ সুবিখ্যাত সঙ্গ্রামাণকে কোন ক্রমেই যুদ্ধে পরাভূত করিতে পারেন নাই। পোর্তুগিস মনুষ্যেরা কিয়ৎকাল অবধি সমুদ্র-পথ-দ্বারা আগত হইয়া গুজরাটের দক্ষিণ-ভাগ আক্রমণ করিতেছিল; ও ১৫১৫ খ্রীষ্টীয় অব্দে প্রাচীন চৌর-বংশীয় ভূপালদিগের অবশিষ্ট রাজপাট দেব-বাসর অধিকৃত করিয়াছিল। উক্ত স্থান একাল পর্য্যন্ত “দেউ” নামে পোর্তুগিসদিগের অধিকার বলিয়া বিখ্যাত আছে। তৎপরে দমন নামক প্রসিদ্ধ রাজপাট ১৫৫৮ খ্রীষ্টাব্দে উর্দাদিগের হস্তগত হয়। মুহম্মদ শাহের মৃত্যুর পর অহমদাবাদের বাহাদুর শাহ পৈতৃক রাজ্যে অভিষিক্ত হইয়া দশ বৎসর কাল দক্ষিণ-দেশস্থ নৃপতিগণের উপর আধিপত্য বিস্তার করেন। পরন্তু তিনি পরে দিল্লীর হুমাউন পাদশাহের নিকট বিশিষ্ট প্রকারে প্রতিফল লাভ করিয়াছিলেন, ও অবশেষে পোর্তুগিসদিগের চক্রপাকে তাঁহার মৃত্যু হয়।

উক্ত বাহাদুর শাহের শেষ দশায় গুজরাটে যবনদিগের প্রভুত্ব অস্তগত হইবার সম্পূর্ণ লক্ষণ প্রতীয়মান হইতেছিল। বাহাদুর প্রথমাবস্থায় হিন্দু ভূপালবর্গের প্রতি অতিশয় অত্যাচার করিয়াছিলেন। এই দুর্বলতার সময় তাঁহার প্রতি সকলেই তৎপ্রতিফলস্বরূপে অবহেলা প্রদর্শনে ত্রুটি করেন নাই। বাহা ইউক তাঁহার পর দ্বিতীয় মুহম্মদ শাহের রাজত্ব প্রাপ্তি হয়। ঐ ভূপালের সময়ে অকবর পাদশাহ গুজরাট অধিকৃত করেন।

যে সময়ে অকবরের অধীনস্থ কোন যবন গুজরাটদেশের শাসনকর্তারূপে নিযুক্ত হইয়াছিলেন, সেই সময়ে গুজরাটের ভূতপূর্ব অধিপতি মোজফ্ফর নামা যবন ভূপাল অকবরকর্তৃক ধৃত হইয়া কারাবস্থায় আবদ্ধ ছিলেন। কোন কৌশলদ্বারা তেঁহ

কারাবস্থা হইতে উদ্ধার হইয়া হিন্দুপতিব্রাহ্মণের সহযোগে দ্বাদশ বৎসর যুদ্ধ বিগ্রহে ব্যাপ্ত থাকিয়া পরিশেষে পুনঃ সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইয়াছিলেন ; এবং বিশিষ্ট প্রকারে প্রজাবর্গের পরিতোষভাজন হইয়াছিলেন । পরন্তু অবশেষে সম্রাটের সৈন্যকর্তৃক তাড়িত হইলে কোন ব্যক্তি বিশ্বাস-ঘাতকতাদ্বারা তাঁহাকে ধৃত করিয়া শত্রুহস্তে অর্পণ করিয়াছিল । পরন্তু তিনি সম্রাটদ্বারা কোন মতে অসদৃশ্যে ব্যবহৃত হইবেন এই আশঙ্কায় পূর্বে আত্মহত্যা দ্বারা সকল যন্ত্রণার অপনয়ন করিয়াছিলেন ।

এই ঘটনার পর প্রায় ১৫০ বৎসর গুজরাট দেশ দিল্লীস্থ সম্রাটদের অধীনস্থ শাসনকর্তাদ্বারা শাসিত হইয়াছিল । অহমদনগরের ভূপালবর্গ অত্যন্ত হীনদশাপন্ন হইয়াছিলেন । তাঁহারা কোন ক্রমেই গুজরাটের সিংহাসন পুনঃ উদ্ধার করিতে সক্ষম হইতে পারেন নাই ।

অষ্টাদশ খ্রীষ্টাব্দের আরম্ভে যবন-প্রভুত্বের শনিগ্রহরূপ দক্ষিণদেশস্থ মহাপ্রতাপাশ্রিত মহারাষ্ট্রীয় বংশীয়েরা, যাহাদিগের অল্পপ্রভাব দ্বারা দিল্লীস্থ সম্রাটগণের অতুল দর্প ও মহাপরাক্রমের খণ্ডন হইতেছিল, তাঁহারা গুজরাট-দেশস্থ অত্যাচারী যবনদিগের অভিমান চূর্ণ করণার্থ শনৈঃ শনৈঃ সোরাষ্ট্রাভিমুখে অল্পপরিচালনায় প্রবৃত্ত হইলেন । দুর্ভাগ্য মহারাষ্ট্রীয় সৈন্যগণের শাসনে স্বয়ং দিল্লীর সম্রাট ভীত ছিলেন । তাঁহার অধীনস্থ শাসনকর্তারা সেই দুর্ভাগ্যশালীদিগকে কত কল প্রত্যাশ করিবেন ? তাঁহারা সাধ্যানুসারে গুজরাটের রাজপাট রক্ষা করণার্থ সচেষ্টিত হইয়াছিলেন, কিন্তু সে সকলই ব্যর্থ হইল । ১৭৫৫ খ্রীষ্টাব্দে মহারাষ্ট্রীয়গণ গুজরাট দেশ হইতে যবনদিগের প্রভুত্ব একেবারে নিসানপূর্বক পুনর্বার হিন্দুর আধিপত্য সংস্থাপন করিলেন । উল্লিখিত

দিগ্বিজয়ী মহারাষ্ট্রীয় ভূপাল গুজরাট পরাভূত করণানন্তর যবন-ধর্ম্মালয়-সকল উন্মূলন-পূর্বক তাহার চিত্র পর্য্যন্ত লোপ করিয়া স্বদেশে প্রত্যাগমন করিয়াছিলেন । তৎকাল অবধি গুজরাট-দেশস্থ হিন্দু অধিপতিগণ মহারাষ্ট্রীয়দিগকে করপ্রদানে প্রচোদিত হইয়াছিলেন । অত্যন্ত ঋদ্ধিশালী আহমদ-নগর মহারাষ্ট্রীয়দিগের হস্তে একেবারে নিম্পুভাষিত হইয়াছিল । যবনদিগের প্রতাপ অন্তর্হিত হওনাবধি উল্লিখিত নগরহইতে মুহম্মদের মতাবলম্বী লোকেরা অনেকেই রাজধানী পরিত্যাগপূর্বক নানা দিকে প্রস্থানপরায়ণ হইয়াছিল । কেবল ধনাঢ্য লোকেরাই আপন আপন বিষয় সম্পত্তির লালসা পরিত্যাগে অক্ষম হইয়া মহারাষ্ট্রীয় কঠোর শাসনের বশবর্তী হইয়াছিলেন ।

পরন্তু মহারাষ্ট্রীয় প্রভাব দীর্ঘকাল স্থায়ী হয় নাই, এবং তাহার হ্রাস হইলে ইংরাজেরা গুজরাট রাজ্যের কোন কোন জনপদ অধিকৃত করে । প্রসিদ্ধ আছে যে ১৩১২ খ্রীষ্টাব্দে ব্রিটিশ মনুষ্যেরা সোরাষ্ট্র-দেশে বাণিজ্য-লালসায় কিয়ৎকাল বাস করিয়া ১৮০০ অব্দে উহার প্রধান রাজপাট অহমদাবাদ অধিকৃত করেন । তৎকালাবধি উহা ইংরাজদিগের অধিকারের অন্তর্ভূত আছে । পরন্তু বর্তমান বরোদা-প্রদেশস্থ গুইকবার-বংশীয় মহারাষ্ট্রীয় রাজ্যের বিস্তার তত্রত্য ব্রিটিশ অধিকারের প্রায় সমতুল্য । তন্নিম্ন অপরাপর রাজ্য ভিন্ন ভিন্ন রাজপুত্র ক্ষত্রিয়দিগের অধিকার ভুক্ত আছে । যবনপ্রভাব লোপ হওনাবধি গুজরাট-রাজ্য মধ্যে অধুনা প্রায় হিন্দুদিগের অবনতির অবস্থা দূরীকৃত হইয়াছে । প্রাচীন গুজরাটী ভাষার বিশিষ্টরূপ আলোচনা তথা কৃষিবিদ্যারও সম্যক প্রাদুর্ভাব হইয়া উঠিতেছে । তথায় প্রতিবৎসর একপ বাহুল্যরূপে তুলা উৎপন্ন হয় যে তদ্বারা বাণিজ্যের সমৃদ্ধ উপকার দর্শিয়া

থাকে। কোন মান্য গ্রন্থকার লিখিয়াছেন যে টলেরা, ব্রোচ, ও মোরাষ্ট্রে তুলার অভাব হইলে ইংলণ্ডীয় লাক্ষাশায়রস্ব তন্তুবায়দিগের মধ্যে মহাদুর্ভিক্ষ বিঘটনের বিশেষ আশঙ্কা উপস্থিত হইবার সম্ভাবনা।

কৃষিবিষয়ক উৎকৃষ্টতার যে রূপ বর্ণন উপরে লিখিত হইল, শিম্পবিষয়েরও তাদৃশ বিশেষ উন্নতি হইয়াছে। পরন্তু তদ্বিস্তার এস্থলে বর্ণন নি-
স্পয়োজনীয়। গুজরাট-দেশবর্তী লোকেরা অত্যন্ত পরিশ্রমী, বুদ্ধিমান, তেজস্বী এবং প্রাচীনকাল-
বধি বাণিজ্যশালী; তজ্জন্য তথায় বহুতর ধনাঢ্য লোকের বসতি আছে। এ সকল বাণিজ্যশীল লোকদিগের প্রযত্নে এক একটা অক্ষয় কীর্ত্তি সংস্থাপিত হইয়াছে। তন্মধ্যে শত্রুঞ্জয় স্থিত মনোহর দেবালয় প্রধান। এ দেবালয় নির্মাণার্থে ৩৪,০০,০০০ চতুস্ত্রিংশ লক্ষ মুদ্রা ব্যয় হইয়াছিল।

অপূর্ব মরীচিকা।



গতের মধ্যে যে সমস্ত অত্যাশ্চর্য্য অচিন্তনীয় মরীচিকা পরিদৃশ্যমান হয়, তন্মধ্যে ইতালী দেশস্থ “ফাতা মর্গানা” নামক আতপপ্রতিবিম্ব কোন মতে কনিষ্ঠ ব্যাপার নহে। তাদৃশ অদ্ভুত মরীচিকা ভূমণ্ডলের আর কোন অংশে কোন জাতীয় মনুষ্যের পরিজ্ঞাত হয় নাই। ইতালী দেশেরও সর্বত্র তাহা প্রচলিত নহে, কেবল দক্ষিণ-ভাগে তাহা দৃষ্টিগোচর হয়।

উল্লিখিত নৈসর্গিক ব্যাপার বহুকালাবধি ইতালী ও শিসিলী দ্বীপস্থ লোকদিগের সুগোচর আছে। কিন্তু পদার্থবিদ্যার প্রকৃষ্ট আলোচনা

না থাকাতে কিয়ৎকালপূর্বে তাহারা উহার নিগূঢ় তত্ত্ব অবধারণপূর্বক কোন প্রামাণ্য কারণের আ-
বিষ্কিয়া করিতে পারে নাই। অধিকন্তু প্রাচীন কালে উল্লিখিত প্রতিবিম্বের যে কাম্পনিক কারণ গুলি নির্দিষ্ট হইয়াছিল, ইদানীং তাহা পদার্থ-বিদ্যাপারদর্শিগণকর্তৃক খণ্ডিত হইয়া গিয়াছে।

ব্রাইডন্ নামা কোন ভ্রমণকারী অনুমান করেন যে কেন্দ্রনিকটবর্তী সুপ্রসিদ্ধ “আরোরা বোরি-এলিস” বা স্থিরসোদামিনী নামক ব্যাপারের সদৃশ ইহা দীপ্তির ধর্ম্মবিশেষে উৎপন্ন হয়; যে স্থানে এ অদ্ভুত প্রতিবিম্ব পরিদৃশ্যমান হয়, তথায় বহুতর আগ্নেয় কূপ আছে; এ আগ্নেয়কূপহইতে প্রকৃষ্টরূপে বিদ্যুৎপদার্থ উদ্ভা-
বিত হইয়া বায়ুর সহিত অধিক পরিমাণে মিশ্রিত হইয়া অধঃস্থ বাতাবর্ত্তদ্বারা শূন্যে উৎক্ষিপ্ত হইয়া অত্যন্ত আন্দোলিত হইলে সূর্য্যকিরণ-
সহযোগে প্রস্তাবিত প্রতিবিম্ব নেত্রগোচর হয়। পরন্তু এই ব্যাখ্যা সুনিশ্চিতরূপে সাব্যস্ত হয় নাই। উক্ত প্রাচীন অনুমানের অন্যার্থবাদী মাজি আঞ্জিলুসি ও অন্যান্য তদ্দেশীয় লেখকদিগের মতে এ অনুমান কিয়দংশে প্রামাণ্য, কিন্তু সমুদয় সত্য নহে। তিনিমিত্র তত্তাবৎ পরিত্যাগ-
পূর্বক মিলিস নামক পণ্ডিতদ্বারা এতদ্বিষয়ের নিগূঢ় মর্ম্ম যাহা নিশ্চিত হইয়াছে তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করা হইল।

উল্লিখিত মহানুভব লিখিয়াছেন যে বারব্রয় এই আশ্চর্য্য ছায়াবিম্ব তিনি প্রত্যক্ষ করিয়া-
ছিলেন। উহা প্রায় সচরাচর অক্টোবরমাসে নেত্রগোচর হয়। উক্ত সময়ে সূর্য্যের কি-
রণ ৪৫ অক্ষাংশ পরিমিত বক্রভাবে মলি-
লেন উপরিভাগে নিপতিত হয়। তৎসময়ে যদি সমুদ্রের উপরিভাগ নিম্নকভাবে স্থিত হয়,


বায়ুর আঘাতে কিছুমাত্র আন্দোলিত না হয়, তাহা হইলে দর্শক সূর্য্যের দিকে পশ্চাৎ করিয়া সমুদ্রের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে জলের উপর ছায়াবাজীর দৃশ্যের ন্যায় অকস্মাৎ চতুষ্কোণ অর্দ্ধ স্তম্ভ, খিলান-বিশিষ্ট রহৎ দুর্গ, গোল স্তম্ভ, দুর্গের উন্নত চূড়া, অপূর্ব শোভাম্বিত গবাক্ষ, ও বারাপ্তায়ুক্ত রম্যভবন, তথা পাদপশ্ৰেণী, পশ্বাদি বিচরণীয় গোষ্ঠ, এই সমস্ত পদার্থের ছায়া উপর্যুপরি অতি রহৎ পরিমাণে দৃষ্টি পথে পরিচালিত হইতে থাকে; তাহার সজ্জা এত অধিক যে তাহার গণনা করা ভার হয়। তন্মধ্যে কোন পদার্থ গতিযুক্ত; কোনটা বা স্বাভাবিক অবস্থায় স্থিরভাবে অবস্থিত বোধ হয়, এই সমস্ত ছায়া পদার্থে স্ব স্ব বর্ণেরও কোন বৈলক্ষণ্য অনুভূত হয় না। অপর উক্ত সময়ে শূন্যোপরি বাষ্পের অতিশয় প্রাচুর্য্য থাকিলে এবং বায়ুদ্বারা কোন ক্রমে এই বাষ্পরাশির গাঢ়তা বিচ্ছিন্ন না হইলে এই রূপ প্রতিবিশ্ব অন্তরীক্ষে ভাসমান হইয়া থাকে। কিন্তু তদস্থায় প্রতিবিশ্বিত পদার্থসকল আকাশবর্তী ধূমকেতুর ন্যায় অল্প দীপ্তিযুক্ত প্রতীয়মান হয়—কোন বর্ণের আর ভেদ থাকে না। পক্ষান্তরে বায়ু অতিরিক্ত বাষ্পদ্বারা অতিশয় গাঢ় ও দৃষ্টিরোধক হইলে এই সকল পদার্থ অল্পমাত্র লোহিত, শ্যামল, পিঙ্গল ইত্যাদি বর্ণে প্রতীয়মান হয়; কিন্তু তাহা হইলে শূন্যে প্রতীয়মান না হইয়া সমুদ্র-জলোপরি দৃষ্ট হয়। এই নৈসর্গিক ছায়াবাজী বহুক্ষণ স্থায়ী হয় না। পূর্বেই কথিত হইয়াছে সূর্য্যকিরণ যাবৎ ৪৫ অংশ হইতে ৫৫ অংশ পরিমাণ তির্য্যক্ থাকে তাবৎ উহা নেত্রগোচর হয়, তৎপরে তাহা দেখিতে দেখিতে মেঘে মিলিত হয়।

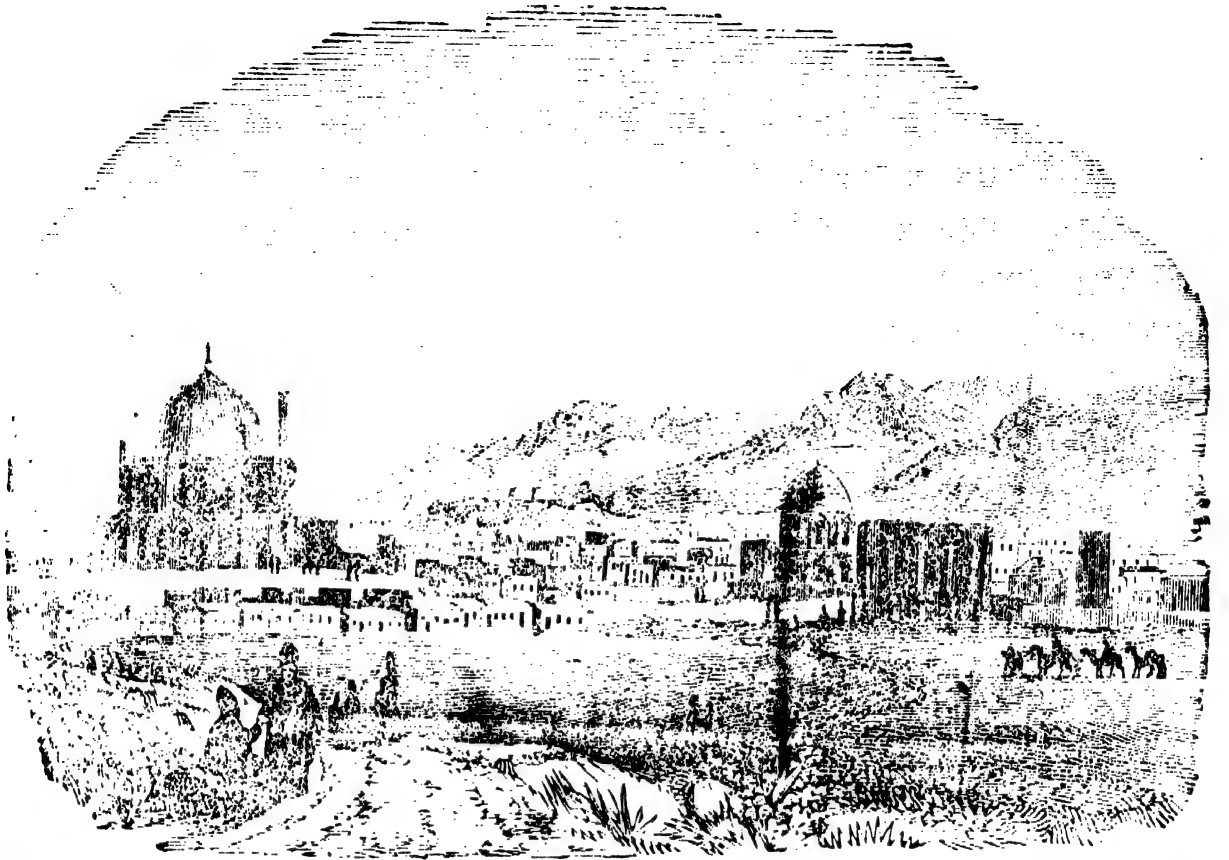
এই আশ্চর্য্য প্রতিবিশ্ব প্রায় সর্ব্ব ঋতুতে কোন ২

সময়ে দৃষ্ট হয়, এবং যৎকালে এই আশ্চর্য্য প্রতিবিশ্ব অবলোকিত হয়, তৎকালে জনপদবর্তী সর্ব্ব-সাধারণ জনগণ মহোল্লাসে দীর্ঘ জনরব করিতে করিতে মেসিনা খাড়ীর উপকূলাভিমুখে ধাবিত হয়, ও করতালি প্রদান পূর্ব্বক “মর্গানা! মর্গানা! মর্গানা!” এই বাক্যটী অনবরত উচ্চারণ করে। এই সময়ে সমুদ্রকূলে এতাদৃশ জনতা ও মহোল্লাস প্রকাশিত হয় যে কোন বিশেষ পর্বাছে তাদৃশ জনতা হয় না।

বিজ্ঞবর মিনাসি সাহেব অনুমান করেন যে, যে সকল লঘু পরমাণু বায়ুসহকারে শূন্যে পরিচালিত হয়, তাহা দর্পণবৎ কার্য্য করে, এবং উপকূলে যে যে পদার্থ আছে তত্তাবতের প্রতিবিশ্ব তাহাতে নানাবিধ বর্ণে প্রতীত হইয়া দর্শনেন্দ্রিয়ের গোচর হয়। অপর যথা এক বস্তু বহু দর্পণে প্রতিবিশ্বিত হইলে বহু সজ্জায় দৃষ্ট হয় তথা এই দর্পণবৎ পরমাণুরাশির বিভিন্ন পিণ্ড ব্যাপ্ত থাকিলে উপকূলের এক দ্রব্য বহু সজ্জায় প্রতীত হয়। অধিকন্তু সামান্য দর্পণের সমস্তুল-তাদি অবয়বের ব্যাঘাত হইলে যে রূপ প্রতিবিশ্বিত বস্তুর অবয়বের বিপর্য্য লক্ষিত হইয়া থাকে; পরমাণুরাশির অবয়বভেদে সেই রূপ প্রস্তাবিত আতপপ্রতিবিশ্বে উপকূলের পদার্থের বিপর্য্য দৃষ্ট হয়। উহার অন্যবিধ কারণ নাই।

সমুদ্রপুরস্ক হীরকের খনি ।

ঠকবর্গের অগোচর নাই, ভা-

 তবর্গের যবনদিগের প্রভুত্ব-
 রক্ষি-হওনাবধি ঔরঙ্গজেবের
 সাম্রাজ্যকাল পর্য্যন্ত গোপ্ত-
 জাতীয় মনুষ্যেরা মাতৃভূমির
 স্বাধীনতা রক্ষার্থ দিল্লীস্থ দোদর্প-প্রতাপ সম্রাট-
 গণকে দীর্ঘকাল করপ্রদানে অস্বীকৃত হইয়া বাহু-



বলে হৃদেদেশকে স্ববশে রাখিয়াছিল। ঐ সমস্ত গোপ্ত মনুষ্য দক্ষিণ-দেশীয় ব্রাহ্মণ-শ্রেণী-মধ্যে অপকৃষ্ট বলিয়া পরিগণিত, এবং তাহারা যে প্রদেশে বাস করে তাহা অত্যন্ত-নিবিড়-কানন-পরিবৃত। উহার নাম গোপ্তবান প্রদেশ। গোপ্তবান প্রদেশের মধ্যে কোন কোন স্থান এতাদৃশ দুর্গম ও দুরারোহ যে তথায় উত্তীর্ণ হওয়া অতিশয় দুঃসহ। ঐ দুর্গম অরণ্যানীমধ্যে ভয়ানক হিংস্র জন্তু ও সর্পের আবাস আছে। তৎপ্রযুক্ত তথায় নাগরিক মনুষ্যের সমাগম নাই। ভারতবর্ষের মধ্যে উক্ত প্রদেশে সিংহ সচরাচর দৃষ্ট হয়। মহা বেগবতী সুপ্রসিদ্ধ মহানদী এতৎপ্রদেশস্থ পার্শ্বত্যা কাননের মধ্যস্থলহইতে বিনির্গতা হইয়াছে। উহার উৎপত্তিস্থান অদ্যাপি নিঃসন্দ্বিধকপে নিকপিত হয় নাই। পরন্তু প্রাক্ত ভূগোলবেত্তাগণ অনুমানদ্বারা স্থির করি-

য়াছেন যে প্রোক্ত নদী খয়রাগড়ের নিকটহইতে উদ্ভূত হইয়া পূর্বাভিমুখে পতনানন্তর অত্যন্ত বক্র গতিতে বহুরাজ্য ভ্রমণপূর্বক কটকের সন্নিধানে সনুন্দী, জয়ন্তী, বৈতরণী, খরশান, ব্রাহ্মণী, এবং কমরিয়া বা কোমার্যা নদীর সহিত সংমিলিত হইয়াছে। তদনন্তর বারবতী নামক দুর্গের উত্তরাংশে কুজঙ্গ নামক খাড়ীর সন্নিহিতে বঙ্গোপসাগরে মিলিত হইয়াছে।

উপরোক্ত নদীর দক্ষিণ ও উত্তর উভয় পারে সম্ভলপুর প্রদেশ স্থিত আছে। তন্মধ্যে উত্তর তীরস্থ সমস্ত জনপদ ব্রিটিশ গবর্ণমেন্টের অধিকার ভুক্ত; তথায় মনুষ্যের আবাসস্থল অধিক নাই। তথাকার জল বায়ু অত্যন্ত অসহ্যকর। অপর অরণ্যানীমধ্যে বন্যস্বভাব লোকেরা বাস করে। উহাদিগের রীতি চরিত্র অত্যন্ত জঘন্য।

সম্ভলপুরের উত্তরাংশে অনেক পর্বতমালা

আছে। এ পার্বত্য প্রদেশে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বাভাবিক পয়ঃপ্রণালী অনেক আছে, তৎসহযোগে শৈল-বর্ত্তিনী নদীর সংযোগ থাকতে বর্ষাকালে তাহার স্রোত উৎপ্রাবিত হইয়া মহানদীতে আসিয়া মিশ্রিত হয়। এ স্রোতবেগে খনিহইতে হীরা ও স্বর্ণ ধৌত হইয়া মহানদীতে নীত হয়। কিন্তু অতি দুর্গমস্থানবশতঃ খনির স্থান কেহই নির্ণয় করিতে পারে নাই। তত্রস্থ ক্ষুদ্র ভূস্বামীগণ উল্লিখিত হীরা ও স্বর্ণ সঞ্ছুরের নিমিত্ত এক বিশেষ জাতীয় মনুষ্যকে নিয়োগ করিয়া থাকেন। এ সকল মনুষ্য নদীর গর্ভস্থ মৃত্তিকা উত্তোলনপূর্বক অতিযত্নে পুনঃ পুনঃ তাহা ধৌত করত হীরক সমুদ্ধার করে। এ সকল হীরা সর্বস্থানে প্রাপ্ত হওয়া যায় না। যে স্থানে মহানদীর সহিত অন্য ক্ষুদ্র নদীর সঙ্গম হইয়াছে, কেবল সেই স্থানে উত্তর বা দক্ষিণ তটে উহা প্রাপ্তব্য। অধিক হীরক চন্দ্রপুরের নিকট প্রাপ্ত হওয়া যায়। এ স্থানে মৌন্দ নদীর সহিত মহানদীর সঙ্গম হইয়াছে। মহানদী এ স্থানে বক্র হইয়া বামপার্শ্ব-বাহিনী হইয়া গিয়াছে। এ বক্রগতি জন্য প্রায় ষষ্টি ক্রোশ পর্য্যন্ত স্থান বালুকাময় চড়া হইয়া আছে, তাহাই হীরা অন্বেষণের স্থান বলিয়া নির্দিষ্ট আছে। তথায় উহা প্রাপ্ত হইবার বিশেষ হেতু এই যে, উভয় নদীর সন্ধি-স্থলে হিল্লোলদ্বারা বহুপঞ্চ এবং তৎসহযোগে হীরকাদি আসিয়া উভয় নদীর সঙ্গম-স্থলে কন্দমে আবদ্ধ হয়। এবং তথায় স্রোতোগতির অবরোধহেতু এ স্থানেই হীরকাদি বালুকায় আবদ্ধ হইয়া থাকে; স্রোতোদ্বারা প্রবাহিত হইয়া যায় না। এই হেতু যে স্থানে যুক্তবেণী সম্পন্ন হয় সেই স্থানেই হীরক প্রাপ্ত হওয়া যায়।

যে সকল মনুষ্য হীরা অন্বেষণ করে তাহারা দুই শ্রেণীতে বিভক্ত, তদ্যথা জহরা ও তোরা। উক্ত উভয় মনুষ্যের জাতি কুল সম্পূর্ণ অপরিচ্ছাদিত।

তাহাদিগের সম্ভ্রা পাঁচ শতের অধিক। কার্তিক মাসের প্রারম্ভে বর্ষার শেষ হইলে উপরোক্ত মনুষ্যেরা পুণ কলত্রাদি সমভিব্যাহারে মহানদী-কূলে সমাগত হইয়া হীরা অন্বেষণে প্ররু হয়। ইহাদিগের ঈদৃশ সংস্কার আছে যে হীরা স্বভাবতঃ রুদ্ধিশীল, তদ্বৈতুক অণুপ্রমাণ অতি সূক্ষ্ম হীরা পাইলে তাহা কিছু দিবসের পর বদ্ধিত হইবে, এই আশয়ে তাহা বালুকায় রাখিয়া দেয়, এবং পরে এ ক্ষুদ্র হীরা রহৎ হইয়াছে এই বোধে যে সকল মৃত্তিকা এক বার নির্বাচন করিয়াছে তাহাহইতে হীরাসকল বাহির করিয়া লয়।

উক্ত অনুসন্ধানের রীতি অতি সামান্য। তদ্বি-যয়ে কেবল গাঁতি নামক অস্ত্র প্রযুক্ত হইয়া থাকে। এতদ্বারা জহরা মনুষ্যেরা নদাগর্ভহইতে মৃত্তিকা ও বালুকা তুলিয়া মহানদীর তটে সঞ্ছুর করে, এবং বালক ও স্ত্রীলোকেরা তাহাহইতে স্বর্ণ ও হীরকাদি নির্বাচন-করণে প্ররু হয়, তৎকার্য্য সম্পাদন জন্য তাহাদের সমভিব্যাহারে ৩০০ হস্ত দীর্ঘ ১০০ হস্ত পরিসরযুক্ত এক খান পাটা থাকে, তাহার ধারে চতুর্দিকে দুই বুকল পরিমাণ উচ্চ এক ধারী থাকে। এ পাটা ভূতলে কিঞ্চিৎ হেলাইয়া রাখিয়া তদুপরি পূর্বোক্ত বালুকা ও মৃত্তিকা স্থাপনানন্তর জলক্ষেপণ করিতে হয়। জলের সহিত মৃত্তিকাভাগ দ্রব হইয়া গেলে পাটায় ধৌত প্রস্তর ও অন্যান্য কঠিন বস্তু অবশিষ্ট থাকে। অতঃপর অতি সাবধানপূর্বক অন্য এক ক্ষুদ্র পাটাতে এ ধৌত পদার্থ বিস্তৃত করিয়া রৌদ্রেতে ধারণ করিলে যে যে স্থানে ক্ষুদ্র হীরকের বা স্বর্ণের কণা পড়িয়া থাকে, তাহা প্রতিভাষিত হয়, এবং হীরা সঞ্ছুরকেরা আয়াসসহকারে তাহা একটী একটী করিয়া বাছিয়া লয়।

পূর্বে উক্ত প্রকার হীরক অন্বেষণ কার্য্যের কোন তত্ত্বাবধারক থাকিত না। তৎপ্রযুক্ত অনুসন্ধান-কারিরা গোপনে অনায়াসে দুই এক খণ্ড হীরক

অপলাপ করিত। এই প্রকার অপলাপের এক প্রাঞ্জল দৃষ্টান্ত বর্ণিত আছে। তাহাতে ৮৪ রতি পরিমিত এক খণ্ড বড় হীরক কোন ক্রমে ইংরাজদিগের হস্তে পতিত হয়। তাহার রত্তান্ত এই যে হীরক অন্বেষণকারিরা নিয়মিত বেতন প্রাপ্ত না হইবার আশঙ্কায় এই হীরকখণ্ড অপলাপ করিয়া রাখিয়াছিল। অনন্তর তাহার আবিষ্কর্তা সম্ভলপুরস্থ প্রধান ইংরাজ কর্মচারীর নিকট আনয়ন-পূর্বক তাহা সমর্পণ করে।

সম্ভলপুরস্থ হইতে যে সমস্ত হীরক লব্ধ হইয়া থাকে তাহা উত্তমাধম গুণভেদে চারি বর্গে বিভক্ত হয়। সর্বোৎকৃষ্ট হীরা “ব্রাক্সন” শব্দে উক্ত হয়। অপরাপর হীরক এই প্রকার উহাদের লক্ষণানুসারে “ফ্রাভিয়,” “বৈশ্য,” এবং “শ্রুদ্দ” নামে পরিজ্ঞাত হইয়া থাকে। উপরোক্ত অপলুপ্ত হীরকখণ্ড ব্রাক্সন শ্রেণীস্থ হীরক বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিল।

অত্যন্ত দুর্গম স্থানে উক্ত দুঃসাধ্য ব্যাপার সমাধা হয় বলিয়া জহরা ও তোরা জাতীয় মনুষ্যেরা ষোড়শটি গ্রাম নিষ্কররূপে পাইয়াছে। তাহারা হীরা অন্বেষণকালে যে সকল স্বর্ণ সঞ্চয় করে তৎ সমস্তই নিজভোগের নিমিত্ত প্রাপ্ত হয়। তাহাতে নৃপতিগণের কোন স্বত্ব থাকে না। কিন্তু তাহারা অত্যন্ত অপব্যয়ী। যেহেতু উপরোক্ত স্বর্ণ ও হীরকাদি লাভদ্বারা যে সকল অর্থ প্রাপ্ত হয়, তাহা যাবৎ না ব্যয় হইয়া যায়, তাবৎ কোন কার্যে নিযুক্ত হয় না; নিরবচ্ছিন্ন আলস্য ও লাম্পাটে কালহরণ করে। প্রাচীন রাজ-নিয়মানুসারে যত হীরা আবিষ্কৃত হইত নৃপতিই তত্তাবতের অধিকারী হইতেন। পাছে তাহা কেহ অপহরণ করে এই নিমিত্ত বড় হীরা যে আবিষ্কৃত করিত রাজা তাহাকে প্রচুর অর্থ পারিতোষিক প্রদান করিতেন, এবং কখন কখন নিষ্কর গ্রামাদিও প্রদান করিতেন। পরন্তু যাহার দোষ সপ্রমাণ হইত তাহার জীবন দণ্ড

হইত; অথবা অন্যান্য উৎকট রাজশাসন বিধানানুসারে তাহাকে গ্রামহইতে বহিস্কৃত করিয়া দেওয়া হইত। সে ভবিষ্যতে আর হীরা অনুসন্ধান নিযুক্ত হইতে পারিত না।

পূর্বে কথিত হইয়াছে যে সম্ভলপুরের হীরকের খনি অত্যন্ত দুর্গম গিরিগহনমধ্যে স্থিত হইবাতে তাহা সভ্য মনুষ্যের অপরিজ্ঞাত ছিল। পরন্তু এই অরণ্যাকীর্ণ প্রদেশ রত্নের আকর, এই হেতু তল্লাভের আশয়ে আশু তাহা পরিজ্ঞাত হওয়া নিতান্ত অসম্ভাবনীয় নহে। তত্রত্য ভূপালগণ সর্বশ্রেষ্ঠ মহারাজ্যীয় ও যবন প্রভৃতির উপর হস্তক্ষেপ করিতে নিতান্ত বিরক্তি প্রকাশ করিতেন, এই হেতু তাঁহারা গোপুবান-প্রদেশস্থ যবনাধিপত্যের অন্তর্গত রাজ্যসকলের মধ্যে কদাপি হীরকাদির খনি আবিষ্কৃত-করণে অনুরাগী ছিলেন না, কেবল স্বাধিকারস্থ মহানদীর গর্ভে যে সমস্ত মণি প্রাপ্ত হইতেন তাহা গ্রহণেই পরিতুষ্ট হইতেন।

সম্ভলপুরে বার্ষিক কত হীরক সঞ্চয়িত হয় তাহার কোন বিবরণ লিখিয়া রাখা হয় না। শুদ্ধ যে হীরা অধিক মূল্যে বিক্রীত হয় তাহারই রত্তান্ত সাধারণের গোচর হইয়া থাকে। বর্তমান শতাব্দের প্রারম্ভে সম্ভলপুরের রাণী রত্নকুমারী একখানি ২৮৮ রতি পরিমাণের ও অপর একখানি ৩০৮ রতি পরিমাণের, এই দুই খণ্ড হীরা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

১৮০৯ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে ৩৭২ রতি পরিমাণের আর একটি হীরা আবিষ্কৃত হয়। উক্ত রাজ্ঞী তৎকালে স্বামীর নাতার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় ব্যাপ্ত থাকাতে তাহা হস্তান্তরে রক্ষিত হয়। কিন্তু রত্ন মহিষীর আদ্য শ্রাদ্ধ পরিসমাপ্ত না হইতেই মহারাজ্যীয়েরা উক্ত রাজ্ঞ্যে প্রবেশ করণানন্তর রত্নকুমারী রাণীকে রাজ্যচ্যুত করেন।

এ সময়ে এক অবিখ্যাত ভূত্য এই মহামূল্য রত্নের সম্মান মহারাষ্ট্রীয় সৈন্যাদ্যক্ষ চন্ড্রজী ভৌশলাকে বিদিত করে, ও তিনি তাহা সংহার করেন।

নূতন গ্রন্থের সমালোচন।

“বন্ধে কি না” গ্রন্থন। (দুই অঙ্কে সমাপ্ত।)



হসনের দুই অভিপ্রায়; এক, অভিনয়ে দর্শকের মনোরঞ্জন; দ্বিতীয়, পাপানুরাগ, দুষ্কৃতি, অসদ্ব্যবহার প্রভৃতি মন্দের তিরস্কারদ্বারা অপনোদন।

এতদুভয়ের একীকরণ সমাগ্ধরূপে সিদ্ধ হইলে প্রহসন সর্বতোভাবে শ্রেষ্ঠ হয়; তদভাবে তাহার অভীষ্টের কথাঞ্চং হানি থাকে। এমত হইতে পারে যে রহস্য-ব্যঙ্গ-উপন্যাস-সহকারে প্রহসন রচনা করিলে অনেকের মনোরঞ্জন হইবে; পরন্তু তাহাতে প্রহসনের এক প্রধান উদ্দেশ্য পরিত্যাগ করা হয়। অপর সত্য বটে যে শিক্ষা, উপদেশ, তিরস্কার প্রভৃতি উপায়দ্বারা মন্দের দমন হইতে পারে; পরন্তু তাহা সর্বত্র সাধ্যও নহে, এবং তাৎশ ফলবানও নহে। অনেক উচ্চপদস্থ গরীয়ান্ ধনবান্ আছেন যাহাদিগের পাপে ধরণী সর্বদা কম্পান্বিতা; তাহাদিগের নিকট শিক্ষা ও উপদেশ কদাপি অগ্রসর হইতে পারে না; এবং দেশে তাৎশ লোক অগ্নি আছে যাহারা তাহাদিগকে তিরস্কার করিতে পারে। অপর অনেকের নানা প্রকার অভ্যাস আছে যাহা পাপকর না হইলেও অশ্লীল অসভ্য বা দুষণীয় মানিতে হয়। কেহ ২ আছে যাহারা অকারণে অহরহঃ শিরশ্চালন করিয়া থাকে; কেহ বা মধ্যঃ স্কন্ধদেশ উর্দ্ধ সঞ্চালন করে; কেহ সমাজে বসিয়া পদ কম্পন না

করিয়া থাকিতে পারে না; কেহ প্রতি কথায় কেহ “বটে বটে;” কেহ সকল কথার মাত্রায় কেহ “বুঝেচ” বা “বুঝেলেত” বা “তাই বলি;” পাঠকরূপের অনেকেই এই রূপ অভ্যাসের উদাহরণ দেখিয়া থাকিবেন। উহা পাপজনকও নহে ও অশ্লীলও নহে; পরন্তু ইহা সভ্য ব্যক্তিদিগের বিবেচনায় নিন্দনীয় বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে। এই সকল দোষের সমুচ্ছেদজন্য প্রহসন এক প্রধান উপায়। তাহার শর অকাট্য, এবং এমত স্থান নাই যাহা তাহাদ্বারা বিদ্ধ না হয়। অপর উহার এক আশ্চর্য ও অসাধারণ ক্ষমতা আছে। শাণিত অস্ত্রে লৌহ অপেক্ষায় কাষ্ঠ সহজে ছেদিত করে; দৃঢ় বস্তু অপর দৃঢ় অপেক্ষা সূক্ষ্ম পদার্থ অনায়াসে ভেদ করে; বলবান্ মনুষ্য অন্য বলবান্ অপেক্ষা ক্ষীণ মনুষ্যকে সহজে পরাস্ত করিতে পারে; কিন্তু প্রহসন তাহার বিপরীতরূপে কার্য্য করে। তাহার শ্লেষরূপ শেল সামান্য ব্যক্তির উপর পতিত হইলে ব্যর্থ হয়, কিন্তু গরীয়ান্ ধনবান্ মান্য কি উচ্চপদস্থর উপর পড়িলে ত্রস্কাস্ত্রের ন্যায় অমোঘ হইয়া থাকে। মনে ককন—আর মনে করাই বা কি, সকলেই দেখিয়াছেন,—যে আপন আপন পল্লীতে কোন কোন ধনাঢ্য অত্যন্ত মদরিকা প্রিয়, এবং তাহার ক্রমে প্রতি রাত্রিতে সে অল্প অপারগ বলিয়া ভূত্যের স্কন্ধ সহকারে আপন শয্যায় নীত হয়। তাহাকে তিরস্কার করিবার লোক নাই, এবং সে উপদেশ দিলেই যে মদ্যত্যাগ করিবে ইহারও প্রত্যাশ নাই। এমত অবস্থায় দুষ্টের দমনের নিমিত্ত প্রহসন একমাত্র উপায়। প্রচ্ছন্ন বর্ণনে দেশের রাজার নামেও প্রহসন প্রস্তুত হইতে পারে, এবং সাধারণ সমীপে তাহা অভিনীত হইলে এই রাজার অপরাধ একপা স্পষ্ট ও জাজ্বল্যমান হইয়া উঠে, যে রাজাও ব্যথিত চিত্তে সে দোষের পুনরনুষ্ঠানে

সঙ্কিত হন। নানা প্রকার সামাজিক দোষও এই উপায়ে সংশোধিত হইতে পারে। প্রহসনের এই উপকারই প্রধান; এবং তন্নিমিত্তই ইহার বিশেষ সমাদর হইয়া থাকে। পরন্তু আশ্চর্য্য যে প্রহসনের প্রথম উদ্দেশ্য সিদ্ধ না হইলে তাহার দ্বিতীয় উদ্দেশ্য কদাপি সিদ্ধ হইতে পারে না। ফলে যে প্রহসন যত হাস্যদ্যোতক ও আমোদজনক হইবে সে ততই শাস্তা ও নীতি-প্রদর্শক হইবে। হাস্যদ্যোতনের ব্যাঘাত হইলে নীত্যাশ্রয়শেষও বিলক্ষণ ব্যাঘাত হয়। এবিষয়ে বরং প্রহসন নীতি-প্রদর্শক না হইয়া কেবল প্রমোদদ্যোতক অনায়াসে হইতে পারে, কিন্তু প্রমোদকর না হইয়া কেবল নীতি-প্রদর্শক কদাপি হইতে পারে না। প্রহসনের এই উভয় উদ্দেশ্যের পরস্পর সম্বন্ধ অরণ না রাখিলে প্রহসনের দোষ গুণ কদাপি সমালোচিত হইতে পারে না। কেহ কেহ কহেন যে কোন ব্যক্তির গুণ দোষ লইয়া আমোদ করায় ভদ্রতার ব্যাঘাত হয়। পরন্তু তাঁহাদের আশ্চর্য্য যে প্রহসনের লক্ষ্য দোষ; সেই দোষই লোকে হাস্যরূপ অস্ত্রে বিনষ্ট করিতে চেষ্টা করে; মনুষ্য তাহার উদ্দেশ্য নহে; সুতরাং প্রহসনে কোন ব্যক্তির গুণ কথা লইয়া আমোদ করা সিদ্ধ হয় না। অপর একাধারে বহু দোষ সর্বদা একত্র থাকে না; আর একটীমাত্র দোষের উল্লেখ প্রহসন প্রাঞ্জল করা দুষ্কর হইয়া উঠে, এই হেতু বিভিন্ন আধারের বিভিন্ন দোষ একত্র করিয়া বর্ণন করার রীতি আছে। ফলে কবিমাত্রই এই নিয়মের অনুগামী; এবং প্রায় সকলেই আপন ২ নায়ককে বিভিন্ন গুণ বা দোষের আধার করিয়া থাকেন। এই কৌশলের অবলম্বনে প্রহসনকারেরা অনেকে কহিয়া থাকেন যে তাঁহারা কল্পনার সহকারে আপন ২ নায়কের সৃষ্টি করিয়াছেন—কোন বিশেষ ব্যক্তির আদর্শে তাহার চিত্র করেন

নাই। পরন্তু আমাদিগের বিবেচনায় সে কথা কোন মতে বিশ্বাসযোগ্য নহে। যে সকল প্রহসন আমাদিগের দৃষ্টিগোচর হইয়াছে তাহার নায়ক প্রায়ই জনসমাজ হইতে গৃহীত; কেবল গ্রন্থকারের চাতুর্য্য বা অক্ষমতা-দোষে তাহার কোন কোন অঙ্গ প্রপঞ্চিত, অধিকারিত, পরিবর্তিত বা খণ্ডিত হইয়াছে, ইহা স্পষ্ট প্রতীত হয়। সাধারণের একপক্ষ জান না থাকিলেও প্রহসনের দোষ গুণ বিচার-সময়ে তাঁহারা যে নায়ককে আপন পরিচিত বা জ্ঞাত কোন ব্যক্তির সদৃশ বোধ করেন, তাহাই উত্তম হইয়াছে বলিয়া স্বীকার করেন, এবং যাহা জ্ঞাত ব্যক্তির অসদৃশ বোধ করেন, তাহা খণ্ডিত বা অপূর্ণসমীয়া বোধ করেন। এই ভাবের প্রত্যাহারে গ্রন্থকারেরা কহেন যে নায়ক স্বভাবসিদ্ধ হইলেই প্রশস্ত, তদনুযায়ী বিকৃত হয়। প্রহসনের লক্ষণ, অভিধেয়, তাৎপর্য্য, ও দোষ গুণের চিত্র এতাবৎ বর্ণন করিয়া আমরা প্রস্তাবিত প্রহসনের সমালোচনে প্রৱত্ত হইতেছি।

উক্ত প্রহসনে অটলকৃষ্ণবসু নামা কোন ভাষ্কর্য্যমূলক, কিন্তু প্রকৃত লম্পট, মদ্যপায়ী, ধন-পিপাসুর বর্ণন আছে। ঐ ব্যক্তি প্রতি কথার মাত্রায় “বুঝলে কি না” এই বাক্য কহিয়া থাকে এবং তদুদ্দেশ্যেই নাটক খানির নাম করণ হইয়াছে। ঐ বালিশ অন্যে কিছুই বোঝে না এই ভাবিয়া সে সকলকে ঐ কথা বলে এমন নহে, কেবল আপন বাক্য-সকল একত্রে সংগঠন করিতে পারে না বলিয়া মধ্যমধ্যে এক ভণিতা বা বালিশ দিয়া সকলকে এক শয্যায় স্থাপিত করে। আমাদিগের পরিচিত ব্যক্তির মধ্যে এককের ঐ রূপ প্রতি-কথার মাত্রায় এক একটি বালিশ দিবার অভ্যাস আছে; এবং পাঠকবৃন্দ অনেকেই আপন আপন পরিজ্ঞাত ব্যক্তির মধ্যে উহার দৃষ্টান্ত পাইবেন। বর্তমান প্রহসনের ব্যাঙ্গে তাহাদের ঐ কুৎসিত অভ্যাস পরি-

তাক্ত হইলে গ্রন্থকারের আয়াস অনেক অংশে সফল হইয়াছে মানিতে হইবে।

কথিত হইয়াছে যে ঐ “বুঝে-কি-না” বাক্যা-নুরাগী ভাক্ত-ধার্মিক ছিলেন; তন্মধ্যে তাঁহার ভাক্ত্য প্রতিপাদনার্থে গ্রন্থের প্রায় সমস্তই বিনি-যুক্ত হইয়াছে; এবং ধার্মিকতা প্রতিপন্ন করণার্থে তিনি অশ্লিষ্ট-কর্মাদিগের “জাত মারেন” এই রূপ বর্ণন করা হইয়াছে। পরন্তু ধার্মিকমাত্রেরই উচিত যে অশ্লিষ্টের দমন করেন, অতএব তাহা কেবল ভাক্তের লক্ষণ নহে; গ্রন্থে তাহাই কম্পিত হইয়াছে, ইহা আমাদিগের মতে বিহিত হয় নাই। ধার্মিকহইতে ভাক্ত ধার্মিক স্বতন্ত্র, এবং তাহাদের লক্ষণও স্বতন্ত্র করা কর্তব্য। আমাদিগের বোধ আছে যে ভাক্তেরা ধার্মিক অপেক্ষা ধার্মিকতার ভাণ অধিক করিয়া থাকে; কেহ প্রতি কথায় “প্রভো তোমার ইচ্ছা” কহিয়া থাকে; কেহ সময়ে সময়ে “ব্রজরাজ কিশোরের” নামোচ্চারণ করে; কেহ প্রকাশ করে যে ভগবানের সহিত তাহার কথোপকথন হয়, এবং তাহার প্রমাণার্থে অক-স্মাৎ গৃহছাদপ্রতি অবলোকন করিয়া কহে “প্রভু কি আজ্ঞা?” এই প্রকার অলঙ্কার বর্তমান নায়কের উপলক্ষে প্রযুক্ত হইলে বোধ হয় বিহিত হইত। সে যাহা হউক, ঐ অটল আপন পল্লীতে ধার্মিক বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিল, এবং অনেক অনাথা রুদ্ধা প্রতিবাসিনী আপন আপন ধন সম্পত্তি বিশ্বাসী বলিয়া তাহার নিকট গচ্ছিত করিয়া রাখিত। তন্মধ্যে হাবলের মাতা নাম্নী এক প্রোঢ়া বিধবা কিঞ্চিৎ অর্থ ঐ অটলের নিকট গচ্ছিত করিয়াছিল। সে এক দিন প্রত্যয়ে কুমুদিনী নাম্নী এক নবীন প্রতীবাসিনীর সহিত গঙ্গাস্নানে যাইতেছে, পথিমধ্যে সম্মুখে অটলের বাটী দেখিয়া আপন দুঃখের উল্লেখ কহিতেছে সে অটলের নিকট যে টাকা রাখিয়াছিল সে তাহার আর স্বীকার করে না, এবং ঐ টাকার প্রতিপ্রাপ্তির উপায় নিমিত্ত কুমুদিনীর স্বামী চেষ্টা না করিলে অন্য উপায় নাই। এই প্রস্তাব লইয়া প্রহস-নের আরম্ভ হইয়াছে; এবং উহার বর্ণনও অতি পারিপাট্যরূপে নিষ্পন্ন করা হইয়াছে। হাবলের মাতার কত টাকা আছে এই প্রশ্নের উত্তরে

সে অশিক্ষিতা ভীতা স্ত্রীর প্রকৃত লক্ষণানুসারে কহে—“বো, আমার মাথা খাও, আর কারো কাছে বলো না; আমি অপেক্ষের কাছে এই—এই—এই—বারো পোণ আর দশ গণ্ডা খানি রে-খেছি; তা রাখলে কি হবে বো, ও অপেক্ষে কি তা আর উপুড় হাত করবে। হায়! হায়!”

এই কথোপকথন-সময়ে অটলকৃষ্ণ চক্ষুমার্জন ও জুস্তন করিতে করিতে আপন বাটীদ্বারে আ-সিয়া উপস্থিত হইল; তদৃষ্টে উক্ত দুই রমণী পলায়ন করিল। ঐ সময়ে অটলের পুরোহিত ও সভাপাণ্ডিত বিদ্যালঙ্কার আসিয়া কুমুদিনীকে পাণপক্ষে লিপ্ত করিবার মানসে সে কুমুদিনীর সহিত কি কথোপকথন করিয়াছিল তাহার বর্ণন ও তৎ প্রসঙ্গে কিঞ্চিৎ পরামর্শ করে, তা-হাতে অটলের দ্বিতীয় দোষ লাম্পাটের প্রথম পরিচয় প্রদত্ত হয়। ধনাঢ্যদিগের খোসামুদে পারিষদ যে রূপ হইতে হয় তাহা বিদ্যালঙ্কা-রের চরিত্রে বিলক্ষণ ব্যক্ত হইয়াছে। এই ব্যক্তি গ্রন্থকারের প্রকৃত মানসপুত্রমাত্র, সন্দেহ নাই; পরন্তু আমরা ইহার আদর্শ বোধ হয় নগরের প্রতি পল্লীতে প্রদর্শন করিতে পারি এবং ইহা গ্রন্থকারের প্রশংসা।

অটলের তৃতীয় দোষ অখাদ্যানুরাগ। তাহার পরিবর্ণনার্থে পিক কোচমানের সহিত তাঁহার কিঞ্চিৎ কথোপকথন হইয়াছে। তাহার মর্ম্ম এই যে পিক অটল বাবুর নিমিও অশ্বশালায় তিন চারি জাতীয় মাংস ও খেচরায় পাক করিয়া রাখি-বে। এই ব্যাপারের পর কুমুদিনীর স্বামী দর্পনা-রায়ণ স্ত্রীর নিকট অটল ও বিদ্যালঙ্কারের কুমন্ত্রণার কথা শ্রবণ করত রাগে উন্মত্ত হইয়া অটলের শাসন-নিমিত্ত বস্ত্রি হস্তে রজ্জ্ব স্তলে উপনীত হয়। কিন্তু গৃহদ্বারে অটলকে দেখিয়া মাত্র তাহার সা-হস্যাধি একেবারে নির্বিল হইল, এবং সে প্রহারের পন্থা পরিত্যাগ করিয়া চক্রান্তরে অটলকে শাস্তি দিবার কাম্পনায় নিমগ্ন হইল। গেলিনীর ধর্ম্মনষ্ট করিবার কুমন্ত্রণা-কারকদিগের দর্শনে কোন প্রকৃত পুরুষের পক্ষে কোপের আধিক্য হওয়াই সম্ভাবনা, পরন্তু বোধ হয় বাঙ্গালী বলিয়া তাহার অন্যথায কৌশলের অবলম্বন দর্পনারায়ণের পক্ষে বিশেষ

অনুমোদনীয় হইয়াছে। সে যাহা হউক, তাহার অভিপ্রেত সাধনের অবকাশ সেই সময়েই উপস্থিত হইল; সুখী মেতরাণী আসিয়া অটলের সম্মুখে দণ্ডায়মানা, এবং অটল তাহাকে “পূজার কাপড়” দেবার অঙ্গীকারে, রাত্রিযোগে অশ্বশালায় আসিতে বলিতেছেন। দর্পনারায়ণ এই সুখীর সহিত অটলের শাস্তি দিবার পরামর্শে গমন করিলেন। এ দিগে বিদ্যালঙ্কার এক জন উকিলের কেরাণী মদনগোপালকে অটলের নিকট আনিয়া অটলের চতুর্থ দোষ নিষ্করতা ও ধনপিপাসুতার পরিচয় দিয়াছেন। যেহেতু এই সময়ে নীলাধর নামা এক পিতৃহীন যুবা আপন মাতুলের সমভিব্যাহারে আসিয়া উপস্থিত হইল, তাহার পিতৃশ্রদ্ধোপলক্ষে তাহার সমন্বয় করিবার কথা স্থির হইয়াছিল। অটলকৃষ্ণ দলপতি; তিনিই সমন্বয়ের কর্ত্তা; এবং অসৎ দলপতি যে রূপ হইতে হয় তাহাতে তাঁহার কোন ত্রুটি ছিল না। তিনি ৫০০ টাকা ঋণ দিয়া ১০০০ টাকার “সাক কবালার” নীলাধরের বসত-বাটী লেখাইয়া লইবেন এই মানস করিয়াছিলেন; এবং বিদ্যালঙ্কার ও মদনগোপালের সাহায্যে সেই অভিপ্রায়টি সিদ্ধ করেন। এই প্রস্তাবটি সুচারু হইয়াছে। ইহাতে যে সকল ব্যক্তির প্রসঙ্গ আছে তাহা সর্বতোভাবে স্বভাবসিদ্ধ, বিশেষতঃ মদনগোপাল অবিকল হইয়াছে মানিতে হইবে। ফলে এ পর্য্যন্ত আমরা অক্ষুণ্ণচিত্তে গ্রন্থের প্রশংসা করিতে পারি; এবং দৃঢ় বিশ্বাস করি যে পাঠকরন্দ সকলেই আমাদের সহিত এক মত হইবেন।

প্রহসনের দ্বিতীয় অঙ্কারম্ভে পিককোচমান সঙ্ঘার পর অশ্বশালায় আদিষ্ট খাদ্য দ্রব্য এক খাটিয়ার উপর সাজাইবার অবকাশে তাহার কিঞ্চিৎ চাখিয়া অটল বাবুর নিমিত্ত সকল দ্রব্য মহাপ্রসাদ করিয়া রাখে। তদনন্তর দর্পনারায়ণ আসিয়া লুকায়িত থাকিবার অভিপ্রায়ে খাটিয়ার নিম্নে শয়ন করিল। ও তৎপশ্চাৎ বিদ্যালঙ্কার ও অটল বাবু ও পরে সুখী মেতরাণী আসিয়া তাহা সন্তোষ করিতে লাগিল। এই প্রক্রিয়াটিও বিলক্ষণ প্রমোদজনক, এবং অশ্বশালায় বাবুর আনন্দ দেখিয়া অভিনয়-দর্শকেরা অবশ্য অবিরত হাস্য করিবেন, সন্দেহ নাই। পরন্তু অটল

বাবুর আনন্দে অরায় বিষয় ঘটিল। তিনি দুই বোতল মদ্য আনিতে আদেশ করিয়াছিলেন, তাহার এক বোতল পিক কোচমান আপন সেবায় নিযুক্ত করে, অবশিষ্ট বোতলে বিদ্যালঙ্কারের দীর্ঘ তুন্দ তৃপ্ত হইল না; সুখীও “হামাকে আর একটু দেও না বাবু” বলিতে লাগিল; অটল স্বয়ং টল টল হইয়াও আর কিঞ্চিতে লালসা করিতে লাগিলেন; বিশেষ সুখীর প্রার্থনা রক্ষা না করিলে নয়; অতএব তিনি পিকর তত্ত্বে বহির্গত হইলেন। এই অবকাশে দর্পনারায়ণ খাটের নিম্নহইতে নির্গত হইয়া বিদ্যালঙ্কারের বিলক্ষণ লাঞ্ছনা করিল; ও তাহার লাল বনাতে আরত হইয়া বসিল। পরে অটল প্রত্যাগমন করিলে পাড়ার লোকদ্বারা ধরা পড়িবার ভয় দেখাইয়া দর্পনারায়ণ তাহাকে উবু করিয়া বসাইয়া একটা ঘোড়ার কঞ্চল আচ্ছাদন করত পথ দিয়া ভালুক লইয়া যাইতেছি এই ও অপর কথা বলিয়া তাহাকে নানা প্রসঙ্গে খাটিয়ার চতুর্দিকে ঘুরাইতে লাগিল। এ ব্যাপারটি সম্ভবপরও নহে, সরসও নহে। অপর দীর্ঘকালব্যাপি বলিয়া অভিনয়ে সুসিদ্ধ ও অনুরাগসাধক হইবে এমতও বোধ হয় না। এই প্রসঙ্গের পাঠে প্রথম হাস্য হইয়া তৎপরেই গ্লানি বোধ হয়। ইহাতে দর্পনারায়ণ স্বয়ং বিদ্যালঙ্কার প্রভৃতি নানা ব্যক্তির স্বরের অনুকরণ করে; মধ্যে দুই চারি ব্যক্তির শব্দ এক বারে এবং অটলের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া দূরস্থ ও নিকটস্থ ব্যক্তির বাক্য কহে; এই সকল ব্যাপারের অভিনয় করে এমত লোক কলিকাতায় নাই। সে যাহা হউক, দর্পনারায়ণ অবশেষে আপন প্রকৃতি প্রকাশ করিয়া অটলের নিকট নীলাধরের কবালী ও হাবলের মাতার ১০০০ টাকা ফিরাইয়া লয়, সুখাকে দুই শত টাকা দেবায়, এবং যুগলমূর্ত্তি দেখিবার নিমিত্ত সুখী ও অটলকে খাটিয়ার উপর দাঁড় করাইয়া রহস্য সমাধা করে। ইহাও আমাদের বিবেচনায় প্রহসনের উপযুক্ত আমোদজনক হইয়াছে।

রহস্য-সন্দর্ভ

নাম

পদার্থ-সমালোচক মাসিক পত্র ।

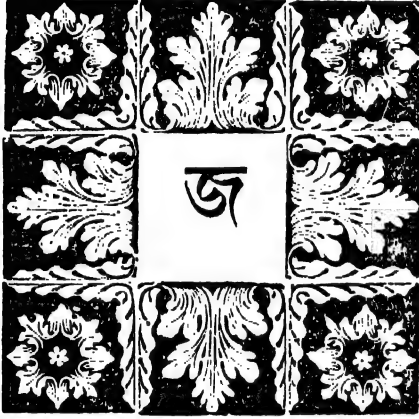
৪ পর্ব]

প্রতি খণ্ডের মূল্য ১০ আনা ।

বার্ষিক অগ্রিম মূল্য ২ টাকা ।

[৩৮ খণ্ড]

বাকুনগরস্থ চিরপুদীপু হুতাশন ।



জিয়ার্জা দেশের নিকটস্থ কাম্পীয় হ্রদের কূলে তৃণ-শস্য-বিহীন মরুক্ষেত্র-প্রায় একটি অন্তরীপ আছে ; তাহাকে আবেষেরণ অন্তরীপ বলে । উক্ত

স্থানে যুক্তিকার অভ্যন্তরে এক প্রকার শৈলজ দাহ্য পদার্থ প্রচুর পরিমাণে আছে । ভূমি বিদারণ করিলে তাহা দৃষ্ট হয় । কখন তাহা স্বতই মেদিনী-গর্ভ ভেদ করিয়া অধিক-পরিমাণে বহিকথিত হয় । ঐ পদার্থকে “শৈলজ তৈল” বলা যায় । তাহা এতদ্দেশে “মেটে তৈল” বলিয়া খ্যাত আছে ।

কথিত স্থানে ভূমি খনন করিলে উল্লিখিত তৈল ব্যতীত ঐ তৈলের দহনশীল বাষ্পও ঐ খাত-হইতে নিরবচ্ছিন্ন উৎখিত হইতে থাকে, তাহাতে অনলের সংযোগ হইবামাত্র স্বতই তাহা প্রোজ্জ্বলিত হইয়া উঠে । উপরোক্ত স্থান নিবাসী লোকদিগের তাহা অত্যন্ত ব্যবহার্য্য ; যেহেতু তদ্বারা তাহারা আহারীয় সামগ্রী প্রভৃতি পক্ব বা দধা করে ; শীতকালে গৃহ উত্তপ্ত করিবার জন্য তাহা

সর্বদা প্রোজ্জ্বলিত করিয়া রাখে ; এবং তৎশিথায় রাত্রিকালে আলোকের কার্য্য সুচারু রূপে সম্পন্ন করিয়া লয় । কলিকাতায় গ্যাসের আলোকে যে রূপ নল ব্যবহার হয়, এবং তৎসংযোগদ্বারা যথাভিমত প্রদেশে আলোক প্রদান করা যাইতে পারে, উপরোক্ত দহনীয় বাষ্প তদ্রূপ একটি স্থলে উৎখাত করিয়া নলদ্বারা ভিন্ন ভিন্ন স্থানে পরিব্যাপ্ত করা হয় । তাহাতে তৈল ব্যয়ের ভাবনা থাকে না । প্রত্যুত তৈলাপেক্ষা তাহার আলোকে অধিক প্রোজ্জ্বলতা ও কমনীয়তা আছে । উক্ত আলোকের পরিচয়-বিষয়ে অধিক বলিবার আবশ্যকতা নাই, যেহেতু তাহার অনুরূপ গ্যাসের আলোক এক্ষণে কলিকাতার সর্বত্রই পরিব্যাপ্ত হইয়াছে । কেবল কলিকাতায় লৌহ ও নীসক নলে দাহ্য বাষ্প পরিচালিত হয় ; কথিত স্থানের কাচ লোকেরা ঘৃণিকার নলে সেই অভিপ্রেত সিদ্ধ করে ।

পারস্য দেশস্থ পুরাকালিক মনুষ্যেরা প্রাচীন হিন্দুদিগের ন্যায় সূর্য্যোপাসক ছিল ; এবং একমাত্র সূর্য্যকে সকল তেজের আকর বলিয়া অর্চনা করিত । সেই হেতু দিনকর অন্তাচলশায়ী হইলে তেজোময় হুতাশনকে সূর্য্যের প্রতিমা স্বরূপে গৃহে রক্ষা করিত । পরন্তু যৎকালে আশিয়ার পশ্চিমাংশে মুসলমানেরা অস্ত্রের প্রভাবদ্বারা মুহম্মদের মত প্রচার করে, তৎকালে

আশিয়ার উপরোক্ত ভাগে সূর্যোপাসকদিগের ধর্ম মলিন প্রভা প্রাপ্ত হয়; এবং তদবধি পারস্য জাতীয়দিগের আচার মত সকলই পরিবর্তিত হয়। কলে ঐ সময়ে সকলের পক্ষে পূর্বপুরুষদিগের ধর্ম পরিত্যাগ করণ সুবিহিত বিবেচনা না হইবাতে প্রায় বিংশতি সহস্র অধির উপাসকেরা আদৌ এক দ্বীপ মধ্যে পলায়নে প্রণোদিত হইয়াছিল, এবং অনন্তর ভারতবর্ষে প্রস্থান করে। সেই ধর্মরক্ষার্থী স্বদেশ-ত্যাগীরা তাহাদিগের দেশ সম্বন্ধে পারসী নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছে; এক্ষণে বোম্বাই প্রদেশের মধ্যে যে সমস্ত সম্পদশালী ধনাঢ্য পারসী আছে তাহারা সকলে প্রাচীন সাম্বিক ব্রাহ্মণদিগের ন্যায় গৃহে অগ্নি রক্ষা করিয়া থাকে। এই অনল রক্ষার রীতি ভারতবর্ষ ও পারস্য উভয় দেশেই বহু প্রাচীন কালাবধি প্রচলিত ছিল। পূর্বকালে উক্ত সাম্বিকেরা কেহ প্রস্তাবিত অন্তরীপে বাকু নামক নগরে এক চিরাম্বর-মন্দির স্থাপিত করে, তাহা বহুকাল প্রসিদ্ধ আছে, এবং অতি প্রাচীন সময়াবধি অগ্নির উপাসকেরা উক্ত স্থানকে তীর্থ মানিয়া তদর্শনার্থে গমন করিয়া থাকে।

প্ৰবাদ আছে যে প্রাচীন হিন্দুরা সিন্ধুনদের সীমা উলঙ্ঘন করিত না। পরন্তু সে কথা যে অলৌকিক ইহা বলা বাহুল্য; কারণ ভূরি ভূরি প্রমাণ আছে যে পূর্বে হিন্দুরা ভারতবর্ষ উৎক্রমণ করিয়া নানা দিগ্দেশে গমনাগমন করিত। পরন্তু বাকুর প্রসঙ্গ ইউরোপে সর্বত্র বিদিত ছিল না। কস দেশীয় কোন পর্য্যটক ভারতবর্ষে আগমনকালে বাকু নগরে কতক গুলি অগ্নিহোত্রী আর্ষ-ধর্মী-চারী হিন্দুগণকে দর্শন করিয়া সর্বাদৌ ঐ বিষয় বিজ্ঞপ্ত করেন। তন্নিম্নে অপর যে সমস্ত প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায় তাহাতে বিশ্বাস হইতেছে যে পূর্বে কাবুল প্রদেশে হিন্দুদিগের বাস ছিল।

তত্রত্য কোন পর্বতের নাম অদ্যাপি “সিতারাম” পাহাড় বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে; এবং প্রাচীন গাঙ্কার দেশকে এক্ষণে কন্দহার বলা হয়। এতদ্বারাও অনুগম হয় যে হিন্দুরা পূর্বে সিন্ধুনদের পশ্চিমে অধিক দূর পর্য্যন্ত স্থানে বাস করিত। ক্রমে তথায় যবনদিগের প্রভুত্ব বিস্তৃত হইলে তাহা পরিত্যাগ করিতে প্রণোদিত হইয়াছিল।

সে যাহা হউক কোন সাম্বিকেরা প্রাচীন সময়ে কাশ্মীর হ্রদের নিকট বাস করিয়াছিল। তাহাদের স্থাপিত গৃহ ও প্রাচীর প্রভৃতি তথায় অদ্যাপি বর্তমান আছে। তন্মধ্যে চতুর্দিকে প্রাচীর বেষ্টিত একটি সুদীর্ঘ অঙ্গন আছে তাহাই বাকুর মন্দির। ঐ পরিবেষ্টিত স্থানের মধ্যভাগহইতে দাহ বাষ্প নিরবচ্ছিন্ন বিনির্গত হয়। সাম্বিকেরা ঐ নির্গমনের স্থানের উপর চারিটি প্রশস্ত লৌহ নল উন্নতভাবে স্থাপিত করিয়া তাহার অগ্রহইতে যে দাহবাষ্প নির্গত হয় তাহা জ্বালাইয়া দিয়াছে, এবং তদবধি তাহা ক্রমাগত প্রজ্বলিত রহিয়াছে। কোন নব্য ভ্রমণকারী লিখিয়াছেন যে “পূর্বোক্ত দাহমান বাষ্পীয় আলোক দূরহইতে অবলোকন করা যায়। সর্বাদৌ আমরা দূরহইতে উক্ত আলোক অবলোকন করত অত্যন্ত বিস্ময়াপন্ন হইয়া বারংবার তাহা দেখিতে লাগিলাম। প্রথমে উক্ত অগ্নিশিখা চারিটি উল্কাভ্রমণ উপলব্ধি হইয়াছিল। কিন্তু যত নিকটবর্তী হইতে লাগিলাম, ততই অধঃস্থলে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দীপমালা পরিদৃশ্যমান হইতে লাগিল; এবং পূর্বোক্ত স্তম্ভ-চতুষ্টয় অত্যন্ত উচ্চ বোধ হইল, ও তত্রত্য সমস্ত স্থান প্রোজ্জ্বল জ্যোতির্ময় বোধ হইতে লাগিল। অনন্তর উহার সম্বিহিত হইয়া দেখিলাম, সেই স্থান অত্যুৎকৃষ্ট খেত প্রস্তরের দেওয়ালে বেষ্টিত তন্মধ্যে একটি ছাদের উপরিভাগে ধূম নির্গমনের চারিটি স্তম্ভহইতে প্রজ্বলনের ন্যায় নিয়ত অগ্নি-

শিখা নির্গত হইতেছে। তদৃষ্টে অনুভব হইল যেন আমরা পরীদিগের রাজপ্রাসাদে সমাগত হইয়াছি।”

অত্যন্ত প্রাচীন সময়ে উক্ত স্থানের বিবরণ কিছুই পরিজ্ঞাত ছিল না। পরন্তু মাসুদি নামা এক আরব্য গ্রন্থকার ৯০০ বৎসর পূর্বে তাহার রহস্য প্রকাশ করেন। তাহাতে ব্যক্ত আছে যে বাকু নগরে শ্বেতবর্ণ শৈলজ তৈলের খনি-হইতে অবিরত অত্যুচ্চ স্তম্ভাকার আলোক-শিখা উৎখিত হয়। “এ শিখা বহু ক্রোশ দূরহইতে দৃষ্ট হইয়া থাকে। এবং আশ্চর্য্য বিবর-দেশহইতে উত্তম প্রস্তর রাশি বজ্র সদৃশ ভয়ানক শব্দ সহকারে বিনির্গত হয়।” প্রাচীন কালের কোন ইউরোপীয় গ্রন্থকার এতদ্বিষয়ের যদি কোন প্রামাণ্য বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া থাকেন, তাহা আমাদের পরিজ্ঞাত নহে, কেবল ১৪৭০ খ্রীষ্টাব্দে আলেকজান্ডার নিকিটিন নামা রুশীয় পর্য্যটক ভারতবর্ষে আগমনকালে উল্লিখিত অক্ষয় অনল-শিখা প্রত্যক্ষ গোচর করিয়াছিলেন।

বাকু নগরে যে সকল অগ্ন্যুপাসকেরা গমন করে তাহারা তথায় আট বৎসর পর্য্যন্ত বাস করিয়া থাকে; ইহাই প্রসিদ্ধ নিয়ম। পরন্তু তত্রত্য জল বায়ু অত্যন্ত অহিতকারক; অতএব প্রায় অনেকে চারি পাঁচ বৎসর বাস করত প্রস্থান করিতে প্রণোদিত হইয়া থাকে। তথাপি কোন কোন হিন্দু তাপসেরা জীবদ্দশা পর্য্যন্ত এ উৎকট অস্বাস্থ্যজনক আশ্রয় প্রদেশে অগ্নির উপাসনায় যাপন করে। প্রসিদ্ধ আছে, এ সমস্ত তাপসেরা নিরামিস দ্রব্যাহারী, এবং প্রত্যেকে স্বকরে পাক ভিন্ন অন্যের পক দ্রব্য গ্রহণ করে না। তন্নিম্ন মুক্তকেশ ও নগ্নদেহ লক্ষণদ্বারা বিলক্ষণ প্রতিপন্ন এবং সপ্রমাণ হইয়াছে, যে

তাহারা ভারতবর্ষীয় প্রকৃত হিন্দুযোগী। প্রসিদ্ধ আছে যে বাকু-নগর-মধ্যে তাহারা নিজ হস্তে ভূম্যাদিকর্ষণ করণদ্বারা উপজীব্য সমুহ করে, এবং পর্ণকুটীরে বাস করে। এ সকল যোগীরা ধনাঢ্য অগ্ন্যুপাসকদিগের নিকটহইতে বিশেষ সাহায্য প্রাপ্ত হয়। উত্তমন্দ নামা এক ব্যক্তি হিন্দু ক্রিয়াকাল হইল, আট্রাকন নগরে বাস করিয়াছিল। যে সকল বণিকেরা কাম্পীয় হ্রদে বাণিজ্যার্থে যাত্রা করে তাহাদিগের মধ্যে অনেকে পূর্বোক্ত যোগীদিগের সাহায্যার্থ অর্থ প্রদান করিয়া থাকে; এবং এ অর্থদান কোন মতে নিষ্ফল হয় না; যেহেতু কাম্পীয় হ্রদ-ভ্রমণকারী বণিকদিগের দিগ্‌ নিক্রপণার্থ কেবল বাকুনগরস্থ অনলশিখা উৎকৃষ্ট উপায় বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে।

অপর কএক জন ভ্রমণকারী লিখিয়াছেন যে, বাকুনগরস্থ মন্দিরের যে স্থানহইতে অগ্নিশিখা নির্গত হয়, তাহার চতুর্দিক প্রাচীরে বেষ্টিত আছে। এ বেষ্টিত স্থান অতিশয় মনোরম্য। তাহারা তন্মধ্যে প্রবেশ-পূর্বক চতুর্দিকে অবলোকন করত বিস্ময়াভিভূত হইয়াছিলেন। তাহারা লেখেন “অতি প্রকাণ্ড একটা চতুর্কোণ প্রাঙ্গণ সম্পূর্ণ জ্যোতির্ময়, এবং তাহার মধ্য স্থলে এক প্রাসাদ-হইতে ক্রমাগত অতি তেজস্কর আলোক-রাশি উৎসের ন্যায় নির্গত হইতেছিল। হিন্দু তাপসদিগের কুটীর-সকল প্রাঙ্গণের প্রাচীর প্রদেশের চতুর্ধারে সন্নিবেশিত ছিল। এ তাপসদিগের পরিচ্ছদ অবিকল হিন্দুস্থানীয় সন্ন্যাসীদিগের সদৃশ। তাহাদের কৃষ্ণ দেহ ও মস্তকে জটাপাশ লক্ষণে অবিকল ভারতবর্ষীয়ের চিত্র ব্যক্ত হয়। আমরা তথায় সমাগত হইবামাত্র উল্লিখিত তাপসগণ আমাদের আতিথ্য-সৎকার গ্রহণ করিতে অনুরোধ করত আমাদের কুটীরাভ্যন্তরে লইয়া গেল। তা-

হার। এতাদৃশ শীর্ণ-দেহ ছিল যে শরীরের অস্থি-সকল প্রত্যক্ষোভূত হইতেছিল। কুটীরাভ্যন্তরে যু-ক্তিকাগর্ভনিম্নত উল্কা শিখাসকল প্রদীপ্ত হইতে-ছিল। তাহাতে গৃহে বর্তিকা প্রোজ্জ্বলিত করিবার কোন আবশ্যকতা ছিল না।”

প্রস্তাবিত প্রাচীর সংবেষ্টিত পুরীর মধ্যস্থলে উল্লিখিত তাপসগণ শব্দ দাহন করে। উক্ত স্থান সুগভীর কুণ্ড সদৃশ। কোন অশ্ব্যুপানকের মৃত্যু হইলে তাহার সর্ব-শরীরে ঘৃত মণ্ডিত করণা-নন্তর পূর্বোক্ত কুণ্ড মধ্যে সংস্থাপিত করিয়া রাখা হয়, এবং কুণ্ড মধ্যে অনল প্রদান করিবারাত্র তাহার তলনিঃসৃত দহনশীলবাষ্প প্রোজ্জ্বলিত হইয়া উঠিলে ঐ কুণ্ডোপরি এক প্রস্তরের আবরণ দেওয়া হয়। এই কাপে দাহ কার্য্য নিষ্পন্ন হইয়া থাকে।

বাকু নগরস্থ চিরকাল ব্যাপক অনলের প্রকৃত কারণ বিষয়ে অনেকে বহুবিধ পরামর্শ দর্শাইয়া-থাকেন, পরন্তু প্রামাণ্য গ্রন্থকারেরা বলেন যে শৈলজ বা মেটেতৈলই তাহার প্রধান কারণ। উক্ত তৈল প্রায় তাহার নিকটস্থ সর্বত্র প্রাপ্ত হওয়া যায়, বাকুনগরের নিকটস্থিত দ্বীপহইতেও ঐ কারণ এক প্রকার আশ্চর্য পদ্ধতি স্থানে স্থানে অতি স্তূপাকারে উদ্গত হইয়া মহা অনিষ্টকারক হইয়া থাকে, এবং ঐ সময় অতি ভয়ঙ্কর শব্দ সহ-কারে উষ্ণ প্রস্তর খণ্ডসকল ভূমিগর্ভহইতে বেগে নির্গত হয়।

উক্ত স্থানে শৈলজ তৈল দুই প্রকার উৎপন্ন হয়, এক শ্বেতবর্ণ, অপর কৃষ্ণবর্ণ। শ্বেতবর্ণ তৈল অপেক্ষাকৃত দুস্প্রাপ্য। তদর্থে তাহা অধিক মূল্যে বিক্রীত হয়। তথাকার তৈলখনিহইতে যে বা-লুকা ও মৃত্তিকার চাপড়া নির্গত হয়, তাহাতে ঐ শৈলজ তৈল প্রচুর থাকাতে পাথুরিয়া কয়লার মত ইন্ধনের কার্য্য করে। কতক গুলি চাপড়া

টালির ন্যায় গৃহাদির ছাদ প্রস্তুত করার বিশেষ উপযোগী।

প্রস্তাবিত স্থানে যৎসামান্য অগভীর কূপ খনন করিলে এতদ্দেশের কূপে যে প্রকার জল উঠে তা-হাতে তদ্রূপ তৈল উঠিয়া থাকে ; এবং কূপহইতে জল তুলিবার প্রচলিত নিয়মে তাহাহইতে তৈল উত্তোলন করা হয়। এই উত্তোলন-কার্য্য ক্রতদাস-দ্বারা সমাধা করা হইয়া থাকে। প্রাপ্ত তৈল আদৌ পরিপূর্ণ কাপে নির্গত হয় না, মৃত্তিকা খননকালে জলের সহিত উহা উদ্ভূত হয়। ঐ জল পৃথক্ করণার্থ কূপের মধ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রণালী কাটিয়া ঐ নিশ্চ তৈল ও জল তন্মধ্যে নিক্ষেপ করত দুই চারি দিবস তাহা তদবস্থায় রাখিতে হয়। অনন্তর জলের স্বাভাবিক গুরুতা হেতু তাহা অধোগত হয়, এবং তৈলাংশ তাহার উপর ভাসিতে থাকে। ঐ অবস্থায় বালতিদ্বারা তাহা গ্রহণ করা অত্যন্ত সহজ হইয়া উঠে। অনন্তর তাহা মেঘচর্ম্ম-নির্ম্মিত পাত্রে স্থাপন করা হয়।

কৃষ্ণবর্ণ শৈলজ তৈল বার্ষিক মাড়ে চারি কোটি সের পরিমাণে উৎপন্ন হয়।

মলবার রাজ্য ।



শাল কর্ণাটক সম্রাজ্য ক্রমে ক্রমে নিবীৰ্য্য ভূপালবর্গের হস্তে অভিভূত হইয়া ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হইয়া বহুল পৃথক্ পৃথক্ রাজ্য কাপে পরিণত হইলে কানারা নামে এক রাজপাঠের সৃষ্টি হয়। পূর্বে উক্ত কানারা রাজ্যের দক্ষিণ ভাগ তুলুবারাজ্য বলিয়া খ্যাত ছিল। উক্ত তুলুবারাজ্যের উত্তর স্থিত চন্দ্রগিরি-নদহইতে কুমা-রিকা অন্তরীপ পর্য্যন্ত যে প্রদেশ স্থিত আছে

তাহা মলবার প্রদেশ বলিয়া বিখ্যাত। পরন্তু অনবধানতা-প্রযুক্ত সচরাচর প্রায় বোম্বাই রাজ্য পর্য্যন্ত সমস্ত সমুদ্রতটস্থ দেশ মলবার নামে উক্ত হইয়া থাকে। আমাদিগের প্রাচীন ভূগোলবেত্তারা উপরোক্ত মলবার প্রদেশকে কেরল দেশ বলিতেন; এবং এই কেরল দেশ উত্তর-কানারাহতে কুমারিকা সমেত তিম্বিবেলী জনপদ বর্ত্তিনী তা-অপর্ণী নদীতট পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। উহার পশ্চিম সীমা মহা সমুদ্র ও পূর্ব সীমা ঘাট নামক পর্বত। এই চতুঃসীমা-মধ্যে বহুতর নদী আছে। ১৭৩৩ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত যবনেরা উপরোক্ত সাগর বা ভূধর উল্লঙ্ঘন-পুরঃসর এতৎ-প্রদেশ-মধ্যে অস্ত্র প্রভাব প্রচারণে সক্ষম হইতে পারে নাই, সুতরাং তত্রত্য হিন্দুদিগের লৌকিক এবং সামাজিক নিয়মেরও বিশেষ পরিবর্ত্তন হয় নাই। বস্তুতঃ তাহা ভারতবর্ষের অন্যান্য হিন্দু-রাজ্যের আচার-রীতি পদ্ধতি অপেক্ষা অধিকতর পুরাতন বলিয়া অনুভব করা যায়।

মলবার প্রদেশের প্রধান বর্ণ এই ক্রমে নিবদ্ধ আছে; যথা—

- ১, নাসুরী অর্থাৎ ব্রাহ্মণ।
- ২, নেয়ার — শূদ্র।
- ৩, তিয়ার — কৃষাণ।
- ৪, মলিয়ার — নট।
- ৫, পলিয়ার — দাস।

প্রাপ্ত বর্ণগুলির মধ্যে নেয়ার বর্ণ বিবিধ শ্রেণীতে বিভক্ত; এবং তদন্তর্গত মনুষ্যেরা নানা-বিধ শিম্পরাঙ্গি অবলম্বন করিয়া থাকে।

মলবার দেশীয়দিগের এক আশ্চর্য্য স্বতন্ত্র ব্যবহার এই যে নেয়ার ভিন্ন অপর শ্রেণীভুক্ত মনুষ্য ব্রাহ্মণগণের দেহের সন্নিহিতে যাইতে পায় না; এবং বর্ণবিভেদে মনুষ্যদিগকে পরস্পরের নিয়মিত ব্যবস্থানে অবস্থিতি করিতে হয়। তদ্যথা—

১, নেয়ার মনুষ্য ব্রাহ্মণের শরীরের নিকট গমন করিতে পারে, কিন্তু শরীর স্পর্শ করিতে পারে না।

২, তিয়ারগণ যট ত্রিশৎ পাদ অন্তরে থাকিয়া ব্রাহ্মণের সহিত আলাপ করে।

৩, পলিয়ারগণ তদপেক্ষা অধিক দূরে অর্থাৎ ৯৩ পাদ দূরে অবস্থিতি করে।

৪, তিয়ারগণ নেয়ারহইতে ১২০ পাদ ভূমি দূরে দণ্ডায়মান থাকে।

৫, মলিয়ারগণ তদপেক্ষা আর তিন পাদ দূরে অবস্থিতি করে।

৬, পলিয়ার নেয়ারহইতে ৯৩ পাদ দূরে অবস্থিতি করে।

৭, মলিয়ার তিয়ারদিগের গাত্র স্পর্শ করিতে সমর্থ হয় না; পরন্তু কাষ্যানুরোধে তৎ-সন্নিহিতে অগ্রসর হইতে পারে।

পলিয়ার লোকেরা এতাদৃশ ঘৃণা যে উহারা কোন শ্রেণীর সন্নিহিতে গমন করিতে আজ্ঞা প্রাপ্ত হয় না; যদ্যপি কার্য্য বশতঃ ব্রাহ্মণ, নেয়ার, তিয়ার প্রভৃতি প্রধান শ্রেণীস্থ লোকদিগের সহিত কথোপকথন করিতে হয়, তাহা হইলে দূরহইতে উচ্চৈঃস্বরে মন্তব্য কথা প্রকাশ ভিন্ন নিকটে গিয়া আলাপ করিতে পায় না। উক্ত মনুষ্যকর্ত্তক স্পৃষ্ট হইলে ব্রাহ্মণেরা পুরাতন উপবীত পরিত্যাগ করিয়া থাকেন, এবং অপরাপর মনুষ্যেরা অবগাহনদ্বারা দেহ শুদ্ধ করে।

নেয়ার মনুষ্যের ধর্ম্মশাস্ত্র বৈষ্ণব তন্ত্র। পরন্তু তাহারা বিষুপাসক-সদৃশ তীলক ধারণ করে না; শৈব সাম্প্রদায়িক লোকদিগের ন্যায় ললাটে ত্রি-পুণ্ড অথবা অর্দ্ধ চন্দ্রাকৃতি চন্দন চিহ্ন ধারণ করে; এবং কালী গয়া পুরুষোত্তম তথা কণাটস্থ ত্রিপতি প্রভৃতি প্রসিদ্ধ দেব-পুতিমা দর্শনপূর্বক সেতুবন্ধ রামেশ্বরে গমন করে, এবং তত্রত্য মহা-

দেবের মন্তকে ভাগীরথীর সলিল উৎসেচন-পূর্বক গৃহে প্রত্যাবর্তন করে ।

নেয়ারদিগের প্রধান বাসস্থান কালিকট রাজ্য । যখন স্প্যানীয় মনুষ্যেরা ভারতবর্ষে প্রথম আগমন করে তৎকালে উক্ত স্থানের ভূপতি ইউরোপীয়লোকদ্বারা “জামরীন” নামে খ্যাত হইয়াছিল । পরন্তু ঐ ভূপালের অধীকারস্থিত লোকেরা রাজ্য শব্দের পরিবর্তে মলবার-দেশ-সাধারণ “তামুরা” শব্দ ব্যবহৃত করিয়া থাকে, এবং রাজবংশীয় পুরুষদিগকে “তামুরাণ” ও রমণীগণকে “তামুরেত্তী” বলিয়া থাকে ।

তুলুব মলবার প্রভৃতি দক্ষিণ দেশস্থ মনুষ্যগণ পরলোক গত হইলে কন্যারা ও কন্যার সন্তানেরা ক্রমপরম্পরা দায় প্রাপ্ত হয়, পুত্র বা পৌত্রেরা তাহা প্রাপ্ত হয় না । রাজকন্যার সন্তানগণের মধ্যে জ্যেষ্ঠ “শিখরী রাজা,” দ্বিতীয় “ইলীয়া,” তৃতীয় “কভশারা,” চতুর্থ “তলন তাম্বোরান,” এবং পঞ্চম “তরিপুতমুরা” বলিয়া আখ্যাত হয়; এবং যাবৎ তাহারা রাজ্য প্রাপ্ত না হয় তাবৎ রুণ্ডি লাভ করে ।

নেয়ারদিগের অপরাপর আচারের মধ্যে তাহাদের অঙ্গনাগণের পিত্রালয়ে অবস্থিতি এবং ইচ্ছানুসারে অন্যের সহিত প্রণয়-ক্রীড়া, এই বহুকালীক প্রথা অত্যন্ত জঘন্য বলিয়া স্বীকার করিতে হয় । উক্ত জাতীয় স্বামী কন্যার পাণিগ্রহণান্তর তাহাকে চির কালের জন্য তাহার পিত্রালয়ে রাখিয়া গমন করে, এবং যত কাল উক্ত কন্যা জীবিতা থাকে তাবৎ স্বামী তাহার গ্রাসাচ্ছাদন প্রদান করে, কিন্তু পরিণয়ের পর স্বামীর সহিত সহবাস কামিনীদিগের পক্ষে অত্যন্ত কলঙ্কের নিমিত্ত হয়; এই হেতু ঐ রমণীরা পিত্রালয়ে বা ভ্রাতৃভবনেই অবস্থিতি করে । নৃপ-কন্যারা বিবাহ করে না, পুত্র কামনায় ব্রাহ্মণ এবং ক্ষত্রিয়-

দিগের সেবা করে; প্রস্তাবিত প্রদেশ মধ্যে এই প্রসিদ্ধ রীতি কোন মতে কুলের গৌরব হানিজনক হয় না; তথাপি কামিনীর স্বীয় কুলহইতে পুরুষের কুল উজ্জ্বল যদি না ঘটে তাহা হইলে অত্যন্ত নিন্দা ও অপমানের বিষয় হয় । উক্ত রাজকন্যাদিগের পূর্বোক্ত প্রথানুসারে যে সন্তান উৎপন্ন হয়, তাহারা বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে “মান-বিক্রম সামুজি রাজা” এই উপাধি প্রাপ্ত হইয়া ভাতৃগণের মধ্যে জ্যেষ্ঠ পরম্পরায় সিংহাসনে আরোহণ করে । প্রসিদ্ধ আছে যে উপরোক্ত ভূপালরন্দ সাধারণ-লোক-সমক্ষে দেবতা-তুল্য পরম-পূজ্যরূপে সম্মানিত হইয়া থাকে; কেবল ব্রাহ্মণেরা শূদ্র বলিয়াই তাহাদের অশ্রদ্ধা করে ।

সাধারণ নেয়ার মনুষ্যেরা ত্রিংশৎ শ্রেণীতে গণ্য হয় । পূর্বেই কথিত হইয়াছে, তাহাদিগের ব্যবসা এক প্রকার নহে । কুস্তকার, সূত্রধর, তৈলিক, বর্ণজাবী, কৃষক, তন্তুবায় প্রভৃতি লোক নেয়ার শ্রেণীর অন্তর্গত । প্রাচীন হিন্দু মহী-পালরন্দ উল্লিখিত নেয়ার-শ্রেণীস্থ লোক-সকলকে সৈন্য কার্যে গ্রহণ করিতেন, এই হেতু অদ্যাপি তাহারা ব্যূহাদি রচনা, তথা মল্লযুদ্ধ-বিষয়ে বিশেষ উৎসুকতা প্রকাশ করিয়া থাকে । প্রসিদ্ধ আছে যে চোরমন পরমাল নামক নৃপতির রাজ্য শাসনের পর অবাধি মলবার প্রদেশে ত্রয়োদশটি কন্যা-গোত্রীয় ভূপাল সিংহাসনে অধিকৃত হইয়াছিলেন; এবং ঐ দীর্ঘকাল প্রজাবর্গ ভূপতিগণের বিরুদ্ধে কদাপি অস্ত্র ধারণ করে নাই । ইহাতে বিলক্ষণ প্রতীত হয় যে উক্ত রাজন্যবর্গ প্রজাপালনে বিশেষ অনুরক্ত ছিলেন ।

কলিকটহইতে বিংশতি ক্রোশ দূরে সিন্ধুতটে পানিয়ানী নামক এক নগর আছে, তথায় দক্ষিণ দেশস্থ মোপ্লা নামক যবনদিগের অনেক মোপ্লার বসতি আছে । তদ্রূপ লোকেরা ঐ স্থানকে

পুনাংবকুল বলিয়া থাকে ; এবং পূর্ব কথিত মোল্লাদিগকে “তঙ্গল” নামে খ্যাত করে। মোল্লা মনুষ্যেরা বিশ্বাস করে যে মুহম্মদের কন্যা ফতে-মার বংশে উক্ত মোল্লাদিগের জন্ম হইয়াছে। মলবার প্রদেশের মোল্লারা মাদ্রাজ প্রদেশে “লুবোমার” নামে খ্যাত হয়।

মলবার প্রদেশে সেগুন কাষ্ঠ অধিক জন্মে, কিন্তু চন্দন কাষ্ঠ কাবেরী-নদী-তট-ব্যতীত অন্য কোন স্থানে জন্মে না। কচিৎ কোন কোন স্থানে যে চন্দন প্রাপ্ত হওয়া যায় তাহা সুগন্ধ নহে। এই নিমিত্ত কাবেরীর নিকটস্থ চন্দনকাষ্ঠ মলবারে ও অন্যান্য বহুতর স্থানে প্রেরিত হয়। তথায় মরিচও অধিক উৎপন্ন হয়; তাহার অধিকাংশ ইউরোপ এবং চীন দেশে প্রেরিত হয়। তন্নিম্ন বঙ্গ, কচ্ছ, গুজরাট, সিন্ধু, প্রভৃতি ভারতবর্ষের নানা স্থানে তাহা নীত হয়; এবং বিদেশীয় বণিকেরা মসকৎ, হেজাজ, আদন, ও মক্কানগরে লইয়া যায়।

উল্লিখিত প্রদেশজাত গো অত্যন্ত কৃষ ও খর্বকায়। এ বিধায় তদ্বারা শকট বহনের কার্য্য নিষ্পন্ন হয় না। অপর তথায় অশ্ব, রাঘভ, বরাহ, মেঘ, ছাগ, ইত্যাদি পশু অধিক জন্মে না। ঐ সমস্ত পশু ভিন্ন-দেশহইতে নীত হয়।

ভারতবর্ষের মধ্যে মলবার প্রদেশের লোকালয় ও পল্লী সকল অতিশয় পরিষ্কার। কোন সুবিজ্ঞ দর্শকের বাক্যদ্বারা ব্যক্ত হয় যে পূর্ব কথিত পল্লীবাসী জনগণের মধ্যে ব্রাহ্মণেরা সর্বোৎকৃষ্ট।

প্রকৃত মলবার জনপদের উত্তর সীমা কানারা বা তুলুব রাজ্য, দক্ষিণ সীমা কোচীন রাজ্য, পূর্ব সীমা পশ্চিম-ঘাট-পর্বত, ও পশ্চিমভাগে ভারত মহাসাগর। উহা দীর্ঘে ১৭৫ জ্যোতিষি ক্রোশ, এবং পরিসর ৩৫ জ্যোতিষি ক্রোশ নির্দিষ্ট আছে। এতৎ-প্রদেশের প্রাকৃত স্বভাব দুই প্রকার, প্রথমতঃ উত্তরভাগ ভূধরমালায় পরি-

পূর্ণ। তন্মধ্যে পার্বত্য উৎস শৈলবিপিন, মনো-হর কন্দর, নির্জন উপত্যকা প্রভৃতি ইত্যন্তোদৃষ্ট হয়। উক্ত শৈল প্রদেশের বহুজনাকীর্ণ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রাম ও পল্লী দেখিতে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন; এবং তত্রত্য হিন্দুদিগের পুরাকালিক আচার রীতি পদ্ধতি উক্ত প্রদেশের স্বতন্ত্র-লক্ষণ-বিশেষ মনো-হারিত্যের এক হেতু বলিয়া উপলব্ধি হয়।

ইহার অপরাংশ অনারত ক্ষেত্রবৎ বিশেষ উৎকর্ষশালী। তথায় বিবিধ প্রকার দ্রব্য উৎপন্ন হইয়া থাকে; এং ঐ সমস্ত অভিজাত দ্রব্য বণিকেরা নানা দেশে প্রেরণ করে।

মলবারের জল ও বায়ু স্বাস্থ্যজনক। তথায় যে সকল নদী আছে, তাহা অন্য কোন বিশেষ নামে পরিজ্ঞাত নহে; কেবল যে প্রসিদ্ধ দেশ দিয়া প্রবাহিত হয়, সেই দেশের নামেই উক্ত হয়। নীলাম্বর নামে এক পার্বত্য প্রদেশহইতে সর্বদা স্বর্ণ সঞ্ছীত হইয়া থাকে। ঐ স্থান ইর্ণাদ নামে বিখ্যাত।

মোল্লা মুসলমানদিগের এক স্বতন্ত্র বর্ণমালা আছে, তাহা বর্তমান আরব্য বর্ণমালাহইতে অনেক অংশে পৃথক্। ঐ বর্ণমালা তাহারা সচরাচর ব্যবহার করে। কিন্তু আরব্য ভাষা তাহাদের অঙ্গ লোকে পরিজ্ঞাত আছে। উক্ত লোকেরা পূর্বে বাণিজ্য ও কৃষিকার্য্য অবলম্বন করিত, পরন্তু টিপু শুলতান তাহাদিগকে উৎসাহ প্রদান করাতে তাহারা তাঁহার রাজ্য-সময়ে হিন্দুদিগের প্রতি বিজাতীয় অত্যাচার করিয়াছিল; এবং উক্ত প্রদেশমধ্যে দস্যুগণ অবলম্বন করত বিশেষ ঋদ্ধিশালী হইয়া উঠিয়াছিল। তৎপূর্বে কানানোর ভিন্ন অন্য স্থানে তাহাদিগের কোন প্রভুত্ব ছিল না, এবং হিন্দু ভূপালদিগের বশতাপন্ন হইয়া থাকিতে হইয়াছিল। বুকনান সাহেব বলেন যে টিপুশুলতানের

ব্যবস্থাবলী কলিকট বাতীত অন্যত্র প্রচলিত ছিল না। উক্ত পাষণ হৃদয় টীপু বল প্রকাশ-দ্বারা পরিশেষে কর্ণাট তুলুব মলবার প্রভৃতি দেশস্থ হিন্দুদিগের ধর্ম ভাষণ ও জীবন নষ্ট করত নিজ দুপ্পুরাঙ্ক চরিতার্থ করিয়াছিল।

মলবার প্রদেশীয় পল্লীগামসকল অতি সুন্দর। হর্ম্য-সকল শ্রেণী-বন্ধ-রূপে বিনির্মিত; গৃহস্থের বাড়ীসকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তৃণলতা রক্ষাদি দ্বারা অপরিচ্ছন্ন থাকে না। প্রায় সচরাচর ভদ্র গৃহস্থেরা ক্ষুদ্র বস্ত্র পরিধান করে। কোন ইউরোপীয় পণ্ডিত লিখিয়াছেন যে তত্রস্থ হিন্দুগণ এতদৃশ শুদ্ধাচারী ও প্রযত্নস্বভাব যে তাহাদিগের চর্ম সম্বন্ধীয় পীড়া নিতান্ত অগোচর; তাহা কেবল নীচ শ্রেণীস্থ লোকদিগের সচরাচর ঘটিয়া থাকে।

মলবার প্রদেশে এই রূপ রীতি আছে যে রমণীগণের শ্রমদ্বারা যে অর্থ উপার্জিত হয়, তৎপ্রতি তাহাদিগের স্বামীর প্রভুত্ব স্বত্ব বর্ত্তিয়া থাকে।

দক্ষিণ ও মধ্যস্থল সমেত মলবারের দীর্ঘতা চতুরশ্র ৩০০০ ক্রোশ। তন্মধ্যে ৩ লক্ষ লোকের বসতি আছে। ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দে মলবার প্রদেশে প্রতিবাসীর সঙ্খ্যা করা হয়, তাহাতে সম্যক প্রকারে সকল মনুষ্যের গণনা শেষ হয় নাই। দক্ষিণ দেশে শকাব্দতোর শকাব্দা সর্বত্র প্রচলিত আছে, পরন্তু মলবার প্রদেশস্থ হিন্দু সমাজ-মধ্যে পরশুরামের সংবৎসর প্রচলিত দেখা যায়। উহা একৈক সহস্র বৎসরে সমাপ্ত হওনান্তর প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় ইত্যাদি সঙ্খ্যায় পরশুরামাব্দ নামে উক্ত হয়। খ্রীষ্টের ১৮০০ অব্দ পরশুরামের নব শত ষট্ সপ্ততিতম সহস্রাব্দের সহিত একত্ব হয়। পরন্তু বর্ত্তমান অব্দ ৪০ বৎসর বলিয়া গণ্য হয়।

মলবার প্রদেশের ভাষা তামিল ভাষার অনু-রূপ। উক্ত ভাষার বর্ণাবলি, এবং কাব্য ও অপ-

রাপর বিষয়ের সহিত তামিল ভাষার বিশেষ ভিন্নতা নাই। প্রসিদ্ধ আছে যে মলবার উপকূলে সর্বাদো জিওবানী গন্সাল্বেস্ নামা জনৈক বিদেশীয় ব্যক্তি এক খণ্ড খ্রীষ্টধর্মের পুস্তক মুদ্রিত করিয়া প্রচার করে; তৎপূর্বে অন্য কেহ তথায় কোন পুস্তক মুদ্রায়ন্ত্র স্পর্শ করায় নাই। প্রোক্ত বিদেশীয়ে প্রযত্নে ১৫৭৭ খ্রীষ্টাব্দে এতৎ-প্রদেশমধ্যে একটা তামিল ভাষার মুদ্রায়ন্ত্রও প্রতিষ্ঠিত হয়। তৎপর ১৫৯৮ খ্রীষ্টাব্দে অপর এক খণ্ড পুস্তক মুদ্রিত হয়। এই শেষোক্ত গ্রন্থ প্রচার হইবার পর এক জন রোমান ক্যাথলিক পুরোহিত তামিল ভাষায় এক খান অভিধান প্রচার করেন। এই রূপে অধুনা মলবার প্রদেশ মধ্যে তামিল ভাষার অনেক উন্নতি হইয়াছে।

জনশ্রুতি আছে যে মলবার প্রদেশমধ্যে বেদে শ্রেণীস্থ কতক গুলি মনুষ্য বাস করে, তাহারা পূর্বে ভোজ বা ঐন্দ্রজালিক বিদ্যায় বিশেষ নিপুণ ছিল। বেদেরা কহে যে অথর্ব বেদের শেষ অধ্যায়হইতে কুবিলবর নামা মুনি ঐ বিদ্যা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। উক্ত অধ্যায় লোপ হইবাতে এই ক্ষণে তাহারা ঐ বিদ্যায় আর সম্যক ক্ষমতা দর্শাইতে সক্ষম হয় না।

প্রাচীন সময়াবধি মলবার প্রদেশে বিদেশীয় মনুষ্যেরা বাণিজ্যার্থে গতায়ত করিত; তন্মিমিত্ত পূর্বাধি উক্ত প্রদেশে খ্রীষ্টধর্মাবলম্বী লোক অনেক আছে; এবং উহাদের মধ্যে রোমান ক্যাথলিক সম্প্রদায়ের সঙ্খ্যা অধিক। জনশ্রুতি আছে যে দক্ষিণ দেশবর্ত্তী সুপ্রসিদ্ধ চোল দেশস্থ ভূপালদিগের আধিপত্য সময়ে মলবার প্রদেশ উপরোক্ত হিন্দু নৃপতিগণের অধীনস্থ শাসন-কর্ত্তাদ্বারা শাসিত হইত। পরন্তু উল্লিখিত শাসনকর্ত্তার। যাবজ্জীবন তৎপদে প্রতিষ্ঠিত থাকিতেন না। দ্বাদশ বৎসর অন্তর তাহারা



কার্য্যহইতে অবসর প্রাপ্ত হইতেন। প্রায় এক সহস্র বৎসর অতীত হইল, উল্লিখিত শাসন-কর্তৃবর্গের মধ্যে চিকমা পিকমল নামা কোন ভূপাল হিন্দুধর্ম পরিত্যাগপূর্বক যবনদিগের আচার ও মত অবলম্বন করিয়াছিলেন। উক্ত ব্যক্তি মক্কায় গমনকালে তাঁহার অনুগত ত্রয়োদশ লোকের প্রতি মলবারের শাসন-ভার প্রদান করিয়া গিয়াছিলেন। সেই হেতু মলবার বা কেরল দেশের বিস্তীর্ণ রাজ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভাগে বিভক্ত হইয়া গিয়াছিল; এবং তৎপর অবধি বহুকাল উক্ত ক্ষুদ্র জনপদসকল ক্ষুদ্র ভূপালদ্বারা শাসিত হইয়া আসিতেছিল। ঐ সকল ক্ষুদ্র রা-

জ্যের মধ্যে কারিকাল বা কলাস্ত্রিয়া সর্বপ্রধান ছিল। সুবিখ্যাত নাবিক বাস্কো ডি গামা পোর্তুগালহইতে ভারতবর্ষাভিমুখে যাত্রা করিয়া দশ মাস দুই দিবসের পর এতদ্দেশে উপনীত হইয়া মলবার উপকূলস্থিত কালিকট (কালিকদু) নামক উপকূলে আসিয়া তরি সন্নিবেশিত করেন। তৎপর ১৫০২ খ্রীষ্টাব্দে ডন্ ফরনাণ্ড কোটিন্হো ৩০০০ সহস্র সৈন্য সমভিব্যাহারে মলবার আক্রমণ করেন। পরন্তু তাঁহার যুদ্ধযাত্রা সৎফলোপধায়ক হয় নাই। কিছু ক্ষণ সঙ্গ্রাম করত তিনি পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হন; এবং তাঁহার অনুচরেরা যুদ্ধ-হইতে নিরত্ত হইয়া প্রস্থানপরায়ণ হইয়াছিল।

এ সময়ে মলবার প্রদেশ পিকমল ভূপালের কোন বংশধর বা আত্মীয়দ্বারা শাসিত হইতেছিল। পরন্তু পূর্বে উল্লেখ করা হইয়াছে, তত্রত্য রাজকন্যার সম্ভানেরাই রাজ্য শাসন ভার গ্রহণ করিয়া থাকে। উক্ত নিয়ম প্রচলিত থাকা প্রযুক্ত রহৎ রাজগোষ্ঠী রাজ্য গ্রহণের নিমিত্ত সর্বদাই পরস্পর যুদ্ধ বিগ্রহে মত্ত হইয়া আত্মীয়-বিচ্ছেদে প্রবর্ত্ত থাকিত। এই সংযোগ প্রাপ্ত হইবাতেই হাইদর আলী ১৭৩৩ খ্রীষ্টাব্দে উক্ত প্রদেশে অধিকার বিস্তৃত করিয়াছিলেন; এবং তদনন্তর দক্ষিণ-দেশস্থ দ্বিতীয়-ওরঙ্গজেব-সদৃশ টিপুশুলতান তদুপাধিকারের অনুগামী হইয়া মলবারের অন্যান্য রাজ্য অধিকৃত করেন। প্রসিদ্ধ আছে যে তিনি পূর্ব কণাটস্থ নীলবর ও অন্যান্য জনপদের নাম পরিবর্ত্তিত করত যবন আখ্যান প্রচার করিয়া দিয়াছিলেন; এবং অদ্যাপি এ সকল জনপদ তন্মামেই পরিজ্ঞাত হইয়া থাকে। কোন সহৃদয়বর লিখিয়াছেন যে যে সকল লোক ভারতবর্ষীয় রাজ্য, নগর, দেবালয় ও দেব-পুতিমূর্ত্তি প্রভৃতির নাম পরিবর্ত্তিত করিয়া, তথা হিন্দু সকলকে উদ্ভাসন- এবং ধরণীকে উদ্ভূষণ করত বিশেষ বিখ্যাত হইয়াছিলেন, টিপু তাহার মধ্যে এক জন প্রধান অত্যাচারী বলিয়া পরিজ্ঞাত আছেন। তাহার অত্যাচারে বহুতর হিন্দু রাজন্যবর্গ স্বদেশ পরিত্যাগে প্রণোদিত হইয়াছিলেন। তথাবৎ বর্ণন করা এতৎ প্রস্তাবের উদ্দেশ্য নহে। এতুলে কেবল উক্তদেশে ইংরাজদিগের সম্বন্ধ বর্ণন করা অভিধেয়।

আদৌ ইংরাজেরা ১৩৩৪ খ্রীষ্টাব্দে পূর্বোক্ত জামরিন বংশীয় ভূপালগণের অধিকার-মধ্যে বাণিজ্যার্থে আগমন করিয়াছিলেন, এবং ১৭০৮ খ্রীষ্টীয় সংবৎসরে কলাজিয়ার রাজ্যের উত্তরে তিলচরী নামক স্থানে একটা দুর্গ নির্মাণের অনু-

মতি প্রাপ্ত হন। কিন্তু তদনন্তর কোরিজোট-স্থিত নৃপতির সহিত সন্ধাম করত উক্ত দুর্গের পরিসর বর্দ্ধিত করেন। তৎপর ১৭১২ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার আদেশানুসারে পূর্বোক্ত স্থানে গুদ মরিচের বাণিজ্য করণের ক্ষমতা গ্রহণ করেন। এই ক্ষপ আর কয়েকটা ক্ষমতা অন্যান্য নৃপতিরন্দ-হইতে প্রাপ্ত হইবায় ইংরাজেরা মলবার প্রদেশ-মধ্যে অত্যন্ত বাণিজ্যশালী এবং সম্ভ্রতি-সম্পন্ন হইয়াছিলেন।

১৩৩৪ অব্দে কানারা এবং কলাজিয়ার অধীশ্বরদিগের হস্তহইতে ধর্মপট্টন দ্বীপ ও মদকর নামক দুর্গ লব্ধ হইবায় ইংলণ্ডীয় বণিকবর্গের জনপদ সম্বন্ধীয় অধিকার দৃঢ়ীকৃত হয়। অধিকন্তু ১৭৪২ খ্রীষ্টীয় অব্দে ইংরাজেরা মদকর দ্বীপ মধ্যে সম্পূর্ণরূপে শাসন ও বিচার এবং দণ্ড প্রদানের ক্ষমতা লাভ করেন। তৎকালে এত শীঘ্র ব্রিটিশ বাণিজ্যের প্রভাব বর্ত্তিয়াছিল, যে ইংরাজেরা মলবার-দেশে সকল মূল্যবান পদার্থেরই একচেটিয়া করিয়াছিলেন। ১৭৩০ ইংরাজী অব্দে তাঁহার চোরিকালস্থ রবিরক্ষ নামা ভূপালকে বার্ষিক ৪২০০ মুদ্রা প্রদান করত তাঁহার অধিকারে আদগারী এবং অন্যান্য কর গ্রহণ করিতে আরম্ভ করেন। তদতিরিক্ত কলাজিয়ার রাজাকে ঋণ প্রদান করিয়া রাষ্ট্রাতির জনপদ আপনাদের নিকট বন্ধক রাখেন। ১৭৩৫ ইংরাজী অব্দের ২৩ নবেম্বর মাসে এ ভূপাল ইংরাজদিগকে তাহার সনন্দ প্রদান করেন। তৎকালে ও গৃহীত ঋণ পরিশোধ করা হয় নাই; তন্নিমিত্ত পুনর্বার সেই সালের মধ্যেই ১৩ মে মাসে ইংরাজেরা উক্ত জনপদহইতে কর সমুদ্র করিবেন, তথা ইংরাজদিগের বিপত্তি-সময়ে কারিকালের রাজা পাঁচ শত নেয়ার সৈন্য প্রদানদ্বারা সাহায্য প্রদান করিবেন, এই ক্ষপ কথা ধার্য হইল। হা-

ইদর আলীর উক্ত প্রদেশ আক্রমণ করিবার কি-
ঞ্চিৎ পূর্বে ইংরাজদিগের সহিত আর কয়েকটি
সন্ধি সমাধা হইয়াছিল।

যে সময়ে হাইদর আলী মলবার প্রদেশের
উত্তর-ভাগে আধিপত্য বিস্তৃত করেন তৎকালে
রবিরুদ্ধ মানবিক্রম সামুদ্রি রাজা সিংহাসনে
অধিষ্ঠিত ছিলেন। তিনি দক্ষিণ-মলবারের প্রায়
সমস্ত ক্ষুদ্র রাজ্য অস্ত্র-প্রভাবদ্বারা বশীভূত
করিয়াছিলেন।

উচ্চাভিলাস-বশতঃ হাইদর আলী ভূপাল রবি-
ত্রকের সহিত সন্ধি করিতে উদ্যত হন। কলি-
কটের অধীশ্বর উক্ত নৃপতি অপেক্ষা কোন
অংশে নিকৃষ্ট ছিলেন না। পরন্তু তিনি হাইদরের
প্রতিযোগী তুল্য-যুদ্ধবেশে সাক্ষাৎ না করিয়া
রক্ষিতের ন্যায় শরণাগত হইলেন। ভূপাল
রবিরুদ্ধ সমরানুরাগী বীরপুরুষ ছিলেন। তাঁ-
হার রাজ্য-সীমায় শত্রুপক্ষের রণভেড়ীর উচ্চ
শব্দ নাদিত হইতেছে শ্রবণমাত্র তাঁহার দক্ষণ
রোযানল প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিল। অধিকন্তু
যবনদিগের অত্যাচার তৎকালে ভারতবর্ষের
সর্বত্র অসহ্য হইয়া উঠিয়াছিল, এই হেতু সত্বরে
সন্ধি প্রস্তুত হইলেন; শত্রু হস্তে মৃত্যু হইবে
কি জয়লাভ করিবেন সে জ্ঞান আর রহিল না।
কিন্তু জন্মভূমির পরাধীনতাপাশ দূরীকৃত কর-
ণার্থে তাঁহার যে প্রগাঢ় অধ্যবসায় জন্মিয়াছিল
তাহা সার্থক হইল না, যেহেতু প্রবল-প্রতাপাশ্রিত
যবনগণকে তিনি একাকী কত কণ প্রতিরোধ ক-
রিতে পারেন? বিশেষতঃ উক্ত অধীশ্বর যে কতি-
পয় ক্ষুদ্র নৃপতিকে আত্ম-বশীভূত করিয়াছিলেন
তাঁহাদিগের সাহায্য ব্যতীত অন্যের সাহায্য
প্রাপ্ত হইলেন না; সুতরাং অতি শীঘ্রই তিনি
সমরক্ষেত্রে অবসন্ন হইয়া পড়িলেন, ও মুসল-
মানেরা তাঁহাকে কারাবদ্ধ করিল। অপর ভূপাল

যে মন্দিরে অবরুদ্ধ হইয়াছিলেন সেই গৃহে অনল
লাগাইয়া দেওয়া হইল। তাঁহার আত্মীয় ও অনু-
চরবর্গ ভূপালের শোকে ঐ দহমান গৃহের উপর
দেহ পাত করত জীবনকে পূর্ণাঙ্গি প্রদান
করিল, এবং তাহাতেই রবিরুদ্ধের রাজত্বের
শেষ হইল। ঐ সময়ে আরকটের নবাবের অধি-
কার-মধ্যে সঙ্কাম উপস্থিত হইবার হাইদর আলী
মলবার-প্রদেশস্থ অন্যান্য রাজাকে পরাভূত করত
স্বরায় প্রত্যাগমন করিলেন। পরন্তু এই প্রত্যা-
গমনে যে সকল অধিপতিগণ হাইদরকর্তৃক বশীভূত
হইয়াছিলেন, তাঁহারা ক্রমশঃ অধীনতাপাশহইতে
পুনশ্চ নিক্ষেপিত লাভের চেষ্টা করিতে লাগিলেন।
এই হেতু পূর্ষকথিত যবন অধীশ্বর অবাধ্য
ভূপালগণকে বশীভূত করণার্থে কোন ক্রাঙ্কণকে
মলবারে প্রেরণ করেন। উক্ত ব্যক্তি তথায় গমন-
পূর্বক হাইদরের অভিপ্রায় সম্পন্ন করেন, এবং
অনেকগুলি রাজাকে নির্বাসিত করেন। ঐ সকল
নির্বাসিত ভূপাল-বর্গের রাজ্য শাসনের নিমিত্ত
মোপ্রা বংশীয় আলি রাজাকে নিয়োজিত করা
হইয়াছিল।

ইংরাজী ১৭৬৮ খ্রীষ্টাব্দে ইংরাজদিগের সহিত
প্রবল প্রতাপাশ্রিত হাইদরের যুদ্ধ উপস্থিত হয়।
তদুপলক্ষে মলবারের যে সমস্ত ভূপাল রাজ্য-
হইতে বহিষ্কৃত হইয়াছিলেন তাঁহাদিগকে পৈ-
তৃক রাজ্যে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করা হইয়াছিল। উত্তর
ভাগস্থিত জনপদসকলের মধ্যে কার্ভিনাদের
অধিপতি হাইদরের বশতাপন্ন হইলেন। ১৭৮৪
খ্রীষ্টাব্দে টিপু শুলতানের সহিত ইংরাজদিগের যে
মৈত্রৈয়িক সন্ধিসমাধা হইয়াছিল তাহাতে নির্ধা-
রিত হয় তিনি মলবারের কতিপয় ভূপালের
অধিকার বিনষ্ট করিতে পারিবেন না। পরন্তু
সে প্রতিজ্ঞা যথাক্রমে রক্ষা করিতে ত্রুটি হই-
য়াছিল। সেই হেতু কয়েক বৎসর পরে টিপু

পুনর্বার বলপূর্বক হিন্দু-রাজাদিগকে মুসলমান ধর্ম অবলম্বন করাইবার নিমিত্ত উৎপীড়ন-দ্বারা স্বদেশহইতে পরিবারের সহিত তাহাদিগকে দূরীকৃত করিলেন।

১৭২০ খ্রীষ্টাব্দে যে যুদ্ধ উপস্থিত হয়, সেই যুদ্ধে নেয়ার বংশীয় কএক জন রাজা ইংরাজদিগের পক্ষ অবলম্বন করেন। তদর্থে ইংরাজেরা কোরিম্বোটার ভূপালকে পুনর্বার রাজ্যে স্থাপিত করিলেন। ঐ সময়ে কানানোরের মোপ্লা অধিপতি টিপু পক্ষ-বলম্বন করিয়াছিলেন, সেই হেতু টিপু সৈন্যেরা পরাভূত হইলে ইংরাজকর্তৃক কানানোরের দুর্গ বিনষ্ট হইয়াছিল; এবং উক্ত জনপদের ভূপাল রটীশ ক্ষমতার অধীনতা স্বীকার করেন। ১৭২১ খ্রীষ্টাব্দের শেষে টিপু সকল সৈন্য মলবার প্রদেশহইতে দূরীকৃত করা হয়; এবং দক্ষিণ ও উত্তর ভাগের ভূপালগণ পুনর্বার স্ব স্ব রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত করা হয়। ঐ সময়ে ইংরাজেরা যে যে রাজত্ব প্রাপ্ত হন তাহা এই কয়েকটী জনপদে স্বতন্ত্র রূপে বিভক্ত করিয়াছিলেন; যথা—উত্তরে প্রকৃত কারিকাল, কোসিওট, কার্তিনাদ, কানানোর, রক্ষাতিরা, কোরিম্বোট, ইবরনাদ। দক্ষিণে ত্রিবঙ্গদ, কোচীন, কোরিমনাদ, এবং কলিকদু বা কলিকট। যে সমস্ত জনপদ ইংরাজদিগের হস্ত-গত হইয়াছিল তাহার কার্য নির্বাহের নিমিত্ত ১৭২২ খ্রীষ্টাব্দে কতক গুলি কমিসনর নিযুক্ত করা হয়; তাহাদিগদ্বারা তাহার তত্ত্বাবধারণ সম্পাদন হইতেছিল। এই ক্ষণে ঐ সকল প্রদেশ মালদ্বাজ প্রসিডেন্সীর অন্তর্গত করা হইয়াছে।

নূতন গ্রন্থের সমালোচন।



বি উপাখ্যান। জীবনমালী ঘোষ প্রণীত। এই ক্ষুদ্র ৪০ পৃষ্ঠা পরিমিত কাব্য খানি জেমস বীটি নামক এক জন ইংলণ্ডীয় কবির রচনাদর্শে গ্রন্থিত হইয়াছে। ইহার উদ্দেশ্য প্রাচীন কবিদিগের জীবন চরিত, এবং তাহার বর্ণনা ইহাতে সুচারুরূপে সমাধা করা হইয়াছে। এই কবির সর্ব-প্রাচীন আদর্শ ধ্যান করিতে হইলে নারদ ঋষিকে অরণ হয়। তিনি যে প্রকারে পরিভ্রমণ ও বীণাবাদন সহকারে গীত গানে দিনপাত করিতেন, ইহারও অবস্থা সেই রূপ; কেবল নারদ ভগবানের গুণ কীর্তনে অনুরক্ত থাকিতেন, প্রস্তাবিত কবি গম্প ও ঐতিহাসিক বিষয়ে কালান্তিপাত করিতেন। পরন্তু ইহার প্রতিরূপ যে কেবল নারদ ঋষিতে প্রাপ্ত হওয়া যায় এমন নহে। পূর্বকালে ভারতবর্ষে এই রূপ কবি, বন্দী-নামে সর্বত্র দৃষ্ট হইত, এবং অদ্যাপি তাহার দুই এক জনকে রাজবারা প্রদেশে প্রাপ্ত হওয়া যায়। ঘোষজ ইউরোপীয় কবির উল্লেখে লিখিয়াছেন—

“পূর্বকালে ইয়ুরোপে মিনিট্রেল নামে কতিপয় কবি বীণাবাদন পূর্বক দারিদ্র্যদশায় জীবন যাত্রা নির্বাহ করিতেন। ডাক্তর বীটি সেই প্রকার এক জন কবির বিবরণ অবলম্বন-পূর্বক তাহার বাল্য-কালাবধি যৌবন প্রারম্ভ পর্য্যন্ত কিরূপ চরিত্র ছিল, তাহা বর্ণন করিয়াছেন।”

এই মিনিট্রেলের অবিকল আদর্শ ভারতবর্ষ প্রসিদ্ধ চাঁদ কবি; তিনি কান্যকুজের পৃথীরায় ভূপতির যশোবর্ণনদ্বারা আপনাকে চিরঅরণীয় করিয়াছেন। তাহার গ্রন্থের নাম “পৃথীরায় রাসো!” তদনুরূপ আর এক জন কবি থোমন ভূপতির গুণ বর্ণনে “থোমন রাসো” নামে কতক

গুলি কবিতা লেখেন তাহাও সর্বত্র প্রসিদ্ধ। এই সকল কবিতা পরিভ্রমণে অত্যন্ত অনুরক্ত ছিলেন, এবং যখন যাহার বাটী যাইতেন তখন তাহাকে আপন রচনা শ্রবণ করাইয়া উপজীব্য অর্জন করিতেন। এই রূপ যে সকল কবি মহাভারত ও পুরাণে বর্ণিত আছেন তাঁহারা এই মিনিষ্ট্রেলের অনুরূপ ছিলেন, ও পূর্বে “সূত” নামে বিখ্যাত ছিলেন। ইংরাজী মিনিষ্ট্রেলের উপদেশমালাহইতে নিয়ে মুদ্রিত পদ্যগুলি আমরা দৃষ্টান্তস্বরূপে উদ্ধৃত করিলাম; ইহাতে গ্রন্থ-প্রণয়নকর্তা ঘোষজের রচনা-চাতুর্য্য কি রূপ, তাহা পরিব্যক্ত হইবে।

“ইহা শুনি উত্তরিল সন্ন্যাসী সূক্তন।

নিন্দনীয় নহে বটে তোমার মনন ॥
যে হেতু কল্পনাপথ অতি মনোহর।
কোমল কুসুমের যেন শোভে নিরন্তর ॥
কিন্তু কল্পনার দোষ হয় অগণন।
বিপদ ঘটিতে তাহে পারে অনুরূপ ॥
বহুকাল কল্পনায় মত্ত যেই নর।
নাহি রহে সত্যে তার বিশেষ আদর ॥
কল্পনার সুখ শেষে প্রবঞ্চক হয়।
উল্কার উজ্জ্বল দীপ্তি কত ক্ষণ রয় ॥
অতএব সুখ নাহি শুদ্ধ কল্পনায়।
চিন্তাচরিত্রের বহু হানি জন্মে তায় ॥
তাহাতে আনন্দ হয় বর্জিত নিশ্চয়।
তার সঙ্গে দুঃখরাশি অল্প নহি হয় ॥

“কিন্তু সঙ্কটের কালে, শুনহে যুবক।

অন্তরের দৃঢ়বৃত্ত হয় আবশ্যক ॥
যখন বিরক্ত করে কোন দুর্ঘটন।
তখন লইতে হয় ধৈর্য্যের শরণ ॥
অভিজ্ঞতাবলে করি উপায় সন্ধান।
সত্যেরে ভাবিতে হয় রক্ষক সমান ॥
ভেমন সঙ্কটজালে পাইতে উদ্ধার।
সাধুগণে করিতেন যেরূপ আচার ॥
সে রূপ আচারমতে করিলে যতন।
অসম্ভব নাহি হয় অভীষ্টসাধন ॥

বিষম বিপদে তাঁরা পাইলে নিস্তার।
অপরে করিবে কেন আশা পরিহার ॥
সে সকল ধৈর্য্যশাল সাধুর বিষয়।

জানিতে পারিলে হয় জ্ঞানের উদয় ॥

“ইতিহাসে দোষ কেন করিছ অর্পণ।

ধার্ম্মিকগণের তাহে আছে বিবরণ ॥
হিতৈষী জ্ঞানের অতি পবিত্র চরিত।
পঠন করিলে তাহে হয় কত হিত ॥
দেশের মঙ্গলে যাঁরা হন সমতন।
নিশ্চয় জানিও তাঁরা অবনী-রতন ॥
যত ব্যবহারশাস্ত্র আছে প্রচলিত।
উপকার দর্শে তাহা হইলে বিদিত ॥

“জ্ঞানদ দর্শনশাস্ত্র করিলে পঠন।

কল্পনাজনিত দোষ করে পলায়ন ॥
বিজ্ঞানের মনোহর জ্যোতির প্রকাশে।
কুচিন্তাতিমির নষ্ট হয় অনায়াসে ॥
দুষ্টি রিপুগণ আর না করে অহিত।
সুখবোধ জ্ঞানশক্তি হয় উত্তেজিত ॥

“গণিত শাস্ত্রের গুণে জ্ঞাত হয় নর।

নানাবিধ গণনার প্রণালী সুন্দর ॥
তাহার সাহায্যে কত আবিষ্কিয়া হয়।
পরিমিত হয় তাহে বিবিধ বিষয় ॥

“ব্যুৎপত্তি দর্শনশাস্ত্রে হইয়াছে যার।

তার মনে কুসংস্কার নাহি রহে আর ॥
বিজনে রজনীকালে প্রেতের কারণ।
নাহি হয় সেই জন ভীত কদাচন ॥

“স্বদেশের দুর্ব্বালাভে যে সকল জন।

করিত দারুণ কষ্টে সময় হরণ ॥
ভারা এবে খাদ্যাভাবে হইয়া পীড়িত।
বিদেশে যাউতে ত্বরায় ব্যগুচিত ॥
শাস্ত্রবলে নাবিকের বিদ্যাশিক্ষা করি।
তরি ভাসাইয়া যায় সিংহুর উপরি ॥
তরঙ্গ ঝটিকা ভয়ে না হইয়া ভীত।
ক্রমে ক্রমে ভিন্নদেশে হয় উপনীত ॥

“যে নিবিড় বন হয় অতি ভয়ঙ্কর।

ভীষণস্বাপদকূলে পূর্ণ নিরন্তর ॥
কুশিশাস্ত্রে করে তথা নানা উপকার।
তাহার শিক্ষায় হয় বন পরিষ্কার ॥

অনল প্রয়োগ লোকে করে কোন বনে।
কোথাও বা অজ্ঞাঘাতে কাটে তরুগণে ॥
গহনের স্থানে হয় সুচাক্ষু কানন।
নাহি রহে আর কভু দুষ্কৃতগণ ॥
স্বভাবের নবভাব প্রকাশিত হয়।
পরিমলমনে বায়ু মন্দ মন্দ বয় ॥

“কত শত রোগ দেখে রিপূর সমান।
মানবগণের দেহে করে কষ্ট দান ॥
তথাপি চিকিৎসাশাস্ত্রে নিপুণ যে জন।
সে জন করিতে পারে কষ্ট নিবারণ ॥
জ্বরের যজ্ঞগাভোগ নাহি হয় আর।
ক্রমে ক্রমে হয় পুনঃ স্বাস্থ্যের সঞ্চার ॥

“দর্শনশাস্ত্রের গুণ কিবা মনোহর।
তাহাতে সুনীতি কত প্রাপ্ত হয় নর ॥
রিপুগণে জ্ঞানবলে করিয়া দমন।
কুচিন্তাকুর্য্মে মন না করে অপণ ॥

“কোন কৰ্ম নাহি পারে শিল্পী শ্রমী জন।
দর্শন শাস্ত্রের বলে করিতে সাধন ॥
স্বচ্ছাচারী রাজা কিম্বা দুষ্কৃতমতিদল।
যখন দেশের মধ্যে করে অমঙ্গল ॥
তখন সুবিজ্ঞজন কৃপাপূর্ণ চিতে।
বাগু হন অত্যাচার দমন করিতে ॥
রাজনীতিশাস্ত্র গুণে করিয়া যতন।
মঙ্গলার্থে পুনঃ শাস্তি করেন স্থাপন ॥”

২। “চিন্তোৎকর্ষ বিধানম্। শ্রীধর্মদাস অধিকারী কর্তৃক অনুবাদিত।” এই থানি বিশেষ অনুমোদনীয় গ্রন্থ। ইহাতে সুবিখ্যাত ইউরোপীয় দার্শনিক শ্রীযুক্ত ওয়াট সাহেবকর্তৃক বিরচিত চিন্তের উৎকর্ষ-সাধনের উপায়-বিষয়ের প্রস্তাবটি সরল সংস্কৃত পদ্যে বিন্যস্ত করা হইয়াছে। ইহার পাঠে এতদেশীয় পণ্ডিত মহাশয়গণ দেখিবেন যে দর্শন-শাস্ত্রে ইউরোপীয়েরা নিম্ননীয় নহেন; প্রত্যুত তাঁহারা উহাতে এতদেশীয় লোকাপেক্ষা অধুনা অধিকতর উন্নতিসিদ্ধ করিয়াছেন। গ্রন্থের রচনা পরিপাটি হইয়াছে মানিতে হইবে। পরন্তু

তাহা সংস্কৃত ভাষায় সিদ্ধ হওয়াতে তাহার বিশেষ বিবরণ গ্রন্থে প্রয়োজনীয় নহে।

৩। শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের “উপক্রমণিকা” নামক সংস্কৃত ব্যাকরণের ইংরাজী অনুবাদ। শ্রীযুক্ত বাবু রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় ইহার অনুবাদক। উক্ত বাবু গোড়ীয় ভাষায় সুরচনাবিশয়ে বঙ্গদেশে প্রসিদ্ধ আছেন, এবং তাঁহার “তেলিমেকস” এবং “নীতিবোধ” নামক পুস্তকদ্বয় সর্বত্র সমাদৃত আছে। বর্তমান গ্রন্থে তিনি সংস্কৃত জ্ঞানের পথ বিশেষরূপে পরিষ্কৃত করিয়াছেন।

৪। “চন্দ্রবিলাস নাটক। শ্রীপ্রেমধন অধিকারী প্রণীতা” গ্রন্থকার কহেন “ইহাতে উপন্যাসস্থলে ভারত-ভূমির প্রাচীন কালিক হিন্দুরাজগণের শাসনাধীনে জনসমাজের অবস্থার কিঞ্চিৎ আভাস প্রদর্শিত হইয়াছে;” পরন্তু তিনি পুরাতত্ত্ব-বিষয়ে তাদৃশ পারদর্শী নহেন, এবং রচনাবিশয়েও বিশেষ পটু নহেন, সুতরাং নাটকে তাঁহার আয়াস সুসিদ্ধ হইয়াছে ইহা আমরা বলিতে পারিলাম না। রঙ্গস্থলে ইহার অর্দ্ধেক পরিত্যাগ না করিলে দর্শকের সহ্য হইবেক না, এবং পাঠ-সময়ে ইহার তিন পাদ বিস্মৃত হওয়াই বিধেয়। একথায় গ্রন্থকার আমাদিগের প্রতি কষ্ট হইবেন, সন্দেহ নাই; পরন্তু আমরা তাঁহাকেই জিজ্ঞাসা করি যে নিম্নোক্ত পদ্য গুলিতে ব্যঙ্গ, রস, ভাব, কবিত্ব, ইহার কোন গুণের পরিচয় দিয়াছেন? পাঠকরন্দ সকলেই স্বীকার করিবেন যে বটতলার কবিরাজ দুষ্ট সরস্বতীর প্রসাদে ইহাহইতে অনেক শ্রেষ্ঠ পদ্য লিখিয়া থাকে।

বেড়াই আমি যমের দূত
সামনে গিয়ে, যুদ্ধ দিয়ে,
মারি যত রাজ পুত ॥

১ দম্য।—আমি ভাই, মেগে খাই,
লাঠিবাজি না জানি।

ভিক্ষের তরে, চুকে ঘরে,
সকল সন্ধান চিক আনি ॥

৩ দম্য।—ভ্রান্তপথ লোক পোলে,
পথ দেখাবার তরে।
যাই তারে সঙ্গে করে,
ঘোর কাননের ভিতরে ॥

১ দম্য।—দিয়ে সিঁধ, করি বিঁধ,
গৃহস্থের বাড়িতে।
তৈজস বস্ত্র, গয়না পত্র,
নিয়ে পালাই রাত্রিতে ॥

২ দম্য।—একা যারে, পাই তারে,
অমনি মারি লাঠির ঘা।
দড়াম করে পড়লে পরে,
কেড়ে নিই তার আছে যা ॥

১ দম্য।—তলপি দার হৈয়ে কার
সঙ্গে সঙ্গে যাই চলে।
মাট ঘাট হলে পার
পালাই অমনি কৌশলে ॥

৩ দম্য।—লোক বল ভারি দল
দেখি যেথা দূরহতে।
অমনি সাধু সঙ্গ পোলে
মিসে যাই তার সাথে ॥
রাত্রিযোগে, নিদ্রাভোগে,
থাকে যখন অচেতন।
অমনি উঠে, লুটেপুটে,
পালাই নিয়ে যত খন ॥

এই রূপ অপদার্থ পদ্য গ্রন্থের অন্যত্র অনেক আছে তদর্শনে বাঙ্গালী নাটক নামে বিরাগ জন্মবার সম্ভাবনা। পরন্তু বর্তমান গ্রন্থের পদ্যংশই যে দৃশ্য এমত নহে। ইহার গদ্যও কোন মতে সাধু নহে, অধিকন্তু কোন পদের মনুষ্য কি রূপ ভাষা ব্যবহার করিয়া থাকে তদ্বিশেষেও গ্রন্থকার অত্যন্ত অসাবধান। ফলে কথোপকথনে বঙ্গভাষার যে রূপ উচ্চারণ করা যায় অবিকল তাহা গৌড়ীয় বর্ণে লিপিবদ্ধ করা কোন মতে সুসাধ্য নহে, এবং তাহার অনুকরণ-

চেষ্টায় অনেক পণ্ডিত ব্যক্তিও অসিদ্ধকাম হইয়াছেন। কেহ স্বরের পশ্চাৎ হলযোগ করিয়া অকারে য ফলা দিয়াছেন; কেহ ও কারের গায়ে আকার দিয়া অভিষ্ট সিদ্ধ করিয়াছেন; এতদবস্থায় অধিকারী মহাশয়ের উদ্যম যে পূর্ণ ফলোপধায়ক না হইবেক ইহা আশ্চর্য্য নহে। তেঁহ দীর্ঘ ছটাবিশিষ্ট পদ সকলের সহিত অতি ইতর বাক্যের পরিণয় সাধনেও বিশেষ অনুরাগী; তাহাতে তাঁহার রচনা নিতান্ত অসম হইয়াছে। অপর তাঁহার কল্পিত নামে প্রেম শব্দ দৃষ্টে আমাদিগের বোধ হইয়াছিল যে গ্রন্থকার প্রেমবিষয়ক বর্ণনে বিশেষ পারগতা প্রকাশ করিবেন, কিন্তু তাহাতেও আমরা হতাশ হইয়াছি, যে হেতু প্রস্তাবিত নাটকে অধিকারী তাহার কোন প্রমাণ প্রদান করেন নাই। পরন্তু গ্রন্থের এক অংশ বিশেষ বিবেচনা-সিদ্ধ হইয়াছে, এবং তন্নিমিত্ত আমরা প্রণেতার প্রশংসা করিতে পারি; তিনি আপন প্রকৃত নাম গুপ্ত করিয়া গ্রন্থের নাম-পৃষ্ঠায় এক কল্পিত নাম প্রচার করিয়াছেন। ইহা অতু্যপযুক্তই হইয়াছে; কারণ কোন সহৃদয় ব্যক্তি আপন প্রকৃত নামের সহিত এই নাটকের সংশব রাখিতে সহসা মানস করিবেন না।

৫। “ভীষণ ঝঞ্ঝা। শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ চক্রবর্তী প্রণীত।” ইহাতে বিগত ভয়ানক ঝঞ্ঝার বর্ণন বিন্যস্ত হইয়াছে। গ্রন্থকারের উদ্দেশ্য উত্তম, পরন্তু তিনি যে প্রকৃত কবি নহেন, তাহা নিম্নস্থ পদ্য গুলিতে পাঠকের অনুভূত হইবে। একপ কবিতায় সহৃদয় ভদ্রসমাজের কোন উপকার নাই, এবং বঙ্গভাষারও ইহাতে গ্লানি বই আর গরিমা দর্শে না। অতএব ইহার যত অসম্ভাব হয় ততই ভদ্র। পরন্তু বটতলা-বিহারিণীর পূজার নিমিত্ত একপ ঘেঁটু-পুলা মধ্যে মধ্যে প্রয়োজনীয়, এবং কবির মহিমায়

লোলুপ অস্পৃশ্যদিগের দুরাশা চরিতার্থ কর-
ণার্থে ইহা সহ্য করিতে হয়। আক্ষেপের বিষয়
এই যে সমালোচনের নিমিত্ত ইহাও আমাদি-
গকে ক্রয় করিতে হইয়াছে।

“বেলা সহ বায়ুবেগ বাড়িতে লাগিল,
উত্তাল তরঙ্গমালা তটিনী ছাইল;
পারাপার হওয়া ভার, নাবিক নিচয়,
বান্ধিল তরণী তীরে সভয় হৃদয়;
বহুদর্শী বিবেচক যতক কাপ্তান,
আসন্ন বিপদ জানি, পারাবার জান;
রক্ষিবারে, বহুবিধ করিল কৌশল;
আদেশ পালনে ব্যস্ত নাবিক সকল।
কেহ টানে কপি কেহ কাটে রসারসি,
কেহ দেয় দেখাইয়া অন্তরেতে বসি;
জোর করি ধরাধরি করি কত জন,
প্রকাণ্ড নোঙ্গর নীরে করয়ে ফেপন।
গেল গেল আর্তনাদ চারি দিকে হয়,
আকুল নাবিককুল সভয় হৃদয়;
দেখিতে দেখিতে এ কি, যতক কৌশল,
প্রবল পবনবলে হইল বিফল!
ছুক্কারিয়া, মহা বেগে বহিল স্বসন,
ভেসে গেল নৌকা যত ছিঁড়িয়া বন্ধন;
ইহার উপরে ইহা হইয়া পতন,
উভয়েই চুরমার হইল মগন।

এই মত কত শত তরণী মজিল,
উলটিয়া কতগুলা ভাসিয়া চলিল।
পোতসহ কত লোক হইল মগন,
পারে কি বাঁচিতে কেহ করি সত্তরণ;
সে ঘোর বিপদে, আহা! বলিষ্ঠ যাহারা,
তবু বাঁচিবারে চেষ্টা করিল তাহারা;
কিন্তু তাহাদের মাত্র বাড়িল যাতনা,
কতু ডুবে কতু ভাসে উন্মির খেলনা।
পোতাঘাতে পুনঃ পুনঃ হইয়া আহত,
অক্লান্ত যাতনায় শেষে হল হত।
ভাসিতে লাগিল জলে করাল আকার।
কার বা নাসিকা নাই, মস্তক কাহার,
বহির্গত হইয়াছে কাহার নয়ন,
কাহার বা নাড়ি ভুঁড়ি ভীম দরশন।
উলটিয়া গেল বয়া শৃঙ্খল ছিঁড়িল,
প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড কাণ্ড ভাঙ্গিয়া পড়িল;
নানা দ্রব্য পরিপূর্ণ পারাবার-যান,
ছুটিতে লাগিল তূর্ণ, তীরের সমান;
কণহীন কোন খানে ঘুরিতে লাগিল,
কি করে কাণ্ডারী তার আকুল হইল,
অবশেষে বাত্যাবশে উলটি পড়িল।
সকল সামগ্ৰী ভায় সলিলে ডুবিল॥”

রহস্য-সন্দর্ভ

নাম

পদার্থ-সমালোচক মাসিক পত্র।

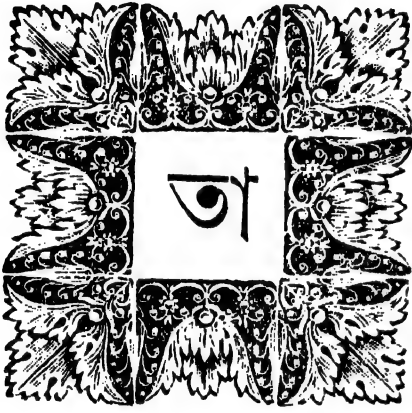
৪ পর্ব]

প্রতি খণ্ডের মূল্য ১০ আনা।

বার্ষিক অগ্রিম মূল্য ২ টাকা।

[৩৯ খণ্ড

তাঞ্জোর রাজ্য।



ঞ্জোর রাজ্য দক্ষিণ-কর্ণাটের অন্তর্গত। উহা কাবেরী নদীর তটস্থিতে দক্ষিণে সমুদ্রের কূলপর্যন্ত বিস্তৃত। উহার পূর্ব-সীমায় মহাসাগর ও পশ্চিমাংশে ত্রি-

চীনপল্লী এবং পল্লিগার জনপদ আছে। তাঞ্জোর রাজ্যের ভূমি ভারতবর্ষস্থ অপর প্রধান উৎকর্ষ-শালী রাজ্যের ভূমির সদৃশ বিশেষ উর্বরা। তথাকার লোকেরা অত্যন্ত পরিশ্রমী, এবং কৃষিকার্যে বিলক্ষণ অনুরাগী। এই হেতু উক্ত জনপদমধ্যে পতিত ভূমি অধিক নাই। উহাতে ৫৮৭০ টি গ্রাম আছে।

নীল, তণ্ডুল, নারিকেল, যব, তৈল, ধান্য, এবং বস্ত্র তথাকার বাণিজ্যের প্রধান দ্রব্য। তন্নিম্ন লক্ষা দ্বীপ এবং মলবার দেশস্থিতে সুপারি, চিনি, মরিচ, কুম্ভভক, কাঠ ইত্যাদি দ্রব্য তথায় সর্বাধো-নীত হয়; এবং তথাহিতে মান্দ্রাজে বিক্রয়ার্থ প্রেরিত হইয়া থাকে। তাঞ্জোরের প্রধান বাণিজ্যের স্থান ব্রাহ্মুইবার, নাগোর, নিগাপট্টন, করিকাল, এবং দেবীকোট। ব্রাহ্মুইবার শব্দ ‘তুরঙ্গ-

বুরি’ শব্দের অপভ্রংশ। তাহা মান্দ্রাজস্থিতে ১৪৫ জ্যোতিষী ক্রোশ দূরে স্থিত আছে।

ইউরোপীয় ১৩১২ অব্দে ডেনমার্কের রাজধানী-কোপেনহেগেন নগরে দিনেমার বণিগদিগের “ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানী” নামে এক শ্রেণী স্থাপিত হয়। ঐ শ্রেণীর আজ্ঞায় ১৩১৩ ইংরাজী অব্দে তাহাদিগের এক খান বাণিজ্যপোত চোলমণ্ডলের উপকূলে আসিয়া উত্তীর্ণ হয়। তাঞ্জোরের মহীপাল অনুগ্রহপূর্বক ঐ পোতস্থ বণিগদিগকে ঐ স্থানে বাণিজ্য করিতে অনুমতি প্রদান করিয়াছিলেন। অনন্তর তাহারা উপরোক্ত ভূপালের নিকট ব্রাহ্মুইবার নগর ক্রয় করিয়া ঐ স্থানে দুর্গ নির্মাণ করত সুদৃঢ় করিয়া লইয়াছিল। তাহাদিগের সরল ন্যায়ানুসারি আচরণ বশতঃ এবং ঐ স্থানের দৃঢ়ত্বের হেতু তাহা অল্প কালের মধ্যেই প্রকৃষ্ট বাণিজ্যশালী ও বহু লোকাকীর্ণ হইয়াছিল। পরন্তু উক্ত বণিগদিগের অধিক ঋণ হইয়াছিল; তাহার পরিশোধের নিমিত্ত চতুর্থ খ্রীষ্টীয়ান নামা ভূপাল এক “চার্টার” অর্থাৎ সনন্দপত্র প্রদান করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহাতেও ঐ বণিগদিগের দীর্ঘকাল স্থায়িত্বের উপায় হয় নাই। ১৮০৭ ইংরাজী অব্দে স্পেনীয়দিগের ক্ষমতা একেবারে প্রগল্ভ হইবায় ঐ বণিগদিগেরও অধিকার অন্যের হস্ত-ভুক্ত হইয়াছিল।

নিগাপট্টন নগর তাঞ্জোরস্থিতে ২৪ ক্রোণ



দূরে স্থিত। ১৬৩০ ইংরাজী অক্টোবর মাসের দিনে
পোর্তুগীসদিগের নিকট তাহা জয়দ্বারা লাভ করি-
য়াছিল। উহা পোর্তুগীসদিগের প্রধান নগর

ছিল; এবং ঐ স্থানে তাহারা একটা টাকশাল
স্থাপিত করিয়াছিল; তাহাতে বার্ষিক চারি পাঁচ
লক্ষ টাকা মূল্যের স্বর্ণমুদ্রা প্রস্তুত হইত। ১৬৮০

ইংরাজী অর্থে তাহা ইংরাজদিগের অধিকারের অন্তর্গত হইয়া যায় ।

যবনেরা কোন ক্রমে এই রাজ্যকে সর্বতোভাবে পরাভূত করিতে পারে নাই । মলবার রাজ্যের ন্যায় তাঞ্জোরে হিন্দুদিগের আচার ব্যবহার প্রাচীন-কালাবধি সমান রূপে স্থায়ী আছে, এবং তত্রত্য দেবরুতিসকল আক্রমণকারী যবনেরা অধিকৃত করিতে পারে নাই ।

তাঞ্জোর রাজ্যের প্রত্যেক পল্লীগামে এক একটা দেবালয় আছে । ঐ সমস্ত দেবালয়ের পরিচারক ব্রাহ্মণেরা লক্ষ টাকার অধিক রুতি প্রাপ্ত হইয়া থাকে ; তাহা গবর্ণমেন্টহইতে প্রদত্ত হয় । তত্রত্য ব্রাহ্মণেরা নিজহস্তে কৃষিকার্য্য সম্পাদন করিয়া থাকে । কিন্তু তাহারা নিজহস্তে ক্ষেত্র-কর্ষণ করা প্রত্যবায়জনক অনুভব করিয়া তাহাতে কদাপি উদ্যত হয় না ।

তাঞ্জোর রাজ্যের প্রাচীন নাম “চোলমণ্ডল” । পূর্বকালে চোল বংশীয় রাজারা ভারতবর্ষের দক্ষিণে অতি বিখ্যাত ছিলেন । তদ্বংশহইতে উক্ত জনপদ চোলমণ্ডল বা চোল রাজ্য নামে খ্যাত হয় । “মণ্ডল” বা “চক্র” শব্দ রাজ্যের প্রতিবাক্য ; সেই হেতু তাহাকে “চোলমণ্ডল” বলা যায় । প্রাচীন লেখন পত্রে তথাকার ভূপাল-রন্দ “চোলরাজ” নামে উক্ত আছেন । ১৩৭৫ ইংরাজী অর্থে তাঞ্জোর রাজ্য একোজী নামা এক মহারাজীয়-প্রধান-কর্তৃক পরাভূত হয় । কেহ কেহ বলেন ঐ প্রধান ব্যক্তি মহারাজীয় রাজ্যের সংস্থাপক শিবজার ভ্রাতা ছিলেন ; কিন্তু প্রামাণিক ইতিবৃত্তরচকেরা তাঁহাকে তাঁহার খুল্লতাত বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন ।

তাঞ্জোরের মধ্যে দুইটা দুর্গ আছে, তাহা অত্যন্ত সুদৃঢ় এবং প্রস্তর-নির্মিত মহোচ্চ প্রাচীরে পরিবেষ্টিত । দক্ষিণ দেশের মধ্যে উক্ত

দুর্গস্থ রহৎ দেবালয় সর্বাপেক্ষা সুবিখ্যাত । ভারতবর্ষের মধ্যে তাদৃশ পরম শোভাস্বিত মন্দির প্রায় দৃষ্ট হয় না । উহার মধ্যে পাষাণ-নির্মিত এক রম্যের মূর্তি আছে, তাহা বিশেষ সুদৃশ্য বলিয়া বিখ্যাত । কোন ইউরোপীয় প্রাচীন পণ্ডিত লিখিয়াছেন যে তাহা ভারতবর্ষস্থ পুরাকালিক ভাস্করদিগের নৈপুণ্যের বিশেষ কীর্তিচিহ্ন স্বরূপ । দূরহইতে উক্ত দেবালয় ও তত্রত্য রাজপ্রাসাদ এবং দুর্গের উন্নত চূড়া দর্শন করিলে ঐ স্থান পরম ঐশ্বর্য্যশালী নগর বলিয়া অনুভূত হয় ।

পুরাকালে তাঞ্জোরের রাজধানী শাস্ত্রালোচনায় পরম প্রতিভাস্বিতা ও অসাধারণ শ্রীরঞ্জিশালিনী হইয়া উঠিয়াছিল । রাজবারা-দেশ সূর্য্য-বংশীয়দিগের সমর-দক্ষতায় যাদৃশ প্রসিদ্ধ, দ্রাবিড়-দেশ ব্রাহ্মণদিগের শাস্ত্রচর্চা-জন্য সেই রূপ বিখ্যাত ছিল । ঐ স্থানহইতে অনেক প্রসিদ্ধ সংস্কৃত গ্রন্থের সৃষ্টি হয় ; এবং দক্ষিণ দেশের পঞ্জিকা ঐ স্থানহইতে প্রকটীকৃত হইত । তাঞ্জোরে শালিবাহন রাজার অদ্ভুত প্রচলিত আছে । তাহার গণনানুসারে ১৭২২ অব্দের সহিত কলিযুগের ৪৯০১ অব্দ একত্র হয় । পরন্তু কণাটের শালিবাহনাব্দের সহিত তাঞ্জোরের কথিত অব্দের এক বৎসর অনৈক্য আছে ; এবং কলিযুগের অব্দের সহিত উক্ত উভয় দেশের শকাব্দা ৭ বৎসর বিভিন্ন দৃষ্ট হয় ।

প্রাচীন সময়ে সমুদ্রের উপকূল পর্য্যন্ত ভারতবর্ষের দক্ষিণ সীমা “দ্রাবিড় দেশ” নামে পরিজ্ঞাত ছিল । তাঞ্জোর রাজ্য অথবা চোল দেশ ঐ দ্রাবিড় দেশের অন্তর্গত । পরন্তু তামূল ভাষা যত দূর বিস্তৃত ছিল সেই পর্য্যন্ত দ্রাবিড় দেশ উক্ত হইত ।

যদিও দ্রাবিড় দেশের পুরাতত্ত্ব অতিশয় দুর্জয়,

তথাপি স্পষ্ট প্রমাণিত আছে যে যৎকালে কর্ণাট দেশে চোল-বংশীয় ভূপালেরা আধিপত্য করিতেন সেই সময়ে দ্রাবিড় দেশে তিনটি প্রধান রাজত্ব ছিল ; তদ্যথা, চোল রাজত্ব, পাণ্ডীয় রাজত্ব, এবং চোর রাজত্ব । চোল রাজ্যের প্রধান রাজপাট কুম্ভকোণম্ নামে পরিজ্ঞাত ছিল । পাণ্ডীয় রাজ্যের প্রধান রাজপাট তাঞ্জোর ; এবং উক্ত রাজ্য দক্ষিণ-মথুরা নামে পরিজ্ঞাত ছিল । তাহার সংস্কৃত নাম “মদ্র দেশ” । মলবার প্রদেশস্থ কেরল রাজ্যে শেষোক্ত চোর বংশীয় রাজাদিগের আধিপত্য ছিল । তাহার প্রধান রাজপাটদ্বয় গাঞ্জাম ও সালেম নামে প্রসিদ্ধ ; তাঞ্জোর রাজ্যের শূদ্রেরা “তামুল” নামে উক্ত হয় । তাহাদের ভাষা তামুল ভাষা বলিয়া প্রসিদ্ধ ; তৈলঙ্গের দক্ষিণহইতে কুমারিকা অন্তরীপ পর্য্যন্ত তাহা প্রচলিত আছে । উত্তর কর্ণাটস্থ লোকেরা তামুল শব্দের পরিবর্তে “আরবী” ও “তেগুলার” ভাষা বলিয়া থাকে ; এবং তামুল ব্রাহ্মণেরা দ্রাবিড় ব্রাহ্মণ বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে ।

পূর্বেই উক্ত হইয়াছে, আওরঙ্গজেবের আধিপত্য সময়ে তাঞ্জোরের হিন্দু নৃপতিবর্গ মহারাষ্ট্রীয়-প্রভুত্ব-সংস্থাপক শিবজীর খুল্লতাত একোজী-কর্তৃক রাজ্যচ্যুত হন । তাঁহার পরলোক প্রাপ্তির পর তদীয় পুত্র সিংহাসনে আরোহণ করেন । পরন্তু যৎকালে ভারতবর্ষস্থ ইংরাজ ও ফরাশিদিগের মধ্যে দক্ষিণ দেশে সর্বাদৌ যুদ্ধ উপস্থিত হইয়াছিল, তৎকালে তাঞ্জোরের ক্ষমতা একোজীর উপদারাগর্ভ-সম্ভূত প্রতাপ সিংহের করে আবদ্ধ ছিল । উক্ত ভূপাল স্বীয় ভ্রাতা শাহজীর রাজত্ব অপহরণ-পূর্বক স্বয়ং তাহার অধিকারী হইয়াছিলেন । যাহা হউক, দক্ষিণ দেশে তৎকালে কর্ণাট রাজ্য বিশেষ প্রতাপ-শালী হইলেও তাহা তাঞ্জোরের রাজ্যতন্ত্র

এক তন্ত্রভুক্ত করিতে সক্ষম হয় নাই । সময়ে সময়ে কর্ণাটের নবাব-কর্তৃক উত্তাড়িত হইলে তাঞ্জোরের মহীপাল করপ্রদানে প্রণোদিত হইয়াছিলেন মাত্র ; কিন্তু তাহাও চিরন্তনের নিমিত্ত হয় নাই । ১৭৩২ ইংরাজী অর্কে কর্ণাটের উপরোক্ত নবাব আলিউদ্দীন খাঁ ফরাশীদিগের সহিত সঙ্গ্রামে প্ররত্ত হইবায় তাঁহার রাজকীয় ক্ষমতার হ্রাসতা হইয়াছিল ; তন্নিমিত্ত তিনি তাঞ্জোরের রাজার নিকট অধিক বক্রী রাজস্ব প্রাপ্তির দাবি করেন ; এবং তাহা না দিলে তাঁহার প্রভাব খর্ব করণার্থ ইংরাজদিগের সৈন্য সাহায্য গ্রহণপূর্বক তদ্বিকক্ষে যুদ্ধ করিতে সঙ্কল্পিত হইয়াছিলেন । পরন্তু ইংরাজেরা তাহাতে সম্মত না হইয়া মধ্যস্থতা দ্বারা বিবাদ-নিষ্পত্তি-বিষয়ে মনঃসংযোগ করিলেন । পরিশেষে মাদ্রাজ গবর্ণমেন্টের বিহিত প্রযত্নানুসারে ধার্য্য হইল যে তাঞ্জোরের রাজা কর্ণাটের নবাবকে বক্রী টাকার মধ্যে দ্বাবিংশতি লক্ষ টাকা কর দিবেন, এবং সন্ধি নিষ্পত্তির সময়াবধি বার্ষিক চারি লক্ষ টাকা নিয়মিত রূপে প্রদান করিবেন । উহা কর-স্বরূপে গৃহীত হইবে ।

এই সন্ধির কিয়ৎ কাল পরে প্রতাপ সিংহের মৃত্যু হয়, ও তাঁহার পুত্র তুলজাজী তদীয় সিংহাসনে অধিকৃত হন । ১৭৭১ ইংরাজী অর্কে উক্ত ভূপাল কর্ণাটের অন্তর্গত রামনাদের এক স্বাধীন পল্লিগার ভূপালের বিরুদ্ধে যুদ্ধে প্রস্তুত হইয়াছিলেন । যুদ্ধের মুখ্য তাৎপর্য্য এই যে ১৭৩০ ইংরাজী অর্কে তাঁহার অধীনস্থ কয়েকটি জনপদ বলপূর্বক গ্রহণ করা হইয়াছিল, তাহার সমুদ্বারার্থ প্রয়োজনীয় হইয়াছিল । তন্নিমিত্ত তিনি ইংরাজদিগের মধ্যস্থতা অগ্রাহ্য করেন । তাহাতে ইংরাজেরা নবাবের পক্ষাবলম্বন-পূর্বক তাঁহার বিরুদ্ধে যুদ্ধার্থে ব্রিটিশ সৈন্য প্রচোদিত করেন ।

এ যুদ্ধ-বিপ্লবকালে নবাবের সম্মান ইংরাজদিগের অগোচরে তাঞ্জোরাধিপতির সহিত এক মৈত্রেয় সন্ধি সমাধা করত সখ্য-সাধন করেন। তৎ-প্রযুক্ত তাঞ্জোরের মহাপাল বক্রী কর যষ্টি লক্ষ মুদ্রা, এবং তদ্ব্যতীত যুদ্ধ-ব্যয়ের ক্ষতি পূরণার্থ দ্বাত্রিংশ লক্ষ টাকা প্রদানে স্বীকৃত হন। তন্নিম্ন ভবিষ্যতে যুদ্ধ উপস্থিত হইলে নবাবকে সৈন্য সা-হায্য প্রদানের অঙ্গীকারও করেন। যাহা হউক, এই গুটীসন্ধি নিষ্পত্তি-বিষয়ে মান্দ্রাজ গবর্ণমেন্ট আপনাকে দোষ-শূন্য বিবেচনা করিয়া নিকন্তুর রহিলেন। অনন্তর তাঞ্জোরের অধীশ্বর অঙ্গীকার প্রতিপালনে অক্ষম হইলেন; এবং তৎপ্রযুক্ত কর্ণাটের নবাবের সহিত তাঁহার পুনর্বার যুদ্ধের সূত্রপাত হইবার উপক্রম হইল। এ নবাব আ-ক্রোশ-প্রকাশপূর্বক ভূপালকে প্রকাশ্যে বিদিত করিলেন যে বেলম নগরের দুর্গ এবং কৈলাদি ও ইলাঙ্গার নামক জনপদ যদি তিনি আপন ইচ্ছায় পরিত্যাগ না করেন তবে তাঁহাকে হতসর্বস্ব হইতে হইবে। এতদবস্থায় তাঞ্জোরের অধিপতি গোপনে হাইদর আলীর সাহায্য-গ্রহণ-চেষ্টায় ব্যাপ্ত হইলেন। বাস্তবিক তৎকালে তাঞ্জোরের রাজা চারি দিকের আপদে ক্ষণে ক্ষণে কম্পিত হইতেছিলেন। দ্বিতীয়তঃ হাইদরের সাহায্য-গ্রহণ-জন্য বিব্রততা হেতু স্বরাজ্য রক্ষার্থ সম্যক প্রকারে রুতচেষ্টিত হইতে পারেন নাই, সুতরাং রাজকীয় আয়ের সম্যক ব্যাঘাত হইয়াছিল। তন্নিমিত্ত সেই সময়েই ইংরাজেরা সর্বতোভাবে উক্ত ভূ-পালকে খর্ব-করণ-বিষয়ে যুক্তি স্থির করিলেন; এবং তদনুসারে সঙ্ঘামারম্ভ করিয়া ১৭৭৩ ইংরাজী অক্টোবর ১৩ সেপ্টেম্বর তারিখে তাঞ্জোর অধি-কার-করণ-পূর্বক নৃপপরিবারগণকে কারাগারে অবরুদ্ধ করিলেন। কিন্তু কোর্ট অব্ ডিরেক্-টরের অধ্যক্ষেরা তাঞ্জোরের বিকল্পে হস্তক্ষেপ-

ণের বিষয় জ্ঞাত হওনানন্তর অতিশয় অসম্মত হইয়া ভূপালের এবং তাঁহার আত্মীয়গণের কা-রাবাস নিরস্ত করণের আদেশ প্রদান করেন। কর্ণাটের নবাবের তাহাতে অভীষ্ট সিদ্ধ হয় না; এ বিধায় তিনি তদ্বিকল্পে অনুযোগ উপস্থিত করিলেন। পরন্তু তাহা অগ্রাহ্য করত কোর্ট অব্ ডিরেকটরের সাহেবেরা ১৭৭৩ ইংরাজী অক্টোবর একাদশ এপ্রিল তারিখে তাঁহাকে পুনশ্চ সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করাইলেন। তৎকালে কোম্পানী বাহাদুরের সহিত তাঞ্জোরাধিপতির যে সন্ধি নিবদ্ধ হয় তাহাতে মহাপাল স্বীকৃত হইয়াছিলেন যে তিনি ব্রীটিশ গবর্ণমেন্টের অভিপ্রায়ের বিপরীত কার্য্য কদাচ করিবেন না; এবং তাঁহার স্বদেশ রক্ষার্থ ইংরাজ-সৈন্য নিযুক্ত করিয়া তাহার ব্যয় ভূষণ তিনি স্বয়ং প্রদান করিবেন। ইহা ব্যতীত ইংরাজদিগকে মিত্রতার চিহ্ন স্বরূপে ২৭৭ টি গ্রাম প্রদান করিবেন।

১৭৮৭ ইংরাজী অক্টোবর তুলুজাজীর পরলোক প্রাপ্তি হয়। তৎপর তদীয় অন্যতম ভ্রাতা অমীর সিংহ তাঞ্জোরের রাজপদে অধিকার হইয়া-ছিলেন। তেঁহ রাজ্যের শত্রুতা সাধনের আশঙ্কা নিবারণ জন্য রাজত্বের কিছু অংশ ইংরাজদিগকে প্রদানে সম্মত হইয়া আর একটি সন্ধি নিবদ্ধ করেন। তাহাতে তিনি কর্ণাটের নবাবের নি-কট যে ঋণ ছিল তাহা পরিশোধের নিমিত্ত বার্ষিক আর তিন লক্ষ মুদ্রা প্রদানে অঙ্গীকার-বদ্ধ হইলেন। টিপু সহিত ইংরাজদিগের সঙ্ঘাম নিরস্তির পরে অমীর সিংহের সহিত ১৭৯২ ইং-রাজী অক্টোবর আর এক সন্ধি হয়।

তুলুজাজীর জীবদ্দশায় তিনি সরকোজী নামক একটি বালককে দত্তক গ্রহণ করিয়াছিলেন। এ বালক তাঁহার উত্তরাধিকারী হইবে এই তাঁহার

মানস ছিল, এবং আপন মূর্খাবস্থায় তিনি অমীর সিংহের প্রতি ঐ বালকের তত্ত্বাবধানের ভারার্পণ করিয়া যান। কিন্তু তাঁহার মৃত্যুর পর তিনটি কারণ বশতঃ তাঁহার ঐ দত্তক অসিদ্ধ হইয়াছিল। প্রথমতঃ তন্মধ্যে শ্রেষ্ঠ বিতণ্ডা স্থল এই যে, যে সময়ে তুলুজাজী দত্তক গ্রহণ করেন তৎকালে তাঁহার মানসিক চাঞ্চল্য অতিশয় বলবৎ ছিল। দ্বিতীয় কারণ, বালকের বয়ো-ধিক্য। তৃতীয়; ঐ বালক তাহার পিতার এক মাত্র পুত্র। এই কারণে দত্তক অসিদ্ধ হই-
 বায় অমীর সিংহের প্রতি রাজত্বের ভার অর্পিত হয়। তদনন্তর সরফোজী পুনর্বিচা-
 রের নিমিত্ত আবেদন করিলেন। তাহাতে বি-
 চক্ষণ ব্যবস্থাভিহীন পাণ্ডিত্যগণ বিশিষ্ট রূপ পর্যা-
 লোচনাদ্বারা দত্তক গ্রহণ সিদ্ধ বলিয়া গ্রাহ্য
 করেন। তন্নিমিত্ত অমীরকে অপমৃত করিয়া
 পুনশ্চ সরফোজীকে সিংহাসনে উন্নয়ন করা
 হইল। এই ব্যাপারের পর ইংরাজদিগের সহিত
 একটি সন্ধি স্থাপিত হইয়াছিল; তাহাতে
 সরফোজী ব্রিটিশদিগের হস্তে রাজ্যভার প্রদান-
 পূর্বক কিছু রুপি এবং রাজকীয় আয় গ্রহণে
 স্বীকৃত হইলেন। ১৮০২ ইংরাজী অর্কে অমীর
 সিংহের মৃত্যু হয়। তিনি রাজ্যচ্যুত হওনাবধি
 ২৫,০০০ সহস্র মুদ্রা বার্ষিক দান গ্রহণে প্রণোদিত
 হইয়াছিলেন।

সরফোজীর জীবদ্দশায় তাঞ্জোর রাজ্যের সকল
 নিয়ম পূর্ববৎ অপরিবর্তিত রূপে রক্ষিত হইয়া-
 ছিল। ১৭৯৯ ইংরাজী অর্কে যে সন্ধি সমাধা হয়
 তাহাতে তাঞ্জোরের দুর্গ এবং উহার উপবর্তী
 স্থানাদি ব্যতীত আর সকল স্থানের রাজকীয়
 ক্ষমতা ইংরাজে সমর্পিত হয়। ১৮০২ ইংরাজী অর্কে
 সরফোজীর পরলোক প্রাপ্তি হইলে তদীয় পুত্র
 শিবজী তৎপদে অভিষিক্ত হইলেন। ১৮৫৫ ইং-

রাজী অর্কে তাঁহার পরলোক প্রাপ্তি হয়, এবং
 তাঁহার উত্তরাধিকারী না থাকিবায় তাঞ্জোরের
 নৃপবংশের রাজত্ব তাঁহাতেই শেষ হইয়াছে।

মিলে বা বিষদন্ত ছারপোকা ।



শু বোধ হয় যে সিংহ ব্যাঘ্রাদি
 হিংস্র পশুই মনুষ্যের বিশেষ
 শত্রু। পরন্তু বিবেচনা করিয়া
 দেখিলে ব্যক্ত হয় যে প্রধান
 ও বলবান পশুর অপেক্ষা অতি

ক্ষুদ্র জীব মনুষ্যের অধিক অপকার করে।
 ভারতবর্ষে সিংহ বর্ষে দশটি মনুষ্য বধ করে না।
 হস্তীদ্বারা দুই শত মনুষ্য বিনষ্ট হওয়া সম্ভব নহে;
 এবং ব্যাঘ্র তদ্বিগুণ ব্যক্তি ভক্ষণ করিলে করিতে
 পারে। পরন্তু সর্প তদপেক্ষা অনেক অধিক সম্ভ্রম
 জীবের সংহার করে। অপর অনুক্ষণ অনিষ্ট-
 সাধনে সর্পহইতে অতি ক্ষুদ্র কীট-পতঙ্গ বিশেষ
 তৎপর। তাহাদের কতক গুলি নিরপরাধী
 হইলেও তাহাদিগের ঘণাকর অবয়ব বিলোকনে
 স্বভাবতঃ মনুষ্যের মনে বিভৎসের আবীর্ভাব হয়।
 আর কতক গুলি বিষাক্ত দত্ত ও ছুলদ্বারা মনুষ্য-
 দেহের চর্ম বিদ্ধ করিয়া সর্বদা যন্ত্রণাদায়ক হয়।
 তম্পকীট ও মশক ইহাদের প্রধান দৃষ্টান্তস্থল।
 বঙ্গদেশে আবাদ রুদ্ধ বনিতা অতি অল্প ব্যক্তি
 আছেন যাহারা তাহাদের জ্বালায় জর্জর না
 হইয়াছেন, এবং তাহাদিগকে শয়তানের অনুচর
 বলিয়া না গণ্য করেন। ঐ জীবদিগের ক্ষুদ্রাবয়ব-
 জন্য দংশনের অনুশোচনকালে অতি সতর্কশীল
 ব্যক্তিও নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারে না; এবং
 তৎপ্রতিকারের কোন চেষ্টাও সফল হয় না।
 অপর বহুপত্যাভা-জন্য ইহার সচরাচর অধিক
 অপকারক হইয়া উঠে; কারণ তাহাদিগকে
 এককালে বিনষ্ট করা অসাধ্য।

ভিমকল, বোলতা, কঁকড়াবীছা প্রভৃতি কীট মশকের ন্যায় সর্বদা বিরক্তজনক নহে; পরন্তু তাহাদের বিষ ভয়ানক জ্বালা ও যাতনা দায়ক। অপর অনেক কীট আছে, যাহা তাহাদিগাপেক্ষা অধিকতর ভয়ানক। পাঠকবর্গের স্মরণ থাকিতে পারে, আফরিকা খণ্ডের চিগ্গা নামক এক প্রকার কীটের বিবরণ পূর্বে এই পত্রে প্রকাশিত হইয়াছে। শরীরের মধ্যে ঐ কীটের আশ্রয় গ্রহণ কালে তাহা কেহই পরিজ্ঞাত হইতে পারে না; পরন্তু তাহা শরীরের মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া অস্থি বিদ্ধ করে, ও কালকূট সদৃশ প্রাণ বিয়োগের হেতু হয়। এ স্থলে পাঠকবর্গের সুগোচরার্থ সেই প্রকার ক্ষুদ্রাবয়ব-বিশিষ্ট বিষদন্তক আর এক প্রকার কীটের বিবরণ প্রকটীকৃত হইল। ঐ কীট চিগ্গা কীটের ন্যায় শরীরে প্রবিষ্ট হয় না; পরন্তু উহাদিগের দংশন বিষধর ভূজঙ্গের দংশন-সদৃশ প্রাণঘাতক হয়; এবং তাহার প্রতিকারের কোন সুবিহিত মহোষধ এ পর্য্যন্ত পরিজ্ঞাত হয় নাই। ঐ কীট সামান্য ছারপোকাহইতে স্বতন্ত্র প্রাণী নহে। ছারপোকার ন্যায় তাহার সজ্জা অতিশয় অগণ্য; তন্নিমিত্ত তাহা সঙ্খ্যামক রোগসদৃশ বহুব্যাপক ও অত্যন্ত ভয়াবহ হয়। সৌভাগ্য বশতঃ এই প্রাণঘাতক জীব পারশ্য দেশের প্রান্তঃসীমায় মিয়ানা নামক একটা অপরিজ্ঞাত যৎসামান্য নগরের মধ্যে আবদ্ধ আছে। তাহার বহির্ভাগে কদাপি দৃষ্ট হয় না। বোধ হয় ইহা অনুভব বিবদ্ধ নহে যে, স্থানীয় কোন বিশেষ কারণে এই সকল কীট প্রাণ-সংহারকতা-ধর্ম প্রাপ্ত হয়; যেহেতু যে স্থানে এই সকল কীটের আবাস আছে সেই স্থানহইতে কিঞ্চিৎ দূরে আর সেই কীট তাদৃশ বিষাক্ত বোধ হয় না; এবং তদপেক্ষা দূরে আরও অস্পৃষিক্ত অনুভূত হইতে থাকে; এবং পরিশেষে অধিক দূরবর্তি স্থানে ঐ

কীটকে লইয়া গেলে আর কিঞ্চিৎমাত্র বিষ উপলব্ধি হয় না। এবং তদংশনে সামান্য গন্ধকোট বা ছারপোকার দংশন-সদৃশ অনিষ্টমাত্র উদ্ভব হইয়া থাকে। এই জীবসম্বন্ধে অপর এক আশ্চর্য্য আখ্যান আছে। কথিত আছে, যে ইহার দংশনে বিদেশীয় ব্যক্তির প্রাণ বিনষ্ট হয়; কিন্তু মিয়ানা নগর নিবাসীদিগের তাহাতে কোন বিশেষ হানি হয় না। পরন্তু যে ব্যক্তি স্বদেশ পরিত্যাগ করিয়া ক্রিয়াকাল ভিন্ন স্থানে অবস্থিতি করিয়া পুনশ্চ স্বদেশে প্রত্যাগত হয় সে প্রাপ্ত কীটের দংশনে মৃত্যুকর্তৃক আক্রান্ত হয়। অধিকন্তু ইহার আঘাতহইতে এক বার নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারিলে সঙ্খ্যামক রোগ-সদৃশ আর তাহার আক্রমণে কোন অনিষ্ট ঘটে না।

সর জন্ মাণ্ডবিল্ নামা জনৈক ইংলণ্ডীয় ভ্রমণকারী চতুর্দশ ইংরাজী শতাব্দে পূর্ব দেশ ভ্রমণকালে প্রাপ্ত জীবের বিবরণ লিপিবদ্ধ করেন। তিনি লিখেন যে “তিব্রিজহইতে পূর্ব দেশাভিমুখে আগমনকালে পথিমধ্যে একটা নগর প্রাপ্ত হওয়া যায়। ঐ স্থান অত্যন্ত অসাহ্য জনক। তথায় খ্রীষ্টধর্মাবলম্বী লোকে বাস করিলে অস্পৃষিকাল মধ্যে মৃত্যুকর্তৃক আক্রান্ত হয়। কিন্তু তাহার বিশেষ কারণ পরিজ্ঞাত হয় নাই।”

পারশ্য দেশে যে সকল ভ্রমণকারিগণ পরিভ্রমণ করিয়াছেন তাঁহারা সকলেই উক্ত মারাত্মক জীবের রক্তান্ত লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।

পোর্টর সাহেব লিখিয়াছেন যে “বিদেশীয় পথিক বা অন্য কোন ব্যক্তি ঐ ভয়াবহ নগরের সুপরিচ্ছন্ন স্থানে বাস না করিলে কদাপি সুস্থ শরীরে স্বদেশে প্রত্যাগমন করিতে পারে না। তথায় এক প্রকার বিষাক্ত কীট আছে, ঐ সমস্ত কীট প্রায় লক্ষাধিক শবক প্রসব করত পুরাতন গৃহের দেয়ালে পরিভ্রমণ করে। ইহার দংশন

এতাদৃশ আয়ুঃশোষক যে আট কিংবা নয় মাসের মধ্যেই তাহাতে কলেবর যুতিকাকায়ী হয়।”

কর্ণেল্ জন্সন্ ১৮১১ ইংরাজী অক্টোবর মাসের মধ্যেই তাহাতে কলেবর যুতিকাকায়ী হয়।”
কর্ণেল্ জন্সন্ ১৮১১ ইংরাজী অক্টোবর মাসের মধ্যেই তাহাতে কলেবর যুতিকাকায়ী হয়।”
কর্ণেল্ জন্সন্ ১৮১১ ইংরাজী অক্টোবর মাসের মধ্যেই তাহাতে কলেবর যুতিকাকায়ী হয়।”
কর্ণেল্ জন্সন্ ১৮১১ ইংরাজী অক্টোবর মাসের মধ্যেই তাহাতে কলেবর যুতিকাকায়ী হয়।”
কর্ণেল্ জন্সন্ ১৮১১ ইংরাজী অক্টোবর মাসের মধ্যেই তাহাতে কলেবর যুতিকাকায়ী হয়।”
কর্ণেল্ জন্সন্ ১৮১১ ইংরাজী অক্টোবর মাসের মধ্যেই তাহাতে কলেবর যুতিকাকায়ী হয়।”
কর্ণেল্ জন্সন্ ১৮১১ ইংরাজী অক্টোবর মাসের মধ্যেই তাহাতে কলেবর যুতিকাকায়ী হয়।”
কর্ণেল্ জন্সন্ ১৮১১ ইংরাজী অক্টোবর মাসের মধ্যেই তাহাতে কলেবর যুতিকাকায়ী হয়।”
কর্ণেল্ জন্সন্ ১৮১১ ইংরাজী অক্টোবর মাসের মধ্যেই তাহাতে কলেবর যুতিকাকায়ী হয়।”
কর্ণেল্ জন্সন্ ১৮১১ ইংরাজী অক্টোবর মাসের মধ্যেই তাহাতে কলেবর যুতিকাকায়ী হয়।”

সর্ উইলিয়ম আউসলী ১৮১২ ইংরাজী অক্টোবর মাসের মধ্যেই তাহাতে কলেবর যুতিকাকায়ী হয়।”
সর্ উইলিয়ম আউসলী ১৮১২ ইংরাজী অক্টোবর মাসের মধ্যেই তাহাতে কলেবর যুতিকাকায়ী হয়।”
সর্ উইলিয়ম আউসলী ১৮১২ ইংরাজী অক্টোবর মাসের মধ্যেই তাহাতে কলেবর যুতিকাকায়ী হয়।”
সর্ উইলিয়ম আউসলী ১৮১২ ইংরাজী অক্টোবর মাসের মধ্যেই তাহাতে কলেবর যুতিকাকায়ী হয়।”
সর্ উইলিয়ম আউসলী ১৮১২ ইংরাজী অক্টোবর মাসের মধ্যেই তাহাতে কলেবর যুতিকাকায়ী হয়।”
সর্ উইলিয়ম আউসলী ১৮১২ ইংরাজী অক্টোবর মাসের মধ্যেই তাহাতে কলেবর যুতিকাকায়ী হয়।”
সর্ উইলিয়ম আউসলী ১৮১২ ইংরাজী অক্টোবর মাসের মধ্যেই তাহাতে কলেবর যুতিকাকায়ী হয়।”
সর্ উইলিয়ম আউসলী ১৮১২ ইংরাজী অক্টোবর মাসের মধ্যেই তাহাতে কলেবর যুতিকাকায়ী হয়।”
সর্ উইলিয়ম আউসলী ১৮১২ ইংরাজী অক্টোবর মাসের মধ্যেই তাহাতে কলেবর যুতিকাকায়ী হয়।”
সর্ উইলিয়ম আউসলী ১৮১২ ইংরাজী অক্টোবর মাসের মধ্যেই তাহাতে কলেবর যুতিকাকায়ী হয়।”

দাক্ষিণ্য বিষের যাতনায় তাহার প্রাণ বিয়োগ হইল। অন্য এক ঔষধের বিষয়ে সর্ উইলিয়ম আউসলী বলেন “ইহার দংশনমাত্র মিলে নিমজ্জিত হইয়া ডাক্ষারস পান করিলে বিষ হৃত হয়।” তাহা কথঞ্চিৎ বিশ্বাস যোগ্য বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে।

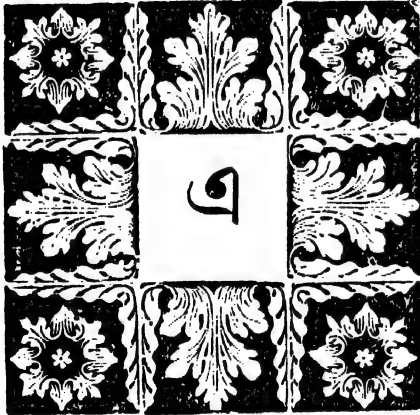
সর্ উইলিয়ম আউসলী সাহেব লিখিয়াছেন; ১৮১৩ ইংরাজী অক্টোবর মাসের মধ্যেই তাহাতে কলেবর যুতিকাকায়ী হয়।”
সর্ উইলিয়ম আউসলী সাহেব লিখিয়াছেন; ১৮১৩ ইংরাজী অক্টোবর মাসের মধ্যেই তাহাতে কলেবর যুতিকাকায়ী হয়।”
সর্ উইলিয়ম আউসলী সাহেব লিখিয়াছেন; ১৮১৩ ইংরাজী অক্টোবর মাসের মধ্যেই তাহাতে কলেবর যুতিকাকায়ী হয়।”
সর্ উইলিয়ম আউসলী সাহেব লিখিয়াছেন; ১৮১৩ ইংরাজী অক্টোবর মাসের মধ্যেই তাহাতে কলেবর যুতিকাকায়ী হয়।”
সর্ উইলিয়ম আউসলী সাহেব লিখিয়াছেন; ১৮১৩ ইংরাজী অক্টোবর মাসের মধ্যেই তাহাতে কলেবর যুতিকাকায়ী হয়।”
সর্ উইলিয়ম আউসলী সাহেব লিখিয়াছেন; ১৮১৩ ইংরাজী অক্টোবর মাসের মধ্যেই তাহাতে কলেবর যুতিকাকায়ী হয়।”
সর্ উইলিয়ম আউসলী সাহেব লিখিয়াছেন; ১৮১৩ ইংরাজী অক্টোবর মাসের মধ্যেই তাহাতে কলেবর যুতিকাকায়ী হয়।”
সর্ উইলিয়ম আউসলী সাহেব লিখিয়াছেন; ১৮১৩ ইংরাজী অক্টোবর মাসের মধ্যেই তাহাতে কলেবর যুতিকাকায়ী হয়।”
সর্ উইলিয়ম আউসলী সাহেব লিখিয়াছেন; ১৮১৩ ইংরাজী অক্টোবর মাসের মধ্যেই তাহাতে কলেবর যুতিকাকায়ী হয়।”
সর্ উইলিয়ম আউসলী সাহেব লিখিয়াছেন; ১৮১৩ ইংরাজী অক্টোবর মাসের মধ্যেই তাহাতে কলেবর যুতিকাকায়ী হয়।”

গ্রীষ্মকালে এই প্রাণী সকল অত্যন্ত অধিক দৃষ্ট হয়, তন্নিমিত্ত লোকে সেই সময়ে গৃহের মধ্যে সর্ব স্থানে উত্তপ্ত বারি শেচন করে; তাহাতে দুই চারি দিবসের পর এই সকল কীট একত্রে মরিয়া থাকে। কথিত আছে যে কখন কখন পঞ্চপালের ন্যায় এই কীট মিয়ানা নগর আরত করে। তদ্বিধায় সময়ে সময়ে উক্ত স্থানের লোকেরা গৃহাদি পরিত্যাগ পূর্বক ভিন্ন স্থানে পলায়নদ্বারা আত্মরক্ষা করে।

এই কীটের নাম “মিলে।” ইহার অবয়ব সামান্য ছারপোকাহইতে ঈষৎ দীর্ঘ। ইহার বর্ণ আরক্ত বিন্দুবিশিষ্ট ধূস্র। ইহার দেহের অধোদেশে কৃষ্ণ সূক্ষ্ম কেশ থাকে। ইহা নিতান্ত রক্ত-পিপাসু; এবং ইহার দংশনে কেহ প্রহর চতুষ্টয়, কেহ বা দুই মাস, কেহ বা চারি মাস, কেহ উর্দ্ধ সপ্তাহ ২ মাস মধ্যে মৃত্যু-কর্তৃক আক্রান্ত হয়।



সারাসেন।



ক সময়ে রোম নগরের সম্রাটেরা অতুল্য সম্পদ, অপারিসীম ঐশ্বর্য্য, এবং অদ্বিতীয় বীরদর্পে যৎপরোনাস্তি গর্বিত হইয়া ইউরোপ আশিয়া ও আফ্রিকা মহাখণ্ডের অশেষ-সম্পদ-শালিনী রাজধানীর গরিমা খর্ব করত ভূমণ্ডলের বহুতর রাষ্ট্রে সাম্রাজ্য ব্যাপ্ত করিয়াছিলেন। অধুনা রোমের সেই অতুল্য সম্পদ ও অপারিসীম সৌভাগ্য কেবলমাত্র আখ্যায়িকার আশ্রয় হইয়াছে। পরন্তু তাদৃশ মহৎ সাম্রাজ্য কদাপি দীর্ঘকাল স্থায়ী হইতে পারে না। একটা প্রাচীন

প্রবাদ আছে যে অত্যন্ত বর্জ্জিষ্ণু রহৎ পরিবার অনেক ও কলহ বশতঃ শীঘ্র প্রগষ্ট হয়। রোমের দশা প্রকৃষ্ট রূপে ধ্যান করিয়া দেখিলে তাহা সপ্রমাণিত হইতে পারে। উহার অতিশয় সমৃদ্ধিই উহার ধ্বংসের কারণ হইয়াছিল। প্রসিদ্ধ আছে যে কার্থেজ নগর ধ্বংসীকৃত হইবার পর রোমের রাজপরিবারেরা অতুল্য-সম্পদ-লাভে অত্যন্ত সুখাসক্ত ও ইন্দ্রিয়-পরায়ণ হইয়া রহৎ-সাম্রাজ্য-শাসনে অপারগ হইয়াছিলেন। দূরদেশবর্তী রাজপ্রতিনিধিগণ ধনৈশ্বর্য্য-লোভে লোলূপ হইয়া যে রোম-রাজের বিশাল-কমতা-দ্বারা শাসনকারিত্বে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন, সেই ভূপালদিগের প্রতি পশ্চাতে অবজ্ঞা প্রকাশপূর্বক স্ব স্ব প্রধান হইয়া উঠিলেন। মন্ত্রিরা স্বার্থপর-তন্ত্রতা-জন্য অন্ধ হইয়াছিলেন। শাসনকারীরা প্রজাদিগের উপর অধিক কর স্থাপন করিবার চারি দিগ্‌হইতে তাহাদিগের কাতরস্বর শ্রুত হইতে লাগিল। সিসিলী-দ্বীপের প্রজা-সাধারণ সদস্যগণ ভূয়ো ভূয়ঃ শাসনকারীদিগের বিরুদ্ধে এই বলিয়া আবেদন করিতে লাগিল যে “না হয়, আমরা এটনা পর্বতের গম্বীর-স্থিত উষ্ণ-প্রভাবদ্বারা গ্রাসিত হই; তাহাও মঙ্গল, তথাপি মার্সেলসের কঠোর শাসনে পুনরপি দাসত্ব করিতে পারিব না।” বাস্তবিক সম্রাট অগস্তসের তুল্য ন্যায়বান্ বিক্রমশালী কোন সম্রাট রোমে বিদ্যমান না থাকায় তৎকালে উহার বিশৃঙ্খলতারই আধিক্য হইতেছিল। যাহা হউক জুলিএন সম্রাটের মৃত্যুর কিয়ৎকাল পরে ঐ রহৎ সাম্রাজ্য দুই অংশে পৃথক হইয়া পূর্ব ও পশ্চিম সাম্রাজ্য বলিয়া গণ্য হয়। পরন্তু কিয়ৎকাল পরে তাহাও স্থায়ী হইল না। যেহেতু অসভ্যেরা উত্তর দিগ্‌হইতে আগমন-পূর্বক ৪৭৬ ইংরাজী অব্দ রোমের রয়লুস্ অগষ্টেলস নামক সম্রাটকে সিংহা-

মন-চ্যুত করিয়া রাজ্যহইতে নিকাশিত করে । তৎকালাবধি রোমের আধিপত্য সম্পূর্ণরূপে শেষ হয় ; এবং উহার অর্দ্ধাঙ্গ পূর্ব-সাম্রাজ্য এই ঘটনার পরে “গ্রীক সাম্রাজ্য” বলিয়া পরিগণিত হয় । কিয়ৎকাল পরে সুবিখ্যাত জুষ্টিনিয়ন্ মহীপাল পূর্ব-সাম্রাজ্যের সিংহাসনে অধিকৃত হইলেন । তদীয় সাম্রাজ্যকাল পূর্ব-দেশ-বাসীদিগের শুভজনক ও গৌরবপ্ৰদ হইয়াছিল ; পরন্তু তাঁহার পরলোক প্রাপ্তির পর প্রস্তাবিত সারাসেন নামক যবনদিগের প্রাদুর্ভাব হয় ; এবং তাহাদিগেরই হস্তে পূর্ব-সাম্রাজ্য প্রগষ্ট হয় । এই “সারাসেন” শব্দে আরব্য-মনুষ্যকে লক্ষিত করা হয়, এবং উহার উৎপত্তি আরবী “শাহারা” শব্দহইতে প্রসিদ্ধ আছে । উক্ত শব্দ মক্কাভূমি-স্বাপক, এবং যেহেতু আরব দেশের অধিকাংশই মক্কা, অতএব তত্রত্য মনুষ্যকে সারাসেন বা মক্কা-স্থানবাসী বলা যায় । ফলে এই প্রস্তাবে আরব্যদের ইতিহাস অভিধেয় ।

পূর্বে আরবদিগের রীতি ও স্বভাব অতি সামান্য ছিল । তাহারা যুদ্ধ-বিগ্রহ-প্রিয় বন্য-স্বভাব মনুষ্যবৎ অরণ্যে বাস করিত ; ও রাখাল-রক্তিদ্বারা কালহরণ করিত । অসভ্য মাত্রেই শ্রমের প্রতিদ্বন্দ্বী হয় । পরন্তু আরবীয় লোকেরা উহার সম্পূর্ণ বিপরীত ছিল । খ্রীষ্টাব্দের ছয় শত বৎসর পূর্বে যিহুদীয় মনুষ্যেরা তথায় গিয়া বাস করিয়াছিল ; তাহাতেই সারাসেনদিগের আদিম স্বভাব ও চরিত্র কীতক ভঙ্গ হয় ।

আলেকজন্দর, অগস্তস, ব্রাজান প্রভৃতি অধিশ্বরগণ এই দেশ আক্রমণ করিয়া অসভ্য আরব্যদিগকে পরাভূত করিতে সক্ষম হইতে পারেন নাই । পরন্তু ৫২৯ ইংরাজী অর্কে আবসিনীয় মনুষ্যেরা এই দেশ পরাভূত করণান্তর প্রতিনিধিদ্বারা তাহা শাসিত করিত । কিংবদন্তী আছে যে উল্লিখিত

আবসিনীয় আক্রমণকারীদিগের সহিত আরব-দেশে বসন্তরোগ নীত হয়, এবং এই আরব-দেশ-হইতে তৎপর তাহা অপর সর্বত্র ব্যাপ্ত হইয়াছে । আরব্য লোকেরা উপরোক্ত আবসিনীয় দিগ্বিজয়ীদিগের প্রভুত্ব অতি অল্প কালের মধ্যে দূরে নিঃক্ষেপ করিয়া পুনর্বার স্বাধীনতা সংস্থাপিত করে । তৎকালে আরব-দেশ অল্প অল্প সমৃদ্ধ হইয়া উঠিতেছিল । ক্রমে তাহাদিগের ভাগ্য অনুকূল হওয়াতে ভূমণ্ডলের মধ্যে তাহারা অত্যন্ত সাহসিক, পরাক্রান্ত এবং শিল্প সাহিত্য বাণিজ্য ও অন্যান্য বিবিধ বিষয়ের পরমোৎসাহী বলিয়া গণ্য হইয়াছিল ।

মুসলমান-ধর্ম-প্ৰবর্তক মুহম্মদ তাহাদিগের এই সমুন্নতির বিশেষ কারণ বলিয়া বিখ্যাত । ৫৭০ ইংরাজী অর্কে অমিনা নামী কোন যিহুদীয় রমণীর গর্ভে তাঁহার জন্ম হয় । তাঁহার পিতার নাম আবদুল্লা । ২৫ বৎসর বয়ঃক্রমকালে খাদিজা নামী এক বিধবা ধনাঢ্য রমণীর অধীনে কোন কার্যে নিযুক্ত হইয়া মুহম্মদ পরে তাহাকেই বিবাহ করেন । ইংরাজী ৬০০ অর্কে মুহম্মদ “ইসলাম” বা “মুসলমান” ধর্মের বীজ-বপনে প্ররম্ভ হইয়া সর্বাদো নিজ দারা ও কএক আত্মীয়কে স্বমতে দীক্ষিত করিয়াছিলেন । অবস্প্রকারে আরব দেশে মুহম্মদের নূতন মত সুপ্রচারিত হইতে আরম্ভ হইল । পূর্বে এই দেশে গ্রহদিগের অচ্চনা করাই প্রসিদ্ধ রীতি ছিল । যিহুদীয় ও অন্যান্য লোকেরা মুহম্মদের প্রতিবাদী হইবায় ৬২২ ইংরাজী অর্কে কোরেশ নামক স্থানে যে যুদ্ধ হয় সেই যুদ্ধে মুহম্মদ পরাভূত হইয়া মক্কা-হইতে পলায়ন-পূর্বক মদিনা নগরে প্রস্থান করেন, এবং এই স্থানে নূতন প্রভুত্ব স্থাপনান্তর সেবকদিগকে ধর্মোপদেশ প্রদান করিতে লাগিলেন । অবস্প্রকারে মুহম্মদ বহু লোককে অনায়াসে বাধ্য

বশীভূত ও স্বমতে দীক্ষিত করিয়া অতিশয় পূজ্য ও ঈশ্বরের পরিচিত বলিয়া গণ্য হইলেন। তাঁহার শিষ্যেরা তাঁহাকে ঈশ্বরপ্রতিনিধি বলিয়া মান্য করিতে লাগিল। তদনন্তর মুহম্মদ একদা সিরিয়া দেশের কোন রাজপুরুষকে দূতদ্বারা মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করিতে আশ্বাস করেন। ঐ কর্মচারী ঐক বংশীয়। গর্ব ও অভিমানে পরিপূর্ণ, ঐকদিগের সমকক্ষ তৎকালে পশ্চিম আশিয়া খণ্ডে কোন জাতিই ছিল না। মুহম্মদের স্পর্ধাশ্রিত প্রসঙ্গ-শ্রবণে গর্বিত কর্মচারী তাঁহার দূতের প্রাণ সংহার করিলেন। ইহাতে মুহম্মদ অতিশয় কুপিত হইয়া তৎপুতি-শোধ গ্রহণের নিমিত্ত ৬২৫ ইংরাজী অর্কে ঐকদিগের সহিত যুদ্ধ করিয়া তদন্তহইতে আরব দেশের উদ্ধার করিলেন। কিন্তু তাহাতে মুহম্মদের সম্যক তৃপ্তি হইল না। তিনি পুনরায় অস্ত্র গ্রহণ পূর্বক সিরিয়াবাসীদিগের বিরুদ্ধে যুদ্ধে যাত্রা করিতে উদ্যত হইলেন; এমত সময় ৬৩ বৎসর বয়ঃক্রমকালে ইংরাজী ৬৩২ অর্কে তাঁহার পরলোক প্রাপ্তি হইল।



পরন্তু তাঁহার মৃত্যুতে তাঁহার ধর্মের কোন হানি হয় নাই। তাঁহার উত্তরাধিকারীরা তদ্বিষয়ে

বিশেষ অনুরক্ত ছিল। তাহার “খলিকা” নামে প্রসিদ্ধ হয়, এবং যুদ্ধবিগ্রহে অত্যন্ত আসক্ত ছিল। তাহার মুহম্মদের ধর্ম প্রচারার্থ অবিলম্বে ইউরোপ, আশিয়া এবং আফরিকার ভিন্ন ভিন্ন দেশে অস্ত্র প্রভাব প্রচারদ্বারা মনুষ্যশোণিতে ধরণীকে প্রাবিত করিতে প্ররক্ত হইয়াছিল।

প্রসিদ্ধ আছে যে ৬৩২ ইংরাজী অর্কে খলিকা আবুবকর পারস ও সিরিয়া দেশ জয় করত ফরাতনদীর কূল পর্য্যন্ত মুসলমান ধর্ম বিস্তৃত করণানন্তর আরেস্তান অধিকৃত করিয়াছিলেন।

ইংরাজী ৬৩৮ অর্কে এক জন খলিকা অমরু নামক এক সৈন্যাধ্যক্ষকে মিসর দেশ জয় করণার্থ প্রেরিত করেন। ঐ ব্যক্তি চারি সহস্র সৈন্যমাত্র সমভিব্যাহারে লইয়া পিলুশিয়ম ও মেমফিস নামক দুইটা প্রধান নগর উৎসন্ন করত তদুপরি নব্য রাজপাট কর্যে নগরের সূত্রপাত করিল; এবং তৎপর ৬৪০ অর্কে চতুর্দশ মাস যুদ্ধ করিয়া আলেকজান্দ্রিয়া নামক অপূর্ব নগরীর অধীশ্বর হইল। ঐ সময়ে আরব্যেরা এতাদৃশ সমৃদ্ধ হইয়া উঠিয়াছিল যে উল্লিখিত নগরে ৪০০০ সহস্র রম্য রাজপুরি, ৪০০০ সহস্র স্নানাগার, এবং ৪০০ শত নাট্যশালা নির্মিত হয়। এই রূপে সমৃদ্ধ ও সভ্য হইলেও আরব্যেরা মিসর দেশে এক ক্রান্ত অসভ্যের কর্ম করিয়াছিল, তাহাতে তাহাদের নাম চিরকাল ভদ্রসমাজে নিন্দাম্পদ থাকিবেক। ঐ দুর্কর্ম এই, যে তথায় একটা প্রকাণ্ড পুস্তকালয় ছিল, তাহাতে সপ্ত লক্ষ পুস্তক ছিল; খলিকা ওমার তাহাতে অগ্নি সংযোগ করিয়া সমস্ত ভস্মভূত করেন।

সারাসেনদিগের এই প্রকার দিগ্বিজয়কালে তাহার সমুদ্রগমনে এতাদৃশ অধিতীয় হইয়া উঠিয়াছিল যে অপর কোন দেশের লোকেরা সাহস এবং পরাক্রমে তাহাদিগের সমকক্ষ

হইতে পারিল না। এই সময়ে ইউরোপের ও পশ্চিমে যাইবার সামুদ্রিক বাণিজ্য পথ সকল তাহারা সম্যক্ প্রকারে অধিকৃত করিয়া অত্যন্ত বাণিজ্য প্রিয় হইল। তাহাতে ইংরাজী ৩৫৩ অব্দে বসরা নামে যে নগর স্থাপিত হয় তাহা অত্যন্ত ঐশ্বর্য্যশালী প্রসিদ্ধ বাণিজ্যস্থান বলিয়া গণ্য হয়।

ইংরাজী ৩৫৩ অব্দে মাথুবিস নামা এক ব্যক্তি খলিফাদিগের সেনাধ্যক্ষ হইয়া সমুদ্র-পোতারোহণ-পূর্বক ভূমধ্যসাগরস্থ দ্বীপ সকল জয় করিতে প্রবর্ত্ত হয়। ঐ সময়ে রোডস দ্বীপ পরাভূত হইবায় তথাকার সুবিখ্যাত এক পিওলের সূর্য্যমূর্ত্তি আরবদিগের হস্তে অধিগত হইল। রোডস দ্বীপবাসী মনুষ্যেরা তাহা নিষ্পয়োজনীয় বোধে ২০০ শত বৎসর-যাবৎ ভূতলে ফেলিয়া রাখিয়াছিল। আরবেরা উহাকে খণ্ড খণ্ড করিয়া ২০০ শত উষ্ট্রের পৃষ্ঠে স্বদেশে প্রেরণ করে; এবং তথায় এক যিহুদীয় বণিক ৭,২০,০০০ মুদ্রা প্রদান করত তাহা ক্রয় করিয়াছিল। উহার আপাদ মস্তক একটা গোল সোপানে বেষ্টিত ছিল, এবং ঐ অবয়বের শিখরে আকৃষ্ট হইলে আলেকজান্দ্রিয়ার উপকূলে নৌকা গতায়ত করিতেছে দৃষ্ট হইত।

ইংরাজী ৩৭০ অব্দে আরব্য মনুষ্যেরা কন-স্তান্তিনোপলের রাজপাট আক্রমণ করে। তৎকালে সারাসেনদিগের সমুদ্রে অত্যন্ত প্রাদুর্ভাব; পরাক্রমেরও কোন অংশে খর্ব্বতা ছিল না। প্রতিপক্ষের পূর্ববৎ আর তাদৃশ প্রভাব না থাকায় তাহাদিগকে আশু পরাভব স্বীকার করিতে হইত। পরন্তু কলিনিকস্ নামে এক বিচক্ষণ ব্যক্তি এক প্রকার অগ্ন্যস্ত্রের সৃষ্টি করিলেন। ঐ অব্যর্থ অস্ত্রে পরাক্রান্ত আরবেরা পরাজয় স্বীকার-পূর্বক স্বদেশে প্রত্যাগত হইল। প্রসিদ্ধ ইতিহাসবেত্তা গি-

বন্ সাহেব অনুমান করেন যে তাহা এক প্রকার মিশ্রতৈল; গন্ধক তারপিন ও শৈলজ-তৈলদ্বারা উৎপন্ন হইত। সম্ভ্রামকালে গ্রীক মনুষ্যেরা দুর্গের উপরহইতে তাহা প্রজ্জ্বলিত করিয়া শত্রুর প্রতি নিক্ষেপ করিত। কখন রণতরিহইতে তদ্বারা শত্রুদিগকে তাড়না করিত। তাহাতে সারাসেন মনুষ্যেরা কোন ক্রমে তৎ সমক্ষে স্থির হইতে পারিত না। চারি শত বৎসর যাবৎ ঐ তৈলর গুঢ় তাৎপর্য্য গ্রীক ব্যতীত অন্য কেহ জ্ঞাত হয় নাই।

মুহম্মদের উত্তরাধিকারী খলিফাগণ প্রথমতঃ বৃগদাদ নগরে আধিপত্য করেন; পরে তাঁহাদের রাজপাট দামাস্কসনগরে স্থাপিত হয়। ঐ দামাস্কসের খলিফা অধীশ্বরগণ অতি অল্প কালের মধ্যে এতাদৃশ বৃহৎ সাম্রাজ্য জয় করিয়াছিলেন যে তাহা সুশৃঙ্খলরূপে বশীভূত করা অসাধ্য হইয়া উঠিল। পরন্তু তাহাতে তাঁহাদের দিগ্বিজয়ের আশা সম্ভূত হয় নাই। সেই সময়ে আব্দুল রহমান নাম কোন যুবা স্পেন দেশের এক অংশ জয় করিয়া সেই স্থানে কর্দোবা নামে নূতন রাজপাট সংস্থাপিত করেন। উল্লিখিত ভূপালের আদেশে ইংরাজী ২৭০ অব্দে কয়েক খান বৃহৎ পোত প্রস্তুত হয়। তৎকালে সে রূপ বৃহৎ পোত কদাপি কাহার দৃষ্টিগোচর হইত না। দ্বিতীয় ফিলিপের আধিপত্য সময়ে আরবদিগের পূর্বোক্ত বৃহৎ পোতের অনুকরণে শ্রেষ্ঠ রণ-তরী সকল নির্মাণে স্পানীয় যোদ্ধাগণের অনুরাগ জন্মে। আরবদিগের স্পেন দেশে আধিপত্য ব্যাপ্ত হইবায় ইউরোপের মহৎ উপকার দর্শিয়াছিল। যেহেতু করাতনদীর কূলহইতে টেগস-নদী পর্য্যন্ত বিদ্যার সম্যক্ চর্চ্চা হইয়া উঠিয়াছিল, এবং পূর্বে যে সকল বিদ্যা ইউরোপে অপরিজ্ঞাত ছিল, আরবেরা তত্তাবত অধিকৃত দেশে

প্রচার করে ; আফরিকার অনেক স্থানে তাহার বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল, এবং স্পেন-দেশের আরব রাজপাট কর্দোবা নগরী বিদ্যা-চর্চায় অত্যন্ত প্রসিদ্ধা করিয়াছিল ।

৭৫৪ ইংরাজী অর্কে আলমান্সর বৃগদাদের সিংহাসনে অধিকৃত হইয়াছিলেন । উক্ত ভূপাল সর্বদো আরবীয় ভাষায় বিজ্ঞান-শাস্ত্রের বিশেষ সমাদর করেন । তৎপর হকণ অলরশীদের আধিপত্যসময়ে তাহার প্রকৃষ্ট শ্রীরক্ষি হইয়াছিল । কথিত আছে যে আরবেরা আদো গ্রীক ভাষা আলোচনা দ্বারা শিম্প, দর্শন, জ্যোতিষ এবং বীজগণিত শাস্ত্রে সম্যগ্ ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছিল । পরন্তু প্রসিদ্ধ আছে যে আব্দুল মালেক নামা কোন সারাসেন ভূপাল প্রাচীন সময়ে ভারতবর্ষের সীমাভাগে আধিপত্য বিস্তার করত ভারতবর্ষহইতে বিবিধ শাস্ত্র আনয়ন করত তাহা পশ্চিম দেশে প্রচার করেন । যাহা হউক, ৭৩০ ইংরাজী অর্কে আফরিক ও ইউরোপীয় বণিকেরা আরবদিগের প্রভুত্বদৃষ্টে পূর্ব-দেশে বাণিজ্য করিতে আসিতে পারিত না । এতদ্দেশে আসিবার প্রায় সকল স্থান আরবেরা নিজাধীন করিয়া রাখিয়াছিল ; তন্মিত্ত পূর্ব-দেশের বাণিজ্য তাহাদের হস্তে আবদ্ধ ছিল । ভারতবর্ষ এবং চীন দেশোৎপন্ন অপূর্ব পরিচ্ছদ, মূল্যবান শাটিন, আশ্চর্য হীরা, মুক্তা, চুনি, দাকচোনি, তাম্র, জায়ফল, লবঙ্গ, ফটকিরি ইত্যাদি যে সমস্ত পদার্থ পশ্চিম রাজ্যে প্রেরিত হইত তাহা আরবেরাই ক্রয় করিয়া অধিক মূল্যে ইউরোপীয়দিগকে বিক্রয় করিত ।

ইংরাজী ৮৫০ অর্কে সলিম্যান নামা কোন আরবীয় বণিক সারাসেন ও চীন বণিগদিগের বাণিজ্য-বিষয়ক এক খান পুস্তক প্ররচন করেন, তাহাতে কথিত আছে যে গ্রীক ইথিয়পীয়, রোমীয় প্রভৃতি

প্রাচীন বণিকের অপেক্ষা আরবেরা পূর্বদেশস্থ অধিক দূরবর্তি রাজ্যে বাণিজ্যার্থে গতয়াত করিত ; তত্রস্থ লোকদিগের বিবরণ কিছুই ইউরোপে পরিজ্ঞাত ছিল না । তৎকালে চীনদেশে এই রূপ বাণিজ্যের রীতি ছিল যে, বিদেশীয় বণিগদিগের পোত তদ্দেশে উপস্থিত হইলে আনীত বাণিজ্য দ্রব্য রাজকীয় লোকদ্বারা এক গৃহে সম্ভ্রুত করিয়া রাখা হইত । পরে অনেক গুলি বাণিজ্য পোত একত্রিত হইলে মাগুলের নিমিত্ত আনীত দ্রব্যের কিয়দংশ কর্তন করিয়া অবশিষ্ট তাবৎ দ্রব্যাদি বণিগগণকে বিক্রয়ার্থে প্রত্যর্পণ করা হইত । তৎকালে চীনদিগের পশ্চিম দেশস্থ দূরবর্তি রাজ্যে গতয়াত ছিল । উহার পারশ্য খাড়ীদিয়া সিরাজ নামক স্থানে বাণিজ্য করিত । উক্ত স্থানে বসরা, ওমান ও অপর পশ্চিম দেশের দ্রব্যাদি আনীত হইত । পরন্তু ঐ বণিকেরা আরবদিগের তুল্য সাহসী ও উৎসাহশীল ছিল না ; তথাপি তাহাদিগের বাণিজ্যানুরাগ কোন ক্রমেই থর্ব ছিল না । যেহেতু কোন কোন সময়ে চারি শত চৈনোক বাণিজ্য পোত একত্রে পারশ্য খাড়ীর মধ্যে উপস্থিত থাকিত ।

মোতাসেম খলিফার আধিপত্য কালে গ্রীক লোকেরা রাজবিদ্রোহী হইয়াছিল । তাহাতে উক্ত ভূপাল ১,০০,০০০ লক্ষ তুরস্ক সৈন্য তাঁহার অধীনে নিযুক্ত করিয়াছিলেন । ঐ সকল সৈন্য কিয়ৎকাল তাঁহার অধীনে কার্য করিয়া কথিত ভূপালের পুত্রের প্রাণ সংহারকরণ পূর্বক আপনাদিগের ইচ্ছাক্রমে অধিপতি মনোনীত করিয়া রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত করিল । তৎপরেও পুনঃ ২ এই রূপ করাতে আরবদিগের প্রভুত্ব ও ক্ষমতার ক্রমশঃ অবনতি হইতে লাগিল । পরিশেষে পূর্ব কথিত তুরস্কদিগের প্রাদুর্ভাব বশতঃ সারাসেনদিগের প্রভুত্ব একেবারে বিলুপ্ত হইয়াছিল ।

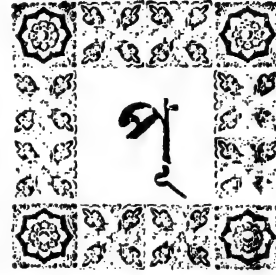
তাতার লোকদিগের উদ্ধাহরীতি ।



মধ্য আশিয়ায় তাতার লোকেরা বাস করে। তাহাদিগের ভিন্ন ভিন্ন শাখা ওজবেগ, তুর্কমান, কাল্পাক, কসাক, সার্ট ইত্যাদি নামে পরিজ্ঞাত আছে। উহারা বাহ্যুদ্ব, মল্ল-ক্রোড়া, ঘোড়দোড় ইত্যাদি ব্যায়ামে বিশেষ অনুরক্ত। সেই দৃঢ় অনুরাগ বশতঃ পরিণয়কালেও তাহা বিস্মৃত হয় না; প্রত্যুত বর ও কন্যা অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণপূর্বক উৎসব প্রকাশে নিযুক্ত হয়। ঐ উৎসবের বিশেষ লক্ষণ এই যে নববধূ পরিণয়যোগ্য বেশ ও অলঙ্কারাদি দ্বারা সুসজ্জাভূতা হইয়া আপন ক্রোড়ে একটা মৃত মেঘ অথবা অন্য কোন পশু লইয়া অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করে। পরে সেই মেঘ ক্রোড়ে লইয়া অতিশয় বেগে অশ্বপরিচালনায় নিযুক্ত হয়। তৎপশ্চাৎ পাত্র ও তাহার আনুষঙ্গিক কতিপয় যুবা অশ্বপৃষ্ঠে ধাবিত হইয়া কন্যার ক্রোড়স্থিত মেঘ হরণ করণার্থ যথাসাধ্য চেষ্টা করে। কিন্তু মেঘ হৃত হওন নিবারণার্থে তরুণ-বালা অকুতোভয়ে অশ্বকে পুনঃপুনঃ ভিন্ন ভিন্ন দিকে পরিচালন করিয়া পশ্চাদ্ভর্ত্তী পাত্র ও বরযাত্রী যুবাদিগের আক্রমণ দীর্ঘকাল ব্যর্থ করে; পরন্তু বরকে ঐ মেঘ অবশ্য হরণ করিতে হইবে, নচেৎ তাহার বিবাহ হয় না, সুতরাং সেও যথাসাধ্য চেষ্টা করিতে ত্রুটি করে না। ইহাতেও সে অশক্ত হইলে তাহার কপালে বিবাহ নাই ইহাই নিশ্চয় হয়। আমাদিগের বাঙ্গালী কেহ উক্ত দেশে গমন করিলে, বোধ হয়, এতন্নিয়ম দৃষ্টে তাহার মনে বিবাহ-লালসা কদাপি হয় না। এতদ্দেশেও ঐ রীতি সহসা প্রচলিত হইলে অনেক ধনাঢ্য সন্তানের খুবড়ো থাকাই সম্ভব। উল্লিখিত ক্রোড়াকে

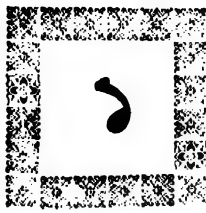
মধ্য-আশিয়ার লোকেরা “ককবুরী” কহে। এই রীতি মধ্য-আশিয়ার সর্বত্র প্রসিদ্ধ আছে।

অদ্ভুত বাজার ।



পূর্ব-কথিত তাতারদিগের মধ্যে আর এক আশ্চর্য্য ব্যাপার প্রসিদ্ধ আছে। তাহাদের এক অদ্ভুত বাজার হইয়া থাকে। তদুপলক্ষে লোকের অতিশয় জনতা হয়। তাহা এক প্রকার তদ্দেশের পর্দাহ বিশেষ। দশ কুড়ি ক্রোশ দূরস্থিত লোকেরা সচরাচর ঐ বাজারে সমাগত হইয়া অতি অকিঞ্চিৎকর কয়েকটা দ্রব্য ক্রয় করিয়া লইয়া যায়। কিন্তু ঐ বাজার এক স্থানে স্থিরভাবে থাকে না। তাহার অসাধারণ লক্ষণ এই যে উল্লিখিত বিলাস-হট্ট সমস্তই ঘোটকের পৃষ্ঠে সম্পন্ন হয়। বিক্রয়কারী হাটুয়ারা ঘোটকের উপরেই পথে যাইতে যাইতে যাহার যাহা আছে তাহা বিক্রয় করে; এবং ঘোটকের উপরহইতেই ক্রেতাগণ মূল্য প্রদানপূর্বক দ্রব্যাদি ক্রয় করে। ফলতঃ ঐ বাজারের প্রকৃত অভিপ্রায় লাভ নহে। নিজ নিজ অর্থ সম্পত্তি ও ঘোড়া এবং অস্ত্রগরিমা প্রকাশ্যরূপে প্রদর্শন-জন্যই ঐ সমারোহ ও আড়ম্বর হইয়া থাকে। ক্রয়-বিক্রয় তাহার এক কোতুকাজ মাত্র।

নূতন গ্রন্থের সমালোচন।



“মনুসংহিতা। কুল্লুকভট্টরূতটীকা বঙ্গানুবাদ সম্বলিতা। কলিকাতা সংস্কৃতকলেজ অতিশাস্ত্রাধ্যাপক মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত ভরতচন্দ্র শিরোমণিকর্তৃক সংশোধিতা।”

সাধারণের নুখে বিখ্যাত আছে যে হিন্দুদিগের মুখ্য ধর্মগ্রন্থ বেদ; কিন্তু তাহা প্রবাদমাত্র; কেহই সেই আদিম গ্রন্থের নিয়মানুসারে লোক-যাত্রা নির্বাহ করেন না, এবং তাহার প্রকৃত নিয়ম ও তাৎপর্য্য কি তাহাও অনেকে বিস্মৃত হইয়াছেন। ঐ বেদের পরিবর্তে অতি গ্রন্থসকলই এই ক্ষণে আমাদের শাস্ত্র হইয়াছে, এবং যে সকল অতি অধুনা প্রচলিত আছে তন্মধ্যে মনুসংহিতা সর্বশ্রেষ্ঠ। তাহার প্রশংসায় পরাশর লিখিয়াছেন “মনুর অতিতে বেদার্থ-নিবন্ধ থাকিতে তাহার প্রাধান্য হইয়াছে; এবং যে অতি মনুর অর্থের বিপরীত তাহা প্রশস্ত নহে।” বেদার্থোপি নিবন্ধত্বাৎ প্রাধান্যমিহ মনোঃ অতিঃ। মনুর্থবিপরীতা যা সা অতির্ন প্রশস্যতে ॥

কলে উহা বর্তমান হিন্দুধর্মের মূলগ্রন্থ; এবং তাহার অনুসরণই হিন্দুদিগের এক মাত্র উদ্দেশ্য হইয়াছে। ইহা বলা বাহুল্য যে এই প্রযুক্ত ঐ গ্রন্থের সর্বত্র যৎপরোনাস্তি সমাদর আছে; এবং যাহারা হিন্দুদিগের আচার ব্যবহার ও ধর্মের বিশেষ বিবরণ জ্ঞাত হইতে ইচ্ছা করেন তাঁহারা উহাকে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় মনে করেন। এই কারণ বশতঃ নানাবিধ ইউরোপীয় ভাষায় তাহার অনুবাদ হইয়াছে। পরন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে বঙ্গদেশীয়েরা তাহাকে আপন ধর্মের মূল গ্রন্থ জানিয়াও এ পর্য্যন্ত তাহার অনুবাদে রুতসঙ্কপ হইয়াছেন নাই। কএক বৎসর হইল এক ব্যক্তি সংস্কৃত

মূল, তাহার জোন্স সাহেবরূত ইংরাজী অনুবাদ, ও তন্মধ্যে বঙ্গানুবাদ মুদ্রাক্ষনে নিযুক্ত হইয়া শতাধিক পৃষ্ঠা ছাপাইয়াছিলেন, কিন্তু তিনি গ্রন্থ সম্পূর্ণ করিতে সক্ষম হইয়া নাই। সংস্কৃত মূল ও কুল্লুকভট্টের টীকা প্রথমতঃ শ্রীরামপুরের মিসনরী সাহেবেরা মুদ্রাক্ষন করান; তাহা পরিপাটি হইয়াছিল। কিন্তু তাহা নাগরাক্ষরে মুদ্রিত হওয়াতে বঙ্গীয় সাধারণের বিশেষ উপকার হয় নাই, এবং তাহাও বহুকাল নিঃশেষ হইয়াছে। তৎকালে চন্দ্রিকা সংবাদপত্রের সম্পাদক ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় তুলাট কাগজে পুথীর অবয়বে সটীকা মনুসংহিতা বঙ্গাক্ষরে মুদ্রাক্ষন করান; কিন্তু তাহাও কএক বৎসরব্যধি আর প্রাপ্য নাই। অতএব বর্তমান গ্রন্থ সর্বত্র সমাদৃত হইবে, সন্দেহ নাই। গ্রন্থের সংশোধনকর্ত্তা সুবিখ্যাত অতি-শাস্ত্রাধ্যাপক শ্রীযুক্ত ভরতচন্দ্র শিরোমণি; এবং তাঁহার আয়াস যে সুসিদ্ধ হইয়াছে ইহা বলা বাহুল্য। ঐ মহোপাধ্যায় গ্রন্থের ষষ্ঠাবধি শেষ অধ্যায় পর্য্যন্ত সমস্ত বঙ্গভাষায় অনুবাদিত করিয়াছেন, অতএব তাহাও যে পরিপাটি ও পরিপূর্ণ হইয়াছে ইহা অবশ্যই সম্ভাব্য। তাঁহার পূর্বে আহিরোটোলা-বান্সালা-পাঠশালার প্রধান শিক্ষক শ্রীযুক্ত যদুনাথ ন্যায়পঞ্চানন প্রথম-পঞ্চাধ্যায়ের অনুবাদ নিষ্পন্ন করেন, তাহাও নিন্দনীয় বলা যায় না। অতএব যাহারা এতদেশের মূলধর্ম শাস্ত্র ও প্রাচীন আচার ব্যবহারের আদর্শ গ্রন্থে আস্থা করেন তাঁহাদিগের নিকট আমরা এই গ্রন্থ অনুমোদনীয় বলিয়া অনুরোধ করিতে পারি। এই উপদেশ পুস্তক খানি কলিকাতা পাথুরিয়াঘাট নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের উদ্যোগে প্রকাশিত হইয়াছে, এবং তন্মিহ আমরা তাঁহার সম্যক ধন্যবাদ করিতেছি।

২। “কবিকম্পদ্রুমঃ। মহা মহোপাধ্যায় শ্রী-
বোপদেব গোস্বামিবিরচিতো ধাতুপাঠগ্রন্থঃ পরি-
ভাষাটীকা সমেতঃ। শ্রীলালমোহন ভট্টাচার্য্যেণ
সংস্কৃতঃ”। এই ক্ষুদ্র গ্রন্থ বোপদেবকৃত মুখ্যবোধ
ব্যাকরণের উপযোগী, এবং যে সকল পাঠশালায়
এ ব্যাকরণ প্রচলিত আছে তথায় ইহা অবশ্য
প্রয়োজনীয় হইবে, অতএব ইহার প্রকটনে ভট্টা-
চার্য্য সংস্কৃত-বিদ্যা-বিস্তারের সহায়তা করিয়া-
ছেন মানিতে হইবে। আমরা ইচ্ছা করি অনেকে
ইহার গ্রহণদ্বারা তাঁহার আয়াস সফল করুন।

৩। “বাদিবিবাদভঞ্জনং”। ইংরাজী “সিভিল
প্রোসিডিউর কোড্” নামক আইনে যে বিষয়ের
বর্ণন আছে প্রস্তাবিত গ্রন্থে সংস্কৃত স্মৃতিকারদিগের
মতে সেই বিষয়ের অর্থাৎ অভিযোগের পূর্বাগর
প্রণালী বর্ণিত আছে। ইহার প্রণেতা নবদ্বীপ-
নিবাসী শ্রীব্রজনাথ বিদ্যারত্ন ভট্টাচার্য্য। তিনি
নানাবিধ ধর্মশাস্ত্রহইতে বচনসকল উদ্ধৃত করিয়া
গৌড়ীয় অনুবাদের সহিত তাহার প্রকাশ করি-
য়াছেন। যদিও এই গ্রন্থের বর্ণিত নিয়মে এই ক্ষেত্রে
বিচারকার্য্য সম্পন্ন হয় না, এবং তদ্রূপ হইলেও
বিচারের বিলক্ষণ অপলাপ হইবার সম্ভাবনা;
তথাপি ইহার প্রচারে আমরাদিগের প্রাচীন বি-
চারালয়ের অবস্থা অনেকের মনে উদ্ভিত হইবে,
এবং তাহাতে প্রকৃত ইতিহাসের সম্যক্ দ্যোতকতা
আছে, অতএব এই গ্রন্থ সমাদরণীয় বলিয়া গ্রহণ

করিলাম; এবং ইহার প্রকটনে ধন্য মান্য বরেন্দ্র
শ্রীযুক্ত বাবু প্রসন্নকুমার ঠাকুর মহাশয় সহায়তা
করিয়াছেন, অতএব আমরা এ স্থলে তাঁহারও
বিহিত প্রশংসা না করিয়া ক্ষান্ত হইতে পারিলাম
না। এ বিদ্যানুরাগী মহাত্মা সম্প্রতি দায়ভাগাদি
কএক খানি সুপ্রয়োজনীয় গ্রন্থ নিজব্যয়ে মুদ্রা-
ঙ্কিত করিয়া সংপাতে বিতরণদ্বারা স্মৃতি-শাস্ত্রের
মহোপকার করিয়াছেন।

৪। “তত্ত্ববিকাসিনী অর্থাৎ ধর্ম ও বিবিধ
তত্ত্ব বিষয়ক মাসিক পত্রিকা।” এই অভিধানে
এক খানি নূতন মাসিকপত্র বর্ত্তমান ইংরাজী
বৎসরের প্রথমাবধি প্রকটিত হইতেছে। ইহার
প্রধান উদ্দেশ্য খ্রীষ্টীয় ধর্মের পোষকতা করণ;
পরন্তু ইহাতে নূতন কবিতা, মাসিক সংবাদ, পৃথি-
ব্যাদির বিবরণ বিষয়ক নানা প্রবন্ধ প্রকটিত
হইয়া থাকে। রহস্য-সন্দর্ভে সাম্প্রদায়িক ধর্ম বি-
ষয়ে কদাপি হস্তক্ষেপ করা আমরাদিগের অভিধেয়
নহে, অতএব আমরা তদ্বিষয়ে কিছুই লিখিতে
সক্ষম নহি। অপর বিষয়ে অভিনব সম্পাদক
যাহা লিখিয়াছেন তাহা মাসিকপত্রের অনুপযুক্ত
নহে। পাঠক মণ্ডলীর মানসিক ক্ষমতানুসারে
সাবধানে সন্দর্ভ সঙ্গ্রহ করিলে আমরাদিগের নবীন
সহযোগী কৃতকার্য্য হইতে পারিবে, অতএব
সরলচিত্তে তাঁহার উন্নতি প্রার্থনা করিলাম।

রহস্য-সন্দর্ভ

নাম

পদার্থ-সমালোচক মাসিক পত্র ।

৪ পর্ব]

প্রতি খণ্ডের মূল্য ১০ আনা । বার্ষিক অগ্রিম মূল্য ২ টাকা ।

[৪০ খণ্ড]



বালাজী পণ্ডিত ।



হার। স্বদেশের অনুরাগী, তাঁহাদিগের পক্ষে পিকর ইচ্ছাদিগের বিবরণ মণ্টজুমার ইতিহাস এবং ডুবালের গম্পের অপেক্ষা বালাজীর আখ্যান বিশেষ সম্ভাষণজনক হইবে, সন্দেহ নাই। ইনি এক জন মহারাষ্ট্র-প্রধান ছিলেন। গত শতাব্দীতে ইহার তুল্য রাজকার্য্যে পারদর্শী ভারতবর্ষে কেহ জন্মে নাই। অতএব ইহার জীবনচরিতে হিন্দুরাজ্যমাত্যের প্রকৃত বিবরণ প্রাপ্ত

হওয়া যায়। এই বিখ্যাত মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণের জীবন-চরিত লেফটেনেন্ট কর্ণেল ব্রিগ সাহেব বহুপ্রযত্নে সমুদ্র করেন। তাহাতে বালাজীর কার্য্যকলাপ-সম্বন্ধে প্রায় ২০০০ কাগজপত্র সম্বৃ-হীত হইয়াছিল। তন্মধ্যে কতক গুলি বালাজীর স্বহস্তের লিখিত। ব্রিগ সাহেব উল্লিখিত কাগজপত্র ইংরাজী ভাষায় অনুবাদকরণ-পূর্বক বিলাতে লইয়া রয়াল এশিয়াটিক সোসাইটি নামক সমাজে অর্পণ করেন। অনুবাদকরণ সময়ে বালাজীর কোন নিকট-সম্পর্কীয় আত্মীয়ের নিকট তিনি বালাজীর স্বহস্ত-লিখিত আত্মচরিতের কিয়দংশ লিপি প্রাপ্ত হন। উহাতে বালাজী আপনার জন্মকালাবধি যৌবনাবস্থার সমস্ত ব্যাপার সংক্ষেপে বর্ণনাবদ্ধ করিয়াছিলেন। তাঁহার সেই আত্মচরিতের উপষ্টু এই—

“ঈশ্বরের স্বরূপ অবয়ব কি তাহা আমি ধ্যান করি। তাঁহার মুখমণ্ডল সত্যের প্রতিকৃতি, সত্যজ্ঞ, এবং প্রতিভাশ্রিত। তিনি সর্বব্যাপী, এবং সকল সচেতন প্রাণীতে নিদ্রা ও চৈতন্য স্বরূপে ধ্যানদ্বারা উপলব্ধ হইয়েন। দিবালোকে তাঁহার কার্য্যসকল প্রকাশিত হয়, এবং নীরব সুষপ্তিময় বিভাবরীতে তাঁহার নিদ্রার অবয়ব প্রত্যক্ষীভূত হইয়া থাকে। যাহাকে এই রূপ ভাবনাদ্বারা চিন্তা করি তিনিই—তিনিই এক মাত্র আত্মা।”

অতঃপর তিনি এই মায়াময় ভৌতিক ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে জীবোৎপত্তির প্রকরণ বর্ণন-পূর্বক আপনার জীবনচরিত্র আরম্ভ করিয়াছেন; তদ্যথা—

“সংবৎ ১৭৯৮ অব্দের ২৪ মাঘ শুক্রবারের রজনীতে দশ ঘটিকার সময় আমি এই অবিদ্যা-তিমিরায়ত সম্মোহন ভূমণ্ডলে জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছিলাম। আমার পূর্বজন্মার্জিত সূরুতিহেতু অতি শৈশবকালে দেবার্চনায় অত্যন্ত অনুরাগ জন্মিয়াছিল। তৎকারণবশতঃ যুগ্ময় পুতলিকা নিৰ্ম্মাণ-পূর্বক পূজা করিতাম। কিন্তু তাহাতে মনের তৃপ্তি সাধন হইত না বলিয়া গৃহের বাস্তু দেবতাকে অপহরণ করিয়া অতি বিরল স্থানে নির্বিষয়ে পূজা করিতাম। সেই অপরাধের জন্য আমাকে মাতার নিকট প্রহার সহ্য করিতে হইত। পিতামাতা উভয়েই ইচ্ছুক ছিলেন যে আমি শৈশবকালে জ্ঞানোপার্জন করি; এবং আমার তদ্বিষয়ে চিন্তা-নিবেশের নিমিত্ত তাঁহারা অহরহ উত্তেজনা করিতে ত্রুটি করিতেন না। কিন্তু আমি ঈদৃশ অবাধ্য হইয়াছিলাম যে তাঁহাদিগের উপদেশে আমার বিজাতীয় অসন্তোষ জন্মিত। যখন তাঁহারা লেখা পড়ার প্রস্তাব করিতেন তখন এ কপ উগ্রপ্রকৃতি হইয়া উঠিতাম, যে, তাঁহাদিগের অনিষ্ট ঘটাইবার চেষ্টার আর কিছুই বাকি থাকিত না। একাদশ কিংবা দ্বাদশ বৎসর বয়ঃক্রম সময়ে পূর্বরাগে আমার প্ররুতি হয়। অদৃষ্টক্রমে আবার সেই সময়ে কতিপয় অসৎ সহচর মিলিয়াছিল। তাহাদিগের কুপরামর্শে আমি হিতাহিত-বোধশূন্য হইলাম। ঐ সময়ে দৈবাৎ আমি অশ্বহইতে ভূতলে নিপাতিত হইয়াছিলাম। তাহাতে দুই দিবস আমার কিছুই চৈতন্য ছিল না।

“পঞ্চদশ বৎসর বয়ঃক্রম সময়ে সংবৎ ১৮১০ অব্দে আমার পিতার পরলোক প্রাপ্তি হয়। ঈশ্ব-

রের অনুকম্পায় পিতার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পাদনে আমি তৎকালে তাঁহার নিকট উপস্থিত ছিলাম। তাহা সমাধা হইবার পর মহামান্য মহারাষ্ট্রীয় অধীশ্বর স্নেহ এবং বাৎসল্যের সহিত মৎপ্রতি রূপাদৃষ্টি প্রকাশ করিতে লাগিলেন। আমি শ্রীরঙ্গ-পট্টনের যুদ্ধ পর্য্যন্ত তাঁহার সহবর্তী ছিলাম। যুদ্ধহইতে প্রত্যাগমনের পর দারপরিগ্রহ করিলাম। যাহা হউক ইচ্ছাবতী কামিনীকুলের প্রতি আমার যে প্রগাঢ় আসক্তি জন্মিয়াছিল, তাহা-হইতে নিরন্ত হওয়া অসাধ্যপর জ্ঞান হইতে লাগিল। পরন্তু আমার চরিত্রের ছায়াটী মনে উদিত হইলে যৎপরোনাস্তি লজ্জিত ও পরিতাপিত হইয়া অতিমাত্র ব্যাকুলতার সহিত চিন্তা করিতাম যে আমার কীর্ত্তিমান পিতামহ অতি মহৎ, ভদ্র এবং নিকলঙ্ক-স্বভাব ছিলেন; বদান্যতায় তিনি অতি বিখ্যাত। পূর্বপুরুষেরা ধার্মিক-কাণ্ডগণ্য ছিলেন। কেবল মাতৃকুল-দোষেই আমার স্বভাব একপ অধম হইয়াছে, তৎকালে এই কপ দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিল।

“যাহা হউক কএক বৎসর পরে গোদাবরী তীরস্থিত টোকাণামক স্থানের কোন দেবালয়ে ঈশ্বরের কঠোর আরাধনাদ্বারা দুষ্পুরতি-পরিহারে এবং চরিত্র-শোধনে প্রকৃষ্ট মনোযোগী হইলাম। এতদবস্থায় সেই স্থানে কিয়ৎকাল অতিবাহিত করিয়া অতঃপর সংবৎ ১৮১৫ অব্দের ২ কার্ত্তিক দিবসে পেশবার ভ্রাতা সদাশিব ভাউ সাহেব মহারাষ্ট্রীয় সৈন্যের প্রধানাধ্যক্ষ হইয়া যৎকালে আর্য্যাবর্ত আক্রমণে যাত্রা করেন, তৎকালে আমি তাঁহার সহবর্তী হইলাম। কাশী, গয়া, এবং প্রয়াগ তীর্থ দর্শন করাইবার জন্য মাতা এবং স্বীয় ভার্য্যাকে সঙ্গে করিয়া লইলাম। ঐ সময়ে পীড়া দ্বারা আমার কলেবর অত্যন্ত দুর্বল এবং শীর্ণ হইবায় ঈশ্বরারাধনাতে চিত্ত সংলগ্ন এবং পরম-ভক্তি-ভাজন-জননীর

প্রতি প্রগাঢ় শ্রদ্ধা ও অন্যান্য পুণ্যজনক ক্রিয়ায় অনুরাগ বিশেষ রূপে বর্জিত হইল।

“নর্মদা নদী পার হইবার পর অতি সঙ্কট পীড়ায় শয্যাভিভূত হইলাম। তাহাতে মহামহিম সদাশিব ভাউ সাহেব অনুগ্রহ করিয়া আমি যাবৎ কিঞ্চিৎ আরোগ্য প্রাপ্ত না হইতেছি তৎকালের নিমিত্ত সৈন্যদিগের যাত্রাহইতে প্রতিনিবৃত্ত হইতে আদেশ করিলেন। ইহাতে আমার বিশেষ উপকার হইয়াছিল। আমি সুস্থ হইলে পর পুনর্বীর সৈন্যের গমনের আদেশ হইল। অনন্তর তথাহইতে যাত্রা করিয়া সসৈন্যে গ্রহণের সময় চর্ম্মস্বতী নদী তটে উপনীত হওয়া গেল। উক্ত স্থানহইতে মথুরা, মথুরাহইতে রন্দাবনে যাত্রা করিলাম। রন্দাবনের মধ্যে যে যে স্থান প্রসিদ্ধ ও মনোরম্য তাহা ক্রমে সকলই দর্শন করিলাম। অনন্তর কাম্যবন, নিধুবন, ভাণ্ডীরবন, রাধাকুণ্ড, কুঞ্জবেহারী, রাধাকিশোর, গোবিন্দজী, অটলবেহারী দর্শন করত ধ্যানশু-ভজরী নামক স্থান নিবাসি মহাপুরুষদিগের সহিত সাক্ষাৎ করণার্থ যাত্রা করিলাম। তাঁহাদের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া আমি অত্যন্ত বিস্ময়াশ্রিত ও প্রীতি প্রাপ্ত হইলাম। সায়ঙ্কাল উপস্থিত হইলে “ধীর সমীর” নামক স্থানে আমি সায়ংসন্ধ্যা সমাপন-পূর্বক অন্যান্য আবশ্যকীয় কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইলাম।

“চারি দিবস পরে তথাহইতে দিল্লীতে যাত্রা করি। ঐ স্থানে দিল্ল্যধিপতির সাহিত সাক্ষাৎ হয়। তিনি শিষ্টাচারদ্বারা আমাকে যথেষ্ট সমাদরপূর্বক গ্রহণ করত সম্মান-বর্জক পরিচ্ছদ প্রদান করিলেন। তাঁহার নিকট বিদায় গ্রহণ করিবার কিঞ্চিৎ পূর্বে ঈষদ্ ভূমিকম্প অনুভূত হইয়াছিল।

“এ সময়ে সংবাদ আসিল যে যবনেরা উত্তর-দিকে আসিয়া আক্রমণ করিয়াছে। পরন্তু যমুনা নদী তৎকালে প্রাবিত থাকিবায় মহারাষ্ট্রীয় ও

যবন সৈন্য স্বতন্ত্র রূপে উভয় পারে অবস্থিতি করিল। পেশবা যবনদিগের বাধা না মানিয়া সৈন্য চালন-পূর্বক কুঞ্জপুরে উপনীত হইলেন। যবনেরা সর্বাদৌ আমাদের যে সৈন্যদল আক্রমণ করে, আমি তন্মধ্যে ছিলাম। কিন্তু ঈশ্বরের রূপায় আমি কোন আঘাত প্রাপ্ত হই নাই। ঐ যুদ্ধের দিবস উভয় পক্ষের বহুতর সৈন্য আহত হইল। কিন্তু অতঃপর যবনেরা নদীতীরে আসিয়া মহারাষ্ট্রীয়দিগকে আক্রমণ করাতে সদা-শিব ভাউ প্রতিরোধ প্রাপ্ত হইয়া প্রত্যাগমন করিতে প্রণোদিত হইলেন। অন্যান্য যুদ্ধে-শূরমণ্য বালাজী পেশবা প্রকৃষ্ট প্রবীণতার সহিত কার্য্য নিষ্পন্ন করিবায় সঙ্গ্রাম-ব্যাপারে বিপুল সুখ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। কিন্তু উপস্থিত-সঙ্গ্রামে তাঁহার সেই স্বাভাবিক তীক্ষ্ণ-বুদ্ধির লোপাপত্তি হইয়াছিল। আমার মাতুল বল-বস্তুরাও এবং নানা পুরন্দরী তাঁহার মন্ত্রী ছিলেন, এক্ষণে তাঁহাদিগকে পরিত্যাগ পূর্বক ভবানীশঙ্কর ও নেবাজ খাঁকে তৎপদে প্রতিষ্ঠিত করিলেন, এবং আমাদের পূর্বাপর যুদ্ধ-বিগ্রহের যে রূপ রীতি ছিল তাহা পরিত্যাগ-পূর্বক শত্রুদিগের প্রণালী অনুকরণ করা হইল। কিন্তু তাহাতে উপকার না হইয়া অপকারেরই আধিক্য হইতে লাগিল। আশু আমরা চতুর্দিকে শত্রু-কর্তৃক বেষ্টিত হইলাম; এবং তাহাদিগের বন্দুকের গুলি প্রতি দিবস আমাদের শিবির-মধ্যে অনবরত নিক্ষিপ্ত হইতে লাগিল। আমার মাতা দুর্দৈবের আশঙ্কায় অতি কাতর হইয়া রোদন করিতেন। তাঁহাকে আর কি রূপে বুঝাইব? কেবল ভগবানের উপর বিশ্বাস ব্যতীত প্রবোধ দিবার আর কোন উপায় ছিল না। ঐ সময়ে আমার মাতুল বলবস্তুরাও রুক্ষমেহেলী নামক স্থানের সঙ্গ্রামে হত হইবায় মাতুলানী অনুমুতা হইবার

নিমিত্ত অতিশয় ব্যাগ্র হইয়াছিলেন। সেই কার্য্য-সম্পাদন সময়ে আমরা শত্রুহস্তে পড়িবার উপক্রম হইয়াছিল; ফলে রজনী ঘোরতর অন্ধকার করিয়া যদি না আসিত তাহা হইলে সেই রাত্রিতে আমরা সকলেই প্রগুপ্ত হইতাম।

“ এই প্রকারে আমরা দুই মাস ক্রমাগত শত্রু-দ্বারা পরিবেষ্টিত রহিলাম। আমাদের শিবির-স্থিত অধিকাংশ পশু প্রগুপ্ত হইবায় তাহার দুর্গন্ধে শিবিরমধ্যে ভয়াবহ গীড়া জন্মিতে লাগিল। রাজমহিলাগণকে যবনহস্তে নিক্ষিপ্ত করণ অপেক্ষা তাহাদিগের প্রাণ সংহার অথবা ভাবিয়া মহারাষ্ট্রীয় সৈন্যেরা পরাভূত হইবামাত্র তাহাদিগকে বধ করা হইবে এই অভিপ্রায়ে যুদ্ধ-রস্তের কিঞ্চিৎ পূর্বে বালাজী পেশবা হত্যাকারী লোক সমভিব্যাহারে তাঁহাদিগকে স্থানান্তরে প্রেরণ করিলেন।

“ সংবৎ ১৮১৩ অব্দের ১৫ পৌষে যুদ্ধ আরম্ভ হইল। মহা পরাক্রমশালী পেশবা শেষাবস্থায় গর্বিত ও অহঙ্কৃত হইয়া স্বভাবের বিপরীত ভাবাপন্ন হইয়া উঠিয়াছিলেন। মহামতি সেনাপতি ভাউ সাহেব সর্ব-বিষয়ে সুশৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন; কিন্তু তথাপি তিনি সমরস্থলে গমন করিলেন না। তন্নিবন্ধন মহারাষ্ট্রীয় পক্ষে শৈথিল্য ও বিশৃঙ্খলতা ঘটিতে লাগিল। সদাশিব ভাউর সহিত বালাজী পেশবার ১৭ বৎসর বয়স্ক প্রিয়তম পুত্র বিশ্বাসরাও ছিলেন। পরন্তু যুদ্ধ স্থলে তিনি যে সময়ে বিশ্বাসরাওকে নিজ হস্তীর উপরে তুলিয়া লইতেছিলেন, ঐ সময়ে একটা গোলার আঘাতে বিশ্বাসরাও রণস্থলে ভূমিশয়াশায়ী হইলেন। সেই শোক তাঁহার বজ্রসম হৃদয়ে প্রবিষ্ট হইল। তিনি এক কালে হতচেতন ও বিবেক-শূন্য হইয়া অত্যন্ত ব্যাকুল হইলেন। তাহাতে মহারাষ্ট্রীয় সৈন্য-দলের মধ্যে

মহা গোলযোগ উপস্থিত হইবায় আফগানেরা অশ্বহইতে অবরোধপূর্বক মহারাষ্ট্রীয় সৈন্য-দিগের প্রতি অস্ত্র নিক্ষেপ ও গোলা বর্ষণ করিতে লাগিল। ঐ সময়ে বাম পার্শ্বস্থিত সৈন্যসকল রক্তমূলহইতে প্রস্থানে উদ্যত হইল। দক্ষিণ দিকে সিন্ধিয়া ও হলকর যবনদিগের সহিত প্রবল ক্রোধে সঙ্গ্রাম করিতেছিলেন; পরন্তু অকস্মাৎ সৈন্যদিগের রণভঙ্গ অবলোকন করাতে প্রস্থানোন্মুখ হইলেন। ভাউ সাহেবের দেহ রক্ষার্থ দুই শত মহারাষ্ট্র সৈন্য তাঁহার অনুবর্তী হইয়াছিল। বাপুজীপাশ্ব আমাকে পশ্চাতে যাইতে অনুরোধ করিলেন। তাহাতে আমি কহিলাম এ সময়ে সেনাপতিকে কোন ক্রমেই পরিত্যাগ করিতে পারিব না। পরন্তু পশ্চাৎ তাঁহার উপদেশানুযায়ী কার্য্য করিতে তৎপর হইলাম। আমি অশ্বের মুখ বিপরীত দিকে চালাইতে লাগিলাম। ভাউ সাহেবের অধীনস্থ এক লক্ষ সৈন্যের বড় ২ সেনানীবর্গের মধ্যে তৎকালে কাহাকেই দেখিতে পাইলাম না। নিরুপদ্রব কালে যাহারা পুনঃ পুনঃ শপথপূর্বক কহিয়াছিল তাহাদের মধ্যে সহস্র প্রাণীর হত্যা হইলেও ভাউর গাত্রের একটা রোম কেহ স্পর্শ করিতে পাইবে না। সেই মহামান্য সেনাপতি যুদ্ধ স্থলে জীবিত রহিলেন কি শত্রু-হস্তে নিহত হইলেন তাহা কেহই অনুসন্ধান করিল না, অতএব বোঝা গেল যে তাহার সম্পদেই আত্মীয়, বিপদের কেহই নহে *।

* এই যুদ্ধে মহারাষ্ট্রীয় প্রভাব একেবারে খর্ব হইয়া যায়। ইহা ইংরাজী ১৮১৩ সালের ২৩ জানুয়ারী দিবসে নিশ্চয় হয়। যবন-দিগের সেনাপতি অহম্মদ শাহ আবদালীর অধীনে ৭৫,০০০ সৈন্য এবং মহারাষ্ট্রীয়দিগের সহিত ত্রীপুত্র সর্ক সহিত পাঁচ লক্ষ লোক ছিল। ইহাতে পানিপতের যুদ্ধ কহে। এই স্থানে ১৫২৫ ইংরাজী অব্দে শুলতান বাবরের সৈন্যসহ দিল্লীস্থ পাঠান সম্রাট ইবাহীম লোডীর সৈন্যদিগের সহিত যে যুদ্ধ হয়, তাহাতে লোডী সন্ধ্যায় স্থলে হত হইবায় দিল্লীর পাঠান আধিপত্য লোপ হইয়া মোগল প্রভুত্ব স্থাপিত হয়।

“দিবাকর অস্তাচলশায়ী হইতেছেন,এমত সময়ে আমি পাণিপথ গ্রামে উপনীত হইলাম। ঐ স্থান আমার সম্পূর্ণ অপরিচিত; কোন্ দিকে যাইব কিছুই স্থির করিতে পারিলাম না। সৌভাগ্যক্রমে ঐ সময়ে রামাজী পাণ্ডের সহিত সাক্ষাৎ হইল। তিনি আমাকে অশ্বহইতে অবতরণ পূর্বক পরিচ্ছদ পরিত্যাগ করিয়া পদব্রজে যাইতে পরামর্শ প্রদান করিলেন। অনন্তর আমি তাহাই করিলাম। রাত্রিতে আমরা পলায়ন করিতেছি এমত সময়ে কতিপয় যোদ্ধা আসিয়া আমার অনুবর্তী দশ বার ব্যক্তির প্রাণ সংহার করিল। তৎকালে আমার জীবন রক্ষার কোন উপায় ছিল না। কিন্তু রামাজী পাণ্ড এবং অপর এক ব্যক্তির সংপরামর্শে আমি শত্রুদিগের হস্ত-হইতে উদ্ধার হইলাম। সেই রাত্রিতে কোথায় বিশ্রাম না করিয়া ক্রমাগত পথ চলিতে লাগিলাম। সূর্যোদয় হইবার পূর্বে দশ ক্রোশ গমন করত পুনর্বার শত্রুদিগের সহিত সাক্ষাৎ হইল। রামাজী পাণ্ড ও আমার অন্যান্য সমভিব্যাহারী কয়েক ব্যক্তি শত্রুদিগদ্বারা হত হইল। আমি একটা শরবনে প্রবেশ করিয়া প্রাণ রক্ষা করিলাম। অনন্তর একাকী ভ্রমণ করিতে করিতে দেখিলাম পুনর্বার কয়েক জন শত্রু আমার সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছে। তাহাদিগের দর্শনে আমি ভীত হইয়া পুনশ্চ শরবনের অন্তরালে প্রচ্ছন্ন-বেশে থাকিলাম। কিন্তু তাহারা আমাকে ক্রতান্ত-বৎ বনের মধ্যহইতে টানিয়া বাহির করিল। উহাদের মধ্যে এক দয়াশীল রুদ্ধ ছিল। সে আমাকে নিতান্ত তরুণ-বয়স্ক দেখিয়া অব্যাহতি প্রদান করিবার নিমিত্ত সকলকে কহিল, “এ বালক; যোদ্ধা নহে; ইহাকে ছাড়িয়া দেওয়াই কর্তব্য।” রুদ্ধের প্রস্তাবে সকলে সন্মত হইয়া আমার প্রতি কোম ব্যাঘাত না করিয়া অভিপ্রেত স্থানে চলিয়া

গেল। যুদ্ধের পূর্বে আমি পীড়িত ছিলাম; সেই হেতু এ পর্য্যন্ত আমি নিয়মিত রূপে পথ্যমাত্র গ্রহণ করিতেছিলাম; কিন্তু যে বিপদে অভিভূত হইয়াছিলাম, সেই বিপদই আমাকে আশু উন্নয়ন করিয়া তুলিল; এবং দ্বিতীয় দিবসে আমি অনাহারে অবাধে পদব্রজে পঞ্চদশ ক্রোশ গমন করিলাম। পরিশেষে অত্যন্ত ক্ষুধিত হইয়া রন্ধের পত্র ভোজনদ্বারা জীবন রক্ষা করিতে হইল। কিন্তু ঐ পত্র গলাধঃ করিবার সময় যে কষ্ট হইত তাহা সকলে অনুভব করিতে পারিবেন না।

“পাণিপথের যুদ্ধের পর ভূম্যধিকারীগণ মহারাষ্ট্রীয় মনুষ্য দেখিবামাত্র ঈর্ষ্যা করিতে আরম্ভ করিয়াছিল; সেই হেতু পদে পদেই বিপদ ঘটবার আশঙ্কা ছিল। যাহা হউক ক্রমাগত গমন করত মায়ঙ্কালে এক গ্রামের সীমায় উপনীত হইলাম। এক বৈরাগী কিঞ্চিৎ ময়দা আনয়নপূর্বক আমাকে ভোজন করিতে দিল। তাহায় রোটিকা প্রস্তুত করত ভোজন করিয়া ক্ষুধিরন্তি করিলাম। তাহা এই ক্ষণে অরণ হইলে মনে হয় তাদৃশ সুস্বাদু অমৃতবৎ তৃপ্তিজনক ভোগ আমার জীবনাবধি আর কদাপি ঘটিয়া উঠে নাই। ঐ স্থানে রাত্রি বাস করত প্রাতঃকালে যাত্রা করিলাম। অনন্তর অন্য এক গ্রামে উপনীত হইলে এক পোদ্ধার আমার যথোচিত আদর-পূর্বক বাটীতে লইয়া যায়। তথায় পেশবার এক কার্কুণের সহিত সাক্ষাৎ হইল। তাঁহার সহিত আর কতিপয় ব্যক্তি ছিল। আমরা এ পর্য্যন্ত শত্রুহইতে নিরাপৎ হইতে পারি নাই বলিয়া বিশেষ সতর্ক ছিলাম; এবং এই স্থানে ত্রায় ক্ষত হইলাম যে এক দল অশ্বারোহী যবন সৈন্য নিকটে উপস্থিত হইয়াছে। তাহা শুনিবামাত্র আমরা শকটে আরোহণ-পূর্বক প্রস্থান করিলাম। কিন্তু পথি মধ্যে পাছে শত্রুরা শকটের শব্দানুসারে আমাদের নিকটে

আইসে, তদাশঙ্কায় তাহা পরিত্যাগ করিয়া পুনশ্চ পদব্রজে যাত্রা করিতে হইল। নিরবচ্ছিন্ন ঈশ্বরের স্মরণ করিতে করিতে ৭ দিবসের পর রেওরী নামক স্থানে নিরাপদে উপস্থিত হইলাম। তথায় নিশ্চয় বোধ হইল আমরা শত্রুদিগকে অধিক দূরে ফেলিয়া আসিয়াছি।

“এ স্থানে বঙ্কী রাও নামা কোন ব্যক্তি আমার পরিচয়-গ্রহণ-জন্য বিশেষ আগ্রহান্বিত হইয়াছিল; এবং কতকগুলি লোকও আমাকে চিনিতে পারিয়াছিল। কিন্তু আমি পূর্বোক্ত ব্যক্তিকে চিনিতাম না, তন্নিমিত্ত তাহার অভিপ্রায় কি, না বুঝিতে পারিয়া পরিচয়-প্রদানে ক্ষান্ত থাকিলাম। পরন্তু তাহার ভদ্রতাচরণে পরে তাহাকে আত্মপরিচয় দিতে হইল। এ স্থানে কিছু দিবস থাকিয়া ভরতপুরে যাইতে সচেষ্টাপন্ন হইয়াছিলাম। কিন্তু কতক গুলি রক্ষক ব্যতীত গমনের ইচ্ছা ছিল না। পরে একদা এক দল বরযাত্রিরা সমারোহপূর্বক বিবাহ দিতে যাইতেছিল, এ সুযোগে এক খান গাড়ী ভাড়া করিয়া তাহাদের সহিত যাত্রা করিলাম। পথে কৃষ্ণভট্ট নামা এক বৈদ্যের সহিত দেখা হইল। তাহার নিকট অবগত হইলাম যে বিরাজী ভবরীকর নামা কোন ব্যক্তি আমার জ্বর জীবন রক্ষা করিয়াছে, এবং যথোচিত সাবধানতা-পূর্বক জিগীণ গ্রামস্থিত নরপাশু গোকুলার বাটীতে রাখিয়াছে। এই সংবাদ শ্রবণমাত্র তথায় গমনপূর্বক ভাৰ্য্যার সহিত সাক্ষাৎ করিলাম। আমার মাতার জন্য বহু অনুসন্ধান করিয়াছিলাম, কিন্তু এই মাত্র শুনিলাম, যে যৎকালে তিনি অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ-পূর্বক যাইতেছিলেন সেই সময়ে শত্রুরা তাঁহার প্রাণ বিনষ্ট করিয়াছিল। অনন্তর শিবিকা ও অশ্ব ভাড়া করিয়া টোলপুর হইয়া গোবালিয়রে যাত্রা করিলাম। যে সকল সৈন্য জীবিত ছিল, তাহারা

আমার নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহাদের প্রমুখাৎ শুনিলাম যে পার্শ্বতীরাও এবং সেনাপতি সদাশিব ভাউর পত্নী নানা পুরন্দরী, এবং মূলহরজী হুলকর যুদ্ধহইতে রক্ষা পাইয়া দেশে প্রত্যাগত হইয়াছিলেন।

“যদিও তৎকালে আমার বয়ঃক্রম তরুণ ছিল, তথাপি কানীতেই বাস করিতে আমার দৃঢ় অনুরাগ জন্মিয়াছিল। কিন্তু বিবেচনা করিলাম কানীতে বাস করিলে পরিশেষে বিপদ ঘটতে পারে, সেই হেতু সৈন্য সমভিব্যাহারে দক্ষিণ দেশে যাত্রা করিলাম।

“স্বদেশে প্রত্যাগমনের পর শ্রবণ করিলাম, পেশবা আমার নিমিত্ত অত্যন্ত চিন্তিত হইয়াছিলেন। পুনশ্চ তাঁহার সহিত আমার সাক্ষাৎ হইবে তাহার কোন সম্ভাবনা ছিল না। পরন্তু ঈশ্বরেচ্ছায় আমি বহুতর ভয়াবহ বিপদহইতে উদ্ধার পাইয়া রক্ষা প্রাপ্ত হইয়াছিলাম। আমি বুরহানপুরে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গমন করিলাম। তথায় দেখিলাম তিনি পুত্র-শোকে অত্যন্ত দুরবস্থাপন্ন হইয়াছিলেন, ও তাঁহার শরীর অত্যন্ত শীর্ণ হইয়াছিল। সর্বদা প্রধান সৈন্যাধ্যক্ষগণকে তিনি অতি নিন্দিতরূপে তিরস্কার করিতেন। তথাপি তিনি আমাকে পূর্ববৎ স্নেহের সহিত গ্রহণ করিলেন, এবং পাণিপথের যুদ্ধের পরিশিষ্ট সংবাদ শ্রবণের নিমিত্ত ঔৎসুক্য প্রকাশ করিলেন। কিন্তু তত্তাবৎ শ্রবণে তাঁহার দ্বিগুণ শোক উপস্থিত হইল। অনন্তর আমি তাঁহার নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া গোদাবরী-নদী-তীরস্থিত আমার পূর্বাশ্রমে গমন করিলাম। মহারাজা বালাজী কিয়দ্দিবস পরে আমার আশ্রমে উপস্থিত হইলেন। পূর্বে তাঁহাকে যে রূপ অবস্থাপন্ন দেখিয়াছিলাম, এক্ষণে তদপেক্ষা আরও অধিক মন্দ দেখিলাম।

যাহা হউক, সম্ভ্রাম-সময়াবধি আমাকে বিবিধ ক্রেশে নিতান্ত সম্ভাপিত ও জর্জরীভূত হইতে হইয়াছিল। কিয়ৎকাল বিশ্রাম লাভের নিমিত্ত আশ্রমে থাকিতেই মহারাজের অনুমতি গ্রহণ করিলাম। অনন্তর তিনি পুনায় যাত্রা করিলেন। যাত্রাকালে তাঁহার চিত্তের বৈকল্য সম-ভাবাপন্ন আছে বিলক্ষণ অনুভূত হইয়াছিল। কিয়দ্বিবসান্তে অতি সত্বরে আমাকে পুনায় গমন করণের সংবাদ আসিল, এবং তদনুসারে কাল-বিলম্ব না করিয়া তথায় যাত্রা করিলাম। কিন্তু পল্লিয়ার নামক স্থানে না উপনীত হইতেই শ্রুত হইলাম মহারাজের পরলোক প্রাপ্তি হইয়াছে (১৮১৭ সন্বৎ ২৪ জ্যৈষ্ঠ)।

“অনন্তর পুনায় উপনীত হইলাম। মহারাজের মৃত্যুজন্য অতি মাত্র শোকাকুল হইয়াছিলাম। কিন্তু মহামান্য দাদা সাহেব অবিলম্বে বালাজীর পুত্র মধুরাওকে রাজটীকা প্রদানের নিমিত্ত সেতারায় আমাকে সমভিব্যাহারে লইয়া গমন করিলেন।

“রাজটীকা প্রাপ্ত্যানন্তর রাজার নিকট পেশবা বিদায় লইলেন। পথিমধ্যে এক দিবস এক পদাতিক সৈন্য কোন রমণীর প্রতি বল প্রকাশ করিবার সৈন্যদলের পার্শ্ববর্তী এক প্রহরি তৎক্ষণাৎ এই দুই পদাতিকের হৃদয়ে অস্ত্র বিদ্ধ করিয়া তাহার প্রাণ সংহার করিল। এই প্রকার নিরতিশয় ইন্দ্রিয়পরতন্ত্রতার যথার্থ প্রতিকলের অপূর্ব উদাহরণ আমার সাক্ষাতেই দৃষ্ট হইল।

“পরদিবস পেশবা নীরা নদীর পরপারে গমন করিলেন। কিন্তু আমি এই দিবস তাঁহার সহিত গমন না করিয়া ফিরিওলে নামক স্থানে থাকিলাম। পরদিন গমন কালে নদী প্রাবিত থাকাতো নৌকায় আরোহণ করিতে হইল। কিন্তু নদীর প্রবল জোতাবেগে তরি দূরে নিক্ষিপ্ত করিবার

একটা পর্বতের অভিমুখে ভাসিয়া চলিলাম। এই পর্বতে তরি লম্ব হইলে তাহা চূর্ণ হইয়া যাইত, এবং আমরা সকলেই বিনষ্ট হইতাম; কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে কতিপয় নাবিক অত্যন্ত সাহসের সহিত নৌকা কিনারায় লইয়া যাওয়াতে প্রাণ রক্ষা হইল। তখন ভাবিলাম ভগবান এ যাত্রাও জীবন রক্ষা করিলেন।

“অনন্তর পুনায় প্রত্যারম্ভ হইলাম, এবং মহামান্য মধুরাও পেশবা আমাকে “ফর্দ নবিসী” কার্যে নিযুক্ত করিলেন।”

কথিত “ফর্দ-নবিসী” কর্মের প্রধান অঙ্গ পেশবার আয় ব্যয়ের নির্দেশ করণ। প্রাচীন কালের “কোষাধ্যক্ষ” ও ইংরাজদিগের “ফিনান্সিএল সেক্রেটারী” সহিত ইহার সম্যক সাদৃশ্য আছে। ইংরাজী ইতিহাস গ্রন্থে ইহার নাম এই কর্ম হইতে “নানা ফর্দাবিস্ প্রসিদ্ধ আছে,” বালাজী পণ্ডিত প্রায় চত্বারিংশৎ বৎসর এই কার্যে নিযুক্ত ছিলেন, এবং আপনার অতুল ক্ষমতা ও রাজ্যকার্যদক্ষতা সর্বত্র প্রকাশ করিয়াছিলেন। ফলে ১৭৩৩ অব্দ হইতে ১৮০০ অব্দ পর্য্যন্ত পুনা রাজ্যের ইতিহাস তাঁহারই কার্য কুশলতার ইতিহাস বলিলে বলা যায়। পরন্তু এই ইতিহাস প্রকটনের স্থান অধুনা অপ্রতুল, অতএব এই প্রস্তাব এই খানেই শেষ করিতে হইল।

মায়োজমো ।



উরোপের কোন ব্যক্তি কার্য-বশতঃ আফ্রিকাতে কিয়ৎকাল বাস করিয়া তত্রস্থ কট লোক-দিগের আচার ব্যবহার বিলক্ষণ পরিজ্ঞাত হন। তিনি এক আশ্চর্য্য ব্যবহার-বিষয়ে লিখিয়াছেন যে, “জিলিফু নামক উপকূলে

ইউরোপের ধনবান লোকদিগের চাসের নিমিত্ত ভৃত্য ও অন্যান্য কর্মচারী সকল নিযুক্ত আছে। তথায় কতকগুলি দেশীয় লোকেরাও বাস করে। তাহারা উপরোক্ত ইউরোপীয় মনুষ্যপেক্ষা অনেকাংশে নিকৃষ্ট। এক দিবস কোন গৃহস্থের বাটিতে কোন কার্যোপলক্ষে নৃত্য দর্শনের জন্য গৃহস্থামী আমাকে নিমন্ত্রণ করিল। আমি বিদেশীয় বলিয়া আমাকে বিশেষ করিয়া কহিল যে “আপনি রঙ্গস্থলে যাহা কিছু দেখিবেন তাহাতে ভীত বা উৎকণ্ঠিত না হইয়া নীরব হইয়া উপস্থিত কার্য সকল দর্শন করিবেন। সাবধান, ইহার যেন অন্যথা না হয়। তদন্যথায় আপনার কোন আপৎ ঘটবেক।” আমি পূর্বাধি গৃহস্থের সৌজন্য এবং সারল্যের বিষয় জ্ঞাত ছিলাম; সেই হেতু উহার বাক্যে কোন প্রকার দ্বিধা না করিয়া নির্দিষ্ট সময়ে তাহার আলয়ে উপস্থিত হইলাম। তথায় স্ত্রী-পুরুষে প্রায় চারি পাঁচ শত লোকের জনতা হইয়াছিল, এবং কোতুক দেখিবার নিমিত্ত কতিপয় ইউরোপীয় মনুষ্যও উপস্থিত ছিলেন। আমি তাহাদের এক পার্শ্বে আসন গ্রহণ করিলাম। সর্বাদৌ কতক গুলি অজ্ঞান মণ্ডলাকারে শ্রেণি-নিবদ্ধ হইয়া দণ্ডায়মান হওয়াতে একপ অনুভব হইল যে তাহারা একত্রে সকলেই নৃত্য করিবে; কিন্তু কিঞ্চিৎ পরে জনতার মধ্যস্থলহইতে এক ব্যক্তি এক খান কমাল দর্শকদিগের সম্মুখে নিক্ষেপ করিবার মাত্র একটি রমণী শ্রেণিহইতে বহির্ভূতা হইয়া নৃত্যারম্ভ করিল। তাহার নৃত্য দর্শনে সকলেরই কোতুক জন্মিল। পরন্তু কিঞ্চিৎ পরে শ্রেণিস্থিত ললনাগণ এক কালে অকস্মাৎ অবনত হইবার দৃষ্ট হইল যে এক ভয়ানক মূর্তি তাহাদের মধ্যস্থলে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। দেখিতে দেখিতে ক্রমে সে মধ্যস্থলে আসিয়া উপনীত

হইল। তাহার কলেবর ছয় হস্ত দীর্ঘ; তাহা বল্কলদ্বারা সর্ষত্র আরত; এবং মস্তকোপরি একটা খড়ের শিরস্ত্রাণ বেষ্টিত ছিল, তাহা এক খান রহৎ মধুক্রম-সদৃশ। আফরিকা-খণ্ডের লোকেরা ঐ ভৈরববেশী মনুষ্যকে “মম্বোজম্বো” বা “অরণ্য-দেবতা” কহে। তাহার আগমনের হেতু জিজ্ঞাসিত হইলে সে বলিল “সমাগত জনগণের সহিত আমোদ করিতে আসিয়াছি।” এই কথা বলিয়া সে নৃত্য আরম্ভ করিল; ও উল্লফন পুরঃসর যে কামিনী নৃত্য করিতেছিল তাহারই সমীপে আগত হইল। তৎপরে পরিচ্ছদের ভিতরহইতে এক গাছা যষ্টি বহিষ্কৃত করিয়া তদ্বারা উক্ত নর্ত্তকীকে একপ নির্দয়রূপে প্রহারারম্ভ করিল যে উহার আর এক পদও নড়িবার ক্ষমতা রহিল না। উপস্থিত লোকের মধ্যে কেহই সেই তাড়না-নিবারণে প্ররত্ত হইল না, দেখিয়া আমি বিস্ময়াপন্ন হইয়াছিলাম, কিন্তু গৃহস্থের আদেশ তৎকালে অরণ হওয়াতে আমি নীরব থাকিলাম। যাহা হউক, ঐ দুরাত্মা বোধ হয় দীর্ঘকাল প্রহার করিত, কিন্তু পরিচ্ছদের গুরুতায় আশু ক্লান্ত হইয়া পড়িল ও ক্ষণেক কাল অদৃশ্য হইয়াছিল; কিন্তু কতিপয় মুহূর্তের পর সে পুনর্বার আমাদের সমীপে আসিয়া উপস্থিত হইল। কিন্তু পূর্বের মত আর প্রহারা দি না করিয়া নম্রতা-প্রকাশ-পুরঃসর ইতস্ততঃ প্রক্রমণ করিতে লাগিল। তদনন্তর ত্বরায় আমাদের গণের দৃষ্টির বহির্ভূত হইল; পুনশ্চ আর আসিল না; তাহার অনাগমনজন্য দর্শকগণও দুঃখিত হইলেন না; যেহেতু তাহার উপস্থিতিতে উপস্থিত আমোদ কোতুক সকল পূর্ণ হইয়াছিল।

“আমরা তাবৎ রাত্রি সেই স্থানে থাকিলাম। পরদিন প্রত্যুষে প্রত্যাগমনকালে গ্রাম-প্রান্তে দেখিলাম মম্বোজম্বোর সমস্ত পরিচ্ছদ একটা

রক্ষতলে পতিত রহিয়াছে। আমি উহা বিশেষ কাপে নিরীক্ষণ-জন্য উৎসুক হইয়াছিলাম, কিন্তু আমার সমভিব্যাহারে যিনি ছিলেন, তিনি পুনঃ-পুনঃ নিষেধ করিতে লাগিলেন; এবং আমরা গৃহে প্রত্যাগত হইলে তিনি পশ্চাৎলিখিত রত্নান্তটী বর্ণন করিলেন।”

“যৎকালে কেহ মম্বোজম্বোর সভায় যাইতে প্ররম্ভ হয়, তৎকালে তাহার নিগূঢ়তাৎপর্য্য জ্ঞী কিংবা পুরুষ কাহার নিকট প্রকাশ করিব না বলিয়া শপথ গ্রহণ না করিলে উক্ত সমাজভুক্ত লোকেরা তাহাকে আপনাদিগের সমাজে গ্রহণ করে না। ন্যূন-কম্পে ষোড়শ বর্ষীয় যুবা পর্য্যন্ত সে সভায় প্রবিষ্ট হইতে পারে, কিন্তু অল্প বয়স্ক বালক-দিগকে কদাপি তথায় যাইতে দেওয়া হয় না। কোন জ্ঞী-পুরুষে কলহ হইলে ঐ প্রকারে মম্বোজম্বোকে আশ্বান করা হয়, এবং সে পুরুষেরই প্রতি সর্বদা অনুকূল হইয়া জ্ঞীর সমুচিত শাসন করিয়া থাকে। মম্বোজম্বোকর্তৃক উপরোক্ত রমণী দাক্ষণ্যকপে প্রহারিত হইবার কারণ এই যে ঐ জ্ঞীর প্রতি কোন ব্যক্তি অত্যন্ত প্রেমাসক্ত হইলেও সে অন্যকে চিত্ত সমর্পণ করিয়া উপযাচক নায়কের প্রতি অত্যন্ত ঘৃণা প্রকাশ করিয়াছিল, এবং ঐ ব্যক্তি আত্মীয়গণের নিকট অত্যন্ত নিন্দিত হওয়াতে মম্বোজম্বোকে আশ্বান করে, এবং মম্বোজম্বো বর্ণিতকপে আবির্ভূত হইয়া উক্ত রমণীকে সমুচিত শাস্তি প্রদান করে।

“মম্বোজম্বোর সভাতে কেহই অজ্ঞাদি লইয়া যাইতে পারে না। এই ব্যাপার আফরিকায় প্রায় সর্বত্রই অতি সাধারণ; এবং যদ্যপি সেই গূঢ় ব্যাপার অন্যের নিকট প্রকাশ করে, তাহা হইলে উক্ত সমাজের লোকেরা তাহার প্রাণ-সংহার না করিয়া ক্ষান্ত হয় না।”

মম্বোজম্বো সকলেরই ইচ্ছানুগত; এবং সে যে

জ্ঞীকে আশ্বান করে তাহাকেই তাহার সম্মানার্থে নিদিষ্ট রাত্রিতে উক্ত সমারোহে উপস্থিত হইতে হয়। ঐ সমারোহ কদাপি দিবসে সম্পন্ন হয় না, এবং দিবসে মম্বোজম্বোকে কেহ দেখিতে পায় না। কিন্তু তাহার পরিচ্ছদ সন্নিহিত এক অতি-প্রকাণ্ড গ্রাম্য তরুতলে পড়িয়া থাকে, তাহা কেহ স্পর্শ করিতে পায় না; এবং অতি যত্নের সহিত তাহা রক্ষিত হয়। তন্নিমিত্ত মম্বোজম্বোকে আরণ্য দেবতা বলা হইয়া থাকে। কথিত আছে যে কএক বৎসর হইল আফরিকার কোন ইংলণ্ডীয় শাসনকারী একটা সমাজের কোপে পতিত হইয়াছিলেন। একদা উক্ত শাসনকর্ত্তা সমুদ্রে জাহাজমধ্যে ছিলেন। সেই সময়ে মম্বোজম্বো আসিয়া তাঁহাকে ও তাঁহার নাবিকগণকে সংহার-পূর্বক প্রস্থান করে।

“ঐ কপ আর একটা গম্প প্রসিদ্ধ আছে যে ১৭২৭ ইংরাজী অব্দে জম্মার ভূপাল মহধর্ম্মিণীর নিকট মম্বোজম্বোর গূঢ় কথা প্রকাশ করায় ঐ রাজপত্নী তাহা অন্যের নিকট প্রকাশ করিয়াছিল। তাহাতে ক্রমে সেই ব্যাপার প্রকাশ হইয়া পড়ায় মম্বোজম্বোর উত্তরসাধকেরা রাজা ও রাজপত্নীর প্রাণ-সংহার-পূর্বক তৎপদে অন্যকে রাজা করিয়াছিল।” কলিকাতায় এই মম্বোজম্বোর আগমন হইলে আমাদিগের অনেক ঠাকুরণ-দিদৌর কি গতি হইবে বলা ভার। পরন্তু তাহাতে কোন২ দুর্ভাগ্য পুরুষের উপকারও হইতে পারে, এ কথা বলায় ভূবনমোহিনীরা কি আমাদিগের প্রতি কষ্ট হইবেন?

ত্রিবাঙ্কোড়।



বাঙ্কোড় ভারতবর্ষের দক্ষিণ-পশ্চিম-প্রান্তে অবস্থিত। উহার উত্তর সীমায় কোচীন ও ইংরাজাধিকৃত কোইম্বাটুর, পূর্ব সীমায় মদুরা ও ত্রিমেনুবলী, এবং ইহার দক্ষিণপশ্চিম সীমায় সুবিশীর্ণ ভারত-মহাসাগর বিরাজিত রহিয়াছে। এই রাজ্য কুমারিকা অন্তরীপহইতে উত্তরে কোচীন পর্যন্ত ৩০ ক্রোশ বিস্তৃত। দুর্ভেদ্য দুর্গের ন্যায় পশ্চিম-বার্টিগিরি ইহার অভ্যন্তরে বিদ্যমান থাকাতে, এই দেশ নয়নের সাতিশয় প্রীতি-প্রদ। ইহার পূর্ব ও পূর্ব-উত্তর সীমায় কতকগুলি শ্রোতস্বতী আছে। ঐ সকল শ্রোতস্বতী দক্ষিণ-পশ্চিমাভিমুখে ধাবমান হইয়া ভারত-মহাসাগর এবং অন্যান্য খাতাদির সহিত মিলিত হইয়াছে। অপর সমুদায় নদীর অপেক্ষা অত্রত্য পেরিয়র নদীই শ্রেষ্ঠ। বক্রগতি-নিবন্ধন ইহার দৈর্ঘ্য প্রায় ৭০ ক্রোশ। সময়ে সময়ে এখানে এক প্রকার দুর্গন্ধ বায়ু প্রবাহিত হইয়া থাকে। উক্ত বায়ু প্রবাহিত হইতে আরম্ভ হইলে এই নদীর জল ১০—১১ হাত স্ফীত হইয়া উঠে, এবং ক্রমাগত কয়েক মাস তদবস্থায় থাকে।

এই রাজ্যের উপকূল-ভাগ কোচীনহইতে ক্রমাগত দক্ষিণ ও দক্ষিণপূর্বাভিমুখে বিস্তৃত; কিন্তু বক্রতা-নিবন্ধন তাহার পরিমাণকল নিতান্ত অল্প। যে অল্প পরিমাণ উপকূল বিদ্যমান আছে, তাহাতেও ভারপূর্ণ অর্ণবপোত অবস্থান করিবার নিরাপদ কোন বন্দর নাই। উপকূল-ভাগ সকল প্রায়ই নিম্ন, বালুকাময় ও রক্ষণপরিপূর্ণ। এই রাজ্যে খাল ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নদী থাকাতে বাণিজ্যের পক্ষে অপেক্ষাকৃত সুবিধা আছে।

কুইলন, আবিকা, আলিগী, আজেন্জো, পণ্ডু, টিঙ্গা-পট্টনম্ ও কড়িয়া-পট্টনম্ ইহার প্রধান বাণিজ্যস্থান। এই সকল নগরের মধ্যে আলিগী যদিও অস্পায়ত স্থান, তথাপি এখানহইতে সেগুন কাঠ, নারিকেল, নারিকেলত্বক, গুবাক ও মরিচ প্রচুর পরিমাণে স্থানান্তরে নীত হইয়া থাকে।

ত্রিবাঙ্কোড়ের জল বায়ু যদিও ইউরোপীয়দিগের পক্ষে স্বাস্থ্যকর নহে, তথাপি এখানকার অধিবাসীর পক্ষে নিতান্ত অস্বাস্থ্যকর নয়, এই দেশের উন্নত ভূভাগসমুদায় নাতিশীতোষ্ণ, কিন্তু সমুদ্রের সান্নিধ্য বশতঃ এবং সর্বদা রুষ্টিপাত হওয়াতে এখানকার নিম্নভূমিসকল আর্দ্র। ঐ আর্দ্রতা-নিবন্ধন বাত ও কাশরোগ স্ব স্ব পরাক্রম প্রকাশ করিতে পরাগ্রুথ নহে।

বিস্তীর্ণ পর্বত-শ্রেণী-সত্ত্বেও এখানে লৌহ ভিন্ন আর কোন আকরিক ধাতু উৎপন্ন হয় না। পশ্চিম বার্টিগিরির উপত্যকা বিবিধ বন্য পশুর বাসভূমি। হস্তী, ব্যাঘ্র, মহিষ, ভল্লুক, কৃষ্ণ-সারসুগ, গন্ধগকূল, শৃগাল, নকূল, জলমার্জার, ও বিবিধ প্রকার বানর এখানকার বনজন্তু।

এই রাজ্যের উন্নত প্রদেশের ভূমি সমুদায় বালুকায়ুক্ত ও কঙ্করময়। কিন্তু জলপ্লাবনে তৃণ-লতাদিসকল গলিত হওয়াতে এখানকার নিম্ন-ভূমিসকল সর্বদা স্ফীত ও পঙ্কিল থাকে। ধান্য ও মাগুদানা এখানে প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হয়। কিছুকাল অতীত হইল রেশম উৎপন্ন করিবার নিমিত্ত এখানকার রাজা তৃতরক্ষ রোপণ-প্রথা প্রবর্তিত করিয়াছেন। এতদ্ভিন্ন ফল মূল ভূরি-পরিমাণে উৎপন্ন হইয়া থাকে। যত্ন করিলে ইউরোপীয় সুখাদ্য ফলসকল উৎপন্ন হইবার নিতান্ত অসম্ভাবনা নাই।

কিয়ৎকাল অতীত হইল শত্রুসৈন্যের আক্র-

মণ প্রতিরোধ করিবার জন্য এখানকার রাজা পূর্ব সীমায় প্রায় দুই-সহস্র হস্ত-পরিমিত দুইটী দুর্গ, এবং উত্তর সীমায় পূর্ব-পশ্চিমাভিমুখে বিস্তৃত অপর একটি দুর্গ নির্মাণ করাইয়াছিলেন। এক্ষণে তাহা ভগ্নাবস্থায় নিপতিত রহিয়াছে।

এখানকার অধিবাসীর মধ্যে ব্রাহ্মণ, শূদ্র, মুসলমান ও খ্রীষ্টধর্মাবলম্বীর সম্মিশ্রিত অধিক। এতদ্ভিন্ন এখানে ইহুদী আছে, কিন্তু তাহাদিগের সম্ভ্রান্ত অল্প। সর্বদেয় এখানে ১০,১১,৮২৪ লোকের বাস। এখানকার প্রধান শ্রেণীস্থ ব্রাহ্মণদিগকে “নাম্বুরী” কহে। নাম্বুরীরা সর্বতোমুখী প্রভুতশালী। নায়র প্রভৃতি অপরাপর শ্রেণীর লোকেরা ইহাদিগকে যৎপরোনাস্তি সম্মান করিয়া থাকে। সর্বদো নায়রেরা কেবল কৃষিজীবী ছিল, কিন্তু এক্ষণে ইহাদিগকে নানাবিধ কার্যে নিযুক্ত দেখিতে পাওয়া যায়। নরপতি এই শ্রেণীর লোকহইতে সৈন্য মনোনীত করিয়া লইয়া থাকেন। ইহাদিগের বৈবাহিক নিয়ম অতি আশ্চর্য্য। ইহারা একটি কন্যাকে তাহার পিত্রালয়হইতে আনাইয়া তাহার গলদেশে বিবাহ-সূচক সূত্রবন্ধন করিয়া দেয়। পরে ঐ কন্যাকে পারিতোষিক স্বরূপ কিঞ্চিৎ অর্থ প্রদান করিয়া পুনরায় তাহার পিত্রালয়ে প্রেরণ করে। কন্যা পিত্রালয়ে আসিয়া স্বেচ্ছাচারিণী হইয়া থাকে; তাহাতে কাহারও বিদ্বেষবুদ্ধি নাই। তাহাদিগের সম্ভ্রানেরা স্বীয় মাতুলেরই উত্তরাধিকারী হইয়া থাকে।

ইংরাজী অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে এই ত্রিবাঙ্কোড় রাজ্য ছিন্নভিন্ন হইয়া অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত হইয়া উঠে; এবং ঐ সকল ক্ষুদ্র অংশে এক এক ব্যক্তি স্ব স্ব প্রধান হইয়া অপরাপর ক্ষুদ্র অংশের উপর আপন আপন আধিপত্য বিস্তার করিবার জন্য পরস্পরের প্রতি

অত্যাচার করিতে আরম্ভ করে। পরিশেষে ১৭৫৮ অব্দে ওয়াজিবালা পেরুমাল রাজসিংহাসনে অধিকার হইয়া ঐ সকল ক্ষুদ্র অংশ আপনাবশীভূত করিবার নিমিত্ত এক জন ফ্রেমিসকে সেনাপতি পদে নিযুক্ত করেন। উক্ত সেনাপতি স্বীয় অসাধারণ ধীশক্তি ও সমর-দক্ষতা, প্রভাবে সৈন্য পরিচালনা করত ক্রমে ক্রমে সমুদায় পরাস্ত করিয়া নরপতির বশবর্তী করিয়া তুলিল। ১৭৬৯ অব্দে ঐ ব্যক্তি মানবলীলা সম্বরণ করে।

যৎকালে হাইদর আলী ও তাহার পুত্র টিপুশুলতানের সহিত ব্রিটিশ গবর্ণমেন্টের যুদ্ধানল প্রজ্জ্বলিত হয়, তৎকালে ওয়াজিবালা ব্রিটিশ গবর্ণমেন্টকে সাধ্যমত সাহায্য প্রদান করিয়াছিলেন। পরিশেষে ১৭৮৪ অব্দে যখন ব্রিটিশ গবর্ণমেন্টের সহিত টিপুশুলতানের সন্ধি সংস্থাপন হয়, তখন সেই সন্ধিপত্রে ওয়াজিবালাকে এক জন পরম বন্ধু বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছিল। অনন্তর ১৭৮৮ অব্দে টিপু ত্রিবাঙ্কোড় আক্রমণ করিবার উদ্যোগ করাতে মহীপতি সাতিশয় শঙ্কিত হইয়া স্বীয় রাজ্যের উত্তর সীমা রক্ষা করিবার নিমিত্ত ব্রিটিশ গবর্ণমেন্টের নিকট এক প্রতিজ্ঞা সূত্রে আবদ্ধ হইয়া দুই দল সিপাহী সৈন্য প্রার্থনা করিলেন। পরে প্রতিজ্ঞা-পত্রানুসারে সৈন্যদল সমুপস্থিত হইলে তিনি তাহাদিগকে নিকষিত স্থান রক্ষা করিবার জন্য তথায় প্রেরণ করিলেন। ১৭৮৯ অব্দে টিপু তাহার রাজ্য আক্রমণ এবং তিনি স্বীয় রাজ্যের উত্তর সীমায় যে দুর্গ নির্মাণ করাইয়াছিলেন তাহা ভগ্ন করিয়া রাজ্যমধ্যে প্রবেশপূর্বক অতি ভয়ানকরূপে রাজ্য বিলুপ্তি করিলেন। বন্ধু-রাজ্য আক্রান্ত ও বিলুপ্তি হওয়াতে ব্রিটিশ গবর্ণমেন্ট ক্রোধাবিষ্ট হইয়া যুদ্ধ-ঘোষণা করিয়া দিলেন।

পরে ১৭৯২ অব্দে টিপু সাতিশয় ভীত হইয়া

ওয়াজিবালাকে সমুদায় লুণ্ঠিত দ্রব্য প্রত্যর্পণ করিয়া সন্ধি সংস্থাপন করিলেন।

মলাবার উপকূল এই রাজ্যের একটি প্রধান বাণিজ্যস্থান। কোম্পানী বাহাদুর এই উপকূলহইতে বিবিধ বাণিজ্যদ্রব্য আনয়ন করিয়া থাকেন। ঐ সমুদায় দ্রব্যের মধ্যে গোল মরিচ এখানকার প্রধান বাণিজ্যদ্রব্য, এবং অতি পূর্ব-কালাবধি ঐ স্থানহইতে উহা প্রচুর পরিমাণে আনীত হইয়া থাকে। ১৭২৩ অব্দের ২৮ জানুয়ারীতে ওয়াজিবালা কোম্পানী বাহাদুরের সহিত এই রূপ এক প্রতিজ্ঞাসূত্রে আবদ্ধ হইলেন, যে, তিনি ১০ বৎসরের জন্য বোম্বে গবর্ণমেন্টকে প্রচুর মরিচ এবং কোম্পানী বাহাদুর তাহার বিনিময়ে যুদ্ধাস্ত্র ও ইউরোপীয় বিবিধ বাণিজ্য দ্রব্য প্রদান করিবেন। এই রূপ সন্ধি সংস্থাপনের পর ১৭২৫ অব্দে যে সন্ধিপত্র বিধিবদ্ধ হয় তাহার উদ্দেশ্য এই যে, ত্রিবাঙ্কোড়ের অধিপতি কোম্পানী বাহাদুরকে বাৎসরিক নিয়মে কর-স্বরূপ কিয়ৎ পরিমাণে অর্থ প্রদান এবং কোম্পানী বাহাদুর তাঁহাকে তিন দল সিপাহী সৈন্য এক দল গোলন্দাজ ও দুই দল খালাসী দিবেন। ঐ সকল সৈন্যদলের উপর রাজার সার্বভৌমত্ব প্রভূতা থাকিবে; এমন কি তিনি সৈন্যদিগকে যখন যেখানে রাখিতে মনোনীত করিবেন, তখন সেই স্থানেই রাখিতে পারিবেন।

অনন্তর ১৭২৯ অব্দে ওয়াজিবালা পরলোক গমন করিলে, রাজা রামবর্মা সিংহাসনে অধি-রোহণ করিলেন। কিয়দ্দিন রাজ্যশাসন করিবার পর ১৮০২ অব্দে তিনি কোম্পানী বাহাদুরের সহিত এই রূপ প্রতিজ্ঞাপাশে বদ্ধ হইলেন যে, পূর্বোল্লিখিত সৈন্যভিষ্য তিনি আর এক দল পদাতি সৈন্য রাখিবার জন্য কোম্পানী বাহাদুরকে পূর্বাপেক্ষা কিঞ্চিৎ অধিক পরিমাণে কর

প্রদান করিবেন। আর যদি শত্রু-সৈন্য নিবারণের নিমিত্ত কখন সৈন্য সাহায্য আবশ্যক হয়, তাহাতে ব্রিটিশ গবর্ণমেন্ট সাহায্যদানে পরাধীন হইবেন না। কিন্তু তিনি তাহার নিমিত্ত নিয়মিত করপ্রদান না করিয়া কোম্পানী বাহাদুর যাহা ন্যায্যানুগত বলিয়া প্রার্থনা করিবেন, তিনি তাহাই অর্পণ করিতে সম্মত হইবেন। এতদ্ভিন্ন তিনি আরও এই রূপ স্বীকার করিলেন, যে, যদি কোন যুদ্ধ-ঘটনা কিংবা সন্ধি উপলক্ষে আয়ের অসম্পত্তা-নিবন্ধন নিয়মিত কর, অথবা অতিরিক্ত সৈন্য-সাহায্য-জন্য গবর্ণর জেনেরল যাহা ন্যায্যানুগত বলিয়া নির্দ্ধারিত করিয়া দিবেন, যদি তিনি তাহা দিতে অসমর্থ হন, তাহা হইলে গবর্ণর জেনেরল তাঁহার রাজ্য-সঙ্ক্ৰান্ত-বিষয়ে হস্তার্পণ করিয়া যে রূপ নিয়ম নির্দ্ধারণ করা ন্যায্য বলিয়া বোধ করিবেন, তাহা অনায়াসেই নির্দ্ধারিত করিতে পারিবেন। অধিকন্তু প্রয়োজন উপস্থিত হইলে তিনি কোন কোন স্থানের নিয়মভার স্বয়ং স্বহস্তে গ্রহণ করিতেও বিরত হইবেন না। রামবর্মার ব্রিটিশ গবর্ণমেন্টের নিকট আরও এই অঙ্গীকার করিয়াছিলেন, যে, তাঁহা-দিগের অনভিমতে কোন কার্য করিবেন না, অন্য কোন রাজ্যের সহিত সংগ্রহ রাখিবেন না, কোন বিদেশীয় ব্যক্তিকে আপন কার্যে নিযুক্ত করিবেন না, কিংবা কোন বিদেশীয় ব্যক্তিকে স্বীয় রাজ্যমধ্যে অবস্থান করিতে দিবেন না। ব্রিটিশ গবর্ণমেন্টের সৈন্য-সাহায্য-বিনিময়ে রাজা রামবর্মা বর্ষে বর্ষে ৮,০০,০০ টাকা দিতে সম্মত হইয়াছিলেন।

সে যাহা হউক, রাজা রামবর্মার শাসনসময়ে ত্রিবাঙ্কোড়মধ্যে গোলযোগের আর পরিসীমা ছিল না। ১৮০৮ অব্দে ঘোরতর প্রজাবিদ্রোহ উপস্থিত হইলে ব্রিটিশ গবর্ণমেন্ট সৈন্য-সাহায্য-

সহকারে তাহা নিবারণ করিলেন। এই বিদ্রোহের নিবারণ এবং কুইলন নগরে আর এক দল অতিরিক্ত সৈন্য-সংস্থাপন-জন্য ১৭৯৫ অব্দের প্রতিজ্ঞা পত্রানুসারে ব্রিটিশ গবর্ণমেন্টের নিকট রাজা রামবর্মার অনেক টাকা ঋণ হইয়া উঠিল। ঐ ঋণ পরিশোধবিষয়ে অত্যন্ত কালবিলম্ব হওয়াতে ব্রিটিশ গবর্ণমেন্ট ১৮১১ অব্দে যখন রাজ্যভার স্বয়ং গ্রহণ করিতে উদ্যত হইলেন, ঐ সময় রাজা রামবর্মা মর্ত্যলোক পরিত্যাগপূর্বক প্রস্থান করিলেন। তৎকালে লক্ষ্মীরাণী উত্তরাধিকারিণী হইয়া যে পর্য্যন্ত কোন পুং উত্তরাধিকারী উপস্থিত না হয় সেই কাল পর্য্যন্ত ত্রিবাঙ্কোড়ের শাসনপদে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। কর্ণেল মন্রো তাঁহার মন্ত্রী-স্বরূপ হইয়া রাজকার্য্য নির্বাহ করিতে লাগিলেন। মন্রোর শাসনশৃংখলা ত্রিবাঙ্কোড়ের অবস্থার অনেক পরিবর্তন হইয়া উঠিল। ১৮১৪ অব্দে লক্ষ্মীরাণী উপরত হইলে তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র রাজ্যপদে অধিকারী হইলেন। কিন্তু অপ্রাপ্তবয়স্ক বলিয়া লক্ষ্মীরাণীর ভগিনী রাজপ্রতিনিধি রূপে ব্রিটিশ গবর্ণমেন্টের মতানুসারে রাজকার্য্য পর্যালোচনা করিতে লাগিলেন। অনন্তর ১৮২৯ অব্দে রাজকুমার বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে যথানিয়মে রাজপদে অভিষিক্ত হইলেন। এই নবভূপাল ১৭ বৎসরমাত্র রাজ্যশাসন করিয়া ১৮৪৭ অব্দে অকালে কালের কবলে বিলীন হন। তদনন্তর তাঁহার ভ্রাতা মার্ত্তণ্ডবর্মা রাজসিংহাসনে অধিরোহণ করেন; কিন্তু তিনিও ১৮৬০ সালে মানবলীলা সংবরণ করেন। পরলোকগমনের পর তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভাগিনেয় পীড়িত হইয়া অকর্ম্মণ্য হইয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার দ্বিতীয় ভাগিনেয় রামবর্মা রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। তিনিই এই ক্ষণকার রাজা; ইনি দত্তক-গ্রহণে অনুমতি লাভ করিয়াছেন।

ত্রিবাঙ্কোড়ের উত্তরাধিকারিতার নিয়ম অতি চমৎকার। রাজার পরলোক প্রাপ্তি হইলে তাঁহার পুত্র কখনই উত্তরাধিকারী হইতে পারে না। তাঁহার সহোদর ভ্রাতাই উত্তরাধিকারী হইয়া থাকে। যদি সহোদর ভ্রাতা বর্ত্তমান না থাকে, তাহা হইলে, ভাগিনেয় অথবা তাহার অবর্ত্তমানে ভগিনীর দৌহিত্রই উত্তরাধিকারী হয়। তদ্দেশীয়দিগের মধ্যে দত্তকপুত্র গ্রহণের প্রথা প্রচলিত নাই। ইহারা দত্তককন্যা গ্রহণ করিয়া থাকে; ঐ দত্তক-কন্যা গ্রহণের নিমিত্ত রাজার কতক গুলি আত্মীয় ঘর আছে। সেই ঘর ভিন্ন অন্যত্র হইতে দত্তক-কন্যা গ্রহণ করেন না। ঐ দত্তক-কন্যা-দিগকে “টুঙ্গরালী” অথবা “আতিস্মারালী” বলিয়া তদ্দেশীয় লোকে নির্দেশ করিয়া থাকে। ১৭৮৮ অব্দে এক রাজাকে দুই দত্তক-কন্যা গ্রহণ করিতে হইয়াছিল। বর্ত্তমান রাজা তাহারই জ্যেষ্ঠা ভগিনীর প্রদৌহিত্র। এক্ষণে এখানে ১৬৮০ পদাতি সৈন্য, ৩০ জন গোলন্দাজ, এবং চারিটি কামান আছে। এখানকার রাজস্ব ৪২,৮৫,০০০ টাকা উৎপন্ন হইয়া থাকে।

অদ্ভুত সম্পর্ক।



ক জন মার্কিন দেশীয় নায়ক স্বীয়-জীবন-রত্নান্তে লেখিয়াছেন “আমি এক বিধবা রমণীর পাণিগ্রহণ করি। তাহার একটি রূপযৌবন-সম্পন্ন ষোড়শী কন্যা ছিল। আমার পিতা আমার বাটী সর্বদা আসিতেন, এবং সহবাসক্রমে আমার স্ত্রীর ঐ কন্যাটির প্রেমে আবদ্ধ হইয়া তাহাকে বিবাহ করিলেন; সুতরাং আমার পিতা আমার জামাতা হইলেন, এবং আমার পত্নীসূতা (সত্যত মেয়ে) আমার পিতার স্ত্রী হওয়াতে

আমার মাতা হইলেন। কিয়ৎকাল পরে আমার পুত্রীর একটি সন্তান হইল; সে আমার পিতার শ্যালক এবং আমার মাতার ভ্রাতা, সুতরাং আমার মাতুল হইল। অতঃপর আমার পিতার স্ত্রী, অর্থাৎ আমার সত্য মেয়ের, এক পুত্র হয়। প্রচলিত নিয়মানুসারে সে আমার ভ্রাতা হইল, অথচ তাহার সহিত আমার দৌহিত্র সম্পর্ক বজায় রহিল, কারণ সে আমার কন্যার পুত্র, সুতরাং আমার দৌহিত্র। আমার পুত্র তাহাকে ইচ্ছানুসারে খুড়া কি ভাগিনেয় বলিতে পারিত; ও সে তাহাকে বিকম্পে মামা বা ভাইপো বলিত। অপর আমার স্ত্রী আমার মাতার মাতা, সুতরাং আমার ঠাকুরগদিদী হইলেন, আর আমি তাঁহার স্বামী ও নাতি দুই এক কালে থাকিলাম। অধিকন্তু যেহেতু ঠাকুরগদিদীর স্বামী লোকের ঠাকুরদাদা হইয়া থাকে, সুতরাং আমিই আমার ঠাকুরদাদা ঘটিয়াছি।”

ভয়াবহ কীট।



তার দেশের অন্তর্গত বোখারা নামক নগরে এক প্রকার ভয়াবহ কীটের বিবরণ কোন পর্য্যটক লিখিয়াছেন। তিনি বলেন যে উহা মনুষ্যের শরীরমধ্যেই জন্মিয়া থাকে। তদ্দেশের দশ জনের মধ্যে গড়ে এক জন করিয়া প্রায় এ কীটদ্বারা প্রপীড়িত হয়। প্রবাদ আছে যে এ কীট পানীয় জলের দোষে উৎপন্ন হয়; তন্নিমিত্ত বিদেশীয় মনুষ্যমাত্রেই তথায় উৎস সলিল ও চা প্রভৃতি পানীয় ব্যবহার করে; সামান্য জল গ্রহণ করে না। কিন্তু তাহাতে সম্পূর্ণরূপে আপদের

শান্তি হয় ইহা বক্তব্য নহে। পরন্তু যাহারা বোখারাতে বাস করে, তাহাদিগের পক্ষে এই আপৎ অতি তুচ্ছ বোধ হয়। এই আপদে কেহ অভিভূত হইলে আদৌ তাহার শরীরের এক স্থানে অতিশয় বেদনা হয়। ক্রমে ঐ বেদনা-বিশিষ্ট স্থানে একটা কৃষ্ণবর্ণ চিহ্ন হইয়া ঐ স্থানে এক সূত্রবৎ কীট দৃষ্ট হয়। তাহা অতি সাবধানে এক শলাকায় বন্ধন করিয়া টানিয়া বাহির করিলেই রোগের প্রতিকার হয়। কিন্তু কীট টানিয়া বাহির করিবার সময় কোন ক্রমে কীট দ্বিখণ্ড হইলে উপকারের পরিবর্তে অধিক অপকার হইয়া উঠে; কারণ তাহাতে একটার পরিবর্তে সেই স্থলে ৩ টা হইতে ১০ টা পর্য্যন্ত কীট জন্মিয়া থাকে; এবং তৎ সমস্ত টানিয়া বাহির করা অত্যন্ত কঠিন হইয়া পড়ে।

বোখারাস্থিত খোরিকগণ কীট টানিয়া বাহির করিতে বিশেষ সুনিপুণ। ডাক্তর উল্ফ সাহেব এই কীটের পীড়ায় অত্যন্ত যত্নগা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তিনি বোখারাহইতে পীড়িত হইয়া ইংলণ্ডে যাত্রা করেন, এবং তথায় অনেক কষ্টে ঐ পোকা বাহির করাইয়া আরোগ্য লাভ করেন।

চীন দেশীয় কাগজের ঢাকা বা নোট।

চীনকালে মুদ্রা ব্যবহারের বিশেষ প্রাচীনা রীতি ছিল না। তৎকালে দ্রব্যের বিনিময়েই দ্রব্যের মূল্য দিবার একমাত্র উপায় প্রসিদ্ধ ছিল। প্রবাদ আছে যে ইউরোপের উত্তরস্থ দেশবর্গী বিবিধ জাতীয় মনুষ্য বিবর, কাটবিড়াল, মাটিন ও অপরাপর জন্তুর চর্ম ও পশম প্রতিপ্রদান-পূর্বক আবশ্যক বস্তুসকল প্রাপ্ত হইত। সেন্ট পিটার্সবর্গ নগরস্থ এক বিদ্যালয়ের অধ্যাপক

মোং জুক সাহেব ইউরোপের উত্তর দেশবাসী লোকদিগের ব্যবহৃত মুদ্রাসমূহের এক ঐতিহাসিক গ্রন্থ লিপিবদ্ধ করেন, তদ্ব্যতীত দ্রব্যাদি বিক্রয়ের নিয়মসকল বিশিষ্টরূপে অবগত হওয়া যায়। তাহাতে লিখিত আছে যে লাপলগু ও অন্যান্য দেশে কোন ব্যক্তি নৃপতির শাসন-দণ্ডে অর্থের দায়ী হইলে পশ্বাদির চর্ম প্রদানে নিষ্কৃতিলাভের যোগ্য হইত। কথিত দেশবাসী লোকেরা মুদ্রাকে “নগদ” বলিত, এবং তাহার কিঞ্চিৎ অপভ্রংশে অপরাপর লোকেরা “নোহত” শব্দ উচ্চারণ করে। পরন্তু এতৎ শব্দের প্রকৃতার্থ পশ্বাজিন ব্যতীত আর কিছুই নহে; এবং পূর্বোক্ত দেশসমূহে প্রাচীনাবস্থায় ঐ নগদ বা নোহত শব্দ চর্মেরই অপরাভিধান বলিয়া পরিজ্ঞাত ছিল।

আবিসিনিয়া দেশে মুদ্রার পরিবর্তে লবন ও মরিচ অর্থরূপে প্রচলিত ছিল; এবং নিউ ফাউলগু কডম্‌সদ্বারা মুদ্রার কার্য সাধিত হইত। এতদ্ভিন্ন বর্জিনীয়া দেশে তামাকু, আইসলগু উর্গব্র, গ্রীস দেশে রেশম, চীন রাজ্যে চর্ম, ভোটাঙ্গ এবং এতদ্দেশে বরাটক ও মেকসিকো রাজ্যে নারিকেলের শাঁস প্রভৃতি পদার্থ টাকা বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিল।

প্রাগুক্ত দ্রব্য-বিনিময়দ্বারা বণিগ্গণের যথেষ্ট অসুবিধা হওয়াতে অতঃপর তাম্র, এবং অন্যান্য নিকৃষ্ট ধাতু বাণিজ্য-পদার্থের মূল্য বলিয়া গণ্য হইয়াছিল। তদনন্তর তাম্রাদির পরিবর্তে রজত ও কাঞ্চন পূর্ব-কথিত-মূল্য-স্থানে নিয়োজিত হয়। পরন্তু স্বর্ণ রজতাদির বিনিময়ও বণিগ্গণের পক্ষে বিশেষ ফলোপধায়ক হয় না; যেহেতু তাম্রের পরিবর্তে রৌপ্য ও স্বর্ণদ্বারা যদিও গুরুতার অনেক লাঘব হয়, এবং বণিকেরা বাণিজ্য সমাধা করিয়া অম্পা-

য়তন রজতে সমস্ত পণ্যদ্রব্যের মূল্য অনায়াসেই স্বদেশে লইয়া যাইতে পারে, তাহাতে বিশেষ ক্রেশ হয় না; তথাপি বিচক্ষণ চীন বণিকেরা দ্রব্যাদির আপহৃত্যে উদ্ধার পাইবার জন্য এবং অনায়াসে বাণিজ্য-কার্য পরিচালনের নিমিত্ত কাগজের টাকা অর্থাৎ “নোট” প্রচারিত করে। উল্লিখিত টাকা বিশিষ্টরূপে প্রচলিত হওয়াতে বাণিজ্যের অনেক উন্নতি সাধিত হইয়াছিল। ঐ খত হানবংশীয় সম্রাটগণের আধিপত্যকালে চীনদেশে সর্বদো প্রচলিত হয়। বিনিময়দেশীয় সুপ্রসিদ্ধ পরিব্রাজক মার্কো পোলো যৎকালে এতদ্দেশে এবং পূর্বরাজ্যে পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন, তৎকালে চীন দেশে ঐ রূপ টাকা বিশিষ্টরূপে প্রচলিত ছিল। প্রবাদ আছে যে চঙ্গেজ খাঁ নামা বিখ্যাত মোগল বিজয়ী ভূপতির বংশধর কৈখাতু পারস-দেশে কাগজের টাকা প্রচলনদ্বারা আয়ের অনেক জীৱদ্ধি সাধন করিয়াছিলেন। কিন্তু তৎপূর্ববর্তনায় প্রজাদিগের প্রতি অন্যান্যপূর্বক বলপ্রকাশ করাতে সেই সূত্রেই প্রজারা তাঁহার রাজ্যাপহরণ করত তদীয় প্রধান অমাত্যকে নিহত করিয়াছিল। তৎকালাবধি পারসদেশে নোটের ব্যবহার একেবারে রহিত হয়। কিন্তু তৎপর-বৎসর গজননের অধিপতি তুগলক খাঁ স্বরাজ্যে গিল্‌টীকরা তাম্রমুদ্রা এবং নোট প্রচলিত করণে সচেষ্ট হন। তাহাতে বিশেষ ফলোপধায়ক না হইয়া বরং তদ্বিপার্য্যয়ে তাঁহার অধিকারমধ্যে প্রবঞ্চনা এবং দুষ্টতার আতিশয্য হইয়াছিল।

ওটা-নামা চীন-দেশীয় সম্রাট সর্বদো এতদ্বিষয়ে উৎসাহিত হইয়া স্বর্ণ বর্ণে সুরঞ্জিত মুদ্রিত নোট প্রকাশ করেন। উহা “ফাইপাই” নামে প্রসিদ্ধ ছিল। তাহার মূল্য ১২৫ টাকা। ঐ নোট কত কাল চীন দেশে প্রচলিত ছিল তাহার নিরূপণ

করা দুঃসাধ্য হইয়াছে। ঐ নোট যুগচর্মদ্বারা প্রস্তুত হইয়াছিল; এবং তাহা চীন দেশে ধনাঢ্য লোকদ্বারা বাহুল্যরূপে ব্যবহৃত হইত। নোটের গাত্রে অক্ষরাদি লিখিত এবং কাঞ্চনদ্বারা দ্যুতিরূপে ও সমুজ্জ্বল করা হইত। ৩০৫ খ্রীষ্টাব্দে চীন দেশে পুরাতন তাত্র পত্র, বর্তুলাকার লৌহ খণ্ড, খণ্ডপ্ৰমাণ বস্ত্র, এবং পেপেবোর্ড প্রভৃতি মুদ্রার স্থানীয় ছিল। সম্রাট হিয়াংটিসো, যিনি ৮০৭ খ্রীষ্টাব্দে চীন সাম্রাজ্যের অধীশ্বর হইয়াছিলেন, এবং যাঁহার তুল্য বিচক্ষণ ভূপতি চীন দেশে অম্পই জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছিলেন, তাঁহার আধিপত্যকালে চীন-দেশে অত্যন্ত অরাজক হইয়াছিল। তাঁহার পূর্বগত সম্রাটগণ রাজনীতি-বিকল্প-কার্য্যদোষে হীন-পরাক্রম এবং প্রজাদিগের অপ্রীতি-ভাজন হইয়া কোন ক্রমেই প্রজাগণকে বশীভূত এবং স্বাধিকারমধ্যে সুনিয়ম ও সুশৃঙ্খলা নিবদ্ধ করিতে পারেন নাই। পরন্তু পূর্বকথিত অধীশ্বর অসাধারণ রাজনীতি-জ্ঞতা ও প্রগাঢ় বুদ্ধিপ্রভাবে ক্রমে ক্রমে সমস্ত সাম্রাজ্যে বিশৃঙ্খলতা-দোষের অবচ্ছেদ করিয়াছিলেন। তিনি “ফেতিসিয়ন্” নামক নোট আপনার সাম্রাজ্যমধ্যে প্রচলিত করিয়া পূর্বতন দুর্বিপত্তির সমুচ্ছেদ করেন। তৎপরে চীন দেশে আর এক প্রকার নোট “ফাইটিসো” নামা সম্রাটদ্বারা প্রচারিত হয়; তাহা “পিয়ানটিসিয়ান” নামে প্রসিদ্ধ ছিল। তদনন্তর “টিচিটিসি” নামে এক প্রকার নোট চলিত হয়। ঐ নোট

কোন কারণ বশতঃ রহিত হইলে “কৈওটিসু” নামে অন্য এক প্রকার নোট প্রচলিত হইয়াছিল। শেযোক্ত নোট এতদেশীয় “ট্রেজারী বিল” নামক খতের সদৃশ ছিল। উহার টাকা ৩ বৎসরের অনধিক কালের মধ্যে প্রাপ্ত হওয়া যাইত না। খ্রীষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দে মিজ বংশের আধিপত্য বিখণ্ডিত হইলে চীন দেশে ঐ নোট অপ্রচলিত হয়। পরন্তু অপরাপর নোট তৎপরে ক্রমান্বয়ে চলিত আছে।

পূর্বে কথিত হইয়াছে যে নোটের প্রকৃত অর্থ খত, এবং তদনুসারে ইংরাজদিগের প্রচলিত নোটে লিখিত থাকে যে “আমি অঙ্গীকার করিতেছি যে যে ব্যক্তি এই খত আনিবে তাহাকে দৃষ্টি মাত্র আমি (নিকপিত) টাকা দিব।” পরন্তু চীনরাজ্যের নোটে তাদৃশ কথা থাকিত না; তৎপরিবর্তে তাহাতে এই লিখিত থাকিত যে, “কোষাধ্যক্ষদিগের প্রার্থনায় এই আজ্ঞা হইল যে মিজ মহারাজবংশীয় মুদ্রাক্রিত এই কাগজের টাকা প্রচলিত হইবে, এবং সর্বতোভাবে তাত্র-মুদ্রার পরিবর্তে ব্যবহৃত হইবে। যে ব্যক্তি ইহা অমান্য করিবে তাহার মস্তকচ্ছেদ করা যাইবেক।” আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে এতদ্রূপ কঠোর আজ্ঞা থাকিতেও মিজদিগের নোট অদ্বৈক বাটার ক্রমে বিক্রয় হইত না। এবং ইংরাজের নোট তাদৃশ কোন দণ্ডের ভয় না থাকিলেও তাহা বিনা বাটার সর্বত্র প্রচলিত আছে; ফলে সম্ভ্রমই নোটের মূল।

রহস্য-সন্দর্ভ

নাম

পদার্থ-সমালোচক মাসিক পত্র ।

৪ পর্ব]

প্রতি খণ্ডের মূল্য ১০ আনা । বার্ষিক অগ্রিম মূল্য ২ টাকা ।

[৪১ খণ্ড

মৎস্য ব্যবসায়ের মাহাত্ম্য ।



মাদিগের দেশে যত
জাতি আছে তন্ম-
ধ্যে তাহাদিগের যে
রক্তি প্রায় সেই সেই
ব্যবসায়ের অনু-
সারে তাহাদিগের
নামকরণ হইয়াছে;
এবং বংশ-পরম্প-

রাক্রমে প্রত্যেক জাতীয় মনুষ্যেরা পৈত্রিক রক্তি
অবলম্বন করিয়া জীবিকা নির্বাহ করিয়া আসি-
তেছে ; কদাপি এক জাতীয় মনুষ্য অন্য জাতির
ব্যবসায় অবলম্বন করিয়া জীবনোপায় সংস্থান করে
না। সেই রূপ যে জাতি মৎস্য ধারণ পূর্বক জী-
বিকা অর্জন করিয়া আসিতেছে, ভারতবর্ষীয়েরা
সেই জাতিকে মৎস্যজীবী বা জালজীবী অথবা
ধীবর কহিয়া থাকেন। তাহাদিগের ব্যব-
সায়ের নাম মৎস্যধারণ। এই ব্যবসায়ের নামো-
ল্লেখে রহস্য-সন্দর্ভের অনেক পাঠক মনে করিতে
পারেন যে এক্ষণে আমরা দিগকে কল্ক স্বীকার
করিতে হইয়াছে। অতএব এই পত্র পাঠ করিবার
আর আবশ্যিকতা নাই। তাহাদিগের সেই বৃহৎ
জালের নিরাকরণ নিমিত্ত অধিক আগ্রাস করিতে

হইবে না। বিবেচনা করিয়া দেখিলে ব্যক্ত হইবে জ-
গতের যে কিছু মহত কার্য সাধিত হইয়াছে ও হইয়া
আসিতেছে তৎসমুদায়ই সামান্য বস্তুহইতে সম্পন্ন
হইয়া আসিতেছে। সামান্য বস্তুদ্বারা যে সমু-
দায় অসামান্য কার্য নির্বাহ হইতেছে তাহা
প্রত্যক্ষ করিয়া কোন্ মহান ব্যক্তি বস্তু-বিশেষ-
কে সামান্য ও বস্তু-বিশেষকে অসামান্য জ্ঞান
করিয়া থাকেন? তাঁহারা সমুদায় বস্তুকেই বিবে-
চনীয় জ্ঞান করিয়া থাকেন। যে মহাত্মা বাস্প-
দ্বারা যন্ত্র পরিচালন করিয়াছিলেন তিনি কি
তত্ত্ব জলের ধূঁয়াকে সামান্য দ্রব্য জ্ঞান করিয়া
অবজ্ঞা করিয়াছিলেন? যে ধীমান ব্যক্তি তাড়িত
বার্তাবাহকের প্রথম প্রক্রিয়া দেখাইয়াছিলেন তিনি
কি বিদ্যুৎকে সামান্য দ্রব্য-সম্ভূত বস্তু জানিয়া
হেয় করিয়াছিলেন? যিনি দিগদর্শন যন্ত্রের সৃষ্টি
করিয়াছেন তিনি কি কুদৃশ্য যৎসামান্য চুম্বককে
সামান্য দ্রব্য বলিয়া অবজ্ঞাপ করিয়াছিলেন?
তিলাক্ষপরিমাণ ক্ষুদ্র ডুমুর-বোজ অপেক্ষা সামান্য
দ্রব্য কি আছে, কিন্তু তাহাই তরুরাজ অশ্বখের
আদিম পদার্থ। ছাগ অতি সামান্য জীব, তাহা-
হইতেই রাজ-পরিচ্ছদ শাল প্রস্তুত হয়। তুত-
পোকা দেখিতে বিষ্ঠার রুমির ন্যায় হয়, তথাপি
তাহাই প্রিয়তম মাটির মখমলের আকর। ইত্যাদি
বিষয় পরিজ্ঞাত হইলে সামান্য বিষয়হইতে যে



କଟ-ସତ୍ୟା, ଧାରଣେ ଯାଆ ।

অসাধারণ কর্ম সম্পন্ন হয় ও ভূমণ্ডলের অনেক উপকার সুসম্পন্ন হইয়া আসিতেছে তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়।

মৎস্য, সামান্য পদার্থ বটে; তথাপি ইহা দ্বারা জনসমাজের যে সমূহ উপকার হইয়া থাকে, তাহা সকলেই অবশ্য স্বীকার করিবেন। যেমন তণ্ডুল, দিহল, তৈল, স্বর্করা, দুগ্ধাদি জীবনের অবলম্বন মধ্যে পরিগণিত, সেই রূপ মৎস্যও তন্মধ্যে সর্বতোভাবে পরিগণিত হইয়া থাকে। এবং যে পদার্থ জীবনের অবলম্বন তাহাকে কি প্রকারে সামান্য বলিয়া অবজ্ঞা করা যায়?

অপর তাহার ব্যবসায় কোন মতে সামান্য নহে। প্রখ্যাত তণ্ডুলের ব্যবসায়ে যে পরিমাণে লাভ হইয়া থাকে, ইহাতে তাহার কোন অংশে অস্পৃশ্য দেখা যায় না। এক একটি সামান্য মৎস্যের ব্যবসায়ে এক এক জেলার রাজস্বপেক্ষা অধিক লাভ হইয়া থাকে। সমস্ত কটক জেলার রাজস্ব ১৩১ লক্ষ টাকা নির্ধারিত আছে। আর এক পদ্মার ইলিস মৎস্যের মূল্য বৎসরে ২৫ লক্ষ টাকা উৎপন্ন হয়। এই রূপ এতদ্দেশে সমুদয় মৎস্যের গড় ধরিলে বৎসরে এতদ্দেশে ২ দুই কোটি মণ মৎস্য ও ১০ দশ কোটি-টাকার আয় হইতেছে বলিতে পারা যায়। ইহার তুলনায় প্রতি বর্ষে যে তণ্ডুল বিলাতে প্রেরণ করা যায় তাহা মৎস্যসামান্য বোধ হয়, কারণ তাহার মূল্য এক কোটি টাকার অধিক হইবে না। অপর ইহাও যে অত্যন্ত অধিক হইল এমন নহে। বিলাতে এক এক মৎস্যের দ্বারা ভ্রমপেক্ষা অধিকতর আয় হইতেছে। ইউরোপ দেশে লিড নামক এক প্রকার মৎস্য বিক্রয়দ্বারা বৎসরে ৪ কোটি টাকা আয় হয়। তাহা গড়ে দশ লক্ষ মণ ধৃত হইয়া থাকে। এ দেশে কড মৎস্য নামক এক প্রকার মৎস্য আছে, তাহার প্রায় ১০ দশ কোটি মণ ধৃত হইয়া থাকে;

তাহার মূল্য প্রায় ৮০ আশী কোটি টাকা। এতদ্ভিন্ন এই ব্যবসায়ের সাহায্যার্থ বৎসরে পঞ্চাশ লক্ষ লোক নিযুক্ত থাকে। তাহাদিগের সকলের উপজীব্য এই মৎস্যে উৎপন্ন হয়। উহাদের ব্যবসায়ের নিমিত্ত লক্ষ খানা নোকা তাহাদিগের অধীনে থাকে। তাহাতে নোকাডীবিরূপ বৎসরে এক কোটি টাকা প্রাপ্ত হয়। অপর কর্মকারেরা নোকা ও মৎস্য ধারণের লৌহাস্ত্র নির্মাণদ্বারা বৎসরে এক কোটির অধিক টাকা পায়। এ মৎস্যের ব্যবসায়ের সুবিধার জন্য বৎসরে দশ হাজার মণ লবণ বিক্রয় হয়; তাহার মূল্য প্রায় ৪০ চল্লিশ হাজার টাকা। অপর তাহা ধরিবার নিমিত্ত বৎসরে প্রায় দশ লক্ষ মণ শণসূতা লাগিয়া থাকে; তাহার মূল্য প্রায় ৩ তিন লক্ষ টাকা। অধিকন্তু এই কড মৎস্য ধৃত-করণার্থে প্রায় ৩ তিন লক্ষ টাকার লৌহাস্ত্র বিক্রয় হয়। যে ব্যবসায়দ্বারা এত লোকের উপজীবিকা নির্বাহ হইয়া আসিতেছে—যাহাদ্বারা বৎসরে এতাদৃশ বহু অর্থ উপার্জিত হইতেছে—যাহাতে কোটিধিক মানুষ আহার প্রাপ্ত হইতেছে—তাহাকে কোন বিবেচক ব্যক্তি সামান্য বাণিজ্য মধ্যে গণনা করিবেন? আর কড মৎস্যই যে এবিষয়ে অসাধারণ দৃষ্টান্ত এমন নহে; ইহার সহিত হেরিং মৎস্য, সামন্ মৎস্য, জৈল মৎস্য প্রভৃতি নানা মৎস্যের তুলনা হইতে পারে ও তৎসমুদায়ে মনুষ্যের যে মহান উপকার হয়, তাহার সহিত অন্য কোন ব্যবসায়ের তুলনা হইতে পারে না।

অনুমিত হইয়াছে যে মৎস্য-বিক্রয়দ্বারা পৃথিবীর এক কোটি চৌবাড়ি লক্ষ মানুষ লোকসমাজে অবস্থান করিতেছে। আর ইহার নিমিত্ত মনুষ্যের লালসাই বা কত? শুধু মৎস্য এক বৎসরের পঞ্চ-হইতে আনয়নপূর্বক লোকেরা তাহা ভক্ষণ করিয়া সেই লালসা চরিতার্থ করে। কেহ কেহ দুই

তিন মাসের বিরূত লবণাক্ত আর্দ্র মৎস্য উপাদেয় জ্ঞানে ভোজনের সময় সাদরে গ্রহণ করে। মনুষ্যের কচিভেদে ইহার কিছুই উপাদেয় অনুপাদেয় নাই। ব্যক্তি-বিশেষের নিকট দুর্গন্ধময় ঘণিত শুক মৎস্যও উপাদেয় বলিয়া প্রতীয়মান হয়।

অপর ঐ মৎস্য ধৃত করণেও লোকে যৎপরো-
নাস্তি সুখবোধ করিয়া থাকে। আমাদিগের দেশের
কি ধনী, কি নির্ধন, কি দরিদ্র, কি আনিষভোজী,
কি হবিষ্যাশী, কেহই মৎস্য সঙ্কল্পকালে দুঃখিত
হয়েন না; প্রত্যুত সকলেই আমোদ অনুভব
করিয়া থাকেন। ধনীগণ সম্যক্ মার্ভগুতাপে
পরিতাপিত হইয়াও আপনার ঐ আমোদ চরি-
তার্থ করণের নিমিত্ত এক দৃষ্টে তরঙ্গের প্রুতি
দৃষ্টি-নিরূপপূর্বক চিত্র-পুস্তলিকার ন্যায় নিস্তব্ধ
হইয়া থাকেন। তৎকালে তাঁহাদিগের গাত্রহ-
ইতে শোণিতসমূহ স্বর্ষ্যরূপে পরিণত হইয়া
বহির্গত হইলেও আপনাকে ক্রিষ্ট বিবেচনা করেন
না। সেই সকল বিলাসিদিগকে আবার দুঃখ-
ক্ষেণসম্মিত শয্যায় শয়িত হইয়া অশেষ ক্লেশ
অনুভব করিতে দেখা যায়।

পঞ্চতন্ত্র ।



তদ্বদেশের প্রাচীন উপন্যাস-
সকল সমুহ করিয়া বিষ্ণুশর্মা
'পঞ্চতন্ত্র' নামক এক নীতি-
গ্রন্থ প্রকটন করিয়াছিলেন।

উক্ত গ্রন্থের উপন্যাসসকল অতীব মনো-
রম্য এবং সম্ভাব-কল্পিত। পৃথিবীর প্রায়
সকল খণ্ডে ঐ গ্রন্থের উপাদেয়তা বহুকাল
পরিচিতি আছে, এবং ইউরোপ ও আশিয়ার
সকল সভ্য ভাষায় তাহার অনুবাদ প্রচারিত

হইয়াছে। পরন্তু এক ভাষার গ্রন্থ অন্য ভা-
ষায় অনুবাদিত করিলে তাহার কোন কোন
স্থান পরিবর্তিত হইয়া থাকে। তৎপ্রযুক্ত অনু-
বাদকেরা প্রয়োজনমত স্থল বিশেষ পরিত্যাগ
এবং পরিবর্তন করাতেই প্রস্তাবিত গ্রন্থ একপ
কপান্তর প্রাপ্ত হইয়াছে যে তাহার সংশোধন
ব্যতীত মূলের সহিত এক্য হইবার সম্ভাবনা
নাই। অনুবাদেই এই দশা ঘটিয়াছে এমৎ নহে;
সংস্কৃত ভাষার মূল পঞ্চতন্ত্রেও অনেক কপা-
ন্তর দেখা যায়। হিতোপদেশ গ্রন্থই তাহার উদা-
হরণ। অনেকের ভ্রম আছে, পণ্ডিতগণাগ্রগণ্য
বিষ্ণুশর্মা হিতোপদেশ গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন।
পদার্থতঃ বিষ্ণুশর্মার সহিত হিতোপদেশের
কোন সম্পর্কই ছিল না, এবং যৎকালে হিতোপ-
দেশ সঙ্কলিত হইয়াছিল তৎকালে বিষ্ণুশর্মা
জীবিতই ছিলেন কি না, তাহা সন্দেহস্থল। পঞ্চ-
তন্ত্রহইতে সঙ্কলন করিয়া হিতোপদেশের সৃষ্টি
হয়, তৎপ্রমাণ হিতোপদেশের প্রথম প্রকরণের
নবম শ্লোকেই ব্যক্ত আছে। পরন্তু কোন মহাত্মা
বিষ্ণুশর্মাকৃত পঞ্চতন্ত্রের চারি পাদ মাত্র গ্রহণ
করিয়া পাদৈক পরিত্যাগ পূর্বক কি উদ্দেশে
ইহার শিরশ্ছেদ করিয়াছিলেন, এবং অন্যান্য স্থল-
হইতে ভাবালঙ্কারাদি কুড়াইয়া ইহাতে বিন্যাস
করিয়াছিলেন, তাহা নিরূপণ করা অত্যন্ত দুষ্কর।
কলতঃ ইহা বলা বাহুল্য যে পঞ্চতন্ত্রের অকা-
রণ চারি ভাগ সঙ্কলন করিয়া তাহাতে অন্য
গ্রন্থের ভাব ও অলঙ্কার বিন্যস্ত করিয়া বিষ্ণুশর্মা
স্বরূপ গ্রন্থের গৌরবের হানি কখনই করেন নাই।
সুপ্রসিদ্ধ সর্ উইলিয়ম জোন্স ও সর্ চার্লস উ-
ইল্কিন্স সাহেব হিতোপদেশের ইংরাজী অনুবাদ
করিয়া ইউরোপীয় পাঠকবর্গের মহোপকার করি-
য়াছেন, সন্দেহ নাই। কলতঃ মূল গ্রন্থ দেখিয়া
অনুবাদ করাই ভদ্র ছিল; যেহেতু মূলের সহিত

হিতোপদেশের এতাদৃশ অল্প প্রভেদ-সম্বন্ধ যে তন্নিমিত্ত আবার পঞ্চতন্ত্রের স্বতন্ত্র রূপে অনুবাদে আবশ্যক করে না। পরন্তু তৎকালে পঞ্চতন্ত্র গ্রন্থ ঐ সাহেবদিগের নিকট বিদিত ছিল না।

প্রায় ৯ শত বৎসর গত হইল এতদ্দেশে “রহৎ কথা” নামে আর এক খানি গ্রন্থের সৃষ্টি হয়। হিতোপদেশে ও পঞ্চতন্ত্রে যে রূপ অল্পই প্রভেদ-সম্বন্ধ আছে পঞ্চতন্ত্রে এবং তৎগ্রন্থেও প্রায় সেই রূপ সম্বন্ধ। ইহার কোন কোন স্থান পরিত্যক্ত এবং পরিবর্তিত হইয়া আরবী ভাষায় অনুবাদিত হইয়াছে। মূল সংস্কৃত এবং আরবী অনুবাদদ্বারা পঞ্চতন্ত্র ইউরোপ ও আশিয়ার সকল ভাষায় প্রচারিত আছে। আশিয়ার পশ্চিম খণ্ডে উক্ত গ্রন্থ “পিম্পের উপন্যাস” বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে। আরবী অনুবাদক বিদ্যপের নামাপভ্রংশে পিম্প শব্দ ব্যবহার করায় তাহাই প্রচারিত হয়। এতদ্ব্যতীত কি রূপে অন্য দেশে প্রচার হয় তদ্ব্যতীত জানিতে পাঠকবর্গ অবশ্যই উৎসুক আছেন। তৎপ্রযুক্ত এই স্থলে তাহার সংক্ষেপ রঙান্ত উল্লেখ করা যাইতেছে।

পারস্য দেশের জগদ্বিখ্যাত অধিপতি নোসেরবাঁ ৫৩১ খ্রীষ্টাব্দে রাজ্যাভিষিক্ত হইয়াছিলেন। তৎকালে পারস্য জাতীয়েরা অগ্নিপূজা করিত, সুতরাং নোসেরবাঁও যে তেজোপাষক ছিলেন, তাহা বলিবার আর অপেক্ষা রাখে না। মুসলমানেরা বিদ্বেষী হইলেও নোসেরবাঁকে অগ্নিপূজক জানিয়াও “ন্যায়পরায়ণ” ও “শ্রেষ্ঠ” উপাধি দ্বারা সম্বোধন করিত। অধিকন্তু উক্ত জাতীয়দিগের ধর্ম-প্রবর্তক মুহম্মদ স্বয়ং বলিয়াছিলেন যে “তাদৃশ পুণ্যাত্মা রাজার সময়ে আমি জন্ম গ্রহণ করিয়া আত্মাকে স্নান করিয়া মানিতেছি।” গোলেস্তা এবং

অন্যান্য গ্রন্থে নোসেরবাঁর অপারিসীম যশঃ-কীর্তি বিশেষ রূপে বর্ণিত আছে। বাস্তবিক পারস্য দেশের নোসেরবাঁ ও অশ্বদেশের বিক্রমাদিত্য উভয়ে তুল্যরূপে স্বদেশহিতৈষী, বিদ্যানুরাগী ও গুণগ্রাহী ছিলেন; অতএব অল্পমাত্র লিপিবিন্যাসে তাঁহার কীর্তিকলাপের কিছুই পরিচয় হইতে পারে না। একদা উক্ত অশেষ গুণান্বিত রাজচূড়ামণি শ্রবণ করিয়াছিলেন যে ভারতবর্ষস্থ কোন রাজার গ্রন্থাগারে “পঞ্চতন্ত্র” নামক এক অতি চমৎকার গ্রন্থ আছে; তদ্বারা নীতিজ্ঞান-বিষয়ে বিবিধার্থ লাভ হয়। রাজা এতৎ শ্রবণ মাত্র মন্ত্রিকে উক্ত গ্রন্থ আনয়নার্থ আদেশ করিলে তিনি বুজর্চিমিহর নামা এক সংস্কৃতভিজ্ঞ বৈদ্যকে ভারতবর্ষে প্রেরণ করেন। উক্ত পারস্য এতদ্দেশে আগমনপূর্বক রাজার অজ্ঞাতে কোন ব্যক্তিদ্বারা গ্রন্থাগারহইতে পুস্তক আনাইয়া দিবারাত্র অবিজ্ঞান পরিশ্রমে অগ্নিদিবসের মধ্যে তাহার অনুবাদ সম্বাহ করিয়া পারস্য দেশে যাত্রা করেন। পারস্য-রাজসভায় সেই গ্রন্থ পঠিত হইলে সভাস্থ সকলেই চমৎকৃত ও বিস্ময়ান্বিত হইয়াছিলেন। উক্ত অনুবাদে বুজর্চিমিহরের পূর্বরঙান্ত ও তল্লাভ প্রসঙ্গে যে যে আপদ ঘটিয়াছিল তৎ সমস্ত লিখিত আছে।

বুজর্চিমিহর এতদ্ব্যতীত পারস্য দেশের প্রাচীন পহলবী ভাষায় অনুবাদ করেন। আরবী অনুবাদক বিদ্যপে তাহার কোন কোন স্থান প্রত্যাখ্যান এবং পরিযোজনা দ্বারা তাহা আরবী ভাষায় অনুবাদ করিয়াছিলেন। তাঁহার রচনা একপ চমৎকার ও সুমধুর হইয়াছিল যে পারস্য দেশের পহলবী ভাষা বিলুপ্ত হইলে তদ্দেশ-বাসিরা উক্ত গ্রন্থ পুনর্বার আরবী ভাষাহইতে অনুবাদ করিয়াছিল। পরন্তু উক্ত গ্রন্থ এই রূপে বহুবার অনুবাদিত ও রূপান্তর প্রাপ্ত হইলেও তাহার চমৎ-

কারিত্বের কিছুমাত্র ব্যাঘাত হয় নাই। অদ্যাপি তাহার বিশেষ আদর সর্বত্র প্রসিদ্ধ আছে।

ইংরাজীতে মূল পঞ্চতন্ত্রের অনুবাদ নাই ; কিন্তু তাহার স্থূলমর্মের অনেক গুলি অনুবাদ আছে। তন্মধ্যে চারি খানি অনুবাদ বিশেষ প্রসিদ্ধ। যথা,

১ হ্যারিস্ সাহেবের রুত পারশির অনুবাদ।

২ সন্ন উইলিয়ম্ জোনস্ রুত সংস্কৃত হিতোপদেশের অনুবাদ।

৩ সন্ন চার্লস্ উইলকিনস্ রুত এই অনুবাদ।

৪ মচধুল্ রুত আরবীয় অনুবাদহইতে অনুবাদ।

মূল পঞ্চতন্ত্রের অনুবাদ ইংরাজীতে না হইলেও পণ্ডিতবর উইলসন সাহেব বিলাতের “রয়াল এশিয়াটিক সোসাইটী” নামী সভার কার্য-প্রকাশিকায় মূল গ্রন্থের চূর্ণক অনুবাদ করিয়া মুদ্রিত করাতাই তদভাবের লাঘব হইয়াছে।

আশিয়া খণ্ডের উপন্যাসমাত্রেরই সর্বান্য একটী-মাত্র গল্প আরম্ভ হয়। তদনন্তর পর পর তাহা শাখা প্রশাখায় বিস্তারিত হইয়া একপ নিবিড় ভাব ধারণ করে যে অস্পায়্যাসে তন্মধ্যে কাহারও প্রবেশের পথ থাকে না। “আরব্য উপন্যাস” এবং “পঞ্চতন্ত্র” তাহার উদাহরণ। পঞ্চতন্ত্র উপন্যাসের আদি প্রকরণ ভাগীরথীতীরে পাটলীপুত্র নগরে সুদর্শন নামা সর্বগুণোপেত রাজা ছিলেন। বিষ্ণুশর্মা তাঁহার পুত্রদিগের নীতিশিক্ষার্থে পাঁচটি গল্প বলেন। তৎ প্রবণে রাজপুত্রেরা ৩ মাসের মধ্যে বৈদধ্য লাভ করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। কলতঃ ৩ মাসের মধ্যে পঞ্চতন্ত্রের গল্প শেষ করা বিষ্ণুশর্মার পক্ষে বিশেষ প্রশংসনীয় হউক বা না হউক এই কাল মধ্যে পাণ্ডিত্য লাভ করা রাজপুত্রদিগের অসাধারণ অভ্যাস-বিষয়ে সন্দেহই সন্দেহান্বিত হইবেন।

প্রথম উপন্যাস সুহৃদেদ। এক রবির প্রাণ বিধির মিমিত্ত করটক ও দমনক নামক দুই শূণ্য-

লের এক সিংহের সহিত পরামর্শ। আরবী অনুবাদক এই দুই শূণ্যের নামহইতেই গ্রন্থের “কলিলাও দিল্লা” নামকরণ করিয়াছিলেন।

দ্বিতীয় উপন্যাস মিত্রলাভ। এতৎ প্রকরণে কাক, কূর্ম, মৃষিক, ও হরিণের দৃঢ়বন্ধুত্ব-স্থাপন। এই অধ্যায় সর্বোৎকৃষ্ট। বোধ হয় তজ্জন্যই হিতোপদেশ-সমুহকার সর্বগ্রন্থেই তাহা গ্রন্থের আদ্যংশে বিন্যস্ত করিয়াছেন।

তৃতীয় প্রকরণ বিগ্রহ। এই অধ্যায় কাক ও পেচকের যুদ্ধে বিনিবৃত্ত। এতদধ্যায়ের ব্যাচরণ্য-রত গদ্যভের গল্প ইংরাজী সিংহচর্য্যারত গদ্যভের উপন্যাসের আদর্শ।

চতুর্থ প্রকরণ প্রাপ্তবস্তুর অপহরণ। এতৎ পরিচ্ছেদে আরবী অনুবাদক রক্ষ কপি ও মকরের গল্পে কূর্মের নাম উল্লেখ করিয়াছেন।

পঞ্চম উপাখ্যানের উদ্দেশ্য অবিবেচনা। এতৎ অধ্যায়ের অনেক গুলি উপন্যাস ইংরাজী উপকথা সদৃশ। ইহার অপোগণ্ড শিশু ও নকুলের গল্প ইংরাজী বাৎজিহাট নামক উপন্যাসের সহিত সম্পূর্ণ সাদৃশ্য রাখিয়াছে। এতদ্বিতীয় আরব্য উপন্যাসের আলমস্করের গল্প পারস্য অনুবাদের অপর এক গল্পের তুল্য ; এবং সহরে ইন্দুর ও পল্লীগ্রামের ইন্দুর, তথা উদ্যানপাল, ভালুক, এবং মক্ষিকার গল্প, ইউরোপে বিশেষ সুপ্রসিদ্ধ আছে। কিন্তু মূল-গ্রন্থে ইন্দুরের স্থলে বিড়াল এবং মালীর স্থলে রাজার নাম প্রযুক্ত হইয়া থাকে। কলতঃ অনুবাদকেরা ইচ্ছামত এই রূপ করাতাই পঞ্চতন্ত্র ভিন্নদেশে বহুৰূপান্তর প্রাপ্ত হইয়াছে।

বোম্বাই।



বোম্বাই নগর স্বনাম প্রসিদ্ধ দ্বীপের উপর অবস্থিত। এই দ্বীপ উত্তর-পূর্ব হইতে দক্ষিণ-পশ্চিমে প্রায় চারি ক্রোশ বিস্তৃত। ইহার প্রাশস্ত্য সা-দ্বৈকক্রোশ। এই দ্বীপের পার্শ্বে একটি বন্দর আছে। ঐ বন্দর উক্ত দ্বীপ ও ভারতবর্ষীয় ভূমির মধ্য-স্থলে থাকাতে আরব সাগরের ভীষণ তরঙ্গমালা ইহার কোন অনিষ্টসাধন করিতে পারে না। বিশেষতঃ এই বন্দরের দক্ষিণদিকে উভয় পার্শ্বে দুইটি পাহাড় আছে। দেখিলে বোধ হয় যেন জগদীশ্বর ঐ স্থানকে নিরাপদ ও নিরতিশয় সুদৃঢ় করিবার নিমিত্তই উহার উভয় পার্শ্বে দুইটি প্রস্তরময় ভিত্তি নির্মাণ করিয়া দিয়াছেন। এই দ্বীপের উত্তর ও দক্ষিণাংশে আরও দুইটি দ্বীপ আছে। তাহার একের নাম ওল্ড উমান্ দ্বীপ, ও অপরের নাম কোলাবা কিম্বা লাইট হাউস দ্বীপ। ঐ দ্বীপদ্বয়ের উপর সেতুনির্মিত থাকাতে উহার পরস্পর সংযুক্ত। জুয়ারের সময় ঐ সেতুদ্বয় জলমগ্ন হইয়া থাকে।

বোম্বাই দ্বীপের উত্তরদিকে আর একটি বৃহ-ত্তর দ্বীপ আছে। ঐ দ্বীপের নাম সালসেট। তাহাও পূর্বোক্ত প্রকার সেতু-পথদ্বারা বোম্বাই নগরের সহিত সংযুক্ত হইয়াছে। সম্প্রতি কো-ম্পানী-বাহাদুর সর্ জমসেটজী জিজি-ভাইর সাহায্যে মাহিমহইতে বাণ্ডোরা পর্য্যন্ত একটি প্রস্তরময় প্রকাণ্ড সেতুনির্মাণ করাইয়াছেন। জম-সেটজী জিজিভাই এক জন পারস্য দেশীয় বণিক ছিলেন। তাঁহাকে ঐখ্যে কুবেরের তুল্য বলিলেও অত্যাক্তি হয় না; কিন্তু তাঁহার বদান্যতাই তাঁহার প্রশংসার প্রধান উদ্দেশ্য; এবং তন্নিমিত্ত বোম্বাই

নগর তাঁহার নিকট চিরস্থায়ী হইয়া রহিয়াছে। অধিকন্তু যে কোন কার্য উপলক্ষে হউক তাঁহার নাম স্মরণ না করিলে বোম্বাই নগরকে অরুতজ্ঞতাদোষে লিপ্ত হইতে হইবে। আমাদিগের ব্রিটিশ গবর্ণ-মেন্ট উক্ত মহাত্মাকে “বারোনেট” নামক ইউরো-পীয় কুলীন পদ-প্রদান করেন। এই পদ প্রাপ্তিতে তিনি ভারতবর্ষ মধ্যে এক জন অদ্বিতীয় উপাধি-ধারী বলিয়া পরিগণিত হইয়াছিলেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র এই ক্ষণে সেই পদ পাইয়াছেন।

সমুদ্রহইতে বোম্বাই নগরাভিমুখে যাইবার সময় দূরহইতে এই নগর দেখিতে অতি রমণীয়। পশ্চিম-ঘাট-গিরি ইহার অভ্যন্তরে থাকাতে বন্দরের উপ-রিস্থিত ভূভাগসকল উন্নত, বিচিত্র ও লোচন-লোভনীয়। ইতিপূর্বে এই নগরের মধ্যভূভাগ-সকল সর্বদাই সমুদ্রজলে প্রাবিত হইত; কিন্তু এক্ষণে পুল ও পোস্তাবন্দীদ্বারা তাহা প্রায় নিবা-রিত হইয়াছে। তথাপি বর্ষাকালে নিম্নভূমিসকল প্রাবিত ও জলাকীর্ণ হয়; সুতরাং এখানকার বাসী সমুদায় বর্ষার কয়েক মাস পরস্পর স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র হইয়া উঠে। পরন্তু বোম্বাই দ্বীপমধ্যে কএকটা ক্ষুদ্র পাহাড়ী স্থান আছে, তন্মধ্যে যে স্থানে মা-লাবার পাহাড় বিস্তৃত হইয়াছে, সে স্থান ক্রম-নিম্ন। কেবল ঐ পার্বত্য প্রদেশটাই অপেক্ষাকৃত উন্নত ও রক্ষণপরিপূর্ণ। এই স্থানে অনেকগুলি শ্বেতবর্ণ প্রাসাদ এবং এই দ্বীপের উত্তর দিকস্থিত “মাজ-গন” পাহাড়ের নিকটে পতাকাযুক্ত একটি স্তম্ভ আছে। ঐ স্থান তাদৃশ উচ্চ নহে বলিয়া বন্দরের নিকটবর্তী না হইলে ঐ পতাকাযুক্ত স্তম্ভটি নয়ন-গোচর হয় না। এই দ্বীপের উত্তর-প্রান্তে আর একটি গোলাকার পাহাড় আছে। ঐ পাহাড়ের নাম পারল্। পারল্ পর্বত রক্ষণ পরিপূর্ণ; এবং উহার উপরেও আর একটি পতাকা আছে, তাহা বন্দরের উপরিভাগে কিয়দূর না উঠিলে দৃষ্টি-

গোচর হয় না। “সুরী” নামক দুর্গ এই সকল পর্বতের সমীপে অবস্থিত।

বোম্বাই নগরের পরিমাণ কল ২৫ বর্গকোশ; অত্রত্য বন্দরের নিরবচ্ছিন্ন নিরাপদ স্থান ধরিলে ২৫ বর্গকোশ; আর সালসেট দ্বীপের উত্তরসীমা পর্যন্ত ধরিলে প্রায় ৪০ বর্গকোশ হইবে। সে যাহা হউক একতঃ বোম্বাই দ্বীপের পূর্ববর্তী জলভাগ স্বভাবতই অতি মনোহর, তাহাতে আবার সম্মুখে করাজা, এলিকাট। ও ডরউইড দ্বীপ থাকাতে এই স্থান পরম রমণীয় হইয়াছে। ডরউইড দ্বীপকে ত্রিটিষ নাবিকেরা বুচর দ্বীপ কহিয়া থাকে।

কোলাবা দ্বীপের দক্ষিণ প্রান্তে একটি আলোক-গৃহ আছে। নৌ-নেতাদিগকে সাবধান করিবার জন্য রজনীযোগে ঐ গৃহে আলোক প্রদত্ত হইয়া থাকে। এই আলোটি ভূমিহইতে প্রায় এক শত হাত উর্দ্ধে অবস্থিত এবং তাহা অনেক দূরহইতে দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। এখানকার বন্দরের প্রবেশদ্বারে ৩০ হস্ত পরিমিত জল থাকে। সেতু-পথদ্বারা যে স্থানে ওলড্ উমান দ্বীপ ও কোলাবা দ্বীপ পরস্পর সংযুক্ত হইয়াছে তাহার নিকটে একটি পোত-নির্মাণের স্থান আছে। জুয়ারের সময় ঐ স্থান জলপূর্ণ হয়। এখানে অনেক রণ-তরি প্রস্তুত হইয়া থাকে। তজ্জন্য, এবং এই স্থান বাণিজ্যের পক্ষে সমধিক সুবিধাশালী বলিয়া ভারতবর্ষের সমুদায় স্থান অপেক্ষা এই নগর প্রশংসনীয়। সাত্বর্ষিক বৎসরের মধ্যে এখানে দুই খানি রহৎ কিংবা এক খানি রহৎ ও দুই খানি ক্ষুদ্র ত্রি-টিষ রণতরি প্রস্তুত হইয়া থাকে। মলাবার ও গুজ-রাটের অরণ্যহইতে বাহাদুরী কাষ্ঠ এবং অপরাপর স্থানহইতে প্রচুর পরিমাণে পাট এই স্থানে সমা-নীত হয়। প্রতি বৎসরেই এখানে রণতরির সংস্কার হইয়া থাকে। এখানকার সেগুনকাষ্ঠ-নি-র্মিত অর্ণবপোত ১৪-১৫ বৎসর পরিচালিত হইয়া

পরিশেষে রণতরির নিমিত্ত ক্রীত ও সমধিক সুদৃঢ় বলিয়া বিবেচিত হয়। “সার এডওয়ার্ড হজেস” নামক একখান অর্ণবপোত আট বার পরিভ্রমণের পর পরিশেষে রণতরির নিমিত্ত ব্যবহৃত হইয়া-ছিল। ১৮৩২ সালে যে রণতরিদ্বারা করাচী প্রদেশ উৎসন্ন হয়, তাহা এখানকার নির্মিত। অস্পাদিন হইল “যমুনা” ও “নর্মদা” নামে দুই খানি অর্ণবপোত এখানে প্রস্তুত হইয়াছে।

বাণিজ্যোপযোগী বিবিধ দ্রব্য, অনুপম বন্দর, ও যুদ্ধোপযোগী দ্রব্যসকল থাকাতে এই নগর ইউরোপীয় ও মহারাষ্ট্রীয়দিগের পক্ষে কত দূর উপকারী হইয়াছে তাহা বর্ণন করা দুষ্কর।

বোম্বাই দ্বীপের দক্ষিণ-প্রান্তে ওলড্ উমান দ্বীপের নিকট দুই কোশ বিস্তৃত এক দুর্গ সংস্থাপিত আছে। ঐ দুর্গ দৃঢ়রূপে নির্মিত এবং পর্যায়ক্রমে উপর্যুপরি কামান-স্থান-বিশিষ্ট হও-য়াতে ইহার উপকূল-ভাগ বিশেষরূপে সুরক্ষিত হইয়াছে। কিন্তু পূর্বে এই দ্বীপের অপর দিক্-হইতে শত্রু-সৈন্য আক্রমণ করিলে আর কোন নিবারণের উপায় ছিল না। তাহার কারণ গোলাবর্ষণ করিলেই এই নগর ভস্মীভূত হইয়া যাইত; কারণ এই নগরের গৃহ-সমুদায় ঘনসন্নি-বেশিত, কাষ্ঠ-নির্মিত ও উন্নত, এবং বাকদ-গৃহ সকল তাহার মধ্যস্থলে অবস্থিত। সম্প্রতি কয়েক বৎসর হইল এই দুর্গের নিকট প্রকাণ্ড এক মাঠ, কামান-পথ ও অন্যান্য সদুপায়সকল পরিকল্পিত হওয়াতে আর কোন দিক্-হইতে ইহাকে আক্রমণ করিবার উপায় নাই। পূর্বে এই পুরাতন দুর্গের রাজপথ-সকল অত্যন্ত অপ্রশস্ত ছিল; কিন্তু এক্ষণে সমুদায় পরিকৃত এবং সর্বত্র উত্তম পয়ঃ-প্রণালী সংস্থাপিত হইয়াছে; তথা পরিপূর্ণ পানীয় জল দূর-হইতে প্রণালীদ্বারা আনীত হওয়াতে ইহার অস্বা-স্থ্যকর দোষ অনেকাংশে পরিশোধিত হইয়াছে।

বোম্বাই প্রদেশের গবর্ণরের বাটী তথাকার সর্বোৎকৃষ্ট অটালিকা। এ অটালিকার এক পার্শ্বে রক্ষাদি রোপিত হইয়াছে। ইহার মধ্যে প্রকাণ্ড স্তম্ভ, মানাবিধ কার্যালয়, সুবিস্তীর্ণ সভাগৃহ ও অতি উৎকৃষ্ট পুস্তকালয় আছে। দুর্গের মধ্যে অত্যন্ত পূর্বতন একটি উপাসনা-গৃহ আছে। তন্নিম্ন সম্প্রতি কোলাবা-দ্বীপের নিকট আর একটি চমৎকার গির্জা প্রস্তুত হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন আরও দুইটি গবর্ণমেন্ট বাসস্থান প্রস্তুত হইয়াছে, তাহার একটি পারেল পর্বতের উপর ও অপরটি মলবার পর্বতের উপর স্থাপিত।

১৮৪৫ সালের অক্টোবর মাসে এই নগরে একটি অগ্নিদাহ উপস্থিত হয়। এ অগ্নিদাহে প্রায় ৭০,০০,০০০ লক্ষ টাকার দ্রব্যাদি এবং ১২০ টা বাটী ভস্মসাৎ হইয়া যায়। এডওয়ার্ড ডানবরস নামক তথাকার এক জন মাজিষ্ট্রেট প্রাণপণে অগ্নিনির্ব্বাণের চেষ্টা না করিলে, এই নগরকে আরও দুর্দশাগ্রস্ত হইতে হইত। মহারানী ইংলণ্ডেশ্বরীর রণতরিহইতে নাবিকগণ এবং এ বন্দরস্থ পোত সমুদায়হইতে ইউরোপীয় নাবিকগণ প্রাণপণ-যত্নে অগ্নি নির্ব্বাণের চেষ্টা করিয়া কত দূর মহত্ব প্রকাশ করিয়াছিল তাহা উল্লেখ করা বাহুল্য মাত্র। এ ভয়ানক অগ্নিদাহের সময় একটি গৃহের নিম্নতল ভূরি-পরিমাণ বাকদে পরিপূর্ণ ছিল। এ গৃহের উপরিতলে অগ্নি সংলগ্ন হইয়াছে এই সমাচার অবগত হইয়া একদল খালাসী তৎক্ষণাত্ তথায় গমনপূর্ব্বক সেই বাকদরাশি বহিষ্কৃত করিয়া ফেলিল। তাহা না করিলে কি ভয়ানক কাণ্ড ঘটিত তাহা অনায়াসেই প্রতীতি হইতে পারে।

কলিকাতায় যে প্রকার হাই কোর্ট নামক বিচারালয় আছে, বোম্বাই নগরেও সেই রূপ একটি সর্ব-প্রধান বিচারালয় আছে। এ বিচারালয়ে পার্লি-মেন্টের মতানুসারে মহারানীর নিযুক্ত পঞ্চ জন

বিচারপতি নিযুক্ত হইয়াছেন। কিন্তু তাঁহাদিগের মধ্যে অদ্যাপি এক জনও এতদেশীয় ব্যক্তি নিযুক্ত হয়েন নাই। পরন্তু প্রত্যাশা আছে যে কলিকাতায় পূর্বে যেমত ৮ শঙ্কুনাথ পণ্ডিত নিযুক্ত ছিলেন, ও সম্প্রতি ত্রিযুক্ত বাবু দ্বারিকানাথ মিত্র নিযুক্ত হইয়াছেন সেই রূপ বোম্বাই দেশীয় কোন হিন্দু তথায় বিচারপতি-পদে নিযুক্ত হইবেন।

এই নগর বিবিধ জাতিতে পরিপূর্ণ। ১৮৪৮ সা-লের গণনায় স্থির হইয়াছে যে, বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী, ব্রাহ্মণ, মুসলমান, হিন্দু, পার্শী, ইহুদী, খ্রীষ্ট-ধর্ম্মাবলম্বী, ইণ্ডোব্রিটন, ইণ্ডোপোর্তুগীজ, ইউ-রোপীয়, নিগ্রো, ও অন্যান্য জাতি সমুদায়ে ৫,৩৩,১১২ লোক বিদ্যমান আছে। ভিন্ন ভিন্ন জাতীয় লোক থাকাতে এখানকার ব্যবসাও ভিন্ন ভিন্ন প্রকার হইয়াছে। পূর্বে এখানে ভয়ানক দস্যুরাশি প্রচলিত ছিল। দস্যুগণ অর্ণবযানহইতে দ্রব্যাদি অপহরণ করিয়া অনায়াসে সাধারণ জনসমাজে বিক্রয় করিত। প্রায় ৩০—৩৫ বৎসর পর্য্যন্ত এই রূপ অত্যাচার করিবার পর পরিশেষে ১৮৪০ সালে দস্যুদিগের বিবরণ প্রকাশিত হয়, ও তাহারা ধরা পড়ে। সেই পর্য্যন্ত এ রুষ্টি একে-বারে তিরোহিত হইয়াছে।

এখানকার জলবায়ু পূর্বে অত্যন্ত অস্বাস্থ্যকর ছিল, কিন্তু সম্প্রতি অপেক্ষাকৃত পরিবর্ত হওয়াতে এখানকার মৃত্যুসংখ্যা প্রায় ইংলণ্ডের তুল্য হইয়া উঠিয়াছে। এই নগর কলিকাতাহইতে পশ্চিমে ৫২০ ক্রোশ; মান্দ্রাজহইতে উত্তর-দক্ষিণে ৩২২ ক্রোশ; দিল্লীহইতে দক্ষিণ-পশ্চিমে ৩৩৫ ক্রোশ, হাইদরাবাদহইতে উত্তর-পশ্চিমে ১২৫ ক্রোশ, এবং পুনাহইতে ৩২ ক্রোশ দূরে অবস্থিত।



সর ফিলিপ্ কান্সিসের জীবন-বৃত্তান্ত।

ভারতবর্ষে ইংরাজদিগের সাম্রাজ্য সংস্থাপিত হইলে যিনি গবর্ণর্ জেনেরল পদে প্রথম অধিকাড় হইয়া অ-যোধ্যার বেগমদিগের সম্পত্তি অপহরণে অনুমতি প্রদান করিয়া খীয় নাম চিরনিন্দনীয় করেন, যিনি রাজা নন্দকুমারের কাঁসীর মূলভূত হইয়াছিলেন, যিনি একাদশ বৎসর ভারতবর্ষ শাসনাত্তর স্বদেশে প্রতিগমন করিয়া বহুবিধ দোষে অভিযুক্ত হইয়াছিলেন, সেই ব্যক্তির নাম ওয়ারেন্ হেস্টিংস্। তদীয় শাসন-কালে এতদ্দেশে গবর্ণর্ জেনেরলের যে এক সহকারী সভা সংস্থাপিত হয়, সেই সভায় যিনি হেস্টিংসের প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া নানাবিধ উপায় অবলম্বনদ্বারা তাঁহাকে অবরোধ করিয়াছিলেন, সেই সভ্যের নাম সর ফিলিপ্ কান্সিস্।

আয়ারলণ্ডের অন্তর্গত ডব্লিন্ নগরীতে ১৭৪০ খ্রিষ্টাব্দে কান্সিস্ জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা, ডাক্তার কান্সিস্, এক জন সুবিদ্বৎ ও সুপণ্ডিত চিকিৎসক ছিলেন। কান্সিস্ উক্ত নগরীতে এক সামান্য বিদ্যালয়ে ত্রয়োদশ বর্ষ বয়ঃক্রম পর্যন্ত অধ্যয়ন করেন। তৎপরে সেন্ট পোল

নামক বিখ্যাত বিদ্যালয়ে প্রবিষ্ট হন। ষোড়শ-বর্ষ বয়ঃক্রমকালে তিনি ইংলণ্ডীয় প্রধানমাত্র্য হেনরি ফক্সের সাহায্যে সেক্রেটারি অফ ইন্ডেস্ট্রি আকিসে এক সামান্য পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। তৎপরে তাদৃশ অপর কএকটি কর্ম নির্বাহ করিয়া, অবশেষে ১৭৬০ খ্রিষ্টাব্দে তিনি ইংলণ্ডীয় যুদ্ধ-সঙ্ক্রান্ত কার্যালয়ে একটি চিরস্থায়ি-কর্মে নিযুক্ত হন। নয় বৎসর পরে মিষ্টেরচামস্ এ কার্যালয়ে ডেপুটি সেক্রেটারি পদে নিযুক্ত হইলে, কান্সিস্ আপনাকে অবমানিত জ্ঞান করিয়া, এবং ক্রোধ ও ঈর্ষার পরতন্ত্র হইয়া, স্বীয় কর্ম পরিত্যাগ করিলেন। কিন্তু তিনি এতাবৎ কাল পর্যন্ত উত্তমরূপে কর্ম নির্বাহ করিয়া যেহা-পূর্বক স্বীয় কর্ম পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, কিংবা তাঁহার উপরিস্থ কর্মচারিকে ঘৃণা ও অমান্য করায় তাঁহাকে পদচ্যুত করা হইয়াছিল, ইহা এত্বে নিগ্নয় করা সুকঠিন। পরন্তু তিনি যে কর্ম-চ্যুত হওনভয়ে ভীত হইয়া স্বয়ং কর্ম পরিত্যাগ করিয়াছিলেন ইহাই অধিকতর সম্ভাব্য।

কান্সিস্ যুদ্ধ সঙ্ক্রান্ত প্রধান কার্যালয়হইতে নিঃসৃত হইয়া দেশ-বিদেশ-পরিভ্রমণ-মানসে ১৭৭১ খ্রিষ্টাব্দে গড্ফ্রে নামক এক জন প্রধান ব্যক্তির সমভিব্যাহারে স্বদেশ-পরিত্যাগ-পূর্বক পর্যটনে প্ররম্ব হইলেন, ও বেলজিয়ম, সুই-জারলণ্ড, জার্মানি এবং ইটালি প্রভৃতি কতিপয় দেশ ভ্রমণ করিয়া উক্ত সালের শেষে ইংলণ্ডে প্রত্যাগত হন। তৎকালে পার্লামেন্ট নামক মহাসভার সভ্যরা ভারতবর্ষে সূশাসন ও সুনিয়ম সংস্থাপন করণে কৃতনিশ্চয় হইয়াছিলেন। বহুবিধ বাদানুবাদের পর ১৭৭৩ খ্রিষ্টাব্দে লর্ড নর্থ সাহে-বের কল্পিত এক আইন প্রচলিত হয়। উক্ত আই-নানুসারে বহুদেশের গবর্ণর্ সমস্ত ভারতবর্ষের গবর্ণর্ জেনেরল পদে নিযুক্ত হন, এবং তদীয় ক্ষমতা

লাভব করণাভিপ্রায়ে এক সহকারী সভা সংস্থাপিত হয়। উক্ত সভায় জেনেরল ক্লাবরিং, কর্ণেল মন্সন, মিষ্টার ফিলিপ কানসিস্ এবং মিষ্টার বারওয়েল, এই সভ্যচতুষ্টয় নিযুক্ত হইয়াছিলেন। তৎকালে কানসিস্ যদিও অপরিণত-বয়স্ক ছিলেন, তথাপি তদীয় বুদ্ধি ও বিচারশক্তি পরিণেতার ন্যায় সতত প্রতীয়মান হইত, এবং চতুরতা ও কার্যদক্ষতাগুণে তিনি সভ্যগণ-মধ্যে অগ্রগণ্য হইয়াছিলেন।

সভ্যগণ অর্ণবপোতে আরোহণ করিয়া দুস্তর জলধি অতিক্রম করত নিরাপদে ভাগীরথী-তীরে উত্তীর্ণ হইলেন। কোর্ট উইলিয়ম নামক দুর্গের নিকটস্থ হইবামাত্র দুর্গহইতে সম্মান-সূচক একোন্মণ্ডিত তোপ-ধ্বনি তাঁহাদিগের শ্রবণ কুহরে ক্রমশঃ নিনাদিত হইতে লাগিল। পরন্তু সম্মানসূচক তোপ-ধ্বনির সম্মুখ ন্যূন বিবেচনা করিয়া তাঁহারা ক্রোধে প্রজ্বলিত হইয়াছিলেন। বিশেষতঃ কানসিস্ দুর্নিবার ক্রোধ ও মাৎসর্যের পরতন্ত্র হইয়া অনায়াসে প্রতিদ্বন্দ্বীতার রূতসঙ্কপ্ত হইলেন। তদবধি তিনি ওয়ারেন হেষ্টিংসের এক বিষম নির্দয় শত্রু হইয়া উঠিলেন, এবং তাঁহার সম্মান এবং সুখ্যাতি নষ্ট করিবার মানসে অনুক্ষণ তাঁহার দোষানুসন্ধান প্ররম্ভ হইলেন।

অভাবসিদ্ধ গর্বে ও আত্মপ্রাধিকার ক্ষীণ হইয়া কানসিস্ আপনাকে সর্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া বিবেচনা করিতেন, এবং দৈর্ঘ্যাপরতন্ত্র হইয়া হেষ্টিংসকে আপনাপেক্ষা নিকৃষ্ট বিবেচনায় সতত মগ্ন ও অবহেলা করিতেন। ক্লাবরিং, মন্সন এবং কানসিস্ এই সভ্যত্রয় একত্র মিলিত হইয়া হেষ্টিংসের দোষ সংস্থাপনজন্য বহুবিধ উপায় অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। হেষ্টিংস্ এবং তৎপক্ষীয় বারওয়েল, প্রায় ঐশ্বর্যবোধ

এতদ্দেশে কালযাপনদ্বারা দেশীয় আচার-ব্যবহার এবং রীতি-নীতি জ্ঞাত হইয়া যে সুচাঞ্চল্যে রাজ্যশাসন করিতে সক্ষম ছিলেন, ইহা তাঁহারা এক বারও মনোমধ্যে আন্দোলন করেন নাই।

হেষ্টিংসের দোষানুসন্ধান করিতে প্ররম্ভ হইয়া কানসিস্ অনায়াসে নানাবিধ গুরুতর দোষ প্রকাশে সক্ষম হইলেন; এবং রাজ্যশাসন-জন্য হেষ্টিংস্ যে সকল উপায় অবলম্বন করিয়াছিলেন, কানসিস্ তৎসমুদায়কে প্রতারণাপূর্ণ বলিয়া সংশোধন করিতে প্ররম্ভ হইলেন। কানসিস্ এবং তদীয় সহযোগী সভ্যদ্বয় প্রথমতঃ লক্ষ্ণোর প্রতি-নিধি মিডিলটন সাহেবকে তৎকর্মহইতে অপ-সারিত করিয়া, রোহীলার যুদ্ধ-প্রসঙ্গে হেষ্টিংস্ উৎকোচ গ্রহণ করিয়াছেন এই অভিযোগ করিয়াছিলেন। এই বিবাদ দৃষ্টে কতিপয় ব্যক্তি একত্র হইয়া তাঁহার প্রতি অভিযোগের উপায় করিল। রাজা নন্দকুমার কএকটি দোষপ্রসঙ্গ লিপিবদ্ধ করিয়া কোন্সলে পাঠ করিতে প্রার্থনা করিলেন। সভ্যগণ সম্মতি প্রদান করিলে, তিনি তদীয় সম্মুখে গভীরভাবে উক্ত লিপি পাঠ করিতে লাগিলেন। হেষ্টিংস্ ইহাতে বিরাগ প্রদর্শনপূর্বক নন্দকুমারকে ভৎসনা করিয়া, সভ্যরা তদীয় ক্ষমতার বহির্ভূত কর্ম করিতেছেন বলিয়া, গাত্রোত্থানপূর্বক প্রস্থান করিলেন।

হেষ্টিংস্ এবং কানসিস্ এই উভয়ে যে তুমুল বিবাদ হইয়াছিল, তাহার সমুদয় বর্ণনায় প্রয়োজন নাই। কলতঃ হেষ্টিংস্ ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তি ছিলেন না, সুতরাং যে কোন মতে অভীষ্ট চরিতার্থ করিতে সক্ষম হইতেন না, এবং তাহাতেই কানসিস্ তাঁহাকে বিরক্ত করিবার যথেষ্ট উপায় পাইতেন। অধিকন্তু কানসিস্ বিবেচনা করিয়াছিলেন যে, তদীয় সপক্ষ সভ্যদ্বয়ের সাহায্যে হেষ্টিংসের হস্তহইতে

রাজ্যভার গ্রহণে সক্ষম হইবেন। কিন্তু তাঁহার সে মনস্কামনা কোন মতে সিদ্ধ হয় নাই। হেষ্টিংস দৃঢ়তর অধ্যবসায় ও স্বভাবসিদ্ধ চাতুর্য্য সহকারে পূর্বমত রাজ্য-শাসন করিতে লাগিলেন, সুতরাং তদীয় বিপক্ষ-পক্ষের চেষ্টাসকল নিষ্ফল হইল। ১৭৭৭ খ্রীষ্টাব্দে জেনেরল ক্লাবরিং মানবলোলা সংবরণ করেন, এবং তদীয় মৃত্যুর কিয়দিন পূর্বে কর্ণেল মন্সনও প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন। আয়ার কুট নামক সুবিখ্যাত সৈন্যাধ্যক্ষ ক্লাব-রিঙের পদে নিযুক্ত হন। তিনি নিরপেক্ষ হইয়া উভয় পক্ষের বিবাদ ভঞ্জনজন্য সাতিশয় যত্ন-বান হইয়াছিলেন। তদনুসারে কান্সিস্ এবং হেষ্টিংস উভয়ে বিবাদ-পরিহারপূর্বক সম্মিলনে সম্মত হন।

কিন্তু তাঁহাদের ঐ মিলন অত্যন্তকালস্থায়ী হইয়াছিল। মহারাষ্ট্রীয়দিগের সহিত সন্ধাম আরম্ভ হইলে কান্সিস্ ও হেষ্টিংস পুনরায় পর-স্পর বিসংবাদে প্রবৃত্ত হইলেন। হেষ্টিংস যৎপরো-নাস্তি ক্রুদ্ধ হইয়া কান্সিসের ১৭৮০ খ্রীষ্টাব্দের ১৪ জুলাই তারিখের লিপির উত্তর পশ্চাদ্-কপে প্রদান করিয়াছিলেন—“আমি কান্সিসের অধীকারে কিছুমাত্র বিশ্বাস করি না, কারণ তিনি আপন অধীকার আপনি রক্ষা করিতে অক্ষম; তাঁহার গার্হস্থ্য ব্যবহার যে রূপ নিষ্পনীয়, তাঁহার সাধারণ স্বভাবও তজ্জপ।” কান্সিস্ এতাদৃশ উত্তর প্রাপ্তিতে ক্রোধানলে হতাশনবৎ প্রজ্বলিত হইলেন, এবং এক দিন কোন্সলের সভা ভাঙের পর হেষ্টিংসকে নির্জনে ডাকিয়া, স্থান ও সময় নিকপণ-পূর্বক পরস্পর যুদ্ধে আহ্বান করিলেন। আগষ্ট মাসের ১৭ই অক্টোবর-কালে আলি-পুরের বেঙ্গবিভিন্নর উপবন-নিকটবর্তী স্থানে হেষ্টিংস এবং কান্সিস্ উভয়ে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন। তাহাতে কান্সিস্ হেষ্টিংসের পিতৃলদারা আ-

হত হইয়া অচেতন-প্রায় ভূতলে পতিত হই-লেন। ঐ আঘাতে তিনি অতিশয় ক্লেশ ও যন্ত্রণা ভোগ করিয়াছিলেন। অবশেষে ভিষগদিগের চেষ্টায় সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য লাভ করেন।

শারীরিক স্বাস্থ্য লাভের পর, তিনি ১৭৮০ খ্রীষ্টাব্দে ভারতবর্ষ পরিত্যাগপূর্বক স্বদেশাভি-মুখে যাত্রা করিলেন। যে অর্ণবপোতে তিনি আ-রোহণ করিয়াছিলেন তাহা সেণ্ট হেলেনা দ্বীপে কিয়দিন আবদ্ধ ছিল, তজ্জন্য তিনি ১৭৮১ খ্রীষ্টা-ব্দের নবেম্বর মাসে ইংলণ্ডে উপস্থিত হন। রাজা এবং রাজ্ঞী তদীয় আগমন-বার্তা শ্রবণ করিয়া সাতিশয় সাদরসম্ভাষণ পুরঃসর তাঁহাকে অভ্য-র্থনা করিলেন। আইরেকটরগণও তাঁহাকে সমা-দরপূর্বক আশ্বান করিয়া ভারতবর্ষীয় শাসন-বিষয়ক সকল সমাঙ্গর অবগত হইলেন। ভারত-বর্ষে যে সকল অনিয়ম ও অব্যবস্থাদ্বারা বিশৃঙ্-খলতা ও অহিতাচার হইত, এবং হেষ্টিংসের শাসন-সময়াবধি প্রজাবর্গের যে সকল ক্লেশ ও যন্ত্রণা সহ্য করিতে হইয়াছে, তৎসমুদায় এক যিস্তীর্ণ পত্রে প্রকটন করিয়া কান্সিস্ তাঁহাদিগের হস্তে অর্পণ করিলেন। ফলে তিনি ইংলণ্ডে নরপতির, তথা সর্বসাধারণ জনগণের, বিশেষতঃ মিষ্টর বর্কের অনুরাগভাজন হইয়াছিলেন।

কান্সিস্ স্বদেশে হেষ্টিংসের বিপক্ষতাচরণে বিরত হইতে পারিলেন না। তিনি মেকিণ্টস্ নামক এক ব্যক্তির সাহায্যে ভারতবর্ষের অত্যাচার এবং কুশাসন সম্বন্ধীয় এক পুস্তক প্রচার করিতে চেষ্টা করেন। মেকিণ্টস্ স্কটলণ্ড দেশীয় এক সা-মান্য কৃষকের সন্তান ছিলেন। তিনি কান্সিসের অনুরোধে “ইউরোপ এশিয়া এবং আফ্রিকার ভ্রমণ রহস্য” নাম এক পুস্তক প্রচার করেন। তাহাতে হেষ্টিংসের নিন্দাবাদ এবং কান্সিসের প্রশংসাবাদ বিস্তৃতরূপে বর্ণিত হইয়াছিল।

কুন্সিস ১৭৮৪ খ্রীষ্টাব্দে পার্লামেন্ট মহা-সভার সভ্য পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন, এবং যদিও বাকপটুতা ও সম্বন্ধতাতে সক্ষম ছিলেন না, তথাপি চতুরতা-প্রকাশ-পূর্বক উক্ত গুণ-সকলের অভাব গোপন করিয়া সর্বদা সম্বন্ধার অভিমান রক্ষা করিয়াছিলেন। পার্লামেন্ট সভায় প্রবেশ করিবার কিছু দিন পরেই তিনি সুপ্রসিদ্ধ ও সম্বন্ধা পিট সাহেবের বিরক্তির ভাজন হন, এবং তৎপ্রযুক্ত সেই মহাশয় ব্যক্তির জীবদ্দশা পর্য্যন্ত কোন রূপ রাজকীয় সম্মান লাভে সক্ষম হন নাই।

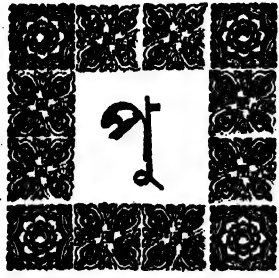
১৭৮৫ খ্রীষ্টাব্দে হেষ্টিংস ভারতবর্ষহইতে প্রত্যাভর্তন করেন। তাহার কিছুদিন পরেই তিনি এক যৌর বিপদে পতিত হন। পার্লামেন্ট মহাসভার কতিপয় সভ্যরা তাঁহাকে অভিযুক্ত করিবার মানসে এক কমিটি স্থাপন করেন। উক্ত কমিটিদ্বারা দোষানুসন্ধানের পর হেষ্টিংসের নামে পার্লামেন্ট সভায় অভিযোগ করা হয়। অভিযোগ-সম্বন্ধে বর্ক সাহেব এবং অন্যান্য সভ্যরা যে সুদীর্ঘ বক্তৃতা করিয়াছিলেন, তদ্বিষয়ে কুন্সিস তাঁহাদিগের যৎপরোনাস্তি সাহায্য করেন। কুন্সিস যদিও সুদীর্ঘ বক্তৃতা করিতে সক্ষম ছিলেন না, তথাপি অনেক বিষয় সুচা-ক-রূপে বর্ণন করিতে পারিতেন। ভারতবর্ষ-সঙ্ক্রান্ত কোন বিষয়ের বাদানুবাদ হইলে তাঁহার মত সর্বাপেক্ষা আদরণীয় বলিয়া পরিগণিত হইত। তিনি দাস-ক্রয়-বিক্রয়-বিষয়ে নিতান্ত বিরোধী ছিলেন; এবং স্বয়ং কতি স্বীকার করিয়াও উক্ত নির্দয় বহুদোষাকর প্রথা নিবারণ জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছিলেন। তিনি ভারতবর্ষের গবর্ণর জেনারেল পদ-প্রাপ্তির জন্যও বহুবিধ চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু কোন প্রকারে সিদ্ধমনোরথ হইতে পারেন নাই। পরন্তু তিনি কক্স এবং বকের

সহিত বন্ধুত্বভাবে সহবাস করিতেন, এবং ১৮০৩ খ্রীষ্টাব্দে লর্ড গ্রেনবিলের অনুরোধে নরপতির নিকটহইতে “নাইট অব্ দি বাথ” নামক এক সম্মান-সূচক পদ প্রাপ্ত হন।

১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দে ২২ ডিসেম্বর মাসে কুন্সিস ক্রেশকর পীড়ায় শয্যাশায়ী হইয়া মানবজালা সম্বরণ করেন। সমাধি-ক্রিয়া মর্টলেক নামক গির্জার প্রাঙ্গণে অতি গোপনে সম্পন্ন হইয়াছিল। তিনি দুইটি কন্যা ও একটি সন্তান রাখিয়া তনু-ত্যাগ করিয়াছিলেন।

কুন্সিস কোন মতে মহৎ নামের অধিকারী নহেন। তিনি আত্মাভিमानে ক্ষীণ ও মদগর্বে গর্ভিত হইয়া আপনাকে সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া জ্ঞান করিতেন। শঠতা ও প্রবঞ্চনা তাঁহার সম্বন্ধে বর্ক এবং ন্যায় বিকল্পতা তাঁহার পক্ষা স্বরূপ হইয়াছিল। পরন্তু তিনি চতুরতা ও কার্য-দক্ষতা গুণে সকল কর্ম উত্তম রূপে সম্পন্ন করিতে সক্ষম ছিলেন; এবং এতদ্দেশে হেষ্টিংসের অত্যাচারের প্রতিরোধদ্বারা প্রজাদিগের অনেক উপকার করিয়াছিলেন। ইহাও অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে যে হেষ্টিংসের অভিযোগের তিনি একটি প্রধান কারণ ছিলেন, এবং সেই অভিযোগে হেষ্টিংসের দুশ্চরিত্রের কথা ও এখনকার রাজকার্যের দোষ-সকল প্রকাশিত হয়, এবং তাহাতে রাজ্য-প্রণালীর অনেক দোষ সংশোধিত হয়। তাঁহার স্বপক্ষে কহে তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বীরা অত্যাচারী শঠ ও ধূর্ত ছিল, এবং তাহাদিগের দমনের নিমিত্ত তিনিও তাহাদের অস্ত্র স্বীকার করিতে প্রণোদিত হইয়াছিলেন। পরন্তু তাহা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় হইলেও ভ্রমের কর্তব্য নহে। যদি তিনি ঐ সাধুবিগর্হিত অসদুপায় পরিত্যাগ-পূর্বক সর্বদা সংপথের পাত্রে হইতেন, তাহা হইলে প্রগাঢ় অনুরাগের পাত্র হইয়া সকলের মনোমন্দিরে দেদীপ্যমান রহিতেন।

নূতনগ্রন্থের সমালোচন।



“রাণ রত্নাকর। মহর্ষি কৃষ্ণ-
দ্বৈপায়ন প্রণীত বিষ্ণুপুরাণ।
শ্রীরামসেবক বিদ্যারত্ন-কর্তৃক
মূল সংস্কৃত হইতে বাঙ্গলা
ভাষায় অনুবাদিত।” আমরা

এই অভিন্ন পুস্তকের প্রথম তিন খণ্ড প্রাপ্ত
হইয়াছি। ইহাতে বিষ্ণুপুরাণের প্রথম অংশ সম্পূর্ণ
আছে। ঐ পুরাণের অবশিষ্টাংশসকল মুদ্রিত হই-
লে অনুবাদক মহাশয় ক্রমশঃ অপরাপর পুরাণ
প্রকটন করিবেন, এই অভিপ্রায়ে গ্রন্থের নাম বিষ্ণু-
পুরাণ না রাখিয়া “পুরাণ রত্নাকর” রাখিয়া-
ছেন। পরন্তু তিনি অষ্টাদশ পুরাণের সমুদায়
ছাপাইতে না পারিয়া কেবল দুই চারি খানি
পুরাণ বঙ্গভাষায় প্রকটিত করিতে পারিলে সাধা-
রণের বিশেষ উপকার করিবেন, সন্দেহ নাই;
তদভাবে কেবল বিষ্ণুপুরাণ খানি সম্পূর্ণ করি-
লেও প্রশংসার ভাজন হইবেন, অতএব আমরা
তাঁহার অনুমোদন করিতেছি, এবং বিদ্যানুরাগী
সর্বসাধারণ জনগণ এই পুস্তক গ্রহণদ্বারা অনু-
বাদকের শ্রম সকল কখন এই অনুরোধ করিতে
প্রস্তুত আছি। পরন্তু এই স্থলে বক্তব্য হইয়াছে
যে বিদ্যারত্ন মহাশয় গ্রন্থের অবিকল অনুবাদ
না করিলে তাঁহার পুস্তক কদাপি সমাদরণীয়
হইবেক না। তিনি লিখিয়াছেন—

“আমি এই খণ্ডের অনুবাদ কালে মূলগ্রন্থের
অন্যথা না করিয়া বাঙ্গলা ভাষার সমন্বয় রাখি-
বার নিমিত্ত পরিভ্রম করিতে ত্রুটি করি নাই,
এবং রূতজ্ঞতা সহকারে স্বীকার করিতেছি, সর্ব-
প্রধান পৌরাণিক গ্রন্থের গভাধর তর্কবাগীশ
মহাশয় ইহার আদ্যোপান্ত সংশোধন ও দুর্বল
স্থানসমূহের মীমাংসা করিয়া দিয়াছেন।” পরন্তু

আমাদিগের বক্তব্য হইয়াছে যে বিদ্যারত্ন ও
তর্কবাগীশ মহাশয়দিগের সমবেত-পরিভ্রম তা-
দৃশ কলোপধায়ক হয় নাই। তাঁহাদের অনুবাদ
অনেক স্থলে মূলগ্রন্থের ভাষা বলিলে বলা-
 যায়, কোন মতে অবিকল অনুবাদ বোধ হয়
না। ইহার দৃষ্টান্ত-স্বরূপে আমরা তাঁহাদের প্র-
থম তিন পত্রের উল্লেখ করিতে পারি; তাহাতে
লিখিত আছে—

“পুরাণকর্তা ভগবান্ কৃষ্ণদ্বৈপায়ন নির্বিঘ্নে গ্রন্থ
সমাপ্তির নিমিত্ত বাঙ্গলাচরণে প্ররক্ত হইয়া সনাতন
বিষ্ণুর অরণ্যপূর্বক মনে মনে কহিয়াছিলেন”
ইত্যাদি। পরন্তু ঐ বাক্যগুলি কোন প্রাচীন পু-
স্তকে নাই, এবং প্রতীত হইতেছে যে তাহা অনু-
বাদকের স্বকপোলকল্পিত আভাস; উহা মূলের
সহিত একত্র করি কোন মতে বিবেচনা সিদ্ধ হয়
নাই। এই কণকর পাঠকেরা প্রাচীন গ্রন্থের
অবিকল প্রতিকৃতি দেখিতে চাহেন; তদনুযায়
কালীদাসী অনুবাদের ন্যায় কিঞ্চিৎ প্রাচীন
কিঞ্চিৎ আধুনিক বাক্য একত্র করিয়া ছাপাইলে
সমুদায়ই হেসে হইয়া উঠে। অপর এই আভাসই
যে দৃশ্য হইয়াছে এমত নহে। শ্রোকের অনু-
বাদেও বিদ্যারত্ন মহাশয় অনেক অপয়োজনীয়
স্বকপোলকল্পিত কথার যোজনা করিয়াছেন তাহা
মূলের অনুযায়ীও নহে ও কোন মতে বিহিতও
নহে। ইহার প্রমাণার্থে আমরা প্রথম শ্লোকসমূহের
উল্লেখ করিতে পারি, তদ্যথা—

মিত্তে পুণ্ডরীকাক নমস্তে বিশ্বভাবন।

নমস্তে হৃদযে মহাপুরুষ পূজক ॥ ১ ॥

সমস্তরং বৃক্ষ য ইশ্বরঃ পুমান্ গণেশ্বরি-সৃষ্টিস্থিতিকালসংলয়ঃ।
প্রধানবুদ্ধ্যামিত্যগংপ্রপঞ্চঃ সা নোক্ত বিষ্ণুভূতিভূতিমুক্তিঃ ॥ ২ ॥

ইহার অবিকল অনুবাদ এই রূপ হইলে প্রক-
তের রক্ষা হয়; যথা—“হে পুণ্ডরীকাক, তোমার
জন্ম হউক। হে বিশ্বভাবন, তোমাকে নমস্কার।

হে হযীকেশ, হে মহাপুরুষ, হে পূর্বজ, তোমাকে
নমস্কার।”

“যিনি সৎ ও ক্ষয়রহিত ব্রহ্ম, যিনি ঈশ্বর, যিনি
পুরুষ, যিনি ত্রিগুণের চেউদার। সৃষ্টি স্থিতি সংহা-
রের লয়স্বরূপ, যিনি প্রধান-বুদ্ধাদি জগৎ-
প্রপঞ্চের স্বরূপ, সেই বিষ্ণু আমাদের বুদ্ধি ধন
ও মুক্তিদাতা হউন।”

এই স্বপ্ন কথা পরিত্যাগ করিয়া বিদ্যারত্ন
লেখেন, “হে পুণ্ডরীকাক্ষ! এই চরাচর-সম্বলিত
সমুদায় জগৎ তোমাহইতে সৃষ্ট হইয়া তোমারই
মহাশয় প্রকাশ করিতেছে; তুমি বিশ্বভাবন,
হযীকেশ, নিত্য, অক্ষর, পরব্রহ্ম, ঈশ্বর ও প্রধান
পুরুষ বলিয়া অভিহিত হইয়া থাক। তুমিই সত্ত্ব,
রজ ও তমোগুণের সৃষ্টি স্থিতি ও সংহার করিতেছ,
এবং তোমাহইতেই চতুর্বিংশতি-তত্ত্বসম্বলিত স্মূল
ব্রহ্মাণ্ড সমুদ্ভূত হইয়াছে; অতএব তুমি আমা-
দিগের বুদ্ধি ঐশ্বর্য ও মুক্তি প্রদান কর।”

এই রূপ অনুবাদে প্রকৃতির হানি বই কদাপি
উপকার ইহতে পারে না? পুস্তকের অন্যত্র এই
রূপ সন্দেহ জনক অযথাযথ অনুবাদ অনেক আছে।
বিদ্যারত্ন মহাশয় তাহার পরিহার-পূর্বক সংস্কৃ-
তের অবিকল অনুবাদ করিলে সহৃদয়দিগের প্রীতি-
ভাজন হইবেন, এবং তাঁহার গ্রন্থ দেশের উপকার-
জনক হইবেক। তদন্যথায় তাঁহার পরিশ্রম অনেক-
কাংশে বিফল হইবে। এ বিষয়ে তিনি ত্রিযুক্ত
বাবু কালীপ্রসন্ন সিংহ মহোদয়ের মহাভারত
আপনার আদর্শ স্বীকার করুন; তাহা হইলে আর
তাঁহার ভ্রমের আশঙ্কা থাকিবে না।

২। “কাব্যমঞ্জরী। প্রথমভাগ। শ্রীমহেন্দ্রনাথ
বন্দোপাধ্যায় প্রণীত।” ৫১ পৃষ্ঠা পরিমিত এই
ক্ষুদ্র গ্রন্থখানির ভূমিকায় কবি লিখিয়াছেন—

“এই পুস্তকে চতুর্দশটি কবিতা সন্নিবেশিত হই-
য়াছে। তাহার মধ্যে তৃতীয়, দশম ও একাদশ,

এই তিনটি কবিতা এবং চতুর্থের কোন কোন অংশ
ইংরাজিহইতে সংকলিত; অবশিষ্টগুলি নূতন
রচিত হইয়াছে। এই পুস্তক যে বিদ্যালয়স্থ বাল-
কবালিকাগণের পাঠোপযোগী হইবে, একপ প্র-
ত্যাশা করিতে পারি না। এক্ষেণে যদি কাব্যম-
ঞ্জরী সহৃদয় পাঠকবর্গের কথঞ্চিৎ প্রীতিপ্রদায়িনী
হয়, তাহা হইলে আমি সমুদয় শ্রম সকল জ্ঞান
করিব।” কবিতা গুলি পাঠে বোধে হয় বন্দো-
পাধ্যায় মহাশয় কাব্য-রচনায় নূতন রুচি; পরন্তু
তাঁহার পদ্য গুলি যে নিতান্ত অপ্রিয় নহে তাহা
পাঠকবর্গ নিম্নোক্ত দৃষ্টান্তে বিজ্ঞাত হইবেন।

কাব্য দেবী।

“জননী গো ঠেলনা চরণে।

রূপাদৃষ্টি কর অকিঞ্চনে।

তব পদাশ্রিত দাস, হইতে সর্বদা আশ,

এ মূঢ় পামর করে মনে ॥

শিশুকাল হোতে সাধ মনে,

সুরেন্দ্রবন্দিনী বরাননে।

পূজিয়া বিমলপদ, জিনি ফুল কোকনদ,

লভিব মা বাঞ্ছিত রতনে ॥

গাঁথি নব মালা সুকোশলে।

দোলাইব তব চাক গলে।

ভ্রমর ভ্রমরী সহ, গুঞ্জরিবে অহরহ,

মোহিত হইয়া পরিমলে।

ধন্য ধন্য তোমার মহিমা।

কার সাধ্য দিতে পারে সীমা।

তব রূপাবলোকনে, কাতর দরিদ্রগণে,

রচিয়াছে কাব্য মধুরিমা ॥

তব রূপা হয় যেই জনে ।
বল তার কি ভয় মরণে ।
সে জন অমর ভবে, চিরকাল যশ রবে,
অবহেলি দুরন্ত শমনে ॥

বরদে ! দেহ গো বর দাসে ।
বাঁধে যেন মন প্রেমপাশে,
ও অতুল পাদপদ্ম, সুখ মধুরতাসদ্য,
মাতঙ্গ যেমতি লতা কাঁসে ॥

রূপাময়ী বচন ঈশ্বরী ।
পদছায়া দেহ কৃপা করি ।
আমি মা পামর অতি, আপনার গুণে সতী,
দূর গো দুর্গতি শুভঙ্করী ॥”

৩। “কর্তব্যোপদেশ। শ্রীনরনারায়ণ রায় প্র-
ণীত।” এই পুস্তকখানি গদ্যপদ্যে মিশ্রিত, এবং
বালকদিগকে কর্তব্যের উপদেশ দিবার অভি-
প্রায়ে ইহাতে পিতা, মাতা, ভ্রাতা, ভগ্নী, স্বামী
অধীন পৃথ্বী আত্মীয়বর্গের প্রতি কি করা কর্তব্য
তদ্বিষয়ে কএকটি কর্তব্য কার্যের উপদেশ করা
হইয়াছে। ঐ উপদেশ গুলি বালকদিগের সুপাঠ্য
বলিয়া আমরা স্বীকার করিলাম। অধিকন্তু এই
ক্ষুদ্র পুস্তকখানি ঢাকা সুলভ যন্ত্রে মুদ্রিত হই-
য়াছে, এবং ঐ যন্ত্রে ইদানীন্তন অনেক গুলি সুপু-

স্তক প্রকটিত হইতেছে, অতএব তাহারও প্রশংসা
কর্তব্য। কলে সম্প্রতি ঢাকা কলেজে সুশিক্ষিত
ব্যক্তির মাতৃভাষার বিশেষ অনুমোদন করিতে-
ছেন। তাঁহাদিগের দৃষ্টান্তে প্রসিডেন্সী কলেজে
শিক্ষিত এতন্নগরীয় মহাশয়দিগকে শিথিল ব-
লিলে বলা যায়; এবং যেহেতু মাতৃভাষায় অনু-
রাগ প্রকৃত সভ্যতার এক প্রধান চিহ্ন, অতএব আ-
মরা ঢাকাস্থ সহদয়দিগের ধন্যবাদ করিতেছি।

৪। “চীনের ইতিহাস; অতীত প্রাচীন কালাবধি
বর্তমানকাল পর্য্যন্ত। ত্রীকৃষ্ণধন বন্দোপাধ্যায়
কর্তৃক প্রণীত।” এই গ্রন্থখানি বিশেষ সমাদরনীয়,
যেহেতু অতি প্রাচীন ও জগদ্বিখ্যাত চীন-রাজ্যের
ইতিহাস-বিষয়ে বঙ্গভাষায় এই প্রথম গ্রন্থ, এবং
ইহার উদ্দেশ্য অনেকাংশে সুসিদ্ধ হইয়াছে।
অপর ভারতবর্ষের ইতিহাসের অবহেলা করিয়া
থাকেন বলিয়া স্বভাব-সমাজে তাঁহাদিগের এক
গুরুতর নিন্দা আছে। তাহার অপনোদন করা
হিন্দু সুশিক্ষিতদিগের অবশ্য কর্তব্য হইয়াছে,
এবং ইতিহাস রচনা ও তৎপাঠে অনুরাগই তাহার
অপনোদনের একমাত্র উপায়; সুতরাং বঙ্গভাষায়
যত ইতিহাস গ্রন্থ প্রস্তুত হয়, ততই মঙ্গল; এই
বিবেচনায়ও আমরা এই গ্রন্থের বিশেষ অনুমোদন
করি।

রহস্য-সন্দর্ভ

নাম

পদার্থ-সমালোচক মাসিক পত্র ।

৪ পর্ব]

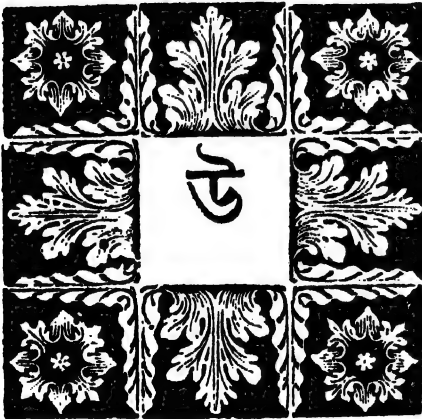
প্রতি খণ্ডের মূল্য ১০ আনা । বার্ষিক অগ্রিম মূল্য ২ টাকা ।

[৪২ খণ্ড



ভুবনেশ্বরের মন্দির ।

ভুবনেশ্বর নগর ।



একলদেশ অতি প্রাচীনকালাবধিই পবিত্র প্রদেশ বলিয়া বিখ্যাত আছে । এই প্রদেশে অসংখ্য দেবালয় দৃষ্ট হয় । তন্মধ্যে হরক্ষেত্র, বিষ্ণুক্ষেত্র

পদ্মক্ষেত্র ও পার্বতীক্ষেত্র, এই চারি স্থান দেবালয়ে পরিপূর্ণ ও সমধিক কোতুকাবহ । এই সমুদায় স্থান দর্শন বা ইহার সমালোচন করিলে পূর্বকা-

লের ধর্ম্মানুষ্ঠান ও গৃহনির্মাণাদি বিষয়ের শিষ্টাচার নৈপুণ্য বিলক্ষণ অবগত হওয়া যাইতে পারে । পূর্বোল্লিখিত চারি ক্ষেত্রের মধ্যে হরক্ষেত্রে এক মহাদেব-মূর্তি প্রতিষ্ঠিত আছে, তাহার নাম, “লিজরাজ-ভুবনেশ্বর ।” এ নামানুসারে যে প্রদেশে তাহা আছে তাহাও ভুবনেশ্বর নগর বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছে । এই নগরে প্রাচীন ভূপতিদিগের সংস্থাপিত অতুল্যমত ও প্রাচীন মন্দিরসকল অদ্যাপি ইহার সমৃদ্ধির সাক্ষী প্রদান করিতেছে । ললাটেন্দুনামা এক জন কেশরীংশীয় নরপতি এই নগরের প্রতিষ্ঠাতা । ইনি খ্রীষ্টীয় ৩১৭ অব্দহইতে ৩২ অব্দ পর্য্যন্ত এখানকার সিংহাসনে অধিকৃত ছিলেন । কেশরি-

বংশীয় ভূপালগণের শাসন-সময়ে এই নগর এত অসংখ্য দেবালয়ে পরিপূর্ণ ও সমৃদ্ধি-সম্পন্ন ছিল যে ভারতবর্ষমধ্যে ইহা একটা প্রধান জনপদ বলিয়া পরিগণিত হইয়াছিল ।

পূর্বোল্লিখিত ভুবনেশ্বরের মন্দিরই এখানকার প্রধান দেবালয় । এই মন্দিরের পার্শ্বদেশে দণ্ডায়মান হইয়া যে কোন দিকে দৃষ্টিপাত করিলে, একেবারে ৪০-৫০ টীরও অধিক দেবালয় নেত্রপথে নিপতিত হয় । এখানকার অধিবাসিরা কহিয়া থাকে যে, পূর্বকালে এই ভুবনেশ্বর নগরের মধ্যে সপ্ত সহস্র অপেক্ষাও অধিক সঙ্খ্যক মহাদেব-মন্দির নির্মিত ছিল । এক্ষণে সমুচিত যত্ন না থাকাতে যদিও ঐ সকল দেবালয় ভগ্নাবস্থায় নিপতিত হইয়াছে, তথাপি অবশিষ্টাংশ অবলোকন করিলে বোধ হয় যে এককালে এই নগরের সমৃদ্ধির সময় ইহাতে অসংখ্য শিবলিঙ্গ ও শত শত দেবমন্দির নির্মিত ছিল । জগতের কি আশ্চর্য্য গতি ! পূর্বকালে যে নগরে সমৃদ্ধির পরিসীমা ছিল না, এক্ষণে তাহার চিহ্নমাত্র নাই বলিলেও অত্যাুক্তি হয় না, এবং যে সকল দেবালয় অত্রত্য সমৃদ্ধির পরিচয় প্রদান করিত, তাহাও এক্ষণে সুবাকার প্রস্তর-রাশিতে পরিণত ও নিবিড় অরণ্যে সমাহৃত হইয়াছে !

এই নগরে কেবল অধিক সঙ্খ্যক দেবালয় থাকাতেই ইহা বিশেষ বিখ্যাত ও বিস্ময়াবহ হইয়াছে তাহা নহে ; এখানকার মন্দিরের শিলা নৈপুণ্যও অতি চমৎকার । ঐ সকল মন্দিরের আকৃতি, গঠনপ্রণালী, ও বিবিধ বিভূষণ দর্শন করিলেও মন একেবারে বিস্ময় ও হর্ষরসে আর্জ হয় । মন্দিরগুলি এই নগরের নিকটবর্তী পর্বত-হইতে আনীত বিবিধ প্রকার প্রস্তরদ্বারা নির্মিত, এবং সকলেরই শিখরদেশ গোলাকার । ঐ দেবালয়ের চতুর্দিকে যে প্রাচীর ছিল, তাহা এক্ষণে

গতপ্রায় হইয়াছে । অত্রত্য সাধারণ মন্দিরের উন্নতা ৩০-৪০ হাত এবং অপেক্ষা কৃত রহৎ গুলির উচ্চতা এক শত হস্তের ন্যূন নহে । কোন কোন-টাও বা এক শত বিংশতি হস্ত পর্য্যন্তও দেখিতে পাওয়া যায় ।

সে যাহা হউক এই দেবালয় গুলি এত উন্নত ও প্রশস্ত, তথাপি ইহার মধ্যে একটাও কাঠের কড়ী নাই । যেখানে নিতান্ত প্রয়োজন উপস্থিত হইয়াছে কেবল সে স্থানে লৌহকড়ী বা লৌহস্তম্ভ প্রদত্ত হইয়াছে ; নতুবা সমুদায়ই প্রস্তরময় । এখানকার পূর্বতন স্থপতিগণ খিলান করিবার প্রণালী অবগত ছিল না ; এই জন্য দুই পার্শ্বহইতে উপ-রূপরি একটু একটু বহিকৃত করিয়া প্রস্তর সাজাইয়া পরিশেষে কখন শিখরদেশ ক্রমে সঙ্কীর্ণ হইয়া আসিত তখন তাহার উপর একখানি রহৎ প্রস্তর প্রদান করিয়া খিলানের কার্য্য সমাধা করিত । নির্মাণের একপ চমৎকার কৌশল যে মন্দির গুলির চতুর্পার্শ্বে পর্য্যায় ক্রমে একটা রহৎ ও একটা করিয়া ক্ষুদ্র পল ক্রমশঃ সূক্ষ্ম হইয়া শিখরদেশের নিকট পরস্পর সংযুক্তপ্রায় হইয়াছে ।

পূর্বোল্লিখিত ভুবনেশ্বরমন্দিরের বহির্ভাগ নানা-প্রকার খোদিত মূর্তিদ্বারা বিভূষিত ; এবং ইহার চতুর্পার্শ্ববর্তী প্রাঙ্গণভূমি সমুদায় রথ, শিবলিঙ্গ, গণেশ, হনুমান, হরপার্বতী, দুর্গা, কালী ময়ূরারোহী কার্তিক, কুমারী, নরসিং ও বামন অবতারের মূর্তিতে পরিপূর্ণ । এই মন্দিরের ভিত্তির মধ্য-ভাগের প্রস্তর পরিষ্কৃত নহে ; কিন্তু ঐ ভিত্তির গাত্র চিকণীকৃত ; তাহার উপর কোন স্থানে একটা কোন স্থানে বা কতগুলি অপসরোমূর্তি, কোথায়ও বা হরপার্বতী দণ্ডায়মান ও কোথায়ও বা উপবিষ্ট ; কোন স্থলে বা হস্তী, অশ্ব ও যোদ্ধগণ খোদিত আছে ; দেখিলে বোধ হয় যেন যোদ্ধগণ যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতেছে অথবা রাজকীয় মঙ্গল

কার্যোপলক্ষে সুসজ্জিত হইয়াছে। কোথায় বা অতি কৌতুকাবহ মুখশ্রী-সম্পন্ন কিন্তু ক্রিমাকার মূর্তিসকল বিন্যস্ত হইয়াছে; এবং কোন কোন স্থলে বা গম্ভীরাকৃতি শাস্ত্রস্বভাব মুনিগণ শিষ্য পরিবেষ্টিত হইয়া তাহাদিগকে উপদেশ প্রদান করিতেছে। এখানকার প্রত্যেক মন্দিরের দ্বারদেশোপরি নবগ্রহের মূর্তি খোদিত আছে।

এই ভুবনেশ্বর নগর কিংবা এই প্রদেশের সমুদায় মন্দিরের নির্মাণ-প্রণালী একরূপ। এই জন্য ভুবনেশ্বরের একমাত্র রহস্যমন্দিরের নির্মাণ-প্রণালীর পরিচয় প্রদান করিলেই, অপরাপর সমুদায় মন্দিরের আকার অনায়াসে হৃদয়ঙ্গম হইতে পারে। অতএব এই প্রস্তাবের শিরোভাগে কেবল লিঙ্গরাজ ভুবনেশ্বরের মন্দিরের চিত্র মুদ্রিত করা গেল। এই দেবালয় বাটী চতুষ্কোণ; এবং ইহার চতুর্দিকেই প্রাচীর আছে। প্রত্যেক দিকের প্রাচীরের দৈর্ঘ্য চারি শত হস্ত। ইহার পূর্বদিকে যে প্রবেশদ্বার আছে তাহার উভয় পার্শ্বে পঞ্চযুক্ত দুইটি ভীষণাকার সিংহমূর্তি অবস্থাপিত আছে। এই মন্দিরের ঔন্নত্য এক শত বিংশতি হস্ত। ইহার ভিত্তিতে অর্দ্ধগোলাকৃতি অতি বিস্তীর্ণ ১৩ ঘোলাটী পল আছে। এই পল গুলি পর্য্যায়ক্রমে একটি রহৎ ও একটি অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র, এবং একেবারে অলিন্দের উপরহইতে মন্দিরের অগ্রভাগ-পর্য্যন্ত উন্নত হইয়া সকল গুলি বক্রভাবে সঙ্কুচিত হইয়াছে; কিন্তু পরস্পর সংযুক্ত হয় নাই। ইহার গলদেশে গোলাকার তদুপরি আটটি সিংহমূর্তি আছে। এই সিংহের পৃষ্ঠদেশে শিরোবেষ্টনের ন্যায় গোলাকার এক খণ্ড প্রস্তর অবস্থাপিত হইয়াছে। সেই প্রস্তরের উপর আবার আর এক খণ্ড গোলাকার প্রস্তর প্রদত্ত হইয়াছে, এই প্রস্তর-খণ্ডের আকৃতি আমলকী কলের ন্যায় বর্জুল বলিয়া উহাকে “আমলা শিলা” কহে। অপেক্ষাকৃত

সূত্রীকতা-সম্পাদনের নিমিত্ত এই আমলা শিলার উপর আবার দুই খানি শানকির মত প্রস্তর-খণ্ড উপর্যুপরি বিপরীত ভাবে আছে। অপরাপর মন্দিরে তাদৃশ কএক খানি প্রস্তর প্রদত্ত হইয়া থাকে। এই প্রস্তর খানির যে রূপ বিস্তার হয়, তদনুসারে কখন উহার উপর একটি লৌহ শলাকা কখন বা বিষ্ণুচক্র দৃষ্ট হয়। উৎসবের সময় উপস্থিত হইলে এই শলাকা বা বিষ্ণুচক্রের উপর পাণ্ডারা পতাকা প্রদান করিয়া থাকে। লিঙ্গরাজ ভুবনেশ্বরের মন্দিরের নিম্নভাগহইতে উপরিভাগ পর্য্যন্ত স্থানে স্থানে সিংহের আকৃতি সকল খোদিত আছে। তাহাদিগের আশ্রয়দেশ অতি অল্প। পৃথিবীর কোন প্রাণীর সহিত তাহার সাদৃশ্য নাই। সিংহমূর্তি-খোদিত প্রস্তরগুলির মূল মন্দিরের ভিত্তির সহিত সংযুক্ত; কিন্তু মূর্তি গুলি অসংলগ্ন ও বহির্মুখ আছে। পাঠকগণ অশ্রদ্ধেশের রথযাত্রার সময় অশ্ব যেকপে রথে সংযুক্ত থাকে তাহা অরণ করিলেই এই প্রণালী হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন। ইতিপূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে যে দেবালয়ের পূর্বদ্বারে দুইটি সিংহমূর্তি আছে; এই মূর্তিদ্বয় অতিশয় রহৎ ও ভীষণাকার, এবং ইহার পদদ্বয়ের মধ্যে মাতঙ্গের মূর্তি আছে।

এই মন্দিরের প্রবেশদ্বারের অভিমুখে আর একটি অট্টালিকা আছে তাহাও মন্দিরের ন্যায় বিবিধ ভূষণে বিভূষিত ও নানাপ্রকার দেবমূর্তিতে সুসজ্জিত। সন্ন্যাসিগণ এই সকল দেবমূর্তিরও পূজা করিয়া থাকে। উৎকলদেশের এই সকল মন্দির ও মন্দিরের সম্মুখস্থিত লাটমন্দিরসকল অতিশয় পবিত্র বলিয়া পরিগণিত হয়। সম্মুখস্থ অট্টালিকাকে উড়েরা “জগন্মোহন” বলিয়া কীর্তন করিয়া থাকে। জগন্মোহনের সম্মুখে যে আর একটি চতুষ্কোণ গৃহ আছে তাহার নাম “ভোগমণ্ডপ।” এই গৃহে ভুবনেশ্বর ও অন্যান্য দেবগণের ভোগ

প্রস্তুত হইয়া নিবেদিত হইলে পাণ্ডা ও আগন্তুক লোকসকল ভক্তিসহকারে তাহা ভোজন করে।

ইতিপূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে ভুবনেশ্বরের বাটীর মধ্যে অন্যান্য অনেক মন্দির আছে। এ সকল মন্দিরস্থিত দেবগণেরও পূজা হইয়া থাকে। তাহার বিষয় বিশেষ বর্ণন করিবার প্রয়োজন নাই। কিন্তু এ সমুদায় মন্দিরই কার্গিস, স্তম্ভ, মনুষ্য, সর্প, পশু, পুষ্প ও দেবতাপ্রভৃতি বিবিধ ভাস্কর কার্যে পরিপূর্ণ। তৎসমুদায় দর্শন করিলে কি প্রণালী অবলম্বন করিয়া বা কি উদ্দেশ্যে সে সকল খোদিত হইয়াছে তাহার কিছুই নির্ণয় করিতে পারা যায় না। রহস্যমন্দিরের মধ্যদেশে ভিত্তির গাত্রে একত্র কতগুলি সুসমৃদ্ধ চিত্র খোদিত আছে। এখানকার ব্রাহ্মণেরা সে সকলকে শঙ্খ, চক্র, গদা ও পদ্ম বলিয়া উল্লেখ করিয়া থাকে।

যাহা হউক ভুবনেশ্বরের মন্দিরটি অতি চমৎকার ও প্রাচীন। ইতিহাসগ্রন্থে এবং লোক পরম্পর ইহার যেকোন বিবরণ পাওয়া যায় তাহাতে এই মন্দির নির্মাণ করিতে বহুকাল পর্য্যবসিত হইয়াছে বলিয়া প্রতীতি হয়। অপর উহার গাত্রে এক বিজক খোদিত আছে তাহাতে লিখিত আছে যে উহা ললাটেন্দুকেশরী রাজার আজায় ৫৮৮ শকাদে (৩৩৫ খ্রীষ্টাব্দে) নির্মিত হইয়াছিল। এ বিজক যথা,

“গজাট্টেন্দুকেশরী জাতে শকাদে তীর্থনাসনঃ।

প্রাসাদমরোরাদ্রাজা ললাটেন্দুকেশরী ॥”

ভুবনেশ্বরের মন্দির ভিন্ন আর সমুদায় মন্দিরই উৎসম্প্রায় হইয়াছে। * খুরদার রাজার পূর্বপুরুষেরা এখানকার ব্রাহ্মণগণকে যে ভূমি প্রদান করিয়া গিয়াছেন এক্ষণে তাহার উপসংক্ষেপেই অতি সামান্য-রূপে সেবাকার্য্য সম্পাদিত হইতেছে। পুরুষোত্তম-ক্ষেত্রস্থিতে এই নগর অতি দূরবর্তী নহে। অসংখ্য-জীয়া যাত্রিকগণ যখন পুরুষোত্তম-দর্শনে গমন করে তখন অনেকে ভুবনেশ্বর-দর্শন করিতেও গমন

করিয়া থাকে। এতদ্ভিন্ন প্রতিবৎসর শিবরাত্রি উপলক্ষে বহুসংখ্যক দেশীয় লোক সমবেত হইয়া এখানে একটা প্রকাণ্ড মেলা হয়।

ভুবনেশ্বর মন্দিরের নিকটে কেশরিসংখ্যীয় দুইটি বিস্তৃত রাজভবন ছিল, তাহা এক্ষণে ভগ্নাবস্থায় নিপতিত হইয়াছে। এ মন্দিরের উত্তরদিকে একটি সুবিস্তীর্ণ দীর্ঘিকা আছে, তাহাকে “বিম্বুনাগর” বলিয়া লোকে উল্লেখ করে। দীর্ঘিকাটী দেখিতে অতি মনোহর। ইহার এক দিকে প্রস্তর নির্মিত প্রাচীর এবং অপর দিকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মন্দিরশ্রেণী। মন্দির-গুলি উর্দ্ধে এত উন্নত যে তাহার মধ্যে একটা লোক অনায়াসে উপবেশন করিয়া থাকিতে পারে। বহুকাল অতীত হইল ৩০ খৃষ্টি সঙ্খ্যক সন্ন্যাসিনী এ সকল ক্ষুদ্র মন্দির-মধ্যে অবস্থানপূর্বক দেবীর উপসনায় জীবিতকাল ক্ষেপণ করিয়া গিয়াছে।

ভুবনেশ্বরের অপরাপর আশ্চর্য্যের মধ্যে একটি প্রকাণ্ড শিবলিঙ্গের উল্লেখ করা আবশ্যিক। এ মূর্তির নাম “ভাস্করেশ্বর।” ভাস্করেশ্বরের মূর্তি একখানি রহৎ প্রস্তরহইতে খোদিত। উহার কিয়দংশ গম্ব্বরের মধ্যে কিয়দংশ উর্দ্ধে অবস্থিত, কিন্তু তাহা তাদৃশ আশ্চর্য্যজনক নহে।

কটকস্থ

উৎকল ভাষোদীপনী সভায়

শ্রীযুত বাবু রত্নলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের

বক্তৃতা।

মাকে এ সভার প্রধান আসনে আহূত করা শোভনীয় হয় নাই, যেহেতু আমি এদেশীয় মনুষ্য নহি; বিশেষতঃ এ সভার উদ্দেশ্য উৎকল ভাষার উদীপন, সুতরাং তত্বাবাতেই ইহার কার্য্যাদি নির্বাহ হওয়া বিধেয়; আমি বিদেশীয়

লোক, উৎকল-ভাষা-কথনে আমার তাদৃশ পটুতা নাই, অতএব একপ স্থলে অযোগ্য-পাত্রে নিরতিশয় সম্মান প্রদত্ত হইতেছে। পরন্তু যদ্যপি আপনারা আমাকে আমার মাতৃভাষায় কিঞ্চিৎ বক্তৃতা করণে অনুমতি দেন, তবেই আমি এ গৌরবান্বিত-আসন-গ্রহণে সাহস করিতে পারি।”—

(উপস্থিত সভ্যেরা বক্তৃতা করণে

অনুমতি দিলেন)

বক্তৃতা।

“উৎকল-ভাষা এবং বঙ্গভাষার মধ্যে তাদৃশ বিভিন্নতা নাই, একথা সকলেই অবগত আছেন। সকল ভাষারই ভিত্তি এবং পত্তন স্বরূপ বিশেষ্য, বিশেষণ, সর্বনাম এবং ক্রিয়া,—এই চতুর্বিধ ভাষামূল উৎকল এবং বঙ্গভাষায় প্রায় একই প্রকার, কেবল ভিন্ন ভিন্ন বিভক্তিগত প্রত্যয়সকল এক প্রকার না হইবাতে প্রভেদ বোধ হইয়া থাকে। অপর, বিশেষণ ও বিশেষ্য বাচক শব্দসকলের উচ্চারণও প্রায় এক প্রকার, তবে এদেশে, অদন্ত শব্দাবলী যথাক্রমে উচ্চারিত হয়, আমাদের দেশে ঐ অদন্ত স্থলে হসন্ত ব্যবহৃত হইয়া থাকে। আর উৎকলে বহুতর শব্দের অস্তিত্ব বা মধ্যে ‘ল’ বর্ণ বিভিন্ন প্রকারে উচ্চারিত হয়। পরন্তু এই দ্বিতীয় প্রকার ‘ল’ কিছু উৎকল দেশে স্রষ্ট হইয়া নাই; জাবিড়া দাক্ষিণ দেশে তাহা প্রচলিত আছে, এবং কুর্নসীয় কোন মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত প্রতিপন্ন করিয়াছেন, উক্ত বর্ণ বেদ-মধ্যে সন্নিবেশিত আছে। অধুনা অর্য্যাবর্তে অর্থাৎ ভারতবর্ষের উত্তর ও মধ্য দেশের অনেকাংশে ইহার লোপ হইয়াছে, সুতরাং উৎকলীয় লোকের মুখে উক্ত বর্ণের উচ্চারণ শুনিয়া উত্তরস্থ লোকেরা “উড়িয়া কড় মড়” বলিয়া উপহাস করেন। কলতঃ উপহাসের কোন বিষয় দেখা যায় না। ললিত অর্থাৎ স্রুত মধুর বর্ণমধ্যে

‘ল’ বর্ণটি প্রধান, তাহার অন্যতর উচ্চারণ দেশভেদে বিলুপ্ত; সুতরাং ললিত বোধ হয় না। যে বর্ণ আমাদের কষ্ট্রে শ্রেষ্ঠে উচ্চার্য্য তাহাই কঠোর বোধ হয়। বিশেষতঃ ‘ল’ বর্ণের আদ্যতালব্য, উচ্চারণ-সুমধুর এবং অনাস্বাসে রসনাধারা উচ্চারিত হইয়া থাকে; এই জন্যই আমাদের কষ্ট্রে-বিবরে উৎকলে প্রসিদ্ধ দ্বিতীয় প্রকার উচ্চারণ মিষ্ট বোধ হয় না, গীতগোবিন্দে বর্ণিত “ললিত-লবঙ্গলতা-পরিশীলন-কোমল-মলয়-সমীরে,” এই পদ আরম্ভ-সময়ে কবির অভিপ্রেত অনুপ্রাস ভঙ্গ করিয়া উৎকলীয় পণ্ডিতেরা তিনটি ল এক প্রকার এবং অপর চারিটি ল অন্য প্রকারে উচ্চারণ করিবেন, ইহা বিপুল হইলেও আমাদের নিকট ললিত বোধ হয় না।

পরন্তু উৎকলীয় সর্বনাম-সমূহ যেকোন সংস্কৃত-মূলহইতে উৎপন্ন, বঙ্গীয় সর্বনামসকলও তন্মূল-হইতেই প্রজাত;—বরং উৎকলীয় ‘আম্’ ‘তুম্’ প্রভৃতি সর্বনাম অবিকল প্রাকৃত; বঙ্গীয় সর্বনাম ‘আমি’ ‘তুমি’ সবিশেষ অপভ্রংশ-দশাপ্রাপ্ত। তৃতীয় পুরুষের এক বচনে সংস্কৃত ‘সঃ’ হইতে ‘সে’ উৎপন্ন হয়; ইহা উৎকল এবং বঙ্গভাষায় একাকারেই বর্তমান; কিন্তু বঙ্গভাষাতে ইতরাভিধান স্থলেই ব্যবহৃত, গৌরবোক্তি স্থলে বাজালায় তৎ-হইতে তিনি শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে।

অপর, কৃ; ভূ, স্থা, এবং গম্ প্রভৃতি সংস্কৃত ধাতুহইতে উৎকল ও বঙ্গভাষায় অশেষবিধ ক্রিয়ার বিশেষার্থ প্রকাশ করে; কিন্তু বঙ্গা-পেক্ষা উৎকলে ক্রিয়ার বিভক্তিসকল অনেকাংশে অদ্যাপি পূর্বরীতির অনুসারে সংযোজিত হইয়া থাকে, যথা সংস্কৃত ‘ভবন্তি,’ প্রাকৃত ‘হোন্তি’ উৎকল ‘হঅন্তি।’ বাজলা ভাষায় কেবল গৌরব সূচনার সময়ে ‘তি’ লুপ্ত হইয়া হন্ মাত্র অবশিষ্ট আছে। ‘হা’ ধাতু ল এবং থ এই দুই বর্ণে সং

যুক্ত,-বাক্যলাভে স স্থলে ‘হ’ হইয়াছে; যথা, ছিল।, উৎকলে ‘থ’ মাত্র ব্যবহৃত; সুতরাং ‘ছিল।’ স্থলে “থিল।” হয়। এই স্থলে ভিন্ন ভিন্ন বিভক্তি-গত প্রত্যয়-বিষয়ে আরো কিঞ্চিৎ সমালোচনা করা যাউক। আদৌ সংস্কৃত-জাত-ভাষাসমূহে প্রথম দ্বিতীয় ও তৃতীয় পুরুষের এক বচনে ক্রিয়া-সকল স্ব স্ব কর্তার প্রকৃতির অনুসারে ইকার উকার এবং একার প্রত্যয় যুক্ত হইত এমত অনুভব হয়; কিন্তু কালক্রমে এ নিয়মের বিপর্যয় হইয়া গিয়াছে; যথা, ক ধাতুর অন্তর্গত ক্রিয়ার প্রথমা বিভক্তিতে এক বচন ও ভবিষ্যৎকালে কোন দেশে ‘করিব’ কোন দেশে ‘করিমু’ এবং দেশান্তরে ‘করিমি’ হইতেছে। কিন্তু শেষোক্ত বিভক্তির আকারই প্রকৃত পক্ষে বিশুদ্ধ, যেহেতু সংস্কৃত করিম্যামির অপভ্রংশে ‘করিমি’ বিহিত বোধ হইতেছে। বলা বাহুল্য উৎকলে এতদাকারেই উহা অদ্যাপি প্রচলিত আছে।

এই ক্ষেত্রে ঘটকারক সম্বন্ধে উৎকলে এবং বঙ্গ-ভাষায় যে সকলে বিভক্তি হয়, তদ্বিষয়েও কিঞ্চিৎ বক্তব্য। প্রথমার এক বচনে সংস্কৃত ভাষার নিয়ম অকার বিসর্গান্ত হয়; এ নিয়ম উৎকলে ও বঙ্গভাষায় বিলুপ্ত হইয়াছে। উৎকল ভাষার কর্তৃবাচ্য শব্দ সকল অদন্ত হয়,-বঙ্গভাষায় সে স্থলে হসন্ত হইয়া থাকে। দ্বিতীয়া এবং চতুর্থীতে উৎকলে ‘কু’ এবং বাঙ্গলায় ‘কে’ প্রত্যয় হয়। তদ্রূপ তৃতীয়া এবং সপ্তমীতে উৎকলীয় ‘রে’ প্রত্যয় স্থলে বাঙ্গলা ভাষায় ‘তে’ প্রত্যয় হয়। তদ্বিন্ন উভয় ভাষাতেই ‘এ’ প্রত্যয় একাকারেই আছে। পঞ্চমীতে উৎকলের ‘ক’ ও ‘বু’ স্থলে বাঙ্গলা ভাষায় ‘হইতে’ ‘থেকে’ ইত্যাদি প্রত্যয় হয়। ষষ্ঠীর চিহ্ন ‘র’ উভয় ভাষাতে এক প্রকার, কোন ভেদ নাই। কোন কোন ইউরোপীয় গণিত কছেন, এই সকল প্রত্যয়চিহ্ন কিছুই সং-

স্কৃত অনুযায়ী নহে। হিন্দু জাতি এই সকল প্রত্যয় বিশেষতঃ তৃতীয়া এবং সপ্তমীর চিহ্ন ‘কু’ এবং ‘কে’ ভারতবর্ষীয় আদিম জাতীয়দিগের স্থানে পরিগৃহীত করিয়াছেন, যেহেতু তাহাদের ভাষাতে ‘কু’ প্রত্যয় আছে। কিন্তু এ সিদ্ধান্ত অপর এক সম্প্রদায় বিদ্যাবিশারদ-দ্বারা খণ্ডিত হইয়াছে; তন্মধ্যে আমার সুবিখ্যাত শব্দশাস্ত্রবিৎ বন্ধু বাবু রাজেন্দ্রলাল মিত্রকে আমি অগ্রগণ্য বলিয়া বিবেচনা করি। ইংলণ্ডীয় সুপ্রসিদ্ধ রএল আশিয়াটিক সোসাইটির কার্য-পুস্তক-বিশেষে লিখিত হইয়াছিল, সংস্কৃত অধিকরণ কারক বিশেষে “কৃতে” প্রত্যয় হয়; এই প্রত্যয় প্রাকৃত ভাষায় ‘কি তো’ তদনন্তর অপভ্রংশে ‘কি আ’ এবং পরিশেষে ‘কো’ হইয়াছে। হিন্দীভাষায় অদ্যাপি ইহা এতদাকারেই আছে। উৎকলে ‘কু’ এবং বাঙ্গলাভাষাতে ‘কে’ হইয়াছে। এই রূপ সংস্কৃত ‘কৃতে’ স্থলে ‘রে’ ঘটিয়া গিয়াছে। কিন্তু আমার অসেচনক মিত্র এ সিদ্ধান্তে সন্তুষ্ট হইল নাই। তাঁহার মতে সংস্কৃত ভাষায় বিশেষার্থে বা স্বার্থে ‘ক’ প্রত্যয় হইবার রীতি আছে, তাহা হইতেই হিন্দী ‘কো’, উৎকলীয় ‘কু’ এবং বাঙ্গলা ‘কে’ সৃষ্ট হইয়াছে। এই রূপ অপরূপ প্রত্যয়ের প্রভিন্নতা ও স্থিরীকৃত হইতে পারে, তদ্বিস্তার বর্ণন করা বাহুল্য মাত্র। কলে এই কতিপয় প্রত্যয়ের ভিন্নতায় বাঙ্গলা এবং উৎকল ভাষার মধ্যে ঐক্য-সৌন্দর্য প্রতিপন্ন করা অনভিজ্ঞতা মাত্র; তাহা হইলে বাঙ্গলাদেশের পূর্বাঞ্চলীয় ভাষাকে এক স্বতন্ত্র ভাষা বলা কর্তব্য হয়; যেহেতু তথায় ‘করিব’ স্থলে ‘করিমু’ হইয়া থাকে। বস্তুতঃ কলিকাতার বাঙ্গলা এবং চট্টগ্রামের বাঙ্গলার মধ্যে যত প্রভেদ দেখা যায়, তাহা বঙ্গদেশীয় সাধুভাষা এবং উৎকলীয় সাধুভাষার মধ্যে ভেদ নহে।

আমি বাঙ্গলা এবং উৎকল ভাষার একজাতিত্ব এবং নিকট-সম্বন্ধ বিষয়ে এতাবমাত্র অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলাম; এবং উৎকলে সর্ব-গৌরবান্বিত সংস্কৃত ভাষানুযায়িনী নিয়মাবলীর যে প্রাচুর্য আছে তাহাও সংক্ষেপে ব্যক্ত করিলাম। কিন্তু আক্ষেপের বিষয় এই যে বাঙ্গলাদেশ সার্ব ৩ শত বর্ষ যবনাক্রান্ত হইয়াছে, কিন্তু তদেহীয় ভাষায় বিজাতীয় অর্থাৎ পারস্য আরব্য শব্দের যে পরিমাণে সংশ্রব দেখা যায়, তদপেক্ষা উৎকল ভাষায় তাহা সমধিক পরিমাণে সন্নিবেশিত এমনত বোধ হয়, অথচ উৎকল দেশে মুসলমানদিগের সমাগম সার্ব ৩ শত বৎসরও সম্পূর্ণ হয় নাই। সত্যবটে মুসলমানেরা যে সকল দেশ অধিকৃত করে, সে সকল দেশে আপনাদিগের ধর্ম, ভাষা, রীতি, নীতি প্রভৃতি প্রচলিত করণে অতিমাত্র সোৎসুক, তথাপি পরাভূত দেশীয়দিগের তত্তাবৎ অবাধে অঙ্গীকার করা উচিত নহে। মুসলমানদিগের অধিকারের পূর্বে উৎকল-প্রদেশে ভারতবর্ষের প্রাচীন রাজ্যপ্রণালী স্থাপিত ছিল। এখানে দেশের বিভাগ সকল “খণ্ড” এবং “বিচ্ছিত্তি” (অপভ্রংশ বিনী) নামে খ্যাত হইত। মুসলমানেরা তৎপরিবর্তে ‘পরগনা’ ও ‘চাকলা’ শব্দ প্রচলিত করে, কিন্তু অদ্যাপি ‘খণ্ড’ এবং ‘বিনী’ শব্দ অনেক স্থলে অন্তর্হিত হয় নাই; যথা, কেরবাল খণ্ড, তপন খণ্ড, বালু বিনী, ডেরা বিনী ইত্যাদি। অপর এদেশে ভারতবর্ষের সনাতন নিয়মানুসারে দেশাধিকারী এবং গ্রামাধিকারী পদের প্রচলন ছিল; অদ্যাপি “দেশপণ্ডা” এবং “গ্রামপণ্ডা” শব্দের তিরোধান হয় নাই। মুসলমানেরা তৎপরিবর্তে “মোকদ্দম” এবং “সরবরাংকার” প্রভৃতি পদের সৃষ্টি করে। অদ্যাপি “স্থানপতি” এবং “পদপতি” এতদুভয় প্রকার প্রজার আখ্যা “খানী” এবং “পাহী” শব্দদ্বয়ে জাগরক্ আছে।

অনেক স্থলে এই ক্ষণেও চৌকীদারকে ‘দণ্ডবাসী’ কহে। এই রূপ প্রীতিকর উপাদানসকল সত্ত্বেও উৎকল-ভাষায় মুসলমানী শব্দের প্রচুর সাহায্য গ্রহণ করা অতীব পরিতাপের বিষয়, আমরা বিদেশীয় শব্দ ব্যবহারের বিপক্ষ নহি, যে স্থলে কোন বিদেশীয় শব্দ ব্যতীত মানসিক ভাব বিশেষ ব্যক্ত করণের উপায় নাই, সেই স্থলেই তাহা ব্যবহার করা বিধেয়; নতুবা দুই ছত্র উৎকল বা বাঙ্গলা লিখনে শতকরা ৫০-৬০ পারস্য শব্দের ব্যবহার নিতান্ত নিন্দনীয়। এই রূপ কুরীতি ৩০ বৎসর পূর্বে বাঙ্গলাদেশেও অবলম্বিত হইত। কিন্তু এই ক্ষণে তাহা অপসারিত হইয়াছে। আর কেহ এক্ষণে মুসলমানী বাঙ্গলার প্রিয় নহেন। তবে বিচারালয়সমূহে অদ্যাপি কথঞ্চিৎ দৃষ্ট হইয়া থাকে; কিন্তু স্বদেশীয় ভাষায় সুশিক্ষিত লোকসকল যত রাজকার্য্যে নিযুক্ত হইতেছেন, ততই তাহা দিনদিন অশ্রদ্ধেয় হইয়া আসিতেছে। উৎকলদেশেও তদ্রূপ সম্মতনের বাধা কি? হালিঁডে সাহেবের সময়হইতে অদ্যাবধি গবর্ণমেন্ট বারংবার অনুজ্ঞা করিতেছেন, সুশিক্ষিত লোক ব্যতীত অন্য কেহ তাইদু এবং আমলা কার্য্যে নিযুক্ত হইতে পারিবেক না; কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে অদ্যাপি এই কচির রাজ্যদেশ কলবান হইতেছে না। প্রধান পদস্থ আমলাগণ প্রকৃতপক্ষে রাজদ্বারে প্রবল; তাহারা আপনাদিগের নিকপায় জ্ঞাতি কুটুম্বগণকে অধীন আমলা পদে সর্বথা প্রবিষ্ট করাইয়া থাকে, তৎপ্রযুক্ত এই কুরীতির উচ্ছেদ করা সুকঠিন হইয়াছে। আমার বিবেচনায় এই সভা সময়ে সময়ে ইহার নিরাকরণ নিমিত্ত বিহিত চেষ্টা পাইবেন। আমলাদিগের মূর্থতম জ্ঞাতিগোষ্ঠীজ কোন ব্যক্তি রাজকার্য্যে যখন প্রবিষ্ট হইবেক, সভা তৎক্ষণাৎ তাহা রাজপুত্রদিগের সুগোচর করিবেন, এবং যাহাতে

সুশিক্ষিত লোক প্রবিশ্ত হইতে পারে, তাহাতে যত্নশীল হইবেন। তবে ইহাও লজ্জার বিষয়, এদেশীয় লোকেরা বিশুদ্ধ নিয়মে শিক্ষা প্রাপণে তাদৃশ উদ্যোগ পরীক্ষণ নহেন, সুতরাং সুশিক্ষিত লোকের সংখ্যা নিতান্ত অল্প। সভা এ-বিষয়ের প্রতীকারপক্ষে প্রয়াস পাইবেন, তাহাতে দেশীয় লোকেরা স্ব স্ব সম্ভানগণকে রাজকীয় বিদ্যালয়ে প্রেরণ করেন, তৎপক্ষে কায়-মনোবাক্যে পরিশ্রম করিবেন।

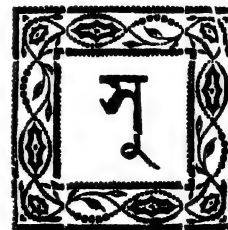
আমি অতঃপর ভাষার উৎকর্ষ-সাধন-বিষয়ে কিঞ্চিৎ আভিপ্রায় ব্যক্ত করিতে ইচ্ছা করি। আমাদিগের বাঙ্গলা ভাষা নিতান্ত অল্পকালমধ্যে কি ক্রমে শারদীয়-পদ্মবন-বৎ সৌষ্ঠবান্বিত হইয়াছে, ইহার কারণ অনুসন্ধান করিলে ইহাই স্থিরীকৃত হয়, যে মুদ্রায়ত্ত্বের সাহায্যে এবং কোন কোন ধর্ম-প্রচারক-সম্প্রদায়ের প্রযত্নেই তাহার সমধিক শ্রীর্দ্ধি সাধিত হইয়াছে। ৫০০ বৎসর পূর্বে বাঙ্গলাদেশে বৈষ্ণব-ধর্মের প্রাদুর্ভাব হয়, তাহাতে বিদ্যাপতি চণ্ডীদাস প্রভৃতি কবিগণকর্তৃক উক্তধর্ম বিষয়ক সঙ্কর্তনের পদাবলী সংরচিত হয়। তদনন্তর শ্রীচৈতন্য নিত্যামন্দের সময়ে তাহা বিপুলীকৃত হইয়া আইসে। অপর শ্রীরাধাপুরের মিশনরি এবং মহাত্মা রামমোহন রায় যে সকল সংবাদ পত্র এবং গ্রন্থাদি প্রণয়ন করেন, তৎসমুদায়ের মূলার্ভিপ্রায় স্ব স্ব ধর্মের বা মতের প্রকৃষ্ট প্রচার মাত্র। এই সকল ভিন্ন ভিন্ন মতাবলম্বী সম্প্রদায়ের প্রকৃত অভিসন্ধি যত সিদ্ধ হউক বা না হউক বস্তুতঃ বাঙ্গলা ভাষার উৎকর্ষ সাধনপক্ষে তাহাদিগের প্রয়াস বিশেষ হিতকর হইয়াছে। বিশুদ্ধ বাঙ্গলা ভাষা লিখনের তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা এক আদর্শ; ইহাও উক্ত-ধর্ম-প্রচার উদ্যোগের এক কলমাত্র। ধর্ম-প্রচার-কার্যে ভাষার উৎকর্ষ সাধনের হেতু এই

যে প্রচরণীয় ধর্মের প্রকৃত মর্ম যত সহজে সাধারণের হৃদয়ঙ্গম হয় ততই কল-লাভের সম্ভাবনা; সুতরাং সহজে আন্তরিক প্রগাঢ় ভাব-সমূহের স্ফূর্তি করিবার প্রয়াস হইলেই ভাষার প্রসাদ এবং ওজঃ গুণ প্রভৃতি বৃদ্ধি হইতে থাকে। এই রূপে ধর্ম-প্রচার সঙ্কল্পে ভাষার শ্রী সাধিত হইলেও তাহা উপায়ান্তরদ্বারাও অনায়াসসাধ্য হইয়াছে। বাঙ্গলা ভাষাতে গ্রন্থাদি রচনার রীতি নিতান্ত আধুনিক নহে। ১০০ বৎসর হইল, ত্রিপুরার রাজবংশীয়দিগের বিবরণ “রাজমালা” গ্রন্থে লিপি করণারম্ভ হয়। পরন্তু কুন্তিবাসী রামায়ণের বয়স ৪০০ বৎসরের ন্যূন নহে। তদনন্তর কবিকঙ্কণ চণ্ডী, কালীদাসী মহাভারত, প্রভৃতি গ্রন্থ বিরচিত হয়। এক শত বৎসর হইল ভারতচন্দ্রকর্তৃক অন্নদামঙ্গল কাব্য প্রণীত হইয়াছে। মুদ্রা যন্ত্রের প্রসাদে এই সকল গ্রন্থ প্রচারিত হইলে পর আমাদিগের দেশে গ্রন্থাধ্যয়নের পিপাসা প্রবল হইল। এই সকল গ্রন্থপ্রচারে শ্রীরাধাপুরের মিশনরি সাহেবেবরা এবং রামমোহন রায়ও উৎসাহ প্রদান করিতেন। উক্ত মিশনরিদল রামায়ণ মহাভারতাদি গ্রন্থ আপনাদিগের যত্নে মুদ্রিত করিয়াছিলেন। অধ্যয়নের পিপাসা এক বার প্রবল হইলে আর তাহা সহজে পরিতৃপ্ত হইবার নহে। যেকোন প্রাকৃত পিপাসায় আতুর হইয়া মনুষ্য অতি কলঙ্কিত পক্ষিল পয়ঃ-প্রণালীস্থ সলিলকেও সুখাজ্ঞানে পান করিতে থাকে, কিন্তু পানান্তে তৃপ্তি লাভ হয় না, সে তখন নির্যরস্থ স্ফটিক-সম্মিত নির্মল বারি অন্বেষণ করিতে থাকে, সেই রূপ বিদ্যাপিপাসাতুর মনুষ্য প্রথমতঃ যাহা সমক্ষে প্রাপ্ত হয়, তাহাই পরম মধুর জ্ঞানে আশ্বাদন করিতে থাকে; কিন্তু কিয়ৎকাল পরেই তাহার পরিজ্ঞান জন্মিতে থাকে; তখন বর্ণা সহকারে অতৃপ্তি আ-

নিয়া সমুদিত হয়। পিপাসার্ত্ত ব্যক্তি তখন বি-
মলবিদ্যাবারি অনুসন্ধান করিতে থাকেন। উৎ-
কলদেশে একনে কথঞ্চিৎক্ষেপে সেই পিপাসা
জন্মিয়াছে। অতএব যে সকল পুরাতন কাব্য গ্র-
ন্থাদি ভালপাড়ে বর্ত্তমান আছে, তত্তাবৎ মুদ্রিত
করা আবশ্যিক। এই সকল গ্রন্থ আধুনিক নহে
উৎকলে ভাষা-রামায়ণ মহাভারত এবং ভাগব-
তাদি গ্রন্থ বহুকালহইতে প্রচলিত আছে; কিন্তু
তত্তাবতের প্রণয়নের কাল স্থিরীকৃত হয় নাই। এই
সকল গ্রন্থ প্রণেতাগণ কোন্ সময়ে কোন্ প্রদেশে
বর্ত্তমান ছিলেন, ইত্যাকার শুশ্রূষণীয় বিষয়সকল-
ও এই সভার যত্নে নিরূপিত হইতে পারে। গ্রন্থ-
সকল নিতান্ত অশুদ্ধাবস্থায় পতিত হইয়াছে,
তৎসমুদায়ের পক্ষোদ্ধার হইলে সমধিক প্রতি-
ষ্ঠার কার্য্য হইবেক। অপর রাজা প্রতাপরুদ্রের
সময়ে দীনরুক্ষদাস নামক এক কবিকর্ত্তৃক “রস
কল্লোল” আদি কাব্য বিরচিত হয়। তদ্ব্যতীত
অনুসন্ধানদ্বারা অবগত হওয়া গিয়াছে, ভারত-
চন্দ্রের সমকালে ঘুরসরাধিপতি উপেন্দ্রভঞ্-
কর্ত্তৃক “বৈদেহীশ বিলাস”, “সুভদ্রাপরিণয়”,
“কাঞ্চনলতা” এবং “প্রেমসুধানিধি” প্রভৃতি বহু-
তর কাব্যকলাপ বিকাশমান হয়। যদিও এই সকল
কাব্যে ভাবালঙ্কার অপেক্ষা শব্দালঙ্কারের অতিশয়
প্রাচুর্য্য, তথাপি তত্তাবৎ পাঠে প্রণেতাগণের
অসাধারণ ক্রমতা প্রতিপন্ন হইতে থাকে। অত-
এব এই সকল গ্রন্থ অতি সুলভমূল্যে মুদ্রিত করি-
য়া প্রচুর পরিমাণে প্রদেশমধ্যে প্রচারিত করা
প্রয়োজন। অধন সধন সর্বসাধারণ সকল প্রকার
শ্রেণীস্থ লোক তত্তাবৎপাঠ করিতে করিতে ক্রমে
তাছাদিগের মনে সৌন্দর্য্য, গান্ধীর্ঘ্য এবং মা-
ধুর্য্য প্রভৃতির কথঞ্চিৎ আকাজকা সঞ্চারিত হইতে
থাকিবেক; তখন তাহারা তদাকাজকা চরিতার্থ-
করণার্থ উদ্যোগ পাইবেক। সেই সময়ে বিন্দ-

ভাবপূর্ণ ললিত ভাষায় ভাষিত গ্রন্থসমূহ প্রণয়নের
প্রয়োজন হইবেক। পরমেশ্বর কোন অভাব চির-
দিনজন্য প্রাদুর্ভূত রাখেন না, সর্বপ্রকার অভাব
নিরাকরণ-নিমিত্তে মনুষ্যের মনে সমুচিত বুদ্ধি-
বৃত্তি দিয়াছেন; অবশ্যই অকুলানে সঙ্কুলান হয়।
অত্রত্য বিদ্যালয়-নিকরে অধুনা যে সকল বালক
অধ্যয়ন করিতেছে, কালে তাহারা মহামহোপা-
ধ্যায় পণ্ডিত এবং সুকবি হইয়া উঠিতে পারে।
কোন ইংলণ্ডীয় কবি কহেন, “কাননে অনেক মনো-
হর পুষ্প বিকসিত হইয়া জাজলীয় সমীরে আপ-
নাপন মধুর সৌরভ-ভার বিধ্বংস করিতেছে, এবং
কত কত সুবিস্মল জ্যোতির্ময় রত্নাবলী রত্নাকরের
নিয়ত-তিমিরপূর্ণ তরঙ্গমালামধ্যে নিহিত রহি-
য়াছে;” সেই রূপ আমাদের বিদ্যালয়-সমূহে
অনেক ছাত্র থাকিতে পারে, যাহারা কালক্রমে
বিদ্যাবিশয়ে ব্যুৎপত্তি-প্রদর্শন-পূর্বক যশস্বান
হইবে, এবং তাছাদিগদ্বারাই অনাদৃত উৎকল-
ভাষা বিমলবিভায় সন্দীপিত হইবেক। কিন্তু যে-
রূপ কোন পুস্তলিকা গঠন করিতে হইলে প্রথমে
তৃণ মৃত্তিকা প্রভৃতির আবশ্যকতা আছে, সেই রূপ
সভাবার সৃষ্টি কর্পে তাহার প্রধান উপাদান
পূর্ববিরচিত গ্রন্থাদির আবিষ্কার। অতএব আমার
প্রস্তাব এই যে এই সভা উৎকল ভাষার প্রাচীন
গ্রন্থসকল সমুদয়-করণ-পূর্বক যথাক্রমে এবং যথা-
নিয়মে মুদ্রিত ও প্রচারিত করুন।”

আসফ উদ্দৌলা।



বিখ্যাত মোগল সজাট্ ঔরঙ্গ-
জেবের যত্নে পর তদীয় সুবি-
স্তৃত সাজাজ্যে বিশৃঙ্খল হইয়া
দুরবস্থায় উপস্থিত হইয়াছিল।
তদীয় হানবল উত্তরাধিকারীদিগের শাসন-সময়ে



রাজ্যান্তর্গত প্রদেশস্থ প্রতিনিধিরা সত্ৰাট্‌দিগের দুর্বলতাকপ সুযোগ প্রাপ্ত হইয়া, স্বাধীনতা-লাভে সবিশেষ সচেষ্টিত হইয়াছিল। তৎকালে সয়াদৎ খাঁ দিল্লীর অধীশ্বর মুহম্মদ শাহকর্তৃক অযোধ্যা নামক প্রাচীন সুপ্রসিদ্ধ প্রদেশের প্রতিনিধিপদে নিয়োজিত হইয়া নিজ বুদ্ধি ও কৌশল-প্রভাবে আপনি প্রায় স্বাধীন হইয়াছিলেন। তাঁহার পরলোক প্রাপ্তির পর তদীয় ভ্রাতুষ্পুত্র সফদর জঙ্গ অযোধ্যায় নবাবপদে প্রতিষ্ঠিত হইলেন; এবং দিল্লীর সত্ৰাট্‌ অহমদ শাহ তাঁহাকে ‘উজীর’ অর্থাৎ মন্ত্রিপদে নিযুক্ত করেন। তদবধি অযোধ্যার শাসনকর্তারা “নবাব উজীর” উপাধিধারা খ্যাত আছেন। সফদর জঙ্গ মানবলীলা সংবরণ করিলে, তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র সুবিখ্যাত সুজা উদৌলা অযোধ্যার সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইয়া প্রায় বিংশতি বৎসর প্রবল-পরাক্রমে রাজ্য শাসন করেন। তৎপরে তদীয় জ্যেষ্ঠাশ্রম মিজা আমিন্ পৈত্রিক সিংহাসনে আরোহণ করিয়া আসক্ উদৌলা নাম গ্রহণ-পূর্বক রাজ্য-শাসনে প্রবৃত্ত হইলেন।

সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইয়া আসক্ উদৌলা মিজাশ্বরের প্রীতি সাধনার্থে বহুল অর্থ ও সৈন্য

সামন্ত উপঢৌকনস্বরূপ প্রেরণ করিয়াছিলেন। সত্ৰাট্‌ তৎসমুদায় প্রাপ্ত হইয়া পরম আত্মাদিত হন, এবং আপনাকে সাতিশয় উপরূত বিবেচনা করিয়া আসককে নবাবী পদে প্রতিষ্ঠিত করেন। আসক্ উদৌলা এজন্য তৃতীয় নবাব উজীর বলিয়া পরিগণিত হন। ১৭৭৫ খ্রীষ্টাব্দে রাজ্যভার গ্রহণ করিয়া অনতিবিলম্বেই তিনি নানাবিধ বিপদে পতিত হইয়াছিলেন।

তদীয় পিতার লোকান্তর প্রাপ্তির পর, ভারত-বর্ষীয় গবর্ণর জেনারেলের সভার সভ্যরা পূর্ব-সন্ধিক্ষেদন করিতে রুতনিশ্চয় হইয়াছিলেন। বহু-বিধ বাদানুবাদের পর প্রতিনিধি ত্রিষ্টো মাহেব ২১ শে মে মাসে নবাবের সহিত এক নূতন সন্ধি সংস্থাপন করেন। এই সন্ধির অনুসারে নবাব বারাণসী ও গাজীপুর নামক স্বাক্ষিমন্ত নগরদ্বয় ইংরাজদিগকে অর্পণ করিতে স্বীকার করিলেন; এবং তদীয় রাজ্য-রক্ষার্থে ইংরাজদিগের যে এক সৈন্যদল অযোধ্যায় উপস্থিত থাকিবে, তাহার ব্যয় নির্বাহার্থে মাসিক ২,৩০,০০০ দুই লক্ষ ষষ্টি সহস্র টাকা প্রদানে সম্মত হইলেন; আর বিদেশীয় কর্মচারীদিগকে স্বীয় অধিকারহইতে দূরীকৃত করিয়া, ইংরাজদিগের বিষম শত্রু সম্রাট এবং কাসম আলীকে ধৃত করিয়া তাহাদের হস্তে অর্পণ করিতে অঙ্গীকার করিলেন; এবং ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির নিকট তাঁহার পিতা যে সকল ঋণে আবদ্ধ ছিলেন তৎসমুদায় পরিশোধ করিতে প্রতিজ্ঞা করিলেন। এতদ্বিনিময়ে ইংরাজেরা অযোধ্যা-রাজ্য এবং তদন্তর্গত প্রদেশসকল রক্ষা করিতে প্রস্তুত হইলেন।

এই কপে পৈত্রিক সিংহাসনের অধিকারী হইবা মাত্রই পৈত্রিক রাজ্যের কিয়দংশহইতে বঞ্চিত হইয়াও নূতন নবাবের আপৎ শেষ হইল না। তিনি অনতিবিলম্বে আর এক বিষম বিপদে

পড়িয়াছিলেন। হেষ্টিংসের বিপক্ষ পক্ষীয় সভ্যরা যত নবাবের ধনসম্পত্তি তদীয় বিধবা স্ত্রী বহু-বেগমকে অর্পণ করিবার নিমিত্ত প্রতিনিধি ব্রিষ্টো সাহেবকে আদেশ করেন। এই আজ্ঞায় নবাব আসক্ উদৌলার প্রতি অত্যন্ত অন্যায়াচরণ করা হইয়াছিল; কারণ নবাবকে তদীয় পৈত্রিক ধন-সম্পত্তিহইতে বঞ্চিত করা ইংরাজদিগের কোন কণ ক্রমতা ছিল না। হেষ্টিংস্ এতদ্বিষয়ে কোন মতেই সম্মতি প্রদান করেন নাই। যাহা হউক গবর্ণর জেনেরল এবং তদীয় সভার সভ্যরা পরস্পর বিরোধী না হইলে অযোধ্যার রাজপুরীতে গৃহবিচ্ছেদ হইত না, এবং আসক্ উদৌলাও মাতৃধন লুণ্ঠন-দোষে অপরাধী হইতেন না।

ইংরাজদিগের সহিত সন্ধি অনুসারে আসক্ উদৌলা পৈত্রিক ঋণ পরিশোধ করিতে অজ্ঞোকার করিয়াছিলেন। এক্ষণে পৈত্রিক ধনসম্পত্তিহইতে বঞ্চিত হইয়া তিনি নিজ অজ্ঞোকার রক্ষা করিতে অসমর্থ হইলেন; রাজকরসকল যথাসময়ে না সম্ভূত হওয়াতেও তিনি অর্থাভাবে সমধিক ক্লেশ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন; এবং রাজ্যের ব্যাধিক্য-প্রযুক্ত তিনি উত্তরোত্তর ঋণে জড়ীভূত হইয়া পড়িলেন। নবাবের এতাদৃশ দুরবস্থা সন্দর্শন করিয়া তদীয় মাতা বহুবেগম ইংরাজ প্রতি-নিধির অনুরোধে, সম্ভ্রানের সাহায্যার্থে ৫০ লক্ষ টাকা প্রদান করেন, এবং তদ্বারা আসক্ উদৌলাকে আসন্ন বিপদহইতে মুক্ত করিলেন।

নবাব ঐ অর্থ পাওয়াতে কিঞ্চিৎ সুস্থ হইয়া সৈন্যগণের তদানীন্তন অবস্থা উন্নতি করিতে প্ররক্ত হইলেন। সৈন্যদলমধ্যে সুনিয়ম ও সুশৃঙ্খলা প্রচলিত করিবার মানসে তিনি ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের নিকটে কতিপয় ইংরাজ সৈনিক কর্মচারীর সাহায্য প্রদান করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রার্থনানু-

সারে কতিপয় সুশিক্ষিত সৈনিক পুরুষ প্রেরিত হয়, এবং তাঁহারা অযোধ্যায় গমনপূর্বক সূচক-কাপে সৈন্য-শিক্ষা-কার্য্য নির্বাহ করিতে লাগিলেন। তৎপরে কৃতকগুলি অশিক্ষিত সৈনিক পুরুষ কর্মচ্যুত হওয়াতে, একত্র সমবেত হইয়া রাজবিদ্রোহী হইয়াছিল। বিদ্রোহীদিগের সহিত নবাবের সৈন্যের এক ঘোরতর সঙ্গ্রাম হয়; তাহাতে বিস্তর শোণিতপাতদ্বারা উভয় পক্ষেরই অনেক ক্ষতি হইয়াছিল। অযোধ্যায় অবস্ত্র-কার অনিয়ম ও অব্যবস্থা ক্রমশঃ বৃদ্ধি হওয়াতে, দুই দল ইংরাজ সৈন্য প্রেরিত হয়, এবং তাহাদের সাহায্যে সর্বত্র পুনরায় নিয়ম ও কুশল সংস্থাপিত হইল।

সৈন্যদিগের এতাদৃশাবস্থা অবলোকন করিয়া, নবাব কোনকপে ভীত বা উদ্বিগ্নচিত্ত হন নাই। কেবল সুরাপানে মত্ত হইয়া ও ইন্দ্রিয়সুখে ব্যাপ্ত থাকিয়া অহর্নিশি কালান্তিপাত করিতেন। দুর্নিবার ইন্দ্রিয়দিগের পরতন্ত্র হইয়া নবাব রাজ-কার্য্য পর্যালোচনা প্রায় একেবারে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন; এবং তদীয় অমাত্য মূর্ত্তজা খাঁর হস্তে প্রায় সমস্ত রাজ্যভার অর্পিত হইয়াছিল। কিন্তু তাহাকে অধিক দিন ঐ ভারবহন করিতে হয় নাই। খোজা বসন্ত নামক এক জন অসাধারণ পরাক্রমশালী সৈনিক, রাজ্যের বিশৃঙ্খলা ও সাধারণের অসন্তোষ সন্দর্শন করিয়া, নবাবের অনুজ সাদৎ আলীকে সিংহাসনে সন্নিবেশিত করিতে স্থিরসঙ্কল্প হইল। একদা উক্ত নপুংসক কোন মহোৎসবের উপলক্ষে নবাব এবং তদীয় মন্ত্রীকে নিমন্ত্রণ করিলে, তাঁহারা রজনীযোগে তাহার আবাসে উপস্থিত হইয়া নৃত্যগীতোক্তব সুখানুভব করিতেছিলেন, এমন সময়ে বসন্ত গুপ্ত-বেশধারী হত্যাকারীর প্রতি মজিবরের প্রাণ-নাশের আজ্ঞা প্রদান করিয়া তথাহইতে প্রস্থান

করিল। হত্যাকারী আদেশানুসারে মস্ত্রির মস্তকচ্ছেদন পূর্বক, উন্মত্ততা প্রযুক্ত, নবাব-সমীপে উপস্থিত হইয়া প্রগল্ভ বাক্যে ঐ গর্হিত কর্মের ব্যাখ্যান করিতে লাগিল। নবাব তাহাতে ক্রো-
ধাধিত হইয়া হত্যাকারীর শিরচ্ছেদন করিতে তৎক্ষণাৎ আদেশ এবং স্বয়ং পলায়ন পরায়ণ হইয়া দেহ রক্ষা করিলেন।

কিন্তু ইহাতে নবাবের কোন জ্ঞানোৎপন্ন হইল না; ও তাঁহার চরিত্রের কিঞ্চিৎ মাত্রও সংশোধন হয় নাই। তিনি তাদৃশ আসন্ন বিপদ-
হইতে মুক্ত হইয়াও পূর্বের ন্যায় সমস্ত রাজ্য-
ভার হস্তান্তরে অর্পণ করিয়া, ইন্দ্রিয় সুখভোগে স্বয়ং সতত ব্যাপ্ত থাকিতেন। সুতরাং রাজ্যের প্রায় সকল স্থানেই অনিয়ম ও বিশৃঙ্খলার প্রাদু-
র্ভাব হইতে লাগিল। এতাদৃশ সময়ে হেষ্টিংস নবাবের নিকটহইতে প্রাপ্য টাকার প্রাপ্তির
মানসে অযোধ্যাভিমুখে যাত্রা করিলেন; এবং
বারাণসী নগরাধিপতি টৈত্র সিংহের সহিত
বিবাদ-ভঞ্জন-পূর্বক চুনার নগরে নবাবের সহিত
সাক্ষাৎ করিলেন। তথায় এক নূতন সন্ধি সং-
স্থাপন-পূর্বক হেষ্টিংস নবাবকে সাহায্য করিবার
অজীকারে তদীয় মাতা এবং পিতামহী বেগম-
দিগের অগাধ ধনসম্পত্তি লুণ্ঠন করিতে তাঁহাকে
আদেশ দেন। নবাব ঐ অপৰ্য্যাপ্ত অর্থ প্রাপ্ত
হইয়া ইংরাজদিগকে ৫৫ লক্ষ টাকা প্রদান করেন,
এবং অবশিষ্ট ২২ লক্ষ টাকা ক্রমে ২ পরিশোধ
করিতে অজীকার করিলেন। কিন্তু পরে তিনি স্বীয়
অজীকার প্রতিপালন করিতে অসমর্থ হওয়াতে,
হেষ্টিংস ১৭৮২ খ্রীষ্টাব্দে পামর সাহেবকে অযো-
ধ্যায় প্রেরণ করেন; কিন্তু তাহার বাহ্যিক অভি-
প্রেত কোমলভেদে সিদ্ধ হয় নাই। প্রত্যাশিত
ধনলাভে নিরাশ হইয়া হেষ্টিংস ১৭৮৪ খ্রীষ্টাব্দে
পুনরায় অযোধ্যাভিমুখে যাত্রা করিলেন। তথায়

পাঁচ মাস অবস্থিতি করিয়া সুনিয়ম ও সুশৃঙ্খলা
সংস্থাপন-পূর্বক নবাবের নিকটহইতে কিয়ৎ পরি-
মাণে অর্থ সমুহ করিয়া কলিকাতায় প্রত্যাগত হন।

১৭৮৩ খ্রীষ্টাব্দে সুবিখ্যাত লর্ড কর্ণওয়ালিস
ভারতবর্ষের শাসনভার গ্রহণ করিলে, নবাব তদীয়
প্রধানতম অমাত্য হাইদার বেগ খাঁকে তাঁহার
সমীপে প্রেরণ-পূর্বক পুনরায় সন্ধির নিমিত্ত প্রা-
র্থনা করিলেন। কর্ণওয়ালিস অযোধ্যা-রাজ্যের
শ্রীলঙ্কা-সাধন-মানসে ঐ প্রার্থনায় সদয় হইয়া
নবাবের সহিত এক নূতন সন্ধি নির্ধারিত করেন।
তদ্বারা নবাব পূর্বের স্বাধীন হইতে মুক্ত হইয়া স্বরাজ্য-
মধ্যে স্বাধীনের ন্যায় রাজ্যশাসন করিতে লা-
গিলেন। তৎপরে সর্ জন শোর গবর্নর জেনে-
রলের পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া অযোধ্যা রাজ্যের
অবস্থা উন্নতি করিতে সমধিক সচেষ্টিত ছিলেন।
কিন্তু কোন কাপে সিদ্ধমনস্কাম হইতে পারেন
নাই। নবাব সর্বদা ভোগসুখে রত থাকিয়া অস-
কাল মধ্যে ধনাগার শূন্য করিয়াছিলেন। তাঁ-
হার তাদৃশীবস্থা অবলোকন করিয়া সমস্ত প্রজা-
বর্গেই অসন্তুষ্ট হইয়াছিল। রাজ্যমধ্যে মহান
কোলাহল উপস্থিত হইল। এতাদৃশ সময়ে সর্
জন শোর অযোধ্যায় আগমন করিয়া নবাবকে
নানাবিধ সদুপদেশ-প্রদান-পুরসরঃ তৎক্ষণাৎ হো-
সেন্ নামক এক সুবিজ্ঞ পারদর্শী কর্মচারীকে
নবাবের মস্ত্রিপদে নিয়োজিত করিয়া কলিকাতায়
প্রত্যাগমন করেন। কিন্তু তাহাতে বিশেষ কোন
ফল দর্শে নাই। যেহেতু তাঁহার প্রত্যাগমনের
কিঞ্চিৎ পরে ১৭৮৭ খ্রীষ্টাব্দে নবাব মানবলীলা
সংবরণ করেন।

আসক্ উদৌলা আশিয়া খণ্ড নরপতিদিগের
দৃষ্টান্ত স্বরূপ। তিনি ইন্দ্রিয়দিগের পরতন্ত্র হইয়া
সর্বদা ভোগসুখে রত থাকিতেন; রাজকার্য
পর্যালোচনা একেবারেই পরিত্যাগ করিয়াছি-

লেন। মস্তিদিগের উপর সমস্ত রাজ্যভার অর্পণ করিয়া দিবানিশি জী-সহবাসে কালান্তিপাত করিতেন। কতিপয় সদৃশ সন্তেও তিনি একে-বারে কার্যে অক্ষম ছিলেন। পরন্তু তিনি বহুবায়ী ছিলেন, এবং সর্বদা উৎসব ও অর্থব্যয় করিয়া লোককে পরিতুষ্ট রাখিতেন; তন্নিমিত্ত তিনি সাধারণের প্রিয় ছিলেন।

নূতনগ্রন্থের সমালোচন।

“কবিতালহরী। শ্রীরামদাস সেন-
কৃত।” বঙ্গবাসী ধনাঢ্য ব্যক্তির।
অনেকেই বিদ্যানুশীলনে নিতান্ত
বিমুখ; তাঁহারা সহচরগণ-পরিবৃত
হইয়া অনর্থক চাটুবাচ্য শ্রবণ ও হীন-ক্রোড়ার অব-
লম্বনে কালক্ষেপ করেন, এজন্য আমরা অত্যন্ত
দুঃখিত আছি। দীনাবস্থায় থাকিলে লোক সম্যক
স্বচ্ছামত অনুশীলনে পরাজুথ হইতে প্রণোদিত
হয়, কারণ উদরপূর্তি ও পরিবার-প্রতিপালন-জন্য
তাহাদিগকে ব্যস্ত থাকিতে হয়। ধনবানেরা বিদ্যা-
নুশীলনে প্রবর্ত হইলে উদরের জন্য চিন্তা করিতে
হয় না, সুতরাং সমাধিক পাণ্ডিত্য লাভ করিবার
সম্ভাবনা আছে। এজন্য কোন ধনবান ব্যক্তি
বিদ্যামোদী হইলে আমরা অত্যন্ত আশ্চর্যিত
হই। সম্প্রতি বহরমপুর নিবাসী সুবিখ্যাত সেন-
বংশজ শ্রীযুক্ত রামদাস সেনকৃত যে কয়েকটি
নামাবিষয়িণী কবিতা “কবিতালহরী” নামে
প্রকাশিত হইয়াছে তৎপাঠে আমরা যথেষ্ট আন-
ন্দিত হইয়াছি। রচয়িতা কবিতাগুলিন ইতিপূর্বে
প্রভাকর, সোমপ্রকাশ প্রভৃতি পত্রে প্রকাশ করি-
য়াছিলেন, কিন্তু সম্পাদকগণের কোন সাহায্য না
পাওয়াতেই হউক বা অন্য কোন কারণেই হউক
রচনার দোষসকল অসংশয়ক রহিয়াছে। এই গ্রন্থের

স্থানে স্থানে ভাবমাধুর্য ও রচনা-চাতুর্য্য বিলক্ষণ
আছে, এবং সাবধানতা ও বিবেচনা সহকারে রচনা
করিলে গ্রন্থকার যে পরিণামে উত্তম লেখক হই-
বেন তাহার সম্যক সম্ভাবনা আছে। গ্রন্থকারের
ভাষায় সম্যক অধিকার হয় নাই, কারণ যোগ্য
শব্দ-বিন্যাস-বিষয়ে অপটুতাবশতঃ রচনার দোষ
অনেক রহিয়াছে। পুনরুক্তি দোষ গ্রন্থের অনেক
স্থানে আছে, এবং ছন্দঃপতনও দৃষ্টাপ্য নহে।
নিম্নোক্ত কয়েক চরণে তাহার প্রমাণ অনায়াসেই
দৃষ্ট হইবে।

“সুখাংস্তু কিরণে যত, তব লতা শত শত,

শোভিত হইল সবিশেষ।”

“যেমন প্রসূতি কোলে যত শিশুগণ।

নিদ্রাভরে রয় সবে হয়ে অচেতন।।”

“ঝিঁঝিঁ পোকাগণ সকলেতে গান করে।”

“কিছাপ মখমলের পরিচ্ছদ যত।

বিঁধে মোর অঙ্গে লৌহ শলাকার মত।।

গলকণ্ঠার হীরকের বহুমূল্য হার।”

“গজরাজ মল্লিকা মালতী আদি করি।

এখন কুটিছে কত কুল আছা মরি।।”

রচনাগুলিতে অবশ্যপ্রকার দোষ থাকাতেও আ-
মরা প্রশংসা করিতে বিমুখ হইলাম না, কারণ
দোষসত্ত্বেও নিম্নোক্তের ন্যায় কবিতা পাঠ করিয়া
কোন সহৃদয় পাঠক পরিতুষ্ট না হইবেন?

“মধুসম মধুমাংসে মোহন বাঁশরী।

বাজান নিকুঞ্জবনে রাধাকান্ত হরি।।

শুনি গোপগোপীগণ আনন্দে বিহ্বল।

চকিত স্থগিত নেত্রে হেরে বনস্থল।।

তেমতি বংশীর নাদে শ্রীমধুসূদন।

প্রেমানন্দে ভাসাইলা গৌড়জনমন।।

বীরাজনা, ব্রজাজনা, তিলোত্তমামুখে।

তান লয় সজীতের ধনি শুনি সুখে।।

পুনঃ মেঘনাদমুখে রণভেরী শুনি।

সদর্পেতে বিরহিয়া জাগিল অমনি ॥
নবরস প্রপূরিত তোমার সজীত ।
কাব্যপ্রিয় বাঙ্গালির যাহে জন্মে প্রীত ॥
কাব্যের কানন-দিকে পুনঃ কর্ণ ধায় ।
গুনিতে নূতন স্বর তোমার গাথায় !”

২। “তত্ত্ববিদ্যা। প্রথম খণ্ড, জ্ঞানকাণ্ড।
শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরকর্তৃক প্রণীত।” তত্ত্ব-শা-
লোচনা-বিষয়ে ভারতবর্ষীয় পণ্ডিতেরা বহু-
কালাবধি সুবিখ্যাত আছেন। তাঁহাদিগের ন্যায়
শাস্ত্র্য পাতঞ্জলাদি দর্শন শাস্ত্রে তীক্ষ্ণবুদ্ধি ও
তর্ক শাস্ত্রের যে প্রকার পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়,
তাহা প্রাচীন গ্রীক ভিন্ন কোন জাতীয়দিগের গ্রন্থে
উপলব্ধ হয় না। পিথাগোরাস, সক্রেতিস, প্লেতো,
জিনো প্রভৃতি গ্রীক দার্শনিকেরা তর্ক শাস্ত্রের
পরাক্রাণ প্রদর্শন করিয়াছেন, সন্দেহ নাই। পরন্তু
তাঁহাদিগের তুলনায় কপিল, গৌতম, জৈমিনি
প্রভৃতি এতদ্দেশীয় ঋষিরাও কোন মতে কনিষ্ঠ
নহেন। প্রত্যুত প্রবাদ আছে যে প্রাচীন বিদে-
শীয় পরিত্রাজকেরা এতদ্দেশে আগমন পূর্বক
আমাদিগের দর্শন শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া তা-
হাই স্ব স্ব দেশে প্রচার করাতে, গ্রীকেরা দর্শন
শাস্ত্রের বীজ প্রাপ্ত হয়। এ কথার বিচার এস্থলে
উদ্দেশ্য নহে। তাহা সত্যই হউক আর মি-
থ্যাই হউক সকলে ইহা অবশ্যই স্বীকার করেন
যে আমাদিগের ঋষিরা তত্ত্ববিদ্যায় কোন প্রা-
চীন পণ্ডিতদিগের কনিষ্ঠ নহেন। এই গরিমা
আমাদিগের পণ্ডিতেরা আবহমানকাল রক্ষা
করিয়া আসিতেছেন, এবং তিন শত বৎসরাবধি
নবদ্বীপে ন্যায়ের বিশেষ চর্চায় তাহা বাঙ্গালী-
দিগের এক অসদৃশ গরিমার স্থল হইয়াছে। সে
গরিমা রক্ষা করা বঙ্গবাসীদিগের অবশ্য কর্তব্য,
এবং তদ্বিষয়ে ভারতবর্ষীয়দিগের মানসিক ক্ষমতা
যে অদ্যাপি পুষ্ট আছে তাহার প্রমাণার্থে আমরা

শ্রীযুক্ত বাবু দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে দৃষ্টান্ত স্বরূপ
লক্ষ্য করিতে পারি। তিনি ব্রাহ্মণ-সন্তান;
প্রাচীন ঋষিদিগের বংশজ; এবং সেই ঋষিদিগের
বর্ণাদির সহিত তাঁহাদিগের মানসিক ক্ষমতারও
উত্তরাধিকারী; এবং সেই দায় তিনি যে প্রাপ্ত হই-
য়াছেন ইহা তাঁহার অভিনব গ্রন্থে স্পষ্ট প্রতীত
হইতেছে। দর্শন শাস্ত্রের যথাবিহিত আলোচ-
নার নিমিত্ত পরিভাষার বিশেষ প্রয়োজন; তদ-
ভাবে কদাপি অভিষ্ট সিদ্ধ হয় না। বাঙ্গালী
ভাষায় সেই পরিভাষার নিতান্ত অসম্ভাব; পরন্তু
সংস্কৃতের আশ্রয়ে শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্র বাবুকে সে
অভাব সহ্য করিতে হয় নাই; এবং বুদ্ধি-কৌশলে
তিনি বাঙ্গালীতে যে রূপ দার্শনিক বাক্যের বি-
ন্যাস করিয়াছেন তাহা তাঁহার পক্ষে বিশেষ
প্রশংসনীয় হইয়াছে। তত্ত্ববিদ্যার সমালোচনা
এই সম্বর্ডের উপযুক্ত পদার্থ নহে, অতএব আমরা
শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্র বাবুর মতাবলীর বিচার করিতে
প্ররত্ত নহি। পরন্তু তাঁহার গ্রন্থে ভবিষ্যৎ উৎকৃষ্ট-
তার সমস্ত লক্ষণ দৃষ্টে ও গ্রন্থের বর্তমান পারি-
পাট্য-বিষয়ে তাঁহার অবশ্য সমাদর করা কর্তব্য
হইয়াছে বলিতে হইবে। বঙ্গদেশে সম্প্রতি অনেক
অভিনব গ্রন্থ প্রচারিত হইতেছে; কিন্তু তন্মধ্যে
উত্তম গ্রন্থের বিশেষ অসম্ভাব দেখা যায়।
“তত্ত্ববিদ্যা” সেই আক্ষেপের অপনোদক; অত-
এব আমরা মুক্তকণ্ঠে সমুদয় পাঠকদিগকে ঐ
গ্রন্থের আলোচনা করিতে অনুরোধ করি।

গ্রন্থকার তর্কবয়স্ক, তাঁহার রচনা-প্রণালী
অদ্যাপি নির্মল হয় নাই। স্থানে স্থানে রথাবাক্য
ও অযুক্ত উপমা দৃষ্ট হয়, বোধ হয় ভবিষ্যতে তাহা
অনায়াসেই সংশোধিত হইবে। ঐ রচনার দৃষ্টান্ত
স্বরূপে আমরা এই স্থলে এতদ্দেশীয়দিগের তত্ত্ব-
বিষয়ে হৃদয়সূচক তাঁহার আক্ষেপ-বাদটী উদ্ধৃত
করিলাম।

“আমাদের পুরাতন ভারতবর্ষের ইহা সামান্য মাহাত্ম্য নহে যে জ্ঞানোজ্জ্বল ইউরোপখণ্ডে তত্ত্ব-বিদ্যা-বিষয়ক যে সকল মূল-সিদ্ধান্ত যোরতর বাদানুবাদ ও তর্ক বিতর্কের পর সম্প্রতি কেবল পণ্ডিতগণের গ্রাহ্য হইতেছে, তাহার প্রায় তা-বৎই অত্রত্য দর্শন শাস্ত্রসমূহে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে,—কেবল আমরা নিজে অন্ধ বলিয়াই আমরা তাহা দেখিতে পাই না। আমরা স্বা-ধীনতা-ভ্রষ্ট হইয়া অবধি পারের মুখে রসাস্বাদন করা অভ্যাস-টি আমাদের বিলক্ষণ পাকিয়া উঠি-য়াছে; এই জন্য আমাদের স্বদেশের দর্শন-শাস্ত্র-বিষয়ে অন্যে যাহা বলে তাহাই আমরা অন্ধ-ভাবে শিরো-ধারণ্য করি;—আপনারা যে একটু চক্ষু উন্মীলন করিয়া স্বাধীন-রূপে বিচার করিব, একপ সামর্থ্য অনেক কাল হুইল আমাদের এ দেশহইতে প্রস্থান করিয়াছে। কিন্তু একটুকু স্বাধীন-রূপে প্রণিধান করিলেই আমরা সুস্পষ্ট দেখিতে পাইব সন্দেহ নাই, যে—তত্ত্ববিদ্যার বীজ-সকল যাহা আমাদের এইখানকার এই মুণ্ডি-কাতেই পুরাকালে প্রচুর-রূপে বণিত হইয়াছিল, তাহারই শাখা-প্রশাখা* ইউরোপ-দেশে বিস্তা-রিত হইয়া, সম্প্রতি কেবল তাহাদের অগ্র-ভাগে শস্য উৎপন্ন হইতে আরম্ভ হইয়াছে। সামা-রিক সুখের পুষ্প পল্লবে বহিঃশোভিত—কূতর্ক সমূহের গ্রস্থি-ময় কণ্টক-ময় বক্র প্রণালীসকল বীজের সহিত যাহার কিছুই মিল হয় না, তা-হাই স্নেই শাখা প্রশাখা; এবং শস্যের মধ্য-হইতে যেমন বীজই পুনর্বার বহির্গত হয়, সেই রূপ—আমাদের এই দেশে যে সকল তত্ত্ব জ্ঞান অদ্যাপি গূঢ়ভাবে অবাস্তি করিতেছে তাহাই অধুনা ইউরোপ খণ্ডে সাধারণ-সমক্ষে অগ্নে অগ্নে অনারত হইতেছে।”

* বীজের শাখা প্রশাখা কি?

৩। “ধর্মতত্ত্ব দীপিকা দ্বিতীয় ভাগ।” ধর্মই জীবনের সার, এবং তাহার যথার্থ্য যাহাতে নি-শ্চিত হয়, তাহা বিজ্ঞ ব্যক্তিদিগের অবশ্য আদর-ণীয় হইবে। এই গ্রন্থে সেই ধর্মের তত্ত্ব সমালোচিত হইয়াছে। পরন্তু এই সন্দর্ভে ধর্ম বিষয়ের আ-লোচনা নিম্নিক, অতএব আমরা উপস্থিত গ্রন্থের বিশেষ সমালোচন করিতে এ স্থলে সমর্থ নহি। ইহার রচনা প্রাজ্ঞল হইয়াছে, এবং ইহার পদার্থ দৃষ্টে স্পষ্টই প্রতীত হয় যে গ্রন্থকার আমাদের স্বদেশীয় সন্নিধান, সন্নিবেচক, পরম ধার্মিক, দেশহিতৈষি জনগণ মধ্যে এক জন অগ্রগণ্য। তাঁ-হার অভিনব গ্রন্থের জন্য আমরা তাঁহার অভি-বাদন করিতেছি।

৪। “নোতিমালা, সংস্কৃত পাঠশালাছাত্র ত্রিতারা-কুমার চক্রবর্ত্তি-প্রণীত।” এই ক্ষুদ্র গ্রন্থে ২২৮ টি সংস্কৃত শ্লোক আছে। ইহার রচনা সুললিত হইয়াছে, এবং তদৃষ্টে নূতন কাবির রচনা-চাতুর্য্য বিলক্ষণ আছে, ইহা অনায়াসেই নির্দিষ্ট হয়। অভ্যাস-সাহায্যে ইনি এক জন সুকবি হইবেন ইহা প্রত্যাশা করা যাইতে পারে।

৫। “রামাভিষেক নাটক-অথবা রামের অধি-বাস ও বনবাস। শ্রীমনোমোহন বসুপ্রণীত।” এই পুস্তক খানি বিশেষ প্রশংসার পদার্থ নহে। ইহাতে সাহিত্য শাস্ত্রের বিরোধী অনেক বিষয় আছে, এবং রচনাও তাদৃশ প্রাজ্ঞল বা ওজোবুদ্বিশিষ্ট নহে। পরন্তু আমরা ইহার বিশেষ নিন্দা করিবারও কোন কারণ দেখি না। যদ্যপি ইহার কবিতাসকল উৎকৃষ্ট নহে, তথাপি তাহা নিতান্ত হেয় নহে। ইহাতে নূতন ভাব কিছুই নাই, পরন্তু প্রাচীনভাবের বিন্যাসে ইহা যে একেবারে অপদার্থ তাহাও নহে। যদিচ আমরা “পাবো” “অন্ধ-কারো” “বাহিক” প্রভৃতি বহুতর বসুজার প্র-যুক্ত শব্দ অত্যন্ত অশুদ্ধ জ্ঞান করি, তথাপি নাট-

কের কোন কোন স্থান আমরা প্রশংসনীয় মহে বলিয়া স্বীকার করি না, এবং বোধ করি পাঠকবৃন্দ নিম্নোক্ত রামের শোক বাক্য পাঠে আমাদের সহিত এক বাক্য হইবেন।

“রাজা! (সকাতরে) হা রাম! তুমিই সাধু—তুমিই সুপুত্র—তুমিই সার্থক মানবজন্ম ধারণ করেছিলে! কোন সময় বীর্য প্রকাশ, আর কোন সময় ধৈর্যধারণ কোর্তে হয়, তা তুমিই জেনেছ!—পুত্র হোয়ে ঔরসদাতার জন্য—ধর্মের জন্য, কেমন কোরে অতুল ঐশ্বর্যেরও ভোগ-লালসা ত্যাগ কোর্তে হয়, জগতে তুমিই তার প্রথম পথ দেখালে! তোমার পবিত্র চরিত্র মুনি-ঋষিরও শিক্ষার স্থল—দেবলোকেরও অনুকরণ যোগ্য! যাবৎকাল দিবাকর ভুবনত্রয়ে আলোক দানে বিরত না হইবেন, তাবৎ কালপর্যন্ত তোমার এই অনুপমকীর্তি দীপ্তিমান থাকবে! হা লক্ষণ! তুমি যথার্থই বোলেছ, আমার ম্যায় নৃশংস পাণ্ডিত্য নরশাদুল কি ভূমণ্ডলে আর আছে? আমি এমন সাধু পুত্রের নির্বাসনের কারণ হোয়েও স্বচ্ছন্দে রাজত্ববনে ও দেহত্ববনে বাস কোর্ছি! বাহ্যিক শোকাড়ম্বর দেখিয়ে যেন কলঙ্ক ও মৃত্যুর হস্তে অব্যাহতির চেষ্টা পাচ্ছি!

হা নিদাক্ষণ প্রাণ! তুমি কঠাগত হোয়েও বহির্গমনে বিমুখ হোচ্ছ কেন? তুমি ভারতের রাজ্য-ভিষেক কালে, কৈকেয়ীর হাস্যবদন দেখে বোলে কি অপেক্ষা কোরে আছ? তা তো কখনই হবে না—কখনই হবে না! তুমি এখনি নির্গত হও—এখনি নির্গত হও!—ওহে ঘৃণা! ওহে লজ্জা! ওহে শোক! ওহে কলঙ্ক! তোমরা কোথায়? তোমাদের রাজা যে দশরথের প্রাণ, সে অতি বিপন্ন হোয়েছে! কারাগারে বদ্ধ রোয়েছে—অনিচ্ছায় বদ্ধ রোয়েছে! নির্গমনের পথ দেখতে পায় না! তোমরা এসে পথ দেখিয়ে দেও—হাত ধোরে নির্গত কোরে দেও! আর বিলম্ব কোরো না—আর সহ্য কর না!—অয়ি প্রিয়ে কৌশল্যে! অয়ি প্রিয়ে সুমিত্রে! এই জন্মশোধ দেখা! আমার দোষ মার্জনা কর! আমায় ধর! আমায় ধর! আর আমি চক্ষে দেখতে পাইনে—আর আমি কর্ণে শুভে পাইনে—আর আমি স্থির থাকতে পারিনে! (কম্পিত) আমার হৃৎকম্প হোচ্ছে—শরীর অবশ হোয়ে আসছে—আমার আশ্রয়কাল উপস্থিত! হা রাম! হা লক্ষণ! হা জানকি! তোমরা কোথায়? আমার অন্তিমকালে এক বার এসে দেখা দিয়ে যাও।”

রহস্য-সন্দর্ভ

নাম

পদার্থ-সমালোচক মাসিক পত্র।

৪ পর্ব]

প্রতি খণ্ডের মূল্য ১০ আনা। বার্ষিক অগ্রিম মূল্য ২ টাকা।

[৪৩ খণ্ড

উইলিয়ম কেরির জীবন-বৃত্তান্ত।



লণ্ডদেশে নরথাম-টন্-সায়ার নামে এক সুপ্রসিদ্ধ প্রদেশ আছে। ঐ প্রদেশের অন্তঃপাতি পেরি কিংবা পালাসপেরি নামী পল্লিতে উইলি-

য়ম কেরি ১৭৩১ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা ঐ স্থানের ধর্মোপদেশক ও গ্রাম্য-বিদ্যালয়ের শিক্ষক ছিলেন। শৈশবকালেই কেরি অসামান্য বুদ্ধি-চাতুর্যের বিশেষ প্রমাণ দর্শাইয়াছিলেন। কথিত আছে যে তিনি ষষ্ঠ বয়ঃক্রমকালে পাটীগণিতের সামান্য অঙ্কসকলের উত্তর প্রস্তুত-কলকে অঙ্কিত না করিয়া অনায়াসে মনে মনে গণনা করিয়া বলিতে পারিতেন। কেরি আপন জন্ম-গ্রামের বিদ্যালয়ে ইংরাজি ভাষায় যৎসামান্য ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়া পিতার দরিদ্রতা-প্রযুক্ত বিদ্যাভ্যাস পরিত্যাগপূর্বক হেকলটন্ গ্রামের নিকল্‌স্ নামক পাদু-রুতের নিকট পাদুকা-নির্মাণ-কার্য শিক্ষা করিতে প্ররত্ত হন। বৎসরদ্বয় তথায় অতিবা-

হিত করণানন্তর নিকল্‌সের প্রাণ বিয়োগ হইলে ওল্ড সাহেবের নিকট তিনি পাদুকা-কর্ম্মে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। তৎ পরে ওল্ড সাহেবের লোকান্তর প্রাপ্তি হইলে কেরি তাহার সমুদয় মূল-ধন ও ব্যবসায় অবলম্বনপূর্বক তৎসহোদরার সহিত উদ্বাহ-ক্রিয়া সম্পন্ন করত পাদুকা-বিক্রয়-দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করিতে লাগিলেন। কেরি যদিও ঈদৃশ নিকৃষ্ট-ব্যবসায় অবলম্বনদ্বারা সতত অন্তঃকৃত্যয় বিব্রত থাকিতেন তথাপি বিষয়কর্ম্মহ-ইতে অবসর পাইলে একচিত্ত হইয়া আগ্রহাতিশয়-সহকারে ইংরাজী ও লাতীন ভাষার অনুশীলনে সর্বিশেষ চেষ্টা পাইতেন। অম্পকাল মধ্যে দৃঢ়-তর-অধ্যবসায়ের সাহায্যে তিনি উক্ত ভাষাদ্বয়ে বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। অপর তিনি খ্রীষ্টীয়ানদিগের ধর্মপুস্তক পাঠে সতত ব্যাসক্ত থাকিয়া ধর্মশাস্ত্রে এতাদৃশ পারদর্শিতা লাভ করিয়াছিলেন যে অষ্টাদশ বর্ষ বয়ঃক্রমকালে, হেকলটনের গির্জায় রুশকদিগকে ধর্মোপদেশ প্রদান করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। তথা তাঁহার বিনয়তা, নম্র ব্যবহার, ধর্ম-শাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি ও ধর্মালোচনার প্রতি সর্বিশেষ প্রযত্ন সন্দর্শনে সকলেই সাতিশয় সন্তোষ প্রকাশ করিতেন। কিয়ৎকাল পরে কেরি পাদুকা-ব্যবসায় পরি-ত্যাগপূর্বক গ্রাম্য-ধর্মশালায় পৌরোহিত্য



পানরী কেরি সাহেব।

কার্যে প্রবৃত্ত হইলেন। কিন্তু তদ্বারা তাঁহার আয়ের সমধিক রক্ষা না হওয়াতে তিনি সংসার-যাত্রা সুচারুৰূপে নির্বাহ করিতে সক্ষম হন নাই। অবশেষে কোন সহায় মিত্রের সাহায্যে ১৭৮২ খ্রীষ্টাব্দে তিনি লিষ্টার গ্রামের ধর্ম-যাজকতাকর্মে নিয়োজিত হন; তথায় তিনি এক গ্রাম্য-বিদ্যালয় সংস্থাপনপূর্বক তাহার বেতন এবং যাজকরতির উপর নির্ভর করিয়া স্বচ্ছন্দে কালাতিপাত করিতে লাগিলেন।

একদা কেরি সুপ্রসিদ্ধ ভ্রমণকারী কাপ্তেন কুকের পৃথিবী-বেষ্টন-বৃত্তান্ত পাঠ করিতে বহু দেবদেবীর উপাসকদিগের ধর্মতত্ত্ব-বিষয়ক ভ্রম ও তাহাদিগের চিরানুগত কুসংস্কারসকল অবগত হইয়া খ্রীষ্টীয় ধর্ম প্রচারদ্বারা উক্ত দোষসকল তিরোহিত করিতে মানস করিলেন; এবং কতিপয় বিশেষ বন্ধুগণের নিকট স্বাভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়া এক সভা সংস্থাপনজন্য অনুরোধ করেন। তদবধি তিনি কি রূপে বহু দেব-দেবীর উপাসকদিগের দেশে উপস্থিত হইয়া, তাহাদিগের কুসংস্কারসকল দূরীকরণ করিবেন, কি রূপে খ্রীষ্টীয়

ধর্মপ্রচারদ্বারা পৌত্তলিকদিগকে খ্রীষ্টীয় ধর্মাবলম্বী করিবেন, এবং কি রূপে ঐ দুইকর্ম কথমে ত্রুতী হইয়া স্বীয়-মনোরথ সিদ্ধ করিতে সক্ষম হইবেন, এই সমস্ত প্রস্তাব মনোমধ্যে সর্বদা জাগরুক রাখিতেন। কেরি এতদর্থ অজ্ঞান পৌত্তলিকদিগের হোনাবস্থা বিস্তারিতরূপে বর্ণন করিয়া এক পুস্তক প্রকটন করেন; এবং তদ্বারা খ্রীষ্টীয়-ধর্ম-প্রচার-বিষয়ে সর্বসাধারণের চিত্তাকর্ষণ করিয়াছিলেন।

১৭৯২ খ্রীষ্টাব্দে নটিংহাম প্রদেশে খ্রীষ্টীয় ধর্মাবলম্বী ব্যক্তিদিগের সাংবৎসরিক সভার অধিবেশনে, কেরি সপ্তাহে ভারতবর্ষে খ্রীষ্টীয় ধর্ম প্রচার করণার্থে এক সভা-সংস্থাপনজন্য সুদীর্ঘ বক্তৃতা করেন। সভাস্থান তাঁহার প্রস্তাবে অনুমোদন করিলে, “বাণ্টিষ্ট মিশনারি সোসাইটি” নামী এক সভা সংস্থাপিত হয়। কিন্তু লণ্ডন ও স্কটল্যান্ড দেশীয় ধর্ম্যাধ্যক্ষগণ ক্ষুদ্র গ্রাম্য-সমাজের আগ্রহিতা সন্দর্শন করিয়া অসম্ভব বিষয়ে হস্তক্ষেপ করা অবিধেয় বিবেচনায় তাহাদিগের প্রস্তাবের ও চেষ্টার আনুকূল্য না করিয়া, কেবল অবহেলা করিতে লাগিলেন। প্রধান ধর্ম্যাধ্যক্ষগণের এতাদৃশ ঘৃণা অবলোকনে, কেরি ও তৎসহযোগী মিশনারি ফুলার কোন রূপে ভীত না হইয়া দৃঢ়তর অধ্যবসায়-সহকারে খ্রীষ্টীয় ধর্ম প্রচারকরণে রুত নিশ্চয় হইলেন। ইতিমধ্যে মিশনারি তমাস নামক এক জন ধর্ম-প্রচারক বঙ্গদেশহইতে ইংলণ্ডে প্রত্যাবর্তন করেন। তিনি বাণ্টিষ্ট মিশনারি সোসাইটি নামী সভার খ্রীষ্টধর্ম-প্রচার-করণ বিষয়ক সঙ্কল্প অবগত হইয়া, কোন সহকারী সমভিব্যাহারে ভারতবর্ষে পুনর্গমন করিতে সম্মত হইলেন। কেরি তমাসের প্রস্তাবে পরমাত্মাদিত হইয়া তৎসমভিব্যাহারে ভারতবর্ষে গমন করিতে অঙ্গীকার করেন। কিন্তু পাথেয়ের অভাবে

তিনি সঙ্কল্পিত কর্মহইতে বিরত না হইয়া, দান-লীল মহোদয়গণের নিকট অর্থ সঙ্গ্রহ করিতে প্রস্তুত হইলেন। পরিশেষে পথের ব্যয়োপযোগী অর্থ সঙ্গ্রহ হইলে, কেরি সপরিবারে তমাসের সমভিব্যাহারে দিনামারদিগের অর্ণবপোতে আরোহণ করিয়া ১১ নবেম্বরে কলিকাতায় উত্তীর্ণ হইলেন।

অপরিচিতের ন্যায় এক মাস কলিকাতায় অবস্থিতি করিয়া কেরি হুগলীর নিকটবর্তী বাম্বেল গ্রামে প্রস্থান করেন। তথায় স্বীয় অভিপ্রেত সিদ্ধির সম্ভাবনা না দেখিয়া তমাসের সমভিব্যাহারে নবদ্বীপে যাত্রা করত তথাকার পণ্ডিত মহোদয়গণের সহিত ধর্মসঙ্ক্রান্ত ও তত্ত্ববিষয়ক আলোচনা করিয়া কলিকাতায় পুনঃ প্রত্যাগমন করিলেন। অতঃপর এতদেশীয় এক ধনাঢ্য ও বদান্য ব্যক্তির সাহায্যে কেরি কলিকাতার অন্তঃপাতি মানিকতলাপল্লীতে সপরিবারে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। কিন্তু অর্থাভাবে পরিবার সমভিব্যাহারে বিদেশে থাকায় তাঁহার ক্রেশের ও দুঃখের এক শেষ হইতে লাগিল। তাঁহার সহচর তমাস ধর্মযাজকতা ত্যাগ করিয়া ব্যবসায়ের অবলম্বনদ্বারা সমৃদ্ধিশালীর ন্যায় জীবন-পাত করিতেছিলেন; কিন্তু কেরির দূরবস্থা-দর্শনে কোন রূপ সাহায্য বা দুঃখ মোচনের উপায় উদ্ভাবন করেন নাই।

এই রূপে হীনবেশে ও দীনভাবে কেরি কলিকাতায় স্বদেশীয় বাপতিষ্ট মিশনারি সোসাইটী নারী সভার সাহায্যে দিনাতিপাত করিতে লাগিলেন। কিছু কাল পরে কলিকাতায় সামান্য রূপে জীবনপাত করা ক্রেশকর বিবেচনায়, তিনি সুন্দরবনে গমনপূর্বক কৃষিকার্য্যদ্বারা জীবিকা নির্বাহের উপায় চেষ্টা করেন, কিন্তু তাহাতে অভীষ্ট সিদ্ধ হয় নাই। সুন্দরবন যে শাদুল-পরিপূর্ণ ভীষণ

স্থান তাহা পাঠক-বর্গের অবিদিত নহে। ইহা পুরাকালে এক সমৃদ্ধিশালী প্রদেশ ছিল। যবন রাজ্যের চরমাবস্থা উপস্থিত হইলে আরাকান প্রদেশস্থ মগদ্বারা লুণ্ঠিত ও জনশূন্য হইয়া শাদুলাদি ভীষণাকার পশুদিগের আবাস-স্থান হইয়াছে। কেরি ঐ অরণ্যের ভীষণমূর্ত্তি, বন্য-জীবের প্রাদুর্ভাব, এবং ভয়ানক জন্তুদিগের অহিতাচরণ সন্দর্শনে ভীত হইয়া কোন সাহ-দায়ক প্রদেশে প্রস্থান করিতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। অবশেষে তমাসের অনুরোধে ১৭৯৪ খ্রীষ্টাব্দে মালদহ প্রদেশের অন্তঃপাতী মদনবাটী গ্রামস্থ অভূনো সাহেবের নীলকুঠীর অধ্যক্ষ পদে নিয়োজিত হন। তথায় মাসিক দ্বিশত মুদ্রা বেতন প্রাপ্ত হইয়া নির্বিঘ্নে সংসার-যাত্রা নির্বাহ করিয়া খ্রীষ্টধর্ম প্রচারার্থে সবিশেষ যত্নবান হইলেন। তিনি নিয়মিত সময়ে নীলকুঠীর কর্মচারীদিগকে খ্রীষ্টধর্মোপদেশ প্রদানপূর্বক গ্রামের চতুর্দিকে ভ্রমণ করত খ্রীষ্টীয় ধর্ম প্রচার করিতেন; এবং উক্ত স্থানে এক বিদ্যালয় সংস্থাপনপূর্বক দীন-দরিদ্রের সন্তানদিগকে বাঙ্গলা, সংস্কৃত এবং পারস্য ভাষায় শিক্ষা ও খ্রীষ্টধর্ম-সঙ্ক্রান্ত উপদেশ প্রদানে নিযুক্ত হন।

যে পথে কেরির প্রতিভা দেদীপ্যমান হইয়াছিল, তিনি সৌভাগ্যক্রমে এক্ষণে সেই পথের পাল্ল হইলেন। তিনি ভারতবর্ষে পদার্পণাবধি বঙ্গভাষায় সম্যক জ্ঞান উপার্জনে তৎপর থাকিয়া, অল্প দিন মধ্যে দৃঢ়তর অধ্যবসায় ও যত্ন সহকারে সমীচীন ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। ঐ রূপ জ্ঞান হইলে “নিউটেমেন্ট” নামক ধর্মপুস্তক বঙ্গভাষায় অনুবাদ করিতে প্ররক্ত হইয়া, বহুক্রেশ ও পরিশ্রমের সহিত সরলভাষায় অনুবাদ সমাপ্ত করেন। কিন্তু উহার মুদ্রাক্ষন-বিষয়ে কোন সুবিধা না দেখিয়া সার্ চারল্‌স্ উইলকিন্স্ নামক বি-

খ্যাত ভাষাজ্ঞ সাহেবের নির্মিত বঙ্গাকরের হাঁচঘারা স্বয়ং অক্ষর প্রস্তুত করিয়া অত্নী সাহেবের প্রদত্ত এক কাঠ-নির্মিত মুদ্রা-যন্ত্রে মুদ্রাক্ষন কার্যে প্রবৃত্ত হন। এই ব্যাপার তাঁহার পক্ষে দৃঢ়প্রতিজ্ঞার এক উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত বলিয়া মানিতে হইবেক।

১৭৯৯ খ্রীষ্টাব্দে মদনবাটীর কার্যের সুবিধা না হওয়াতে কেরি অধ্যক্ষ-কর্ম্যহইতে অপসারিত হইলেন; এবং তন্মিকটস্থ খিদিরপুর নামক এক ক্ষুদ্র নীলকুঠী ক্রয় করিয়া সপরিবারে তথায় অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। ইতিমধ্যে ফোন্টেন্ নামক এক জন কার্যদক্ষ ব্যক্তি ভারতবর্ষে আগমন করিয়া কেরির সহচর রূপে খ্রীষ্টধর্ম-প্রচারে বহুবিধ সাহায্য করিতে লাগিল। তৎপরে মিষ্টর ওয়ার্ড এবং মার্মান নামক অপর দুই জন সাহেব এতদ্দেশে আগমনপূর্বক দিনামারদিগের রাজ্যান্তর্গত খ্রীরামপুর নামক নগরে বাসস্থান নির্ধারিত করেন। তাঁহারা কেরির সমুদয় কীর্তি-কলাপ অবগত হইয়া তাঁহাকে খ্রীরামপুরে আনিবার মানসে ওয়ার্ডকে খিদিরপুরে প্রেরণ করিলেন। কেরি মিষ্টর ওয়ার্ডের সম্মিলনে পর-মাত্মাদিত হইয়া দিনাজপুর, মালদহ এবং গৌড় প্রদেশসকল পরিভ্রমণ পূর্বক ১০ই জানুয়ারিতে খ্রীরামপুরে সপরিবারে উপস্থিত হন। খ্রীরামপুর তৎকালে এক সমৃদ্ধি-সম্পন্ন নগর ছিল। তথায় তাঁহারা বহুমূল্যে এক বাটী ক্রয় করিয়া সকলে সমবেত হইয়া খ্রীষ্টধর্ম-প্রচারার্থে বহুবিধ চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কিছু-কাল-মধ্যে তাঁহারা এক নিয়মিত ধর্মশালা সংস্থাপন করিয়া কেরিকে ধর্মযাজক পদে নিযুক্ত করেন। কেরি আপন মুদ্রা-যন্ত্র তথায় আনয়ন করিয়া ওয়ার্ডের সাহায্যে বঙ্গভাষায় পুস্তক-সকল প্রচার করিতে লাগিলেন। একোনিবিংশ শতাব্দীর আরম্ভে

“গসপেল মেসেঞ্জার” অর্থাৎ ‘খ্রীষ্টধর্ম-শুভ-সংবাদবাহক’ নামে এক খানি পুস্তক বঙ্গ-ভাষায় প্রথমে উপরোক্ত যন্ত্রে মুদ্রিত হইয়া প্রচারিত হয়। এই রূপে কেরি এবং তদীয় সহচর-গণ বিবিধ উপায় অবলম্বনদ্বারা খ্রীষ্টধর্ম সম্যক রূপে প্রচার করিতে লাগিলেন। রূক্ষপাল নামক এক জন হিন্দুধর্মাবলম্বী কেরির উপদেশে স্বধর্ম পরিত্যাগপূর্বক প্রথমে খ্রীষ্টীয় ধর্ম অবলম্বন করে।

১৮০১ খ্রীষ্টাব্দে কেরি “নিউটেমেন্ট” নামক ধর্মপুস্তকের স্বকৃত অনুবাদ খ্রীরামপুর যন্ত্রে মুদ্রিত করেন। তদনন্তর তিনি ঐ অন্ধের এপ্রেল মাসে, ভারতবর্ষের গবর্নর জেনেরেল লর্ড ওয়েলেসলির সংস্থাপিত “ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ” নামক বিদ্যালয়ে বঙ্গভাষার শিক্ষক পদে মাসিক পাঞ্চ শত মুদ্রা বেতনে নিয়োজিত হন। তৎকালে বঙ্গভাষায় কোন রূপ গদ্য-রচিত-পুস্তক না থাকায় ছাত্রদিগের শিক্ষা দিবার বিশেষ ব্যাঘাত দেখিয়া, কেরি প্রথমে রামবসু নামা এক ব্যক্তিদ্বারা রাজা প্রতাপাদিত্যের জীবন-চরিত প্রস্তুত করাইয়া প্রচার করেন। তৎপরে তিনি স্বয়ং এক খানা বঙ্গভাষার ব্যাকরণ, ও “কথাবলী” নামক বঙ্গভাষায় সাধারণ কথোপকথন সঙ্কলন করিয়া প্রকটন করেন। কেরি উক্ত বিদ্যালয়ে ক্রিয়াকাল বঙ্গভাষার শিক্ষা-কার্য সুচারু-রূপে নির্বাহ করিয়া ১৮০২ খ্রীষ্টাব্দে সংস্কৃত ভাষার উপদেষ্টা পদে নিযুক্ত হন। তিনি সমধিক পরিশ্রম ও প্রযত্ন-সহকারে এক সহস্র চতুর্বিংশতি পৃষ্ঠা পরিমিত এক সংস্কৃত ব্যাকরণ সঙ্কলন করিয়া লর্ড ওয়েলেসলির সাহায্যে প্রচারিত করেন। ঐ ব্যাকরণ তাঁহার নৈপুণ্যের আদর্শস্বরূপ, এবং তদর্থে তিনি বিশেষ প্রশংসিত হইয়াছিলেন। ১৮০৪ খ্রীষ্টাব্দে

কোর্ট উইলিয়ম কালেজ নামক বিদ্যালয়ের সাং-
বৎসরিক পরীক্ষাতে কেরি সাহেব বাঁজালা ও সংস্কৃত
ভাষায় পরীক্ষক নিযুক্ত হন। পরীক্ষা কার্য সমাপ্ত
হইলে কেরি সাহেব ঋজু সংস্কৃত ভাষায় এক পত্রে
লর্ড ওয়েলেসলির প্রশংসাবাদ প্রকটন করিয়া উপ-
স্থিত মহোদয়গণের সমক্ষে পাঠ করেন। উহাতে
গবর্নর জেনেরেলের সুশাসনপ্রণালী, সুবিচার ও
কোর্ট উইলিয়ম বিদ্যালয়ের প্রতি বিশেষ প্রযত্ন
বিস্তীর্ণ রূপে বর্ণিত হইয়াছিল। সমস্ত মহোদয়-
গণ কেরির সংস্কৃত ভাষায় এতাদৃশ ব্যুৎপত্তি-
সম্পর্শনে অতীব সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে ভূয়সী
প্রশংসা করিতে লাগিলেন; এবং লর্ড ওয়ে-
লেসলি সর্বাপেক্ষা অধিকতর সন্তুষ্ট হইয়া কেরিকে
নিম্নলিখিত বাক্যে এক পত্র প্রদান করেন, “আমি
কেরির অতু্যন্তম সংস্কৃত রচনায় পরমাত্মাদিত
হইয়াছি। ইহার কোন অংশ আমি পরিত্যক্ত
করিতে ইচ্ছা করি না। রাজার কিংবা পার্লামেন্ট
সভার প্রশংসার অপেক্ষা ইদৃশ ব্যক্তির
প্রশংসাপত্রে আমি আপনাকে অধিকতর সম্মা-
নিত বোধ করি।” কেরি এতাদৃশ প্রশংসা প্রাপ্ত
হইয়া আপনাকে সৌভাগ্যশালী বলিয়া জ্ঞান
করিলেন, এবং এতদেখিয়া ব্যক্তিদিগের অবস্থার
উন্নতি করিতে বিশেষ সচেষ্টিত হইলেন। হিন্দু
যোষিৎ-বর্গের সহমরণ প্রথা সম্বন্ধে করিয়া দয়ার্জ-
চিত্তে তিনি ঐ বিগর্হিত দোষাকর প্রথার নিবারণ-
জন্য গবর্নর জেনেরেলের সমোপে এক আবেদন-
পত্র প্রদান করেন। উক্ত পত্রে হিন্দু-শাস্ত্রের
কতিপয় মূলবচন উদ্ধৃত করিয়া এবং প্রতি বৎসর
যে শত ২ কামিনীগণের অকারণে প্রাণ বিয়োগ হয়
তাঁহা উল্লেখ করিয়া তিনি উক্ত প্রথার দোষ সকল
বিস্তীর্ণ রূপে বর্ণন করেন। কিন্তু ওয়েলেসলি অন-
তিবিলম্বে ভারতবর্ষহইতে বিলাতে প্রত্যাগমন
করিলে ঐ প্রস্তাব কিছুকালের নিমিত্ত রহিত হয়।

ইংরাজী ১৮০৪ অব্দে কেরি সাহেব কলিকাতায়
কৃষিবিদ্যাবিসয়ক একটি সমাজ সংস্থাপন করিয়া
এতদদেশের কৃষিবিসয়ের বিশেষ উপকার করেন;
তন্নিমিত্ত তিনি আমাদিগের ধন্যবাদের যোগ্য
হইয়াছেন।

ইংরাজী ১৮০৭ খ্রীষ্টাব্দে কেরি সাহেব আমেরিকা
খণ্ডের ইউনাইটেড স্টেটস্ নামক রাজ্যের অন্তর্গত
“ব্রোন” নামক বিশ্ববিদ্যালয়হইতে “ডক্টর অফ
ডিভিনিটি” নামক উপাধি প্রাপ্ত হন। প্রগাঢ়
বিদ্যানুরাগ, দৃঢ়তর অধ্যবসায়, বিবিধ ভাষায়
ব্যুৎপত্তি, এবং ধর্মশাস্ত্রের আলোচনায়, ও ধর্ম
প্রচারের প্রতি বিশেষ প্রযত্নদ্বারা তিনি উক্ত
উপাধি ধারণের উপযুক্ত পাত্র হইয়াছিলেন।
তদীয় সহধর্মিণী দ্বাদশ বৎসর ক্রিষ্ট খাকিয়া
উক্ত বর্ষের ৭ই ডিসেম্বরে লোকযাত্রা সংবরণ
করেন। কয়েক মাস পরে কেরি যারলেট্ রোমর
নাম্নী কামিনীর সহিত শ্রীরামপুরে দ্বিতীয় পরিণয়
সম্পন্ন করিয়া তাহার সহবাস-সুখে কালান্তিপাত
করিতে লাগিলেন।

কেরি, মার্সম্যান্, ওয়ার্ড. ব্রোন এবং অন্যান্য
উৎসাহী ব্যক্তিগণ একত্র মিলিত হইয়া খ্রীষ্ট ধর্ম-
প্রচার-বিষয়ে সবিশেষ চেষ্টা করেন। তাঁহা-
দিগের প্রযত্নে অল্পকাল মধ্যে ভারতবর্ষের
বিবিধ স্থানে খ্রীষ্টীয় ধর্মের প্রচার হইতে লা-
গিল। কেরির পুত্র ফিলিকস্ কেরি শ্রীরামপুর
বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন সমাপন করিয়া পিতার ম্যায়
খ্রীষ্টধর্ম প্রচার করিবার মানসে ব্রহ্ম-দেশান্তর্গত
রেঙ্গুন নগরে যাত্রা করেন। ১৮০৭ খ্রীষ্টাব্দে লর্ড
মিণ্টো গবর্নর জেনেরেল পদে নিযুক্ত হন। কেরি
ঐ সময়ে সংস্কৃত রামায়ণ ইংরাজী ভাষায় অনু-
বাদ করিতে প্রবৃত্ত হইয়া আশিয়াটিক সোসাইটী
নাম্নী সভার সাহায্যে তিন খণ্ডের অনুবাদ সমাপ্ত
করেন। উহা শ্রীরামপুর-যন্ত্রে মুদ্রিত হইয়া প্রকা-

শিত হয়। লর্ড মিণ্টো এ পুস্তক সন্দর্শন করিয়া কেরিকে ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছিলেন।

১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দে কেরি মার্সম্যানের সাহায্যে “সমাচার দর্পণ” নামক সপ্তাহিক বাঙ্গালা সংবাদ পত্র প্রথমে শ্রীরামপুর যন্ত্রহইতে প্রকাশিত করেন।

১৮২১ খ্রীষ্টাব্দে কেরির দ্বিতীয়া জায়া যুগী-রোগে কলেবর পরিত্যাগ করিলে তিনি কিছুকাল বিরহ-ভোগ করিয়া অবশেষে ১৮২২ খ্রীষ্টাব্দে যুত মিষ্টার হিউজসের বিধবা জ্যেষ্ঠ সহিত তৃতীয় বার পরিণয় কার্য সম্পন্ন করেন। ১৮২৩ খ্রীষ্টাব্দে কেরি ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানির বাঙ্গলা অনুবাদক পদে নিযুক্ত হইয়া, ১৮২২ সালের বাজেরাশ্তি আইন দৃঢ়তর পরিশ্রমে বঙ্গভাষায় অনুবাদ করেন। তিনি ইংরাজীতে বঙ্গ-ভাষার অভিধান সকলনে প্রবৃত্ত হইয়া ১৮২৫ খ্রীষ্টাব্দের প্রারম্ভে তাহা শ্রীরামপুর যন্ত্রালয়ে যন্ত্রিত করিয়া প্রকাশিত করেন। এ গ্রন্থ কেরির অন্যান্য গ্রন্থাপেক্ষা অত্যন্তকৃষ্ট, এবং তদ্বারা তাঁহার নাম বঙ্গদেশে চিরস্মরণীয় হইয়াছে। কেরি উক্ত অর্ধে লণ্ডন নগরস্থ “লিনিয়ান সোসাইটি” নামক সভার এক জন মান্য সভ্য বলিয়া পরিগণিত হন। তৎপরে ঐ স্থানের “জিওলজিকাল সোসাইটি” অর্থাৎ ভূ-তত্ত্ব সভার এবং “হর্টিকল-চুরাল সোসাইটি” অর্থাৎ উদ্ভিদবিষয়ক সভার সভ্যপদে মনোনীত হন।

কেরি এই রূপে স্বদেশে ও বিদেশে সুখ্যাতি লাভ করিয়া সর্বত্র সম্মানিত হইয়াছিলেন। ১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দে লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্কের শাসনসময়ে তিনি খ্রীষ্টীয় ধর্মাবলম্বী হিন্দুদিগের সম্বন্ধে, হিন্দু উত্তরাধিকার বিষয়ক আইন সংশোধন-জন্য সবিশেষ চেষ্টা করেন। কিন্তু তাঁহার সে চেষ্টা কলবতী হয় নাই। ১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দে

তিনি উৎকট পীড়ায় জীর্ণ কলেবর ও মিস্ত্রজ হইয়া পড়িলেন। অবশেষে ৭৩ বর্ষ বয়ঃক্রম কালে ইং-রাজী ১৮৩৪ খ্রীষ্টাব্দের জুন মাসের ৯ ই তারিখে, তিনি মানব-লীলা সংবরণ করেন। তদীয় দেহ শ্রীরাম-পুরস্থ গির্জার প্রাঙ্গণে সমাধিস্থ হইয়াছিল।

ডাক্তর কেরি যে এক অসামান্য-বুদ্ধি-সম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন, তাহা অবশ্য সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে। তিনি সহায়-সম্পত্তি-বিহীন হইয়া কেবল স্বীয় বুদ্ধিবলে ও অসাধারণ পরিশ্রম ও অবিচলিত অধ্যবসায়ের সহকারে আপনাকে অতি হীনাবস্থাহইতে অত্যন্তকৃষ্ট সম্ভ্রান্তপদে প্রতিষ্ঠিত করেন। যদিও অল্প বয়সে সামান্য পাদুকা নিৰ্ম্মাণ-কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, তথাপি প্রগাঢ় বিদ্যানুরাগ ও দৃঢ়তর প্রযত্নদ্বারা তিনি শিশু সাহিত্যাদি বিবিধ বিষয়ের পারদর্শিতা ও বহুবিধ ভাষায় সমীচীন ব্যাখ্যাপ্রাপ্তি লাভ করিয়া, পণ্ডিত-বর্গের মধ্যে অগ্রগণ্য হইয়াছিলেন; এবং ব্যাকরণ অভিধানাদি অনেকাধিক গ্রন্থ রচনা দ্বারা স্বীয় নাম চিরস্মরণীয় করিয়া গিয়াছেন। কেরি স্বভাবতঃ নম্রপ্রকৃতি ও শান্তমূর্ত্তি ছিলেন। পর-হিতৈষিতা তাঁহার চরিত্রের এক প্রধান গুণ ছিল। তিনি সতত পরোপকারে রত থাকিতেন। অল্প অসভ্য জাতীয়দিগকে জ্ঞানদান ও সভ্যতা শিক্ষা এবং সকলকে খ্রীষ্টীয় ধর্মোপদেশ প্রদান করিবার জন্য, তিনি ভারতবর্ষে প্রায় জীবনের অধিকাংশই অতিবাহিত করিয়াছিলেন। খ্রীষ্ট-ধর্ম প্রচার করা তাঁহার জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল। তিনি তহনু-সারে “নিউটেজমেন্ট” নামক ইংরাজী ধর্মপুস্তক প্রায় ত্রিশং ভাষায় অনুবাদ করেন, এবং ভারত-বর্ষীয়দিগের অবস্থার উন্নতি করিবার জন্য সম-ধিক যত্ন করিয়াছিলেন। বিশেষতঃ বাঙ্গলা ভাষায় সমুন্নতি-সাধনদ্বারা তিনি বঙ্গীয়দিগের যে মহোপ-কার করিয়াছেন, ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে।

অপর তিনি ঘূচীর ব্যবসায়ে জীবনারম্ভ করিয়া কেবল সমৃদ্ধি ও অধ্যবসায়ের সহায়তায় স্বদেশীয় তিন চারিটি ভাষা ও এতদেশের ত্রিশটি ভাষা শিক্ষা করিয়া এতদেশীয় সকল ভাষার ব্যাকরণ প্রস্তুত করেন, ইহা সামান্য প্রশংসার বাক্য নহে; এবং অধ্যবসায় যে কি আশ্চর্য্য গুণ, তাহার পরাকাষ্ঠা তাঁহার জীবনরত্নান্তই প্রদর্শন করিতেছে।

কোটরাজ্য ।



য সাক্ষাৎশত বর্ষ অতীত হইল উদয়পুরের মহারাণা প্রতাপ সিংহ আপন কনিষ্ঠ সহোদর বুঁদী-রাজ্যাধিপতিকে কোটা প্রদেশ অর্পণ করিয়াছিলেন। তদনন্তর উমেদ সিংহের রাজত্ব কালপর্য্যন্ত তাঁহারই বংশধরগণ ঐ প্রদেশটিকে এক স্বতন্ত্র রাজ্যরূপে শাসন করিয়াছিল। পুনর দরবারের ন্যায় যদিও উক্ত মহারাজা উমেদ সিংহ কতক গুলি নিয়মে আবদ্ধ ছিলেন না, কিন্তু তিনি তাহার ন্যায় রাজ্য শাসনের সমস্তই ভার মন্ত্রির প্রতি অর্পিত করিয়াছিলেন। সে যাহা হউক মহারাষ্ট্রীয়েরা অপরাপর রাজপুত্র-রাজ্যের সহিত কোটারাজ্যাধিপতিকে পরাভূত করিয়া উক্ত রাজ্য মালব প্রদেশের অধিকার ভুক্ত করিয়াছিলেন। এতদ্বিবন্ধন কোটা রাজ্যকে হুলকার, সিন্ধিয়া, এবং পেসবার আনুগত্য স্বীকার করিতে হইয়াছিল; এবং সেই অগমতা স্বীকারহেতু উপরোক্ত হুলকার, সিন্ধিয়া, এবং পেসবা বংশীয় ভূপতিগণকে প্রচুর কর প্রদান করিতে হইত। তদ্বিধায় উক্ত রাজ্য দিনদিন শ্রীহীন ও অতি মলিন হইতে লাগিল। কিন্তু সুদক্ষ নাবিকের হস্তে কর্ণ ন্যস্ত হইলে ভয় তরিও হঠাৎ জলমগ্ন হয় না। সৌভাগ্যের বিষয় এই যে প্রধানসম্মুখ কোটা-

রাজ্যের মন্ত্রিদের ভার বহুস্পতিতুল্য সুবুদ্ধিমান অতিবিচক্ষণ জালিম সিংহের হস্তে ন্যস্ত হইয়াছিল। জালিম সিংহ হর বংশীয় রাজপুত্র, এবং কোটার মহারাণা উমেদ সিংহের প্রধান মন্ত্রী ছিলেন। তাঁহার তুল্য সত্যব্রত, ধীর, সাহসিক, ও বহুদর্শী সচিব বহুকাল রাজপুতনায় কেহ জন্ম-পরিগ্রহ করেন নাই। সূর্য্য বংশ যাদৃশ মহাতেজস্কর, জালিম সিংহও তাদৃশ তেজস্বী রাজমন্ত্রী ছিলেন, এবং দয়া সারল্য ও বিবেকতা তাঁহার স্বাভাবিক গুণ ছিল। প্রসিদ্ধ আছে যে তাঁহার তুল্য ন্যায়বান লোক তৎকালে অত্যন্ত দুস্প্রাপ্য ছিল। জালিম সিংহের বাক্যই অন্যের শপথ বা লিখিত খতের অপেক্ষা অধিকতর বিশ্বাস্য ছিল। তৎপ্রযুক্ত কথার উপমায় সকলে জালিম সিংহের সত্যপরতা এবং সরলতার উপমা প্রয়োগ করিত। বর্তমান খ্রীষ্টাব্দের প্রারম্ভাবধি সপ্তদশ বর্ষ পর্য্যন্ত রাজপুতনায় অরাজকের সমস্ত লক্ষণ ঘটিয়াছিল। তত্রত্য সম্ভ্রান্ত রাজপুত্র-কুলসম্ভূত-নৃপতিবর্গ পরস্পর সর্বদাই বিবাদে প্রবর্ত্ত হইতেন। সেই বিবাদালন উত্তরকালে সন্ধিদ্বারা শেষ হইত। পরন্তু রাজা জালিম সিংহের সাক্ষ্য ব্যতীত তাহা কদাপি সম্পন্ন হইত না।

মহারাষ্ট্রীয় নৃপতিবর্গ ভূয়ো ভূয়ঃ রাজ্যাদি লুপ্ত করাতে জগৎ-বিখ্যাত রাজপুত্র কুলোদ্ভবগণ হতশ্রী হইয়াছিলেন, ও রাজপুতনা প্রদেশের উচ্ছেদ হইবারই উপক্রম হইয়াছিল। কিন্তু তাদৃশ অসৌভাগ্যের অবস্থায় জালিম সিংহ শত্রু-কালীয় হিমাংশুবৎ স্বকীয় প্রভাবদ্বারা জন্মভূমি উজ্জ্বল করিয়াছিলেন। কি মহারাষ্ট্রীয় কুল, কি ক্ষত্রিয়বর্গ, কি যবন-ভূপতি, সকলেই তৎকালে কোটা রাজ্যের প্রচুর সম্ভ্রমতা স্বীকার করিতেন। উক্ত রাজ্যের তাদৃশ আধিপত্য ও প্রভুত্ব জালিম সিংহদ্বারাই

সম্পাদিত হইয়াছিল। অধিকন্তু মুসলমানেরা এতদেশের অর্থ ও ঐশ্বর্য্য সকলই প্রায় শেষ করিয়া ছিল; অবশিষ্ট যাহা ছিল বর্গীরা তাহাও নিঃশেষ করণে প্রবর্ত্ত হইলে রায়রাণা জালিম সিংহ এই সমস্ত তত্ত্বাবধানার্থে দুই লোকদিগকে দূরীভূত করণে বিশেষ শৌর্য্য, ও সাহসিকতা প্রকাশ করিয়াছিলেন। তাহাতে আর্ঘ্যাবর্ত্তে তাঁহার সুখ্যাতির সীমা ছিল না। এই ব্যাপারের উপলক্ষে ইং ১৮১৭ অব্দে কোটা রাজ্যের সহিত ইংরাজদিগের প্রথম যে সন্ধি হয় তাহাতে এই নিদিষ্ট হয় যে বর্গীরা হতবল ও উচ্ছিন্ন হইয়া চৌর্য্য ব্যবসারে বিরত হইলে ব্রিটিশ গবর্ণমেন্ট কোটার মহারাজাকে চারিটি জনপদ প্রদান করিবেন। কিন্তু সর্ব্বদো সকলে সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন যে মহারাজের মন্ত্রী জালিম সিংহকে কথিত জনপদের একটি প্রদান করা আবশ্যিক; কিন্তু জালিম সিংহ তাহা গ্রহণে অস্বীকৃত হইয়া এই জনপদটিও কোটার অধিকারের অন্তর্ভূত করিতে পরামর্শ প্রদান করিয়াছিলেন। পরবর্ষে ইংরাজদিগের সহিত আর এক সন্ধি সমাধা হয়, তাহাতে ব্রিটিশ গবর্ণমেন্ট এবং কোটা রাজ্যের মহারাজা এই কপ অঙ্গীকার করিয়াছিলেন যে ভবিষ্যতে মহারাজের জ্যেষ্ঠ পুত্র কুমার কিশোর সিংহ এবং তাঁহার অবর্ত্তমানে মহারাজের জ্যেষ্ঠপুত্র যিনি বর্ত্তমান থাকিবেন তিনিই পৈতৃক রাজ্য প্রাপ্ত হইবেন। কিন্তু রাওরাণা জালিম সিংহ এবং তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র কুমার মাধব সিংহ বংশপরম্পরা এই রাজ্যের শাসন নির্বাহ করিবেন।

উক্ত সন্ধি সমাধা হইলে মহারাজা উমৈদ সিংহের মৃত্যু হয়। তাহাতে কুমার কিশোর সিংহ রাজপদে আকৃষ্ট হইয়া কোটা রাজ্যের পরম হিতার্থী শ্রীবিধায়ক রাওরাণা জালিম সিংহের সহিত বিবাহে প্রবৃত্ত হইলেন, এবং কোটা নগর

পরিভ্রমণ পূর্বক আত্মীয়বর্গ এবং নিকটস্থ সর্দারগণকে আহ্বান করিয়া তৎসমক্ষে জালিম সিংহকে পদচ্যুত করিবার দুরভিসন্ধিসকল ব্যস্ত করিতে লাগিলেন।

তদনন্তর তিনি ৩ সহস্রাধিক সৈন্য সম্বল করিয়া জয়পুরহইতে কোটাভিমুখে গমন করেন। পূর্ব-সন্ধির প্রতিজ্ঞানুসারে ইংরাজেরা অগত্যা জালিম সিংহের সাহায্যার্থে মহারাজের বিকক্ষে অস্ত্র-ধারণপূর্বক সঙ্গ্রামে প্রবর্ত্ত হইবাতে তিনি অল্প সৈন্য-সহায়ে বহুক্ষণ যুদ্ধ করিতে না পারিয়া মাড়বার রাজ্যে নাথদ্বার নামক দেবালয়ে প্রস্থান করিলেন। তথায় কিছুকাল অবস্থিতি করিয়া ইংরাজদিগের সন্ধিত সন্ধি করেন; তাহাতে তাঁহার নাম মাত্র রাজা রহিল; কিন্তু রাজ্যভার সমস্ত জালিম সিংহকে প্রদত্ত হইল। ইহার পর তিনি পুনর্বার স্বরাজ্যে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। তদবধি তাঁহার বার্ষিক রক্তি এক লক্ষ চৌষটি মুদ্রা মাত্র অবধারিত হইয়াছিল; এবং অতি অল্প মাত্র সৈন্য তাঁহার অধীনে ছিল। কোটা রাজ্যের তাৎকালিক আয় বিষয়ে কর্ণেল কোল-ফিল্ড সাহেব লিখিয়াছেন যে উক্ত রাজ্যের প্রায় চল্লিশ লক্ষ টাকা বার্ষিক কর আদায় হইত।

১৮২৪ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ জুন দিবসে রাজা জালিম সিংহের পরলোক প্রাপ্তি হয়, ও তাঁহার পুত্র মাধব সিংহ কোটা রাজ্যের মন্ত্রির পদ গ্রহণপূর্বক রাজকার্য্য পরিচালনে প্রবর্ত্ত হন। কিন্তু তিনি পিতার ন্যায় রাজকার্য্য-বিষয়ে পারদর্শী ছিলেন না। ১৮২৮ খ্রীষ্টাব্দে কিশোর সিংহের মৃত্যু হইলে তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র মহারাজা রাম সিংহ কোটা রাজ্যের আসন অধিকার করিয়াছিলেন। তাঁহার সহিত মাধব সিংহ তৎপরে তাহার পুত্র মদন সিংহের সহিত সর্বদা বিবাদ হইতে লাগিল; অবশেষে ১৮৩৪ খ্রীষ্টাব্দে এক সন্ধি হয়।

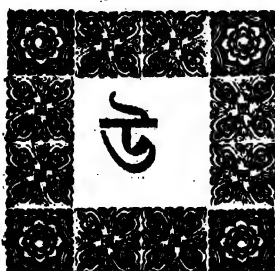
তাহাতে মহারাজা রাম সিংহ কোটা-রাজ্যের
কিয়দংশ পরিত্যাগপূর্বক মদন সিংহের সহিত
সংগ্রহ পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। রাজা মদন
সিংহ কোটা-রাজ্যের অংশ গ্রহণ করত মহারাজা
উপাধি প্রাপ্ত হইয়া আধিকৃত রাজ্যের ঝলার
নাম প্রদান করেন; তৎকালে তাঁহার বার্ষিক
আয় ১২ লক্ষ টাকা নির্দিষ্ট ছিল। কোটার বর্ত-
মান মহারাজা রাম সিংহ অত্যন্ত সচ্চরিত্র ও
সদাশয়। বিগত সিপাহী-বিদ্রোহে তাঁহার সেনা-
গণ বিদ্রোহীদের প্রবৃত্তি হইয়া পশ্চিম-দেশস্থ
রাজ-প্রতিনিধিকে সপুত্র হত্যা করিয়াছিল। তৎ-
সময়ে মহারাজা উক্ত প্রতিনিধির উদ্ধারার্থে

আনুকূল্য না করাতে গবর্ণমেন্ট তাঁহার উপর
বিরক্ত হইয়া তাঁহার সম্বন্ধার্থে যে ১৭ টি তোপে
ধনি হইত তাহা রহিত করিয়া ১০ টি তোপ নিষ্-
পিত করিয়া দিয়াছেন।

একদা মহারাজের অধীনে ১৫,৮৮০ জন মাত্র
সৈন্য আছে। কোটা-রাজ্যের বার্ষিক আয় ২৫,০০,
০০০ লক্ষ টাকা নিষ্কপিত আছে। উহার পরিধি
১২৫০ বর্গ ক্রোশ। লোকের বসতি ৪০০,৮০০।
রাজ্য রক্ষার্থ সৈন্য সংস্থানের নিমিত্ত দুই লক্ষ
টাকা ব্যতীত ১,৮৪,৭২০ অতিরিক্ত মুদ্রা গবর্ণ-
মেন্টকে কর-স্বরূপে প্রদত্ত হইয়া থাকে। মহারাজা
পোষ্যপুত্র গ্রহণের অনুমতি প্রাপ্ত হইয়াছেন।



ঘণ্টাপক্ষী।



পরে মুদ্রিত চিত্রদৃষ্টে পাঠক-
বৃন্দ সকলেই অবশ্য স্বীকার
করিবেন যে, উহা সূচক বটে।
ইহার আদর্শ পক্ষীটির প্র-
কৃত নাম “দারা”; স্পানীয়

লোকেরা উহাকে “কাম্পানেরো” এবং ইংরেজেরা
“বেল বর্ড” শব্দে কহে। আমরা শেষোক্ত শব্দের
অনুবাদে ইহার নাম “ঘণ্টাপক্ষী” রাখিলাম।
বিহঙ্গম জাতির মধ্যে এই পক্ষী একটি চমৎ-
কার জীব। উহার গঠন সূচক কপোতের ন্যায়
সুন্দর; উহার গাত্র পরিপূর্ণ-নীহারবৎ উজ্জ্বল

শুক্লবর্ণ ও যৎপরোনাস্তি মনোহর ; এব° উহার
 স্বর অতীব আশ্চর্যজনক। এই পক্ষী দীর্ঘ ১
 পাদ পরিমিত। ইহার চঞ্চু সূক্ষ্ম, দৃঢ় ও রূক্ষ-
 বর্ণ, এব° ইহার পদদ্বয় খর্ব, দৃঢ় ও রূক্ষবর্ণ। ইহার
 গায়ে বর্ণ পূর্বেই ব্যক্ত করা হইয়াছে ; পরন্তু
 ঐ বর্ণ কেবল প্রাপ্তবয়স্ক পু° পক্ষীতেই লক্ষ্য হয় ;
 শাবকের বর্ণ ধূসরবৎ, এব° স্ত্রী-পক্ষীরাও মলিন
 বর্ণ হইয়া থাকে। এই পক্ষীদিগের বিশেষ লক্ষণ
 ইহাদিগের শিরোভূষণ ; তাহা মাংসে নির্মিত ও
 ৪ বা ৫ অঙ্গুলি পরিমিত দীর্ঘ হইয়া থাকে। উহার
 বর্ণ ঘনমেঘবৎ রূক্ষ, এব° তদুপরি কতক গুলি
 ক্ষুদ্র শুক্ল পক্ষ নিবদ্ধ থাকে। স্বভাবতঃ এই শি-
 রোভূষণ সঙ্কুচিত ও স্নগ্ধ হইয়া মস্তকের এক
 পার্শ্বে নত হইয়া ঝুলিতে থাকে। তৎসময়ে পে-
 কের মস্তকের রক্ত বর্ণ শিরোভূষণ যেকোন দৃষ্ট
 হয়, ইহাও তজ্জপ বোধ হয়। পরন্তু ঘণ্টাপক্ষী
 রাগান্বিত, বিরক্ত বা উল্লসিত হইলে উহা দৃঢ়
 ও উন্নত হইয়া উঠে, এব° তখন উহা গণ্ডারের
 খজুর সহিত উপমেয় হয়। কথিত আছে যে
 এই শিরোভূষণ শূন্যগর্ভ, এব° ঘণ্টাপক্ষীর তালুর
 মধ্যে এক ছিদ্রদ্বারা মুখের সহিত ঐ শূন্যতার
 সংযোগ আছে, এব° সেই সংযোগদ্বারা ইচ্ছানু-
 সারে ঘণ্টাপক্ষী ইহার মধ্যে বায়ু সঞ্চালন
 করিয়া খজুরটিকে ক্ষীত ও দৃঢ় করে, এব° তৎসা-
 হায্যে আপন অসদৃশ স্বর প্রাপ্ত হয়। ঐ স্বর অবি-
 কল গিরিজার ঘণ্টার সদৃশ, এব° তজ্জপে সায়°
 ও প্রাতঃকালে ঢং—ঢং—ঢং ইত্যাকারে নাদিত
 হয়। নিবিড় অরণ্যমধ্যে অত্যন্ত-উচ্চ-রূক্ষ-শা-
 খাহইতে ঐ শব্দ অতীব মনোহর বোধ হয়। ঐ
 সুমিষ্ট শব্দ শ্রবণার্থে রোধ হয় নারদ ঋষি আ-
 পন বীণা হৃদিত করেন, এব° উষা ও সূর্য্যদেব
 আপন গতি স্নগ্ধ করিয়া থাকেন। দক্ষিণ আমে-
 রিকার গোয়াল প্রদেশ এই পক্ষীর আবাসস্থান,

এব° তথায় ইহা এতাদৃশ নির্জনে বাস করে যে
 অদ্যাপি কেহ ইহার নীড় দেখে নাই ; এব° ইহা
 কোন্ পদার্থ ভক্ষণ করিয়া জীবন ধারণ করে
 তাহাও সপ্রমাণ হয় নাই ; পরন্তু ইহার চঞ্চুর
 গঠন এব° ইহার শ্রেণীস্থ অপর পক্ষীদিগের আ-
 হার্য্য দৃষ্টে অনায়াসে বলা যাইতে পারে যে ইহা
 কল ও কীট-পতঙ্গ ভক্ষণদ্বারা উদর পূর্তি করে।

ভূপালরাজ্য।



ভূপালরাজ্য মালবের অন্তর্গত,
 এব° বাজানা প্রেসিডেন্সির
 জব্বার জেনারেলের আজ্ঞাধীন।
 ইহার উত্তর দিকে গোয়ালিয়র
 ও সিন্ধিয়ার রাজ্য ; উত্তর-পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্বদিকে
 সাগর ও নর্মদা প্রদেশ। দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে
 হুলকর ও সিন্ধিয়ার রাজ্য, এব° উত্তর-পশ্চিমে
 সিন্ধিয়ার রাজ্য ও অসিতারা। এই রাজ্য পূর্ব-
 পশ্চিমে প্রায় ১২ কোশ বিস্তৃত। ইহার প্রাশস্ত্য-
 পরিমাণ ৩৮ কোশের ন্যূন নহে। এই রাজ্যের
 দক্ষিণ প্রান্তে নর্মদা নদী প্রবাহিত হইতেছে।
 ঐ নদীর উপকূলহইতে বিস্তৃষ্ট ভূমি
 সমুদায় ক্রমশঃ উন্নত। বিস্তৃত গিরির উত্তর দিকেই
 ভূমিপরিমাণ অধিক, এব° ঐ সকল ভূমি উত্তর
 দিকেই প্রবণ। বিস্তৃষ্ট এই রাজ্যের উত্তর-
 পূর্বহইতে দক্ষিণ-পশ্চিমে ধাবমান হইয়াছে।
 ভূপালরাজ্যের উত্তর-পশ্চিমাংশ ক্রমনির্গম বলিয়া
 এখানকার নদীসমুদায়ও উত্তর-পশ্চিমে প্রবাহিত
 হইতেছে। নর্মদা নদী এখানকার সমুদায় নদী-
 অপেক্ষা বৃহৎ এব° বর্ষাকালে হোসেনাবাদহইতে
 হিণ্ডিয়া পর্য্যন্ত নৌকায় গমনাগমনের সমধিক
 সুবিধা হইয়া উঠে। এতদ্বিধ বেতোয়া, বেস ও

পার্বত্য প্রকৃতি কতিপয় নদীও এই রাজ্যের মধ্যদিয়া প্রবাহিত হইতেছে। এখানে হুদের প্রসঙ্গ নাই; কেবল একটি প্রকাণ্ড কৃত্রিম দীর্ঘিকা আছে। এখানকার মৃত্তিকা বালুকাময়; স্থানে স্থানে পমনের সময় বালুকা-রাশিতে পাদনিমগ্ন হয়। এখানে আকরিক ধাতু নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। কয়লা অতি অল্প পরিমাণে উৎপন্ন হয়। এক প্রকার রক্তবর্ণ লৌহ প্রায় অনেক স্থানে পাওয়া যায়; কিন্তু তাহা উৎকৃষ্ট-গুণশালী নহে। কর্কট লবণ প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হইয়া থাকে। এখানে সকল সময়েই জল অতি সুলভ। নিদাক্ষণ গ্রীষ্ম সময়ে প্রচণ্ড-মার্ত্তণ্ড-তাপে সমুদায় স্থান শুষ্ক হইলেও এখানকার উপকূলবর্ত্তী ভূমি ৫—৬ হস্ত মাত্র খনন করিলেই জল প্রাপ্ত হওয়া যায়। উপকূল ভিন্ন অন্য স্থানে ৫০ হস্তের অধিক খনন করিতে হয় না। যাহা হউক এই প্রদেশ সুলভসলিল বলিয়া সমধিক উর্বর ও কৃষিকার্যের বিলক্ষণ উপযোগী। সুতরাং শস্য প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হইলে মূল্য যে সুলভ হইবে তাহার আর বিচিত্র কি?

অধিবাসীর মধ্যে আওরঙ্গজেবের সময় কতগুলি পাঠান বংশীয় ব্যক্তি এখানে উপনিবেশ সংস্থাপন করে। তৎপরে কিছুকাল অতীত হইল কতগুলি মুসলমান রোহিলখণ্ড এবং কতগুলি বাণিজ্য উপলক্ষে গুজরাটহইতে আসিয়া উহা-দিগের সহিত মিলিত হইয়াছে। যাহা হউক, এখানকার অধিবাসীর মধ্যে ব্রাহ্মণ, রজপুত, শূত্র ও অপরাপর হীন জাতির সংখ্যাই অধিক। সমুদায়ে এখানকার লোক-সংখ্যা ৩,৩২,৮৭২।

ভূপালরাজ্যের শাসনকার্য্য তত্রত্য নবাবদ্বারাই সম্পন্ন হইয়া থাকে; কিন্তু তাঁহার ক্ষমতা ভারতবর্ষীয় পবর্গের জেনেরলের অধীন। অন্যান্য মুসলমান রাজ্যাপেক্ষা এই স্থান সমধিক প্রজা-

পরতন্ত্র। পূর্বে ১৭৯০ খ্রীষ্টাব্দে এখানহইতে ১০,০০,০০০ দশ লক্ষ টাকা কর সম্বৃত্ত হইত; কিন্তু পরিশেষে মহারাষ্ট্রীয়েরা এই রাজ্য আক্রমণ করিয়া বিলুপ্তন করাতে একেবারে নয় লক্ষ টাকা কমিয়া যায়। তৎপরে ১৮২০ খ্রীষ্টাব্দে পুনরায় ২,০০,০০০ নয় লক্ষ টাকা হয়। পরিশেষে ১৮৪৮ অব্দহইতে ২২,০০,০০০ টাকা সম্বৃত্ত হইতেছে।

ভূপাল রাজ্যের মধ্যে চারটি প্রশস্ত রাজপথ আছে। প্রথমটি উত্তর-পূর্বহইতে দক্ষিণ-পশ্চিমে বিস্তৃত। উহা সাগর-প্রদেশ-হইতে ভূপাল-নগরের মধ্যদিয়া মহো পর্য্যন্ত গিয়াছে। দ্বিতীয়টি উত্তর-দক্ষিণে বিস্তৃত; উহা ভিলসা হইতে হোসেজাবাদ গিয়া তৎপরে নাগপুরে বিশ্রাম করিয়াছে। তৃতীয়টি দক্ষিণ-পূর্বহইতে উত্তর-পশ্চিমে বিস্তৃত; উহার সীমা হোসেজাবাদহইতে নীমচ পর্য্যন্ত। চতুর্থটি পূর্ব-পশ্চিমে বিস্তৃত; উহা ঝরলপুর-হইতে হোসেজাবাদের মধ্যদিয়া মহো পর্য্যন্ত ধাবমান হইয়াছে। ভূপাল ইহার প্রধান নগর। তন্নিম্ন ইসলামনগর, আস্তা, সিহোর ও রাইসেন এখানকার প্রধান নগর বলিয়া প্রসিদ্ধ হইয়াছে।

পূর্বকালে এই ভূপাল রাজ্য মলবার ও গোণ্ডবান এই দুই ভাগে বিভক্ত থাকাতো ইহার উভয়-স্থলে দুইটি প্রকাণ্ড বহির্দ্বার ছিল। আওরঙ্গজেব বাদশাহের সময়ে তিনি অনুগ্রহপূর্বক মুহম্মদ খাঁর প্রতি মলবার রাজ্য শাসনের ভারার্পণ করিয়াছিলেন। মুহম্মদ খাঁ তৎকালে এক জন সাহসী যোদ্ধা বলিয়া প্রসিদ্ধ হইয়াছিলেন। পরিশেষে আওরঙ্গজেব মানবলীলা সংবরণ করিলে তিনি বারসিয়া, ভূপাল ও তন্নিম্নকটবর্ত্তী কতিপয় নগরের উপর স্বীয় অক্ষুণ্ণ আধিপত্য বিস্তার করিয়া স্বয়ং নবাব পদবীতে অধিরোহণ করেন। ইতিপূর্বেই তিনি ভূপাল নামক নগর ও তাহার অনতিদূরে কুটীগড় নামক এক দুর্গ নির্মাণ করাইয়াছিলেন। ঐ দুর্গই

তাঁহার বাসস্থান হইয়াছিল। সে যাহা হউক কালের হস্তে কাহারও অব্যাহতি নাই। ১৭২০ খ্রীষ্টাব্দে ৩৩ বৎসর বয়সের সময় কাল তাঁহার কেশাকর্ষণ করিল। তখন পাঠান বংশীয় প্রধান প্রধান ব্যক্তিরা তাঁহার অপ্ৰাপ্তবয়স্ক পুত্র সুলতান মুহম্মদকে তৎপদে প্রতিষ্ঠিত করিতে মনোনিবেশ করিলে, নিজামের সহায়তায় মৃত মুহম্মদের উপপত্নী-পুত্র ইয়ার মুহম্মদ সেই পদে অধিকার হইলেন। কয়েককাল অতিত হইলে ইয়ার মুহম্মদ চারি পুত্র রাখিয়া কলেবর পরিত্যাগ করেন। এই পুত্রদিগের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ফিজা মুহম্মদ ভূপাল-রাজ্যের সিংহাসনে অধিকার হইলে, সুলতান মুহম্মদ জাতপুত্রের সিংহাসনারোহণ সহ্য করিতে না পারিয়া বলবৎসহায়তার সাহসে বিবাদে প্রবৃত্ত হইলেন; কিন্তু কিছুতেই ক্রতকার্য হইতে পারিলেন না। পরিশেষে পরাস্ত হইয়া রাজ্য সম্বন্ধীয় সমুদয় স্বত্ব-পরিত্যাগ-পূর্বক কেবল রাতগড় নগরে পুরুষানুক্রমে অবস্থান হইলেন।

এই সময়ে সুবিখ্যাত মহারাষ্ট্রীয় পেশবা বাজিরাও দিল্লীহইতে প্রত্যাগমন সময়ে পাঠান বংশীয়েরা অন্যান্যপূর্বক যে রাজ্য অধিকার করিয়াছিল দিল্লীস্থরকে তাহার প্রত্যর্পণ-প্রস্তাব করেন। তদনুসারে নবাব ফিজা মুহম্মদ মলবারের কয়েকটা নগর ও গোণ্ডবান বিভাগ ভিন্ন আর সমুদায় প্রত্যর্পণ করিয়া তাঁহার সহিত সন্ধি সংস্থাপন করিলেন। ফিজা মুহম্মদ ৩৮ বৎসর রাজ্য শাসন করিয়া পরলোক গমন করিলে তাঁহার পুত্রাদি না থাকাতে তাঁহার জাতা হুসেন মুহম্মদ সিংহাসনে অধিকার হইলেন। তিনি অতি অল্পদিনের মধ্যেই শমন-ভবনে আতিথ্য স্বীকার করিলে, তাঁহার জাতা হায়ত মুহম্মদ সিংহাসনে অধিরোহণ করেন। কিন্তু তাঁহার তাদৃশ

বুদ্ধিশক্তি ছিল না, সুতরাং রাজ্য মজ্রি-পরতন্ত্র হইয়াছিল।

সে যাহা হউক ১৮০০ শতাব্দীর শেষেই মহারাষ্ট্রীয় পিণ্ডারীদল ও রঘুজী ভোঁসলাকর্তৃক এই রাজ্য আক্রান্ত হইল। এই সময় ওজীর মুহম্মদ খাঁ মজ্রিদিগের সহিত বিজোহাচরণ করিয়া ভূপাল-নগরহইতে পলায়ন করেন। পরে এই বিজোহে মুহম্মদদের পিতার মৃত্যু হয়। তাহার কিছুকাল পরেই তিনি পুনরায় ভূপাল-নগরে প্রত্যাগমন করিয়া রাজ্য-রক্ষা করিতে লাগিলেন। কলতঃ ওজীর মুহম্মদই মহারাষ্ট্রীয় উপদ্রব নিবারণের একমাত্র শিধান। অধিক কি মহারাষ্ট্রীয়েরা যে সকল নগর অধিকার করিয়াছিলেন ইনি ক্রমে ক্রমে তৎসমুদায় পুনরুদ্ধার করিয়া প্রবল-প্রতাপে রাজ্য শাসন করিতে লাগিলেন। তদন্বশনে হায়ত মুহম্মদ পুত্র ঘোষ মুহম্মদের হিংসারক্তি অত্যন্ত প্রবল হইয়া উঠিল। তিনি সৈন্যসমুহ করিবার জন্য সিদ্ধিয়া ও নাগপুরাধিপতির নিকট করপ্রদান অঙ্গীকার করিলেন। পরিশেষে কিছুকাল নবাব নাম মাত্র ধারণ করিয়াছিলেন; কিন্তু রাজ্যের উপর তাঁহার কিছুমাত্র ক্ষমতা হয় নাই।

মহারাষ্ট্রীয়দিগের সহিত এই কপ যুদ্ধ-জ্যোত প্রবাহিত হওয়াতে ওজীর মুহম্মদ ১৮০৯ শতাব্দীতে ব্রিটিশ গবর্ণমেন্টের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করেন; কিন্তু তাহাতে ক্রতকার্য হইতে না পারিয়া আত্মরক্ষার নিমিত্ত পিণ্ডারী-সৈন্যাদ্যকৃদিগের সহিত মিলিত হইলেন। ১৮১২ খ্রীষ্টাব্দে সিদ্ধিয়া-ধিপতি এবং রঘুজী ভোঁসলা উভয়ে একত্র হইয়া ১৮১৩ অব্দের শেষেই পুনরায় ভূপালরাজ্য আক্রমণ করেন। কিন্তু ওজীর মুহম্মদকর্তৃক ক্রমাগত মনমাস তাহা উত্তমরূপে সুরক্ষিত হওয়াতে তাঁহার যুদ্ধে প্রতিমিত্র হইলেন। পরবৎসর

সিদ্ধিয়াধিপতি পুনরায় আক্রমণ করিলে ওজীর ত্রিটিশ গবর্ণমেন্টের সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। তখন ভূপালরাজ্যের সহিত সংযোগ হইলে মহা-রাষ্ট্রীয় উপদ্রব নিরাকরণের বিশেষ সদুপায় হয় বিবেচনার ত্রিটিশ গবর্ণমেন্ট সাহায্য-দানে সম্মত হইলেন। ঐ সাহায্য-লাভেই যুদ্ধ-ঘটনা অল্প আ-য়াসে প্রতিনিবৃত্ত হয়। কিন্তু ওজীর মুহম্মদের জীবদ্দশায় ত্রিটিশ গবর্ণমেন্টের সহিত তাঁহার বন্ধুত্ব বন্ধমূল হয় নাই। পরিশেষে ১৮১৩ অব্দে ওজীর মুহম্মদ শমন-সদনে গমন করিলেন। তৎকালে তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র আমীর মুহম্মদ কুরুক্ষেত্র নিরত ছিলেন বলিয়া রাজ্য-রক্ষণে অক্ষম হওয়াতে তাঁহার এবং অন্যান্য ব্যক্তিদিগের মতানুসারে ওজীর মুহম্মদের দ্বিতীয় পুত্র নজীর সিংহাসনে অধিকাট হইলেন। ঘোষ মুহম্মদের কন্যা কুদসিয়ার সহিত ইহার পরিণয়-কার্য সম্পন্ন হইয়াছিল।

ইতিপূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে যে, ভূপালবংশী-য়েরা পিণ্ডারীদিগের সহায়তা গ্রহণ করিতেন। সিদ্ধিয়া ও নাগপুরের উপদ্রব নিবারণই উক্ত সহায়তা-গ্রহণের প্রধান উদ্দেশ্য। কিন্তু যে পর্যন্ত ওজীর মুহম্মদ ত্রিটিশ গবর্ণমেন্টের সহায়তালভে রুতকার্য হন, তদবধি আর পিণ্ডারীদল সমাদৃত হয় নাই। তন্নিবন্ধন ১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দে পিণ্ডারীদিগের সহিত নজীর মুহম্মদের যুদ্ধ উপস্থিত হয়। ত্রিটিশ গবর্ণমেন্ট উক্ত যুদ্ধে বিশেষ সহায়তা করাতে ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দে ভূপালের নবাবের সহিত তাঁহাদের বন্ধুত্ব বন্ধমূল হইয়া উঠিল। তখন মুহম্মদের আত্মাদের পরিসীমা রহিল না। ত্রিটিশ গবর্ণমেন্ট তাঁহার সমুদায় বিষয়ের প্রতিভূ হইলেন। তিনি গবর্ণমেন্টকে ৩০০ শত অশ্ব ও ৪০০ শত পদাতিসৈন্য উপহার প্রদান করিলেন। সুচতুর ইংলিশ গবর্ণমেন্টও আবার তাঁহার আসবাবের জন্য তাঁহাকে সেই

সমুদায় অশ্ব ও পদাতি প্রদান করিয়া তাহার বায় নির্বাহার্থে তাঁহাকে মলবারের অন্তর্গত পাঁচ প্রদেশ এবং ইসলামপুরা নগর ও তদ্বৃত্তা দুর্গ প্রত্যর্পণ করিলেন। এই রূপ সন্ধি সংস্থাপনের অব্যবহিত পরেই একদা নজীর মুহম্মদের অষ্টম-বর্ষ বয়স্ক এক শ্যালকের হস্তহইতে পিস্তল-ক্ষুটিত হইয়া সহসা তাঁহার কলেবরে গুলিনিবিদ্ধ হওয়াতে, তিনি পঞ্চম প্রাপ্ত হইলেন। তৎকালে সেকেন্দর বেগম নামক এক কন্যা ভিন্ন তাঁহার আর অন্য সন্তান-সন্ততি ছিল না। ত্রিটিশ গবর্ণমেন্ট এই নিয়ম নির্ধারণ করিয়া দিলেন যে, যে ঐ কন্যার পাণি গ্রহণ করিবে সেই ব্যক্তি ভূপাল রাজ্যের সিংহাসনে অধিকাট হইবে। মুনি-য়র মুহম্মদ ঐ কন্যার পরিণেতা হইবে বলিয়া স্থির হইয়াছিল; কিন্তু তিনি রাজ্যমধ্যে সম্পূর্ণ ক্ষমতা প্রাপ্ত না হওয়াতে বিরক্ত হইয়া পাণি-গ্রহণে অসম্মত হইলেন, এবং তাঁহার ভ্রাতা জহাজীরের প্রতি বিবাহভার প্রদান করিয়া স্বয়ং নিশ্চিন্ত হইলেন।

সেকেন্দর বেগমের মাতা কুদসিয়া স্বীয় জীবদ্দশায় রাজ্যভার অন্যের হস্তে সমর্পণ না করিবার মানসে স্বীয় তনয়ার বিবাহ-বিষয়ে কালক্ষেপ করিতে লাগিলেন। কিন্তু পরিশেষে নিজ মনোরথ পরিপূর্ণ হইবার সম্পূর্ণ অসম্ভাবনা দেখিয়া ১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দের ১৮ এপ্রিলে জহাজীরের সহিত তনয়ার পরিণয় পরম সমারোহে সম্পন্ন করিলেন। কিয়দ্দিন পরে স্বপ্নসত্ত্বে স্বীয় প্রতিষ্ঠানভ নিতান্ত দুর্ঘট বোধ করিয়া জহাজীর তাঁহার প্রাণবিনাশের সঙ্কল্প করিলেন। কিন্তু তাঁহার ঐ দুরভিপ্রায় প্রকাশ হওয়াতে তাঁহাকে ভূপালনগর পরিত্যাগপূর্বক আত্মা নগরে প্রস্থান করিতে হইয়াছিল। কিয়দ্দিন পরে তিনি পুনরায় ভূপালনগর আক্রমণ করাতে স্বপ্ন

ও জামাতা উভয়েই ব্রিটিশ গবর্ণমেন্টের প্রতি মধ্যস্থতার সমর্পণ করিলেন। গবর্ণর জেনারেল মধ্যস্থ হইয়া কুদসিয়ার জীবদ্দশা পর্য্যন্ত তাঁহাকে বাৎসরিক বস্ত্রি সহস্র মুদ্রা অর্পণ করিতে অনুরোধ করিলে জহাজীর তাহাতেই সম্মত হইলেন। কুদসিয়াও তদবধি ইসলামনগরে গিয়া অবস্থিতি করিতে লাগিলেন।

অনন্তর ১৮৩৭ সালে জহাজীর নবাব পদবীতে অধিরোহণ করিয়া নিরাপদে রাজকার্য্য পর্য্যালোচনা করিতে লাগিলেন; কিন্তু সেকেন্দর বেগমের সহিত তাঁহার প্রগাঢ় প্রণয় হয় নাই। তন্নিবন্ধন কিছুকাল পরেই ঐ বেগম ইসলামনগরে স্বীয় জননীর নিকট গমন করিলেন। পরে প্রায় ৭ বৎসর রাজ্য শাসনের পর ১৮৪৪ অব্দে ডিসেম্বর মাসে জহাজীর কলেবর পরিত্যাগ করেন। মৃত নবাব ইতিপূর্বে যেকণ নিয়ম করিয়া গিয়াছিলেন তদনুসারে কোন কার্য্যই অনুষ্ঠিত হইল না। সেকেন্দর বেগমের শাহ জহাঁ নানী এক কন্যা ভিন্ন আর কিছুই ছিল না। ভূপালরাজ্যের সিংহাসনাধিরোহণে যোরতর গোলযোগ উপস্থিত হইল। পরে ব্রিটিশ গবর্ণমেন্ট এই রূপ নিয়ম নির্ধারণ করিয়া দিলেন যে, পূর্বনিয়মানুসারে যে ব্যক্তি শাহজহাঁর পরিণেতা হইবে, সে ব্যক্তিই ভূপালরাজ্য শাসন করিবে। সম্প্রতি সেকেন্দর বেগম রাজপ্রতিনিধিকপে রাজ্যশাসন করুন।

এই রূপ নিয়ম নির্ধারিত হইবার পর ১৮৪৭ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে সেকেন্দর বেগম ভূপালনগরে প্রত্যাগমনপূর্বক সমুদায় রাজ্যভার স্বহস্তে গ্রহণ করিয়া পূর্বনিয়মনকল প্রায় পরিবর্তিত করিয়া ফেলিলেন। অনন্তর ১৮৫৫ সালে বক্সি বাহাদুর মুহম্মদের সহিত স্বীয় তনয়া শাহজহাঁর পরিণয়কাহ্য নির্বাহ করিলেন। পরিণেতা ভূপাল-বংশীয় নহেন বলিয়া ভূপাল-বংশীয়েরা

বক্সি মুহম্মদকে শাসন-কর্ত্তবে প্রতিষ্ঠিত করিতে আপত্তি উত্থাপন করিল। তদনুরোধে ব্রিটিশ গবর্ণমেন্ট পূর্বনিয়ম পরিবর্তিত করিয়া এই রূপ বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন যে, বক্সি নামমাত্র নবাব থাকিবেন, শাহজহাঁই রাজ্যশাসন করিবেন। কিন্তু যে পর্য্যন্ত শাহজহাঁর এক বিংশতি বৎসর বয়ঃক্রম না হয়, সে পর্য্যন্ত সেকেন্দর বেগমদ্বারাই রাজকার্য্য অনুষ্ঠিত হইবে।

সেকেন্দর বেগম এই প্রতিনিধি পদ প্রাপ্তিতে অসন্তুষ্ট হইয়া ব্রিটিশ গবর্ণমেন্টের নিকট এই অভিযোগ করিলেন যে, “আমিই এই রাজ্যের যথার্থ উত্তরাধিকারিণী; তবে আমি যে পর্য্যন্ত জীবিত থাকি তত দিন আমার কন্যা কিকপে উত্তরাধিকারিণী হইবে?” তাঁহার এই আবেদনে গবর্ণমেন্ট কোন নুতন নিয়ম অবধারিত করিলেন না। কিন্তু তাঁহার কন্যা শাহজহাঁ মাতার জীবদ্দশা পর্য্যন্ত স্বয়ং ইচ্ছাপূর্বক আপনার স্বত্বপরিত্যাগ করিলেন। তদনুসারে ১৮৫২ অব্দ হইতে সেকেন্দর বেগম রাজ্য পদে অভিষিক্ত হইয়া ভূপাল রাজ্য শাসন করিতেছেন।

কিছুকাল পূর্বে সৈন্যদিগের ব্যয় নির্বাহার্থ ভূপালরাজ্যকে প্রায় ১,০০,০০০ টাকা কর প্রদান করিতে হইত; জহাজীরের সময় ১৮৪০ অব্দে ১,৩৮,০০০ টাকা কর নিকাশিত হয়। পরিশেষে ১৮৪২ অব্দে সেকেন্দর বেগমের সহিত যে সন্ধিপত্র বিধিবদ্ধ হয়, তাহাতে এই রূপ চিরস্থায়ী নিয়ম নির্ধারিত হইয়াছিল যে, সৈন্যদিগের ব্যয় যতই বৃদ্ধি বা হ্রাস হউক না কেন, ভূপাল রাজ্যকে বর্ষে বর্ষে ২,০০,০০০ দুই লক্ষ টাকার অধিক কর প্রদান করিতে হইবে না। কএক বৎসর এই নিয়মে কার্য্য নির্বাহ হইবার পর ১৮৫৭ অব্দে সিংহবিজোহ উপস্থিত হইলে ঐ নিয়ম একেবারে রহিত হয়। অনন্তর ১৮৫২ অব্দে ভূপাল

রাজ্যের প্রত্যেক পল্লীহইতে সৈন্য সঙ্গ্রহ করিবার নিয়ম নির্ধারিত হইলে সেকেন্দর বেগম এই নিয়মে এবং সঙ্গ্রহীত সৈন্য ও ব্রিটিশ সৈন্যদিগের ব্যয় নির্বাহে সম্মত হন। এতদ্ভিন্ন মেজর হেনলী মহোদয় ১৮১৮ অব্দে সিহোর নগরে যে বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছিলেন এই বিদ্যালয়ের ব্যয় নির্বাহার্থে প্রতি বৎসর ৫০০০, এবং রথ্যা নির্মাণ ও সংস্কারার্থে প্রতি বৎসর ১২,০০০ টাকা প্রদান করিতেছেন।

সেকেন্দর বেগম ব্রিটিশ গবর্ণমেন্টের এক জন অনুরক্ত মিত্র। ১৮৫৭ অব্দের সিপাহীবিদ্রোহের সময় ইনি গবর্ণমেন্টকে সাধ্যমত সাহায্য করিয়াছিলেন। তন্নিবন্ধন ধার প্রদেশের বিদ্রোহ-সময়ে ব্রিটিশ গবর্ণমেন্ট বাসিয়া নামক যে প্রদেশ হস্তগত করিয়াছিলেন বিদ্রোহ শান্তির পর তাহা উহাকে নিকর রূপে পারিতোষিক প্রদান করিয়াছেন। এতদ্ভিন্ন ইনি “ষ্টার অব ইণ্ডিয়া” এই পর্ষাঘের এক জন প্রধান নায়িকা পদে অভিষিক্ত হইয়াছেন। বেগমও বিদ্রোহ সময়ে প্রজাদিগের মধ্যে যাহারা সৎকার্যের অনুষ্ঠান করিয়াছিল, তাহাদিগকে অনেক ভূমিপুরস্কার দিয়াছেন।

নূতন গ্রন্থের সমালোচন।

নকোর বিলাপ গীতাভিনয়” ও “জীবৎস-চিন্তা গীতাভিনয়” নামক দুই খানি গ্রন্থ ত্রীযুক্ত হরিমোহন কর্মকার রচনা করিয়াছেন। তন্মধ্যে “জীবৎস-চিন্তা গীতাভিনয়” খানি “সিমুলিয়া সকের যাত্রা কোম্পানীদ্বারা” প্রকাশিত ও অভিনয়তরুত হইয়াছিল। গ্রন্থকার সম্প্রতি “জানকীর বিলাপ গীতাভিনয়” প্রস্তুত করত ত্রীযুক্ত বাবু শ্যামাচরণ মল্লিকের নামে উৎসর্গ

করিয়াছেন। বোধ করি উক্ত মহোদয়ের বাটীতে ইহা অভিনয়িত হইবে। নাটক রচনা যে প্রণালীতে হইয়া থাকে, গীতাভিনয় লিখিবার পদ্ধতি সেক্ষেপ নহে। ইহাতে অধিকাংশ কথোপকথন গীতদ্বারা নিষ্পন্ন হয়, আর গদ্যভাগাপেক্ষা গীতভাগ অধিক থাকাতে কেবল কবিতাশক্তি দ্বারা গীতাভিনয় সুসম্পন্ন হয় না; সঙ্গীতশাস্ত্রে বিশেষ ব্যুৎপত্তি আবশ্যিক করে। সকল রাগ ও রাগিনী সকল সময়ে সম্যক্ ক্রতীসুখ প্রদান করে না; বিশেষ বিশেষ রাগ ও রাগিনীর গান বিষয়ে বিশেষ বিশেষ কাল, কক্ষণ ও আনন্দ প্রভৃতি বিশেষ বিশেষ রস নির্দিষ্ট আছে। রস ও কাল বিবেচনা করিয়া গীতসকলেতে রাগাদি বিন্যাস করিতে না পারিলে গীতাভিনয় রচনায় কৃতকার্য হওয়া অসম্ভব। গ্রন্থকার উল্লিখিত গ্রন্থে এই নিয়মটীর প্রতিপালন উত্তমরূপে করিতে পারেন নাই। ইহার রচিত গ্রন্থদ্বয় কক্ষণারসাত্মক, কিন্তু ইনি গীতসকলে ভৈরবী প্রভৃতি আনন্দমূচক রাগিনীসকল নিয়োগ করিয়াছেন। ইহাতে মহোদয়দিগের তৃপ্তির হানি হইয়াছে, সন্দেহ নাই। এই বিষয়ের প্রমাণার্থ আমরা এস্থলে সঙ্গীতদামোদরের একটা প্রমাণ প্রযুক্ত করিলাম, তদ্যথা, “ধানসী মালসী চৈব ভৈরবী মাধবী তথা ॥ সুভগা পঞ্চমী নাটী বেলোয়ারী চ গুজ্জরী। কামদা চাপি কল্যাণী কোড়া কেদারিকা তুড়ী ॥ কোমারী মাযুরী চৈব দেশকারী চ সিন্ধুড়া। রামকলী চ ভূপালী রাগিন্যশ্চেতি বিংশতি ॥ আনন্দাংশা ইতি প্রোক্তা গীয়ন্তে গানকোবিদৈঃ।” ইনি গীত সকল যে ২ রাগিনীতে বিন্যস্ত করিয়াছেন তন্মধ্যে পাহিড়া (যাহাকে “পাহাড়ী” বলিয়া লিখিয়াছেন) রাগিনীটিই যোগ্য হইয়াছে, কারণ পাহিড়া রাগিনী কক্ষণাংশা অথচ সায়াছে গানযোগ্য; তৎপ্রমাণ যথা “গাঙ্গারী দীপিকা চৈব কন্যাণী পুরবী

তথা। কানড়া সারবী চৈব গোব্রী কেদারপা-
হিড়া ॥ মায়ুরী মানসী মাটি ভূপালী সিদ্ধুড়া
তথা। সায়াহ্নে তাম্র রাগিন্যঃ প্রগায়ন্তি চতু-
র্দশ ॥” অপিচ “বেলাবলী চ গাক্সারী ললিতা
পঠমঞ্জরী ॥ বৈরাগী রাগিনী চাপি মোহরাটি চ
পাহিড়া। ককণাশা বিজানীয়াং সন্তোতা রাগ-
যোষিতঃ ॥” সঙ্গীতদামোদর।

“শ্রীবৎস-চিন্তা গীতাভিনয়” অতি জঘন্য পুস্তক,
সূত্রাং তদালোচনায় আমরা নিরন্তর হইয়া “জা-
মকীর বিলাপ গীতাভিনয়” বিষয়ে কিঞ্চিৎ লি-
খিতেছি। এই গ্রন্থে মহাকবি ভবভূতি বিরচিত
“উত্তর রামচরিত” নাম নাটকের আখ্যায়িকাভাগ
সঙ্ক্ষেপে লিখিত হইয়াছে। ইহা তিন অঙ্কে
সম্পন্ন; প্রথমাঙ্কে শ্রীরামচন্দ্রের দুর্মুখ-মুখে
সীতার অপবাদ-বার্তা-শ্রবণান্তে সীতা-পরিত্যাগে
দৃঢ় সঙ্কল্প হওন পর্য্যন্ত আছে। দ্বিতীয়াঙ্কে লক্ষ-
ণের সীতাকে বনবাসে রাখিয়া প্রস্থান ও সীতার
বাল্মীকীশ্রমে গমন পর্য্যন্ত বর্ণিত আছে; এবং তৃ-
তীয়াঙ্কে রামচন্দ্রের সহিত সীতা, লব, কুশ প্রভৃ-
তির সাক্ষাৎ ও সীতার পৃথিবী-প্রবেশ পর্য্যন্ত
বিবরণ বিন্যস্ত হইয়াছে। রচয়িতার রচনা-চাতুর্য্য
এখনও জঘ্নে নাই। এতদগ্রন্থান্তর্গত গীতসকলের
মধ্যে অনেক সন্দেহ আছে, কিন্তু সেই সকল ভাব
সুকবির ন্যায় প্রকাশ করিতে না পারায় তাহা ধূম-
বেষ্টিত আলোকের ন্যায় নিম্নুভাবস্থায় রহিয়াছে।
গীতে হৃদঃপতন হইলেও গানকালে বিশেষ অনিষ্ট-
কর হয় না বটে, তথাপি গীতরচয়িতাদিগের পক্ষে
হৃদঃপতন একটি প্রধান দোষ বলিতে হইবে।
বর্তমান গ্রন্থে হৃদঃপতন অনেক আছে, তাহার
প্রমাণার্থ নিম্নে কএক পঙ্ক্তি উদ্ধৃত হইল।

“দাঁড়াতে না পারি আর, ওহে কান্ত রসময়।

“মুগল আঁখিতে নিদ্রা দেবী নিয়েছেন আশ্রয়।”

“জমি পুরে এ জনের, হেম হার হৃদয়ের,

অথ বা হৃদয়াকাশের, পূর্ণ-শশধর ॥”

“লোক অপবাদে রাম কমললোচন।

তোমাধনে বনবাসে করেছেন বর্জন ॥”

এবম্প্রকার দোষ প্রস্তুতবিত গ্রন্থে আরও অনেক
আছে, তথাপি ইহার কোন কোন গীতটি পাঠ
করিয়া তৃপ্ত হইতে হয়। পরন্তু যে গুলি আসু সুন্দর
বোধ হয় তাহাও নানা লক্ষণে দূষণায় অনুভূত হয়,
তদৃষ্টান্ত যথা,

“সোণার প্রতিমা সীতা, ভুবনমোহিনী।

ধরায় শোভিছে কিবা, ধরণীনন্দিনী ॥

জনকরাজদুহিতা, কনকলতিকা সীতা;

হৃদয়ের ধন মম, আনন্দদায়িনী ॥

একে পয়োধর ফারে, দাঁড়াইতে নাহিপারে,

এ কোন বিচিত্র ভবে, হবে হবেন ধরাশায়িনী ॥”

এই গীতটির শব্দ গুলি আশু-গ্রাহ্য, সুশ্রাব্য এবং
ভাব প্রকাশক বজ্রিত হয়, সূত্রাং প্রথম দৃষ্টিতেই
গীতটিকে উৎকৃষ্ট বোধ হয়। তথাপি এ গীতে
অনেক দোষ আছে। ইহার প্রথম দুই চরণ পাঠ
করিলেই বোধ হয় যে পরে সীতার নিদ্রিতাবস্থার
রূপ বর্ণন আছে, কিন্তু কলতঃ তাহা নাই; তৃতীয়
চরণে কনকলতিক সীতা বলায় পোনকক্তি দোষ
হইয়াছে। দুই বা বহু কারণ না থাকিলে “একে”
শব্দব্যবহৃত হয় না এজন্য পঞ্চম চরণের “একে”
শব্দ অনর্থক ব্যবহৃত হইয়াছে; ষষ্ঠ চরণে কবি
“তবে” শব্দ কেন দিয়াছেন তাকা বুঝা যায় না।
উহা “একে” শব্দের দ্যোতক হইতে পারে না।
অপর স্তনভারে দাঁড়াইতে অশক্তি এ ভাবটি
অত্যন্ত অশ্লীল অথচ কোন মতে প্রশংসাবাদ নহে।

রহস্য-সন্দর্ভ

নাম

পদার্থ-সমালোচক মাসিক পত্র ।

৪ পর্ব]

প্রতি খণ্ডের মূল্য ১০ আনা । বার্ষিক অগ্রিম মূল্য ২ টাকা ।

[৪৪ খণ্ড

আপ্টরিক্স বা কিবিকিবি পক্ষী ।



রম কাকনিক জ-
গৎ অষ্টার আশ্চ-
র্য্য কোশলময় এই
মহীমণ্ডলে প্রস্তা-
বিত পক্ষীটাকে
বিশেষ আশ্চর্য্য
পদার্থ বলিয়া মা-
নিতে হইবে। ইহা

দেখিতে অবিকল পক্ষী বটে, অথচ ইহার পক্ষ
নাই, সুতরাং ইহা পক্ষী-পদের বাচ্য নহে। পক্ষী-
দিগের একটি প্রধান লক্ষণ আকাশে উড়য়ন
করণ, এবং তৎপ্রযুক্ত তাহাদিগকে “বিহঙ্গম” শব্দে
কহা যায়; পরন্তু এ পক্ষীটির পক্ষ নাই, সুতরাং
ইহা উড়িবার বিষয়ে মনুষ্য বা গোর ন্যায় নিতান্ত
অক্ষম; কলে ইহা পক্ষহীন পক্ষী ও বিহায়সে
গমনে, অক্ষম বিহঙ্গম। এই রূপ জীব সৃষ্টি
করিবার অভিপ্রায় কি ইহা নির্দেশিত করা মনু-
ষ্যের অসাধ্য; পরন্তু ইহার জীবনের প্রতি লক্ষ্য
করিলে স্পষ্টই প্রতীতি হয়, যে ইহার পক্ষ না
থাকায় ইহার দেহ-যাত্রার কোন হানি হয় নাই।
কীট ও ক্ষুদ্র শব্দক মাত্র ইহার খাদ্য, এবং তদর্থে
ইহাকে কদাপি আকাশে উড়িতে আবশ্যিক হয়

না। অপর শত্রুহইতে পলায়নার্থে ইহার দোড়া-
ইবার ক্ষমতা বিলক্ষণ আছে, সুতরাং তাহার
নিমিত্তও ইহার ডানার অভাব কোন মতে
অভাব বোধ হয় না।

যখন এই পক্ষীর বিবরণ প্রথম বিলাতে প্রকা-
শিত হয় তখন লোকে ঐ বিবরণ-লেখককে ভণ্ড
জ্ঞান করিয়াছিলেন। কলে “পক্ষহীন পক্ষী”
একথা এতাদৃশ অসম্ভব বোধ হইয়াছিল যে তদ্বি-
ষয়ক সমস্ত বিবরণ অলীক বলিয়া অগ্রাহ্য হইল।
পরে এই পক্ষীর স্বকৃ ও শব্দ বিলাতে আনীত
হইলে সে ভ্রম দূরীকৃত হয়। এই ক্ষণে আপ্টরিক্স
বা পক্ষহীন পক্ষী অনেক দৃষ্ট হইয়াছে, এবং ইহার
বিবরণ-বিষয়ে আর কোন সন্দেহ নাই।

ইহার আবাসস্থান নিউ-জিল্যান্ড দ্বীপ। তথায়
নিভৃত বাদা ভূমিতে ইহা বাস করে, এবং সৃষ্টিকা
খনন করিয়া গর্ত মধ্যে শুষ্ক তৃণ ও শৈবাল
দিয়া আপন আবাস নির্মাণ করে। ইহার দে-
হের পরিমাণ জী-পেকর সদৃশ, এবং ইহার
পদদ্বয় ও চঞ্চু অত্যন্ত দৃঢ় ও বলিষ্ঠ। ইহার খাদ্য-
দ্রব্য কীট ও ক্ষুদ্র শব্দক; তাহা প্রস্তাবিত
জীবেরা রজনীযোগে আহরণ করে; এবং দিবসে
নিভৃত স্থানে লুকাইয়া থাকে। কলে ইহার
নক্তধর, এবং নক্তধরের যে স্বভাব তাহা ইহা-
দিগেতে স্পষ্ট প্রত্যক্ষ হয়।



কিবিকিবির মাংস রুক্ষবর্ণ, নীরস ও আঁসল, এবং তন্নিমিত্ত খাদ্য বলিয়া গণ্য নহে। ইহার বরও সুপ্রাচ্য নহে, এবং অবয়বও এতাদৃশ সুন্দর নহে যে তন্নিমিত্ত লোকে ইহাকে পুষ্টিতে ইচ্ছা করে; সুতরাং এই সকল কারণে ইহাকে ধরিবার বিশেষ আবশ্যক নাই। পরন্তু ইহার দেহ অতি সুকোমল পালংখে আবৃত থাকে। সেই পালংখ নিউ-জিল্যান্ড-বাসীরা চিকণ পরিচ্ছদ প্রস্তুত করিবার নিমিত্ত বিশেষ উপাদেয় জ্ঞান করে, এবং তদর্থে তাহারা রজনীঘোরে কুকুর-সহকারে এই পক্ষী শিকার করিয়া থাকে। পরন্তু ইহা এতাদৃশ দুর্গমস্থানে বাস করে, এবং গলারসন করিতে ও বৃক্ষ কোটরাগিতে সুকায়িত হইতে এবং

তৎপর, যে ধৃত করা দুঃসাধ্য। তথা ইহার সখ্যা এত অল্প যে, ইহার পালংখের পরিচ্ছদ অত্যন্ত দুর্মূল্য হইয়া থাকে; এবং রাজা বা প্রধান দলপতি ভিন্ন অন্যে উহা ধারণ করিতে পারেন না।

অতাবতঃ এই পক্ষী নির্বিরোধী; পরন্তু কুকুর-দ্বারা আক্রান্ত হইলে ইহা আত্ম-রক্ষার্থে বিশেষ সাহসের সহিত যুদ্ধে প্রবর্ত্ত হইয়া থাকে; এবং আগমন সবল ওঠ ও নখদ্বারা শত্রুর বিশেষ অনিষ্ট করে।

এই পক্ষীর লক্ষণ বিবেচনা করিলে ইহাকে বৃত্তরমুগের সহিত এক বর্গে নির্গত করা যায়। এই বৃত্তরমুগের পক্ষ অত্যন্ত খর্ব, এবং তন্নিমিত্ত নিমিত্ত সিদ্ধান্ত অলম্ব্য। ইহা পক্ষীতে

পক্ষ আরও খর্ব হয়। কাবোয়ারী পক্ষীতে এ খর্ব পক্ষের স্থানে দুইটি শলাকা লক্ষ্য হয়, এবং রীয়া পক্ষী ও বর্তমান কিবিকিবি পক্ষীতে সেই শলাকাও খর্ব হইয়া মনুষ্যদেহে যে প্রকার শুনের চিহ্নমাত্র থাকে, প্রায় সেই প্রকার ক্ষুদ্র চিহ্নস্বরূপ হইয়া আইসে।

কলম করিবার ধারা।

বী জঘারা রক্ষের সখ্যা রক্ষি করাই স্বভাবসিদ্ধ উপায়; পরন্তু বীজহইতে উৎপন্ন রক্ষে যে তৎপিতার সমস্ত গুণ বর্তমান থাকিবেক ইহা সম্ভব নহে; মনুষ্যে ইহা সর্বদা ঘটে না; সুচাক সুন্দর পুষ্পের পুত্র রূপবর্ণ ও শ্বষি তুল্য ধার্মিকের পুত্র অসৎ হইতে দেখা যায়। সেই রূপ সুমিষ্ট অন্নের আঁটির চারায় অন্নকল উৎপন্ন হইয়া থাকে। এই নিমিত্ত অন্যান্য উপায়ে রক্ষের সখ্যা রক্ষি করা প্রথা হইয়াছে। তন্মধ্যে “কলম” করিবার নিয়ম একটা প্রধান। এ কলম বিবিধ প্রকারে নিষ্পন্ন করা হইয়া থাকে। কতক গুলি রক্ষের শাখা খণ্ড খণ্ড করিয়া তাহার স্ক্রুলাংশ যুক্তিকায় প্রোথিত করিয়া রাখিলে অঙ্কুরোদ্ভেদ হয়। কোন রক্ষের শাখায় সার বাজিলে সেই অভিপ্রায় সিদ্ধ হয়, এবং কোন মহোকহদল শুদ্ধ জলে কেলিয়া রাখিলে তাহার শিকড় নির্গত হয়। পরন্তু রক্ষের স্বভাব ও ধর্ম্যানুসারে এই সকল প্রকরণের প্রভেদ করা কর্তব্য, তাহা বলাই বাহুল্য। প্রসিদ্ধ উদ্ভিজ্জবেত্তা লিনিয়স সাহেব লিখিয়াছেন যে কঠিন রক্ষসকলের কলম বালুকায় উত্তম রূপে জন্মিয়া থাকে, কিন্তু কোমল উদ্ভিদ সকল যুদু-যুক্তিকা-ব্যতীত জন্মে না। যে স্থানে কলম করিতে হইবে সেই স্থান ভিকিৎ উষ্ণ হওয়া আবশ্যিক; এবং তদুপরি

অক্ষহস্ত পরিমিত খোলা ও ইষ্টক খণ্ড রাখিয়া তাহার উপর প্রচুররূপে খেতাত্ত বালুকা কেপণ-পূর্বক তাহাতে কাণ্ড সকল প্রোথিত করিতে হইবে, তদুপরি কাচের আবরণ চাপা দিয়া জল-সেচন করা কর্তব্য। অপর সূর্য্যের উত্তাপ আবর্তন জন্য দুই হস্ত উর্দ্ধে একটা চাল বাজিয়া দেওয়া প্রয়োজনীয়। তাহাতে কলম গুলি রোজ ও উত্তাপ-হইতে রক্ষা হইতে পারে, এবং অঙ্কুরোদ্ভেদের কোন রূপ বাধা হয় না। প্রতি সপ্তাহে নিকটকম্পে এক বার বা দুই বার মাত্র কলমের উপর বারি সেচন জন্য কাচাবরণ উদ্ধৃত করা আবশ্যিক।

অধুনা কলিকাতার নিকটবর্তী “বয়ল বোটা-নিকল্ গার্ডন” নামক মহারানীর উদ্যানে পূর্বোক্ত প্রক্রিয়ার পরিবর্তে একটা বালুকাপূর্ণ টবের মধ্যে কলম করিয়া এ টব বালুকায় প্রোথিত করা হয়, ও তাহার উপর একটা কাচের আবরণ অথবা রশ্মি চাপা দিয়া তাহাতে প্রতিসপ্তাহে দুই বার জল সেচন করা যায়। এই প্রক্রিয়ায় উত্তম রূপে কলম হইয়া থাকে। কাচের আবরণ অভাব হইলে ছেদিত ক্ষুদ্র শাখা-সকল টবের মধ্যে প্রোথিত করিয়া শুদ্ধ তাহার উপরি ভাগে এক খণ্ড সামান্য কাচ চাপা দিয়া অভীষ্ট সিদ্ধ হইতে পারে। একপ প্রক্রিয়ার জন্য টবের অধোভাগে কতকগুলি পাথরের মোড়ি স্থাপন পূর্বক তদুপরি টব বসাইতে হয়। অপর প্রতিদিন প্রত্যুষে আবরণ খানি উলটাইয়া না দিলে যে সকল ঘনভূত নীহার বিন্দু মেদিনীর আভ্যন্তরিক তেজোদ্বারা সমুৎপিত হয়, তাহা অঙ্কুরের হানি জন্মাইতে পারে।

ডক্টর লিগলি সাহেব জৈনের মধ্যে কলমের এই রূপ প্রণালী উল্লেখ করিয়াছেন যে একটা বৃহৎ জলাধার পরিষ্কার জলে পূর্ণ করিয়া অতি

সারবান কাণ্ডসকল তন্মধ্যে দিয়া পরিষ্কৃত স্থানে প্রলম্বিত করিয়া রাখিলে দুই পক্ষের মধ্যে এ শাখাহইতে তাহার খেতবর্ণ অতি সূক্ষ্ম মূল নির্গত হয়, তৎপরে তাহা অতি সাবধানতার সহিত একটা টবে প্রোথিত করিয়া নিয়মিত রূপে বারি প্রদান করিলে অভীষ্ট সিদ্ধ হয়। পরন্তু আধার পাত্র অধিক পরিসরযুক্ত হওয়া আবশ্যিক। তাহাতে জল দূষিত হয় না, এবং এ জল পুনঃ পুনঃ পরিবর্তিত করা আবশ্যিক; নচেৎ তাহা দূষিত হইয়া আশু কলমের হানি করে। এ প্রকার কলমসকল অতি সাবধানপূর্বক সর্বদা আচ্ছাদিত এবং রাত্রি কালে গৃহের মধ্যে রাখিতে হয়। জল ও বালুকায় এই রূপে কঠিন কাষ্ঠ বিশিষ্ট রক্তের কলম উত্তম রূপে জন্মিতে পারে। তৎপ্রকরণ এস্থলে বাহ্যিক রূপে লিপিবদ্ধ করিবার প্রয়োজন নাই।

এই দুই প্রকার কলমের মধ্যে ক্ষুদ্র-পুষ্প-রক্তের নিমিত্ত প্রথম প্রকার কলমই প্রসিদ্ধ; তাহার নাম “খোঁচ কলম।” রক্ত-রক্তের নিমিত্ত উহার ব্যবহার নাই। তদর্থে অপর তিন প্রকার কলম প্রচার আছে; তাহার প্রথমের নাম “গুল কলম,” দ্বিতীয়ের নাম “যোড় কলম,” এবং তৃতীয়ের নাম “চুঙ্গি কলম।”

গুল কলম প্রস্তুত করিবার প্রথা কোন মতে কঠিন নহে। তদর্থে একটা পাত্রে কতকটা মৎস্য পচাইয়া রাখিতে হয়। এ গলিত মৎস্যের সার এক অংশ ও উত্তম পাতাপচা সার ৩ অংশ এবং দোরাঁস মাটি ৩ অংশ একত্র মিসাইলেই মৃত্তিকা প্রস্তুত হয়। পরে বর্ষার প্রারম্ভে নেবু কি নিচু রক্তের সতেজঃ ১ বা ১।। হস্ত পরিমিত দীর্ঘ ডালে চারি অঙ্গুল পরিমাণ স্থান ছুরিকাঘারা এ প্রকারে চাঁচা কর্তব্য যাঁহাতে সমস্ত স্থান তুলিয়া ফেলা হইবে অথচ কাঁচে কোন আঘাত লাগিবে না।

এই নিম্নক স্থানের চতুর্দিকে পূর্বোক্ত সার মৃত্তিকা লেপন করা আবশ্যিক, এবং তদুপরি এ সার মৃত্তিকা এক মুষ্টি পরিমাণ স্থল করিয়া দেওয়া বিধেয়। এই গুলের নাম “গুল” এবং তাহা-হইতে এই প্রক্রিয়ার নাম “গুল কলম” হইয়াছে। এই গুলের উপরি নারিকেলের কাতা কি শণ বা পাট দিয়া এ প্রকারে বন্ধন করা কর্তব্য যাঁহাতে বর্ষার জলে এ মৃত্তিকা না ধৌত হইয়া যায়। দুই মাস কাল এই অবস্থায় থাকিলে শাখার নিম্নক স্থানহইতে প্রচুর শিকড় নির্গত হয়, এবং তাহা হইলে গুলের অধোভাগে শাখাটি কাটিয়া লইলেই কলম হইল। বর্ষা ভিন্ন অন্য ঋতুতে গুল কলম সহজে হয় না। তৎসময়ে কলম করা আবশ্যিক হইলে গুলের উপর একটা জলের বারা বসাইতে হয় তাহাহইতে জল সর্বদা চ্যুত হইয়া বিন্দু বিন্দু পড়িলে বর্ষার অভিপ্রায় সিদ্ধ হয়, এবং কলমও অনায়াসে প্রস্তুত হয়। উক্ত প্রক্রিয়া নিচু নেবু প্রভৃতি রক্তের পক্ষে বিশেষ উপযুক্ত; কিন্তু কোন কোন আশু রক্তের পক্ষে ইহা উপকারী নহে। তদর্থে “যোড় কলম” প্রশস্ত; কারণ তাহাতে সর্বদা অভীষ্ট সিদ্ধ হইয়া থাকে—প্রায় কখন নিষ্ফল হয় না। এ প্রক্রিয়ার নিমিত্ত প্রথম একটা আঁটির চারা রক্ষা আবশ্যিক। এ একটা ক্ষুদ্র গামলায় পুতিয়া তাহার মূলহইতে অর্দ্ধ হস্ত উর্দ্ধে তিন অঙ্গুল পরিমাণ স্থানের এক পার্শ্বে ছুরি দিয়া অর্দ্ধাংশ চাঁচিয়া ফেলিবে। পরে যে রক্তের কলম করিতে হইবে তাহার অর্দ্ধ হস্ত বা তিন পদ পরিমিত একটা সতেজ অথচ এক বৎসরের প্রাচীন ডালের এক পার্শ্ব পূর্ববৎ চাঁচিবে, এবং গামলার চারাটি নিকটে আনিয়া দুই কাঁচা স্থান একত্র মিলাইয়া সূক্ষ্ম রক্ত দিয়া উভয়কে একত্র বাঁধিবে। বর্ষাকালে দুই মাস যাবৎ উভয় চাঁচা স্থান এই অবস্থায় রাখ থাকিলে চারার

গাভ্রে ডালের ঘোড় লাগিয়া উভয়ে এক হইয়া যায়। তখন ঘোড়ের স্থানের নিম্নে ডালটি কাটিলে কলম স্বতন্ত্র হয়, এবং পরে ঘোড়ের ঠিক উপরের চারার শাখা কাটিয়া দিলে চারার মূল ও কাণ্ডে এবং রহৎ রন্ধের ডালে একটি স্বতন্ত্র রন্ধ হয়, এবং তাহার ধর্ম এই যে, যে রন্ধের ডাল লওয়া যায় তাহারই সদৃশ হয়। আত্মের কলম এই নিয়মে সর্বোৎকৃষ্ট হইয়া থাকে।

তৃতীয় প্রকার কলমের নাম “চুঙ্গী কলম।” উহা কেবল কুল ও অপর কএকটি সামান্য রন্ধের নিমিত্ত প্রস্তুত। ইহার প্রক্রিয়া অধিক নহে; পরন্তু ইহা সিদ্ধ করার নিমিত্ত বিশেষ চতুরতা ও কুশলতা আবশ্যিক করে। এই কলমের নিমিত্তে একটি টোপা বা গোল কুলের আঁটির চারা লইয়া তাহার সকল শাখা পত্র কাটিতে হয়। পরে তাহার কাণ্ডের অগ্রভাগের এক অঙ্গুষ্ঠ পরিমিত স্থানের ছাল চাঁচিয়া ফেলিতে হয়। পরে কোন পাটনাই কুলের ডালহইতে অঙ্গুষ্ঠ পরিমিত ছাল অঙ্গুরীয়ক বা চুঙ্গীর অবয়বে কাটিয়া বাহির করিয়া তাহা পূর্বোক্ত চারার অগ্রভাগে আরোণ করিয়া কিঞ্চিৎ মৃদিকা ও পাট দিয়া বান্ধিয়া দিলে এক মাস মধ্যে ঐ চুঙ্গী চারার গাভ্রে বদ্ধ হইয়া যায়, এবং তাহা হইলেই কলম প্রস্তুত হইল। পরে ঐ চুঙ্গীর গাভ্রহইতে যে শাখা নির্গত হয় তাহাতে পাটনাই কুল জন্মিয়া থাকে। এই প্রক্রিয়া পূর্বে বঙ্গদেশে বিজ্ঞাত ছিল না। কএক বৎসর হইল সুধীবর রাজা রাধাকান্ত দেবের উৎসাহে তাঁহার উদ্যানে উহা প্রথম পরীক্ষিত হয়; এবং তদবধি উহা কলিকাতায় প্রচলিত হইয়াছে।

ঐন্দুজালিক এবং দৈব বিদ্যা।



মণ্ডলের প্রায় সকল স্থানেই মনুষ্যের এই রূপ বিশ্বাস আছে যে, মন্ত্রবলে বা দৈব-শক্তিদ্বারা স্বভাব-বিকল অনৈসর্গিক ব্যাপারসকল

সম্পন্ন করিতে সক্ষম হওয়া যায়। বিশেষতঃ পুরাকালে মনুষ্যের মনোমধ্যে একপ বিশ্বাস দৃঢ়তর-রূপে বদ্ধনুল হইয়া ছিল। ভারতবর্ষ, পারস্য, চীন, মিসর, গ্রীস, রোম এবং অন্যান্য প্রাচীন দেশসকল তাহার উদাহরণ স্থল। ঐ সকল দেশে নানা-বিষয়িণী ঐন্দুজালিক বিদ্যার অতিশয় প্রাদুর্ভাব ছিল। দৈবজ্ঞেরা গণনা-পূর্বক ভূত-ভবিষ্যতের শুভাশুভ বলিবার ক্ষমতা প্রকাশ করিত; ঐন্দুজালিকেরা মায়াজাল বিস্তারদ্বারা নানাবিধ বিশ্বয়জনক ব্যাপার দর্শাইয়া দ্রষ্টৃবর্গকে আলেখ্য-লিখিতের ন্যায় স্পন্দহীন করিতে চেষ্টা করিত; এবং মন্ত্র-সিদ্ধ ব্যক্তিরা মন্ত্রবলে ভূত, প্রেত, পিশাচ ও অন্যান্য দিব্য-যোনিদিগকে বশীভূত করিয়া স্বকীয় কার্য-সাধন জন্য নৈসর্গিক নিয়ম লঙ্ঘন করিতে পারি বলিয়া প্রতারণা করিত। এই রূপে সাধারণ মনুষ্যগণের সাধ্যাতীত ব্যাপারসকল সম্পন্ন করিবার জন্য উক্ত দেশ সমূহে নানা-বিধ গুপ্ত বিদ্যারও আলোচনা হইয়াছিল। আর কেবল যে ঐ সকল দেশে ঐন্দুজালিকের প্রকাশ ছিল এমন নহে; মানবগণের ইতিবৃত্ত পূর্বাধি পর্য্যবেক্ষণ করিলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়, যে সকল দেশেই কোন না কোন প্রকার দৈব বা ভৌতিক বিদ্যায় লোকের বিশ্বাস ছিল, এবং অনেক দেশে অদ্যাবধি প্রবলরূপে বিশ্বাস আছে।

এতদেশে ধারা নগরাধিপতি সুবিখ্যাত ভোজ রাজা ঐন্দুজালিক-বিদ্যায় প্রণেতা বলিয়া পরি-



গণিত হম। ঐ প্রবাদ সত্য নহে, পরন্তু তাঁহার সময়াবধি উক্ত বিদ্যার নাম “ভোজবিদ্যা” বলিয়া প্রসিদ্ধ হইয়াছে ইহাতে সন্দেহ নাই। কথিত আছে তিনি মন্ত্রবলে যুগ্মপিতৃ-নির্ধিত পুত্রমিকাদিগকে প্রাণ-দান-পূর্বক সৈন্যের ন্যায় সুসজ্জিত করিয়া তৎসমভিব্যাহারে সজ্জামে যাত্রা করিতেন, এবং তাহাদের সাহায্যে জন্ম-

লাভও করিয়াছিলেন। যোগী এবং উদাসীন-দিগের অনাধারন-দৈবশক্তি প্রায় সর্বত্রই প্রসিদ্ধ আছে। বিখ্যাত পণ্ডিতগণেরা প্রণীত হঠ যোগ নামক কএক গ্রন্থ প্রাপ্ত হওয়া যায়, যদিও তাহা দর্শন শাস্ত্রের অন্তর্গত তথাপি তাহাতে সামান্য পারদ্রবিক প্রক্রিয়ার নিয়ম লিপিবদ্ধ আছে, তদ্বারা মনুষ্যেরা দৈবশক্তি প্রাপ্ত হইতে পারে।

দৈবজ্ঞেরা, করদর্শকেরা, এব° ডাইন, ভূত, প্রেত দৈত্য আদি বিষয়ক মন্ত্র-বেত্তারা যে কত প্রকারে নিজঃ বিদ্যা অনুশীলন করিয়া থাকে তাহা পাঠক মহাশয়েরা অনেকে অবগত আছেন। অসভ্য দেশে এই প্রকার মন্ত্রবেত্তাদিগের বিশেষ প্রাদুর্ভাব দেখা যায়; পরন্তু বিদ্যার প্রভাবে সভ্যমণ্ডলী মধ্যে ইদানী° উল্লিখিত মন্ত্রসকল হ্রাস প্রাপ্ত হইয়াছে।

পারস্য ও আরব দেশে যে পূর্বকালে উক্ত বিদ্যাসকল অত্যন্ত প্রচলিত ছিল তদ্বিষয়েও সংশয়মাত্র নাই। আরব্য এব° পারস্য উপ-ন্যাস পাঠে উহা স্পষ্টই প্রতীতি হইবে। যদিচ উক্ত উপন্যাস সকল অলৌকিক গল্পে পরিপূর্ণ তথাপি উহাতে যে তাৎকালিক ব্যক্তিগণের রীতি নীতি এব° ভৌতিক বা ঐন্দ্রজালিক বিদ্যার উপর বিশ্বাস উপলক্ষে বর্ণন আছে তাহা অবশ্যই সত্য বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে।

সুপ্রসিদ্ধ গ্রীস ও রোম দেশের সুসভ্য ব্যক্তিরা বিবিধ বিদ্যায় ভূষিত হইয়াও দৈববিদ্যার অদ্ভুত ক্রিয়াসকল অগ্রাহ্য করিতে পারে নাই। পিথাগোরাস্ এব° সক্রেতিস্ পণ্ডিতদ্বয়, যাঁহাদিগের অসাধারণ বিদ্যা ও পাণ্ডিত্যপ্রভাবে গ্রীস দেশ সমুজ্জ্বলিত হইয়াছিল, যাঁহাদিগের অসামান্য বৈদগ্ধ্য, জ্ঞানরাশি ও যশঃশুভ পৃথিবীমণ্ডলে এখন পর্য্যন্ত দেদীপ্যমান রহিয়াছে, তাঁহারাও ঐ অলৌকিক বিদ্যার উপর বিশ্বাস করিতে কোন মতে সঙ্কুচিত হন নাই। কথিত আছে পিথাগোরাস্ মারাময় ভৌতিক বিদ্যার প্রভাবে বিবিধ আশ্চর্য ব্যাপার প্রদর্শন করিয়াছিলেন। একদা তিনি সমুদ্রতটে ভ্রমণ করিতে ২ এক ধীবরকে মৎস্য-পরিপূর্ণ কুটয়ত্র আনিতে দেখিয়া ধৃতমৎস্যের সন্ধ্যা নিকপণ করিতে অজ্ঞাকার করেন। তিনি তাঁহার পোষিত ভল্লকের কর্ণে কুহক-মন্ত্র

প্রদান করিয়া তাহাকে আমিষ ভক্ষণহইতে বিরত করিয়াছিলেন। তিনি আর মন্ত্রবলে উদ্ভীদন উৎকোশ পক্ষিকে আশ্রয় করিয়া স্বহস্তে স্থাপন করত পোষিত পক্ষির ন্যায় গাত্র-স্পর্শ করিতেন। কোন এক সময়ে এরিবিস্ নামক এক ব্যক্তি পিথাগোরাস্কে দৈবানুগৃহীত ব্যক্তি বলিয়া প্রশংসা করিলে, পিথাগোরাস্ তাঁহার প্রশংসায় পরমাত্মাদিত হইয়া তদ্বাক্য সম্মান করণজন্য স্বীয় জজ্ঞা প্রদর্শন করেন, তাহা সুবর্ণময় দৃষ্ট হইয়াছিল। সুবিখ্যাত সক্রেতিসের বিষয়ে কথিত আছে যে, তিনি সতত এক দৈত্য বা ভূতদ্বারা রক্ষিত ও সতর্কিত হইতেন। তদীয় শিষ্য প্লেটো বলেন যে ঐ দৈত্য সক্রেতিসকে কোন কর্ম করিতে উত্তেজিত না করিয়া কেবল তাঁহার বা তদীয় বাক্যবগণের ভাবি বিপদ দূরীকরণ জন্য তাঁহাকে প্রত্যাদেশ করিত। ঐ আদেশ মৃদুমধুর স্বরে বায়ুসঞ্চালনের সহিত সক্রেতিসের কর্ণকুহরে প্রবেশ করিত; উহা সন্নিবৃত্ত অন্য কেহ শ্রবণ করিতে সক্ষম হইত না, কেবল সক্রেতিস্ মনে মনে জ্ঞাত হইতেন। অধিকন্তু তিনি হাঁচি বা ক্ষুৎপাত লক্ষণ বিবেচনা করিয়া শুভাশুভ কর্মে প্ররত্ত হইতেন। এই প্রথাটি যে বহুদেশে এখন পর্য্যন্তও প্রচলিত আছে তাহা পাঠকবর্গের গোচর করা বাহুল্য-মাত্র। সক্রেতিস্ যে দৈত্যের উপদেশ অবলম্বন-দ্বারা ভাবি বিপদহইতে উদ্ধার পাইয়াছিলেন, তাহা নিম্ন-লিখিত কএকটি দৃষ্টান্তে বর্ণিত আছে। একদা তিনি কতিপয় বন্ধুসমভি-ব্যাহারে বিবিধ-কথা-প্রসঙ্গে কোন রাজমার্গদিয়া গমন করিতে ২ অকস্মাৎ পথিমধ্যে দণ্ডায়মান হইলেন, এব° দৈত্যদ্বারা আদিষ্ট হইয়া উক্ত পথ পরিত্যাগ পূর্বক অন্য এক মার্গে গমন করিলেন। তিনি আশু বিপদ ঘটনের সম্ভাবনা

বর্শন করিয়া সমভিব্যাহারী বহুগণকে ঐ রাজ-
বর্ষ পরিত্যাগ করিতে অনুরোধও করিয়াছি-
লেন। তাহাতে অনেকেই তদীয় বাক্যে বিশ্বাস
করিয়া তাঁহার অনুগামী হইল; কএক জন সেই
অনুরোধ হেলন করিয়া সেই গথে চলিল। কিন্তু
তাহাতে তাহাদের মজল হইল না। তাহারা রহদা-
কার বন্যবরাহদ্বারা আক্রান্ত হইয়া যৎপরো-
নাস্তি ক্লেশ ও দুঃখ ভোগ করিয়াছিল। অপর
কোন সময়ে সক্রেতিস্ এক সভাস্থ উপস্থিত
হিলেন; ঐ সভাস্থ এক ব্যক্তি কোন মনুষ্যের
প্রাণ সংহার করিতে মনস্থ করিয়া সভা-পরিত্যাগ-
পূর্বক গমনোন্মুখী হইলে, সক্রেতিস এক বেতাল-
দ্বারা ঐ ব্যক্তির মানস অবগত হইয়া তাঁহাকে
গমন করিতে নিষেধ করিলেন। সক্রেতিসদ্বারা
নিবারিত হইলেও সে অবশেষে তথাহইতে
প্রস্থান-পূর্বক সঙ্কল্পিত হত্যাকাণ্ড সম্পন্ন করে।
তৎপরে তাহার প্রাণদণ্ডের আদেশ হইলে সে
দুঃখিত চিত্তে কহিল; “আমি সক্রেতিসের
বাক্য অবহেলন না করিলে কখন একপ ভয়ানক
রাজদণ্ডে দণ্ডিত হইতাম না।”

ইউরোপ খণ্ডের পূর্বতন অসভ্য দেশসকল
বিজ্ঞান বিদ্যাসহকারে অধুনা সুসভ্য ও সর্বোৎকৃষ্ট
হইয়াছে। তন্মধ্যে ইংলণ্ড ও ফ্রান্স আধুনিক
সর্বাগ্র বলিয়া পরিগণিত। দ্বিশতাব্দী পূর্বে এমৎ
সুসভ্য দেশে ডাইন ও ভৌতিক বিদ্যা প্রচলিত
ছিল। ফ্রান্স দেশে জুয়ান অফ্ আর্ক নাম্নী কা-
নিমীর অত্যাশ্চর্য্য কোশল সন্দর্শনে সকলেই বি-
মোহিত হইয়াছিলেন। তদ্বিশেষ এই;—পঞ্চদশ
শতাব্দীর প্রারম্ভে ফ্রান্স সাম্রাজ্যের সহিত ইংল-
ণ্ডীয় রাজ্যের তুমুল যুদ্ধ উপস্থিত হইলে, ইংরা-
জেরা অর্লিয়ঁ নামক দুর্গ আক্রমণ করেন। ঐ
সময়ে জুয়ান অফ্ আর্ক করাসি রাজপুত্রের নিকট
গমন করিয়া স্বীয় শুভ প্রত্যাদেশ ব্যক্ত করিলেন;

এবং কহিলেন যে তিনি দৈবাদেশে ইংরাজদিগকে
দূরীকরণপূর্বক তাঁহাকে রাজ্যভিষিক্ত করিবার
জন্য তদীয় নিকটে প্রেরিত হইয়াছেন। রাজপুত্র
তাঁহার বাক্যে মুগ্ধ হইয়া তৎসমভিব্যাহারে কি-
ঞ্চিৎ সৈন্য প্রেরণ করিলেন। জুয়ান অফ্ আর্ক
ঐ সৈন্য সমভিব্যাহারে ইংরাজদিগের ব্যূহ ভেদ
করিয়া অর্লিয়ঁ দুর্গে প্রবেশ করেন। তথায় তিনি
করাসি সৈন্যগণকে উত্তেজিত করিয়া এবং স্বীয়
কোশলে অক্লেশে ইংরাজদিগকে পরাজিত করি-
লেন। ঐ বিস্ময়কর ব্যাপার অবলোকনে সকলেই
চমৎকৃত হইয়াছিল, এবং তাঁহার কীর্ত্তি দৈববলে
নিষ্পন্ন হইয়াছে এই প্রবাদ সকলেই বিশ্বাস
করিল। তিনি ফ্রান্স দেশীয় সপ্তম চারলসকে
রাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া প্রায় সমুদায় প্রদেশ
ইংরাজদিগের হস্তহইতে মুক্ত করিয়া দেন। ইংরা-
জেরা ঐ রমণীর অলৌকিক বুদ্ধিচাতুর্য্য ও দৈ-
বশক্তি মায়াদ্বারা উৎপন্ন হইয়াছে বলিয়া বি-
শ্বাস করিত, এবং তাঁহার বিনাশ ব্যতীত ইংরাজ-
দিগের জয় অসম্ভব বিবেচনায় তাহার সংহার
করিতে বিবিধ উপায় উদ্ভাবন করিতে লাগিল।
পরিশেষে তাহারা জুয়ানকে ধরিল, এবং সে ডাইন
এই অপবাদ দিয়া তাহাকে যাবজ্জীবন কারাবাসে
কালক্ষেপ করিতে আদেশ প্রদান করিল;
পরে তাহাতেও সন্তুষ্ট না হইয়া এক বৎসর
বিলম্বে তাহাকে জলন্ত অগ্নিতে নিঃক্ষেপ
করিয়া তাহার প্রাণ বিনাশ করিল।

ইংলণ্ডদেশে দ্বিশত বর্ষ পূর্বে ডাইন ঐশ্বর্য-
জালিকী এবং ভৌতিক বিদ্যার সত্যতাবিষয়ে একপ
দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে বিশ্বাত প্রথম জেমসের
রাজ্যশাসন কালে পার্লামেন্ট মহাসভাহইতে
এতদর্থে এক আইন প্রচলিত হয়, তাহাতে লিখিত
ছিল যে “যে ব্যক্তি কোন বেতালদ্বারা প্রত্যা-
দিত্ত হইয়া কোন কাণক্ষয় অন্তত সম্পাদন করিবে,

যে ব্যক্তি মায়া ও ইন্দ্রজাল বিস্তার করিয়া মনুষ্যকে মোহিত করিবে, এবং তদ্বারা বিবিধ অনিষ্ট উৎপাদন করিবে, এবং যে ব্যক্তি মন্ত্রবলে অন্যকে জাদু করিবে তাহাদিগের প্রতি প্রাণদণ্ডবিধান করা হইবে।" এবং এই নিয়মানুসারে প্রতিবৎসর শত ২ ব্যক্তিকে অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হইতে হইত। অধিকন্তু ঐ সময় বিশ্বাস ছিল যে ডাইনের শিরঃ ছেদ করিলে বা কাঁসি দিলে সে মন্ত্রবলে পুনঃ সজীব হইতে পারিত; এই বোধে তৎকালের প্রাভিবাকেরা ডাইনকে অগ্নিতে দগ্ধ করিতে আদেশ করিতেন; এই প্রযুক্ত ডাইন-অপবাদ-গ্রস্ত ব্যক্তিদিগের দুঃসহ যন্ত্রণাভোগ করিতে হইত। বিশেষতঃ কুকণা রক্ষা শীর্ণা দুঃখিনী নিঃসহায়া স্ত্রীকে দেখিলেই তাহাকে লোকে ডাইনী বলিয়া অগ্নিতে নিঃক্ষেপ করিত। এই প্রকারে অনেক স্ত্রী বিলাতে ভস্মীভূত হইয়াছে। অপর বিলাতে বিশ্বাস ছিল যে হস্ত ও পদদ্বয় রক্তজুতে বদ্ধ করিয়া ডাইনদিগকে জলে ফেলিয়া দিলে তাহারা মন্ত্রবলে জলের উপর ভাসে, এই বিশ্বাসের বশবর্তী হইয়া লোকে যাহাকে ডাইন বা ডাইনী বলিয়া সন্দেহ করিত তাহাকে উক্তরূপে বদ্ধ করিয়া জলাশয়ে নিঃক্ষেপ করিত। তাহাতে ঐ অভাগা জলে নিমগ্ন হইয়াই প্রাণত্যাগ করিত, দৈব না নিমগ্ন হইলে লোকে তাহাকে ভাসিয়াছে দেখিয়া ডাইন বিশ্বাসে অগ্নিতে নিঃক্ষেপ করিয়া বিমষ্ট করিত। ফলে যে দুর্ভাগ্য এক বার ডাইন অপবাদ হইত, তাহাকে হয় জলে ডুবিয়া বা অগ্নিতে দগ্ধ হইয়া মরিতে হইত। জ্ঞানালোকের প্রভাবে এই দুঃখী প্রকরণ বিলাতহইতে একেবারে নিরোহিত হইয়াছে।

চ।



মণ্ডলমধ্যে প্রায় সকল সুসভ্য লোকেই ২ উপ-ভোগার্থ নানাবিধ পানীয় প্রস্তুত করিয়া থাকেন। ঐ সকল পানীয়মধ্যে চীন-দেশীয় চা প্রধান উপভোগ্য বলিয়া পরিগণিত হয়। চা অতি প্রাচীন কালাবধি ঐ সুপ্রসিদ্ধ ও বিস্তীর্ণ সাম্রাজ্যে বহুল পরিমাণে প্রচলিত আছে। চীনের টোয়ং বংশীয় রাজাদিগের ইতিহাসে কথিত আছে, যে তৎকালে উক্ত রাজগণ-কর্তৃক চার উপর কর নির্ধারিত হইয়াছিল। অপিচ আরব দেশস্থ এক বণিকের জয়গ-রস্তান্তে অবগত হওয়া যায় যে খ্রীষ্টীয় সাক্ষাষ্টম শতাব্দীতে চীন দেশে 'সা' নামক এক তরুর পত্র সিদ্ধরূপে এক প্রকার পানীয় দ্রব্য বিশেষ রূপে প্রচলিত ছিল। ইহাতেই স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে উক্ত 'সা' তরু প্রসিদ্ধ 'চা' তরু ভিন্ন আর কিছুই হইতে পারে না; যে হেতুক আরব্য বর্ণমালার দৈন্য-প্রযুক্ত চ অক্ষরের পরিবর্তে স ব্যবহৃত হইয়াছিল।

আশিয়া খণ্ডের প্রায় সমস্ত দেশীয়েরা প্রস্তাবিত রকম ও তাহার পত্রকে "চা" নাম প্রদান করিয়া থাকেন; কেবল চীনদেশান্তর্গত ককিম প্রদেশস্থ ব্যক্তিবর্গের মধ্যে উহা 'টী' নামে পরিজ্ঞাত হয়। কসিয়ার অধিবাসী এবং পর্তুগিস ব্যক্তিগণকে প্রায় ইউরোপীয় সকল জাতিদিগের মধ্যে ঐ চা আখ্যায়িকা প্রচলিত আছে। ইহাতে স্পষ্টই অনুমান হয় যে উক্ত পত্র এবং তাহার সহিত উহার "টী" নাম ককিম-প্রদেশ-হইতেই প্রথমে ইউরোপে নীত হইয়াছিল।

চাতক পর্যন্ত এবং সমস্ত উভয় স্থলে উৎপন্ন

হইয়া থাকে; কিন্তু পর্বত-প্রদেশে উৎকৃষ্ট চা জন্মে। পরন্তু মদীর তটবর্তী ক্ষেত্র চা উদ্যানের উত্তম স্থান। হিমালয়ের দক্ষিণপার্শ্বহইতে চীন দেশের শেষ সীমা পর্য্যন্ত সকল স্থানে চাতক অ-মায়্যাসে জন্মিতে পারে। বিষমোক্তগু গ্রীষ্মমণ্ডলে এবং চিরনোহারিত হিম-প্রদেশে উহা উৎপন্ন হইতে পারে না; কেবল সম-মণ্ডল মধ্যে যে সকল দেশে বায়ব্য উষ্ণতার বার্ষিক গড় ১০০ এক শত তাপাংশের অধিক নহে, এবং যথায় বর্ষাকালে বধেষ্ঠ রুষ্টি বর্ষিত হইয়া থাকে, তথায় চাতক উত্তম রূপে জন্মে। অধুনা উদ্ভিদ্ভেদ পণ্ডিতদিগদ্বারা নির্ধারিত হইয়াছে যে চাতক চীনদেশে ২০° উত্তর অক্ষাংশহইতে ৩০° অক্ষাংশ পর্য্যন্ত সুচাক রূপে উৎপন্ন হইয়া থাকে। ভারতবর্ষের আসাম ও কাচার প্রদেশে ২৩° অবধি ২৮° এবং ২০° অবধি ২৫° অক্ষাংশ পর্য্যন্ত স্থান চার-কের জন্ম ভূমি। চাতক তিন বা চারি হস্ত উচ্চ হইয়া থাকে, এবং তাহা যত খর্ব ও কোণের ন্যায় হয় ততই অধিক চাপত্র উৎপাদনের উপযুক্ত হয়। ইহার পুষ্প কাষ্টগোলাপ সদৃশ, এবং কুলপত্রের ন্যায় ইহার পাতা জন্মিয়া থাকে।

চৈনিকদিগের মধ্যে কি ধনী, কি নির্ধনী, কি ভজলোক, কি নিরুপ্ত ব্যক্তি, সকলেই চা ব্যবহার করিয়া থাকে। ইউরোপীয় সুখাভিলাষীরা মদ্য-পানকে যে রূপ সুখাবহ বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়া থাকে, চৈনিকেরা তদ্রূপ চা-প্রস্তুত পানীয় দ্রব্য-কে সুবাদু ও সর্বোৎকৃষ্ট পানীয় বলিয়া পরিগ-নিত করে। এই পানীয় প্রস্তুত করা চৈনীয় জা-লোকদিগের জীশিকার এক প্রধান অঙ্গ। শত শত কবিরূপ উক্ত বিত্তপ পানীয়ের গুণ বিস্তীর্ণ রূপে কীর্ত্তন করিয়া গিয়াছেন। চীন-দেশবা-সীরা চা-পান করিতে এতাদৃশ আসক্ত যে ভ্রমণ-কারীরা চা পানের পাত্র স্ব স্ব বকোদেশে ধারণ

করিয়া থাকে। অপর তথায় প্রায় সকল পত্র বর্ষে উক্ত পানীয় বিক্রয়ার্থে প্রস্তুত হইয়া থাকে।

রুশীয়া চৈনিকেরা চা-উৎপাদন বিষয়ে সম-ধিক নিপুণ। তাহাদিগের উক্ত বিষয়ক প্রণালী অতিশয় সুকঠিন নহে। তাহারা কালগুণ মাসে চার বীজ বপন করে, এবং কিয়দিনান্তরে ইহা অঙ্কুরিত হইলে চারাসকল অপর ক্ষেত্রে বিরল-ভাবে রোপণ করে। তদনন্তর বিশেষ প্রযত্নে বারিসেচন এবং সর্বদা ক্ষেত্রের তত্ত্বাবধারণ করিতে হয়; তদভাবে চারকসকল উত্তমরূপে বর্দ্ধিত হয় না; যেহেতুক অনিষ্টকারী কীটসকল সতত চাক্ষেত্রে পরিভ্রমণ করে, এবং তাহাদিগের বিনাশ করা চা চারদিগের এক প্রধান কার্য। সেই কার্য অতি সাবধানে সম্পন্ন করিতে হয়। এই রূপ যত্ন ও পরিচরম সহকারে তিন বৎসর মধ্যে চারক দ্বিহস্ত উর্ধ্বে পরিণত হইলে, চৈনিকেরা পরিষ্কার বেশে ঐচ্ছ মাসে উহার পত্র সঙ্কুহ করিতে প্রথমে আরম্ভ করে। প্রথম সঞ্চিত কোমল পত্রসকলদ্বারা অত্যুৎকৃষ্ট চা প্রস্তুত হইয়া থাকে, এবং উহা রাজোপভোগের নিমি-ত্তই প্রস্তুত করা হয়। তৎপরে জ্যেষ্ঠ বা আষাঢ় মাস পর্য্যন্ত আহরণোপযুক্ত সমস্ত পত্র সঙ্কুহ হয়। এই রূপে এক রূক ৬-৭ বৎসর পর্য্যন্ত পত্র প্রদান করে; পরে নিস্তেজ হইয়া শুষ্ক ও পত্র-হীন হইলে চৈনিকেরা তাহা ছেদন করিয়া ফেলে।

চৈনিকেরা প্রথমতঃ চারকহইতে পত্র সঙ্কুহ করিয়া উদ্যাননিকটস্থ একটা বাগিতে আনয়ন করে। তথায় সুনিপুণ শিল্পীসকল ভিন্ন ২ পটভুক্তিতে বিভক্ত হইয়া চা পত্র শুষ্ক করণে প্ররম্ভ হয়। এই প্রক্রিয়া কোন মতে যৎসামান্য বলিয়া গণ্যীয় হইতে পারে না; যেহেতু চার উৎকর্ষতা, প্রস্তুত করিবার প্রণালীর উপরেই অধিকাংশ নির্ভর করে।

সমুদ্রোত্তাপত্রসকল প্রথমতঃ তাহা কিংবা লৌহ কটাহে বিন্যস্ত হইয়া জ্বলন্ত উত্তপ্ত করা হয়। কিয়ৎকাল পরে তাহা এক বিশ্কার্ণ স্থানে প্রসারিত করিয়া রাখা হয়। তদবস্থায় পত্রগুলি কিঞ্চিৎ শীতল হইলে, কয়েক জন লঘুহস্ত শিষ্যী চঞ্চলতার সহিত তিন চারি বার হস্তে পাকাইয়া চাপত্রের সমুচিত অবস্থা নিষ্পন্ন করে। তাহা হইলে চা প্রস্তুত হইয়া থাকে। যে সকল চাপত্র সমুচিত কোমল নহে, তাহা প্রথমে উষ্ণজলের বাষ্পে উত্তপ্ত করা হয়, তৎপরে উপরে উক্ত প্রকরণে শুষ্ক হইলে সামান্য চা প্রস্তুত হয়।

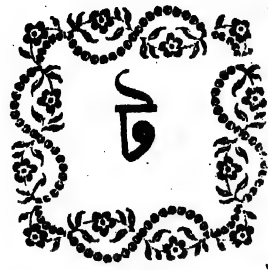
চা দুই প্রকার হইয়া থাকে, এক কৃষ্ণ, দ্বিতীয় হরিদবর্ণ। অনেকেই জিজ্ঞাসা হইতে পারেন যে উক্ত দ্বিবিধবর্ণের পত্র একরকমজাত কি ভিন্ন ২ রকম হইতে উৎপন্ন হয়। এস্থলে আমাদের এই মাত্র বক্তব্য, যে যদিও সুবিখ্যাত উদ্ভিজ্জ বিদ্যা-বিশারদ মহাশয়দিগের অনুসন্ধানে ব্যক্ত হইয়াছে যে দুই বিভিন্ন প্রকার রকমে বিভিন্ন প্রকার চা উৎপন্ন হইতে পারে; তথাপি প্রস্তুত করণের প্রণালীভেদে এক প্রকার রকমের পত্রহইতেই উভয় বর্ণ চা হইয়া থাকে। পত্রের কোমলতা ও কাঠিন্য-প্রভেদে বর্ণের প্রভেদ হইয়া থাকে। কৃষ্ণ বর্ণ চার অপেক্ষা হরিদবর্ণ চা উৎকৃষ্ট এবং মূল্যবান, যে হেতুক হরিদবর্ণ চা অত্যন্ত সুস্বাদু ও সুগন্ধ। ইহার প্রস্তুত করিবার প্রণালী অতিশয় দুর্বল বলিয়া কিংবা ভূমি-বিশেষে চা-উৎপাদন বিশেষেই হইত। এতদ্দেশে হরিদবর্ণের চা অল্প পরিমাণে প্রস্তুত হইয়া থাকে।

অধুনা ইংরাজদিগের উৎসাহে ও প্রযত্নে ভারতবর্ষের ভিন্ন ২ স্থানে চা উৎপন্ন হইতেছে। তন্মধ্যে আসাম, কাচার, দার্জিলিং, কুমাউন এবং অন্যান্য প্রদেশে বহুল চা-ক্ষেত্র দৃষ্টিগোচর হয়। তথায় বর্তমানে পরিমাণে উৎকৃষ্ট চা উৎপন্ন

হইতেছে, তাহা প্রায় কোন অংশে চীন দেশীয় চা অপেক্ষা বিশেষ নিরুদ্বৈগ্ধ নহে। আসাম প্রদেশে তিন বিঘা পরিমাণ ভূমিতে প্রায় ৭ মোন চা প্রাপ্ত হওয়া যায়। যদিও এতদ্দেশে চা প্রস্তুত করিবার প্রণালী চীন দেশের প্রণালীর অনুরূপ মাত্র, তথাপি ইংরাজদিগের বুদ্ধিবলে এবং শিষ্য-নৈপুণ্যের প্রভাবে এতদ্দেশে চীনদেশের অপেক্ষা অধিকতর শ্রেষ্ঠ প্রণালী অবলম্বিত হইয়াছে। ভারতবর্ষে পর্বতনিকটস্থ সমতল-ক্ষেত্র চা-উদ্যানের উত্তম স্থান; যে হেতুক তথায় ক্ষুদ্র তরঙ্গিনীসকল প্রবাহিত হইয়া ভূমির উর্বরতা বিশেষ রূপে সংবর্দ্ধন এবং মেঘমালা নিকটস্থ পর্বতে আহত হইয়া সতত সুরষ্টি বর্ষণদ্বারা ক্ষেত্রের উৎপাদিকা শক্তি পরিবর্দ্ধিত করে। অধিকন্তু ঐ ক্ষেত্রসকল অত্যুচ্চ হিমগিরির অন্তরালে থাকায় বায়ুকোণাগত শিলারষ্টি ও ঝটিকা আসিয়া তাহাদের কোনরূপ অনিষ্ট করিতে পারে না।

প্রায় দ্বি শত বর্ষ পূর্বে চা ইউরোপীদিগের পরিজ্ঞাত ছিল না। সপ্তদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে কতিপয় ওলন্দাজ বণিকদ্বারা ভারতবর্ষ হইতে উহা প্রথমে বিলাতে নীত হইয়াছিল, এবং ঐ সময়ে ইংলণ্ডে প্রথম ব্যবহৃত হয়। কথিত আছে যে ১৩৩৪ খ্রীষ্টাব্দে ইষ্টইন্ডিয়া কোম্পানি এক ছটাক পরিমাণ চা ইংলণ্ডীয় সত্রাট দ্বিতীয় চার্লসকে উপঢৌকন প্রদান করেন। উহা তৎসময়ে এক বহুমূল্য দ্রব্য বলিয়া সাধারণের বিদিত ছিল; বস্তুতঃ এক সের পরিমাণ চা ৪২ টাকা মূল্যে বিক্রীত হইত।

টক ।



ক রাজপুতানার অন্তর্গত একটি সামান্য নগর ; তাহা দিল্লীহইতে এক শত নয় ক্রোশ দক্ষিণ পশ্চিমে বুনার নাম্নী ক্ষুদ্র স্রোতস্বতীর দক্ষিণ তীরে অবস্থিত । ১৮০৩ অব্দে ইহা পাঠানবংশীয় সুপুসিক্ক দস্যু আমীর খাঁর অধিকৃত হয় । তদবধি উহা একটি স্বতন্ত্র রাজ্যের রাজপাট বলিয়া গণ্য হইয়াছে, এবং উহার চতুর্দিকস্থ প্রদেশ সকল এই রাজ্যের আধার হইয়াছে । এই নগরহইতে এই ক্ষুদ্র নদী পার হইবার নিমিত্ত নৌকাদি অন্য কোন জলযানের আবশ্যক রাখে না ; কারণ এখানে সার্বক্ষণিক হস্ত অপেক্ষা অধিক জল থাকে না, সুতরাং অনায়াসে পদব্রজে তাহা উত্তীর্ণ হওয়া যায় । এই নগরের চতুর্দিক প্রাচীর এবং পরিখাদ্বারা দুর্গরূপে বেষ্টিত আছে । এই দুর্গের অর্ধ ক্রোশ দক্ষিণে আমীর খাঁর বাসভবন । ইনি রোহিলখণ্ডের অন্তর্গত সম্বল নামক গ্রামে অতি সামান্য কুলে জন্মগ্রহণ করেন । কিন্তু ইনি অসাধারণ ধীশক্তি সম্পন্ন হইয়াছিলেন । অপর লোকের মনোরঞ্জন যে দিগে ধাবমান হয়, বুদ্ধিরক্তিও তদনুসারিণী হইয়া উঠে । বাল্যাবধি তাঁহার দুস্পৃহি বলবতী হওয়াতে তিনি এক জন বিলক্ষণ প্রতারক, বিশ্বাসঘাতক ও ঘোতর দস্যু হইয়া উঠিয়াছিলেন । ইহার হৃদয়ে দয়ার লেশমাত্র ছিল না । নরকলেবরে বিন্দুমাত্র শোণিত দর্শন করিলে শরীর চমকিত হয়, কিন্তু তিনি সহস্রে শত শত নরহত্যা করিতেও কিছুমাত্র সঙ্কুচিত হইতেন না ।

যাহা হউক তিনি ১৭২৪ খ্রীষ্টাব্দে ভূপাল রাজ্যের রাজকার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া তাহার অব্যবহিত পরেই মরগড় নামক স্থানের এক দস্যুদলে

মিলিত হন । দস্যুরক্তি এই দুরাত্মদিগের নিক-বিদ্যা ও জীবিকাশূন্য ছিল । কিন্তু কাল এই কণ দস্যুরক্তি করিবার পর আমীর খাঁ ইন্দোরের অধীশ্বর যশোবন্ত হলকরের নিকট বিলক্ষণ লক্ষপ্রতিষ্ঠ ও অনুগৃহীত হইয়া উঠিলেন । তদনন্তর হলকর জয়পুরের রাজার নিকট হইতে এই টক নগর ও তদধিকৃত প্রদেশ সমুদায় বলপূর্বক অপহরণ করিয়া আমীর খাঁকে অর্পণ করিলেন । ইতিপূর্বে সিরোঞ্জ নগর আমীর খাঁর হস্তগত হইয়াছিল । সম্প্রতি টক নগর তাঁহার অধিকৃত হওয়াতে তিনি এই স্থানে স্থায়ী বাসভবন ও অন্যান্য রমণীয় স্থানসকল নিৰ্ম্মাণ করাইয়া নগরের বিলক্ষণ সুশ্রীকতা সম্পাদন করিলেন । পরিশেষে তিনি এই নগরদ্বয়ের সহায়তায় ১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দে মালবের অন্তর্গত পারোয়া ও ছাপরা এবং মিবারের অন্তর্গত নিমরা ও অন্যান্য কএকটি পরগণা আত্মসাৎ করিয়া তুলিলেন । ফলতঃ আমীর খাঁর পুতাপ মালবের কুত্রাপি অবিস্তৃত ছিল না ; তাহাতে সকলেই কম্পান্নিত কলেবর হইয়া উঠিয়াছিল ।

সে যাহা হউক ১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দে ব্রিটিশ গবর্নমেন্ট যখন মালবের মধ্যে প্রবেশ করেন, তখন আমীর খাঁ তাঁহার নিকট আত্মরক্ষা ও অন্যান্য বিষয়ক প্রস্তাব করিলে, গবর্নমেন্ট অন্যান্য সমুদায় বিষয়ে অসম্মতি প্রকাশপূর্বক পরিশেষে তাঁহার রক্ষার্থ সন্মত হইয়া এই প্রত্যুত্তর প্রদান করিলেন যে “ আমরা তোমার সমুদায় সম্পত্তির প্রতিভূ হইতে সন্মত আছি ; কিন্তু তোমাকে এই পর্য্যন্ত দস্যুরক্তি ও সমুদায় সৈন্য পরিত্যাগ করিতে হইবে ; এতদ্বির তোমার যে সকল কামান আছে তাহার ৪০ টা বাদে অবশিষ্ট সমুদায় উপযুক্ত মূল্য লইয়া আমাদিগকে সমর্পণ করিতে হইবে । কেবল তুমি আত্মরক্ষার্থ

একদল সৈন্য রাখিতে পারিবে। তাহাও আমাদিগের সৈন্যের সহিত মিলিত হইয়া কার্য করিবে।” আমীর খাঁ তাহাতেই সন্মত হইলেন। পরে এই প্রস্তাব উত্থাপিত হয় যে, তিনি পূর্বাধি হুলকরের এই রূপ অসৎ-উদ্বেজনায় উদ্বেজিত হইয়া দস্যুরূপি অবলম্বন করিয়াছেন, অতএব তাহা পরিত্যাগ করিতে হইলে তাঁহার যাহা ক্ষতি হইবে ন্যায়ানুসারে সে ক্ষতি পূরণ করা হুলকরের কর্তব্য কর্ম। তদনুসারে তাহাই অনুষ্ঠিত হয়। ১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দের নবেম্বর মাসে ব্রিটিশ গবর্নমেন্টের সহিত আমীর খাঁর সন্ধিপত্র বিধিবদ্ধ হইল, ও গবর্নমেন্ট তাঁহার সমুদায় সম্পত্তির প্রতিভূ হইলেন। কিয়ৎকাল পরে ব্রিটিশ গবর্নমেন্ট আমীর খাঁকে রামপুর প্রদেশ ও তত্রস্থ দুর্গ নিকররূপে উপহার এবং ইতিপূর্বে গবর্নমেন্টের নিকট আমীর খাঁর যে ৩,০০,০০০ টাকা ঋণ হইয়াছিল তাহাও পারিতোষিক প্রদান করিলেন। ঐ সময় তাঁহার পুত্রের জীবদ্দশা পর্য্যন্ত উপভোগের নিমিত্ত পল্লাল-প্রদেশও প্রদত্ত হইয়াছিল।

ব্রিটিশ গবর্নমেন্টের সহিত সন্ধিসংস্থাপনের সপ্তদশ বর্ষ পরে ১৮৩৪ অব্দে আমীর খাঁ মর্ত্যলীলা সংবরণ করেন। এক্ষণে তাঁহার পুত্র উজীর মুহম্মদ তৎপদে অধিকাট হইয়া টঙ্ক রাজ্য শাসন করিতেছেন। ইতিপূর্বে ইহার পিতা পল্লাল নামক যে প্রদেশ ব্রিটিশ গবর্নমেন্টের নিকট হইতে লাভ করিয়া গিয়াছিলেন এক্ষণে গবর্নমেন্ট তাহার শাসনভার স্বহস্তে গ্রহণ করিয়া রক্তিশূন্য ইহাকে প্রতিমাসে ১২,৫০০ টাকা প্রদান করিতেছেন। সিপাহীবিদ্রোহের সময় ইনি এক জন স্বার্থ মিত্রের মত কার্য করিয়াছিলেন।

ব্রিটিশ গবর্নমেন্টের নিকট ইহাকে কর প্রদান

করিতে হয় না। ইহার সম্মানার্থ সপ্তদশ তোপধ্বনি হইয়া থাকে; এবং উপযুক্ত উত্তরাধিকারি অভাবে মুসলমান ধর্ম্যানুসারে উত্তরাধিকারী লাভ করিবার অনুমতিপত্র পাইয়াছেন। ইহার রাজ্যের পরিমাণ ৯৩২ বর্গকোশ; এবং তাহার অধিবাসীর সংখ্যা ১,৮২,৩৭২। এই রাজ্যে সাত লক্ষ অশীতি সহস্র মুদ্রা কর সম্বাহিত হইয়া থাকে; তন্মধ্যে রামপুর ও টঙ্কহইতে ২,০০,০০০, ছাপরাহইতে ১,০০,০০০, পারোয়াহইতে ১,০০,০০০, অলীগড়হইতে ৪০,০০০, সিরোঞ্জহইতে ২,০০,০০০, এবং নিম্রাহইতে ১,৪০০,০০ টাকা উৎপন্ন হয়।

নূতন গ্রন্থের সমালোচন ।



৭দর্পণঃ।” জেমোকাঁদির বিদ্যালয়াধ্যাপক শ্রীযুক্ত রামতারণ শিরোমণি এই গ্রন্থখানি সঞ্চলন করিয়াছেন। ইহাতে পাণিনীয় ধাতুপাঠে পঠিত ধাতু সমস্তের রূপ সুপ্রণালীক্রমে লিখিত হইয়াছে। গ্রন্থকার গ্রন্থখানি ব্যাঘ্রভাষার ভূম্যধিকারী শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনারায়ণ রায়কে উৎসর্গ করিয়াছেন। যবনাধিকার হওনাবধি ভারতবর্ষে সংস্কৃত ভাষা দিন দিন শ্রীভ্রষ্টা হইতে ছিল; উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট গ্রন্থ তদ্ভাষায় রচিত হইবার পরিবর্তে পূর্বপণ্ডিতগণরচিত জ্ঞানগর্ভ ও বহুমানাম্পদ গ্রন্থসকল লোপ পাইতেছিল। এক্ষণে ইংরাজ, ফরাসিস্, জার্মান প্রভৃতি ইউরোপীয় মনুষ্যদিগদ্বারা সংস্কৃতভাষা সমাদৃত হওয়াতে তাহার পুনরুদয় হইবার উদ্যোগ হইয়াছে। কলিকাতার বিশ্ববিদ্যালয়ে পরীক্ষার বিষয়সমস্তের মধ্যে সংস্কৃতভাষা নিকপণ করিয়া রাজপুরুষগণ তদ্ভাষার সম্যগ্ আলোচনার

সোপান প্রস্তুত করিয়াছেন। এ সময়ে দেশীয় কৃতবিদ্য ব্যক্তিগণ যতুবান হইলে এতদেশের গরিমার আশ্রয় সঙ্কৃত ভাষা বিহিত সমাদৃত হইতে পারে। তদ্ব্যতিরিক্ত লোকে সঙ্কৃত ভাষা যাহাতে অনায়াসে শিক্ষা করিতে পারে তদ্বিষয়ে চেষ্টা করাই প্রথমতঃ আবশ্যিক হইয়াছে; কিন্তু সে চেষ্টা বর্তমানের গ্রন্থকারগণের মধ্যে প্রায় কে-ই করেন না। “ধাতুপাঠ,” “ধাতুপ্রদীপ,” “ধাতুবিবেক” প্রভৃতি যে সমস্ত ধাতুবিষয়ক গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে তাহার কোন খানিই সঙ্কৃত পাঠকের বিশেষ উপকারী নহে; তাহা বাঙ্গালা-বিদ্যালয়ের ছাত্রগণের পক্ষে উপকারী। কোন বিশেষ গ্রন্থের শব্দার্থাবলী পুস্তকাকারে প্রকটিত হইলে তাহার উপকারিতা যে রূপ অপ্র-শস্ত বলিতে হয়, পূর্বোক্ত গ্রন্থসকলের উপকা-রিতাও প্রায় সেই রূপ। গণদর্পণকার স্বীয় বি-জ্ঞাপনে যে কহিয়াছেন “—তন্মার্গকটকভূত ধাতুকাঠিন্যাপনয়নায় প্রয়াসো-মাভূমিষ্কল—” ইহা যথার্থ। সঙ্কৃতভাষাপথে ধাতুকাঠিন্য বি-ষম কটক-স্বরূপ, এবং তদপনয়নজন্য গ্রন্থকার যে চেষ্টা করিয়াছেন তাহা অনেকাংশে সফল হইয়াছে। তাঁহার কৃত গ্রন্থখানি বিশেষ উপ-কারী হইয়াছে; তদ্বারা কি ছাত্র কি শিক্ষক সকলেই সময়ে সময়ে পরমোপকৃত হইবে। রচ-নাকালে নব্যেরা এক একটি পদ একপ-বিস্মৃত হন যে তাহা কোনক্রমেই আর স্মৃতিপথে আইসে না, সুতরাং রচনার ব্যাঘাত জন্মে; কিন্তু এই গ্রন্থ একখানি নিকটে থাকিলে সে রূপ ব্যাঘাত ঘটিতে পারে না; যেহেতু রচয়িতা যেকপ নিয়মে ধাতুর রূপসকল বিন্যস্ত করিয়াছেন তাহা অতীব সরল ও সুন্দর, এবং তাহার সাহায্যে অনায়াসে অভীষ্ট সিদ্ধ হয়। ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে যে সঙ্কৃত ধাতুবিষয়ে বেঙ্কটগাভ সাহেব

লাটিন ভাষায় যে একখানি গ্রন্থ রচনা করিয়া-ছেন তাহা সর্বতোভাবে উৎকৃষ্ট, এবং ইহা আক্ষেপের বিষয় যে অদ্যাপি এতদেশীয় কোন পণ্ডিত তাদৃশ কোন গ্রন্থ সংকলন করিতে পারেন নাই, তথা বর্তমান গ্রন্থ দৃষ্টে সে আক্ষেপ তিরো-ভূত হয় না; পরন্তু বর্তমান গ্রন্থ সঙ্কৃত ভাষার উন্নতি বিষয়ে বিলক্ষণ সাহায্যকর, এজন্য আমরা তাহার রচয়িতার অভিবাদন করিতেছি ॥

২। “তত্ত্ববিদ্যা। দ্বিতীয় খণ্ড।” পূর্বে আমরা এই গ্রন্থের প্রথম-খণ্ড-সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ লিখিয়া ছিলাম; এক্ষণে ইহার দ্বিতীয় খণ্ড প্রাপ্ত হই-য়াছি। তৎসম্বন্ধে আমরা আগের অংশমাত্র বক্তব্য আছে। বাঙ্গালা ভাষায় দর্শন শাস্ত্র অত্যন্ত প্রকাশিত আছে, এজন্য বর্তমানে তদ্বাচ্য বিজ্ঞান শাস্ত্রাদি রচনা করিতে হইলে রচয়িতার গ্রন্থের পূর্বে পারিভাষিক শব্দগুলি উত্তম ও সরলরূপে ব্যাখ্যা করা কর্তব্য। গ্রন্থ রচনাকালে ইংরাজী ও সঙ্কৃত ভাষায় কৃত-বিদ্য ব্যক্তিগণই যে ঐ রচনা-পাঠ করিবেন, আমরা আগের একপ বিবেচনা করা অনুচিত; কারণ যাহারা ইংরাজী জানেন তাঁহারা তদ্বা-চ্য প্রাপ্য মূলগ্রন্থ ত্যাগ করিয়া বাঙ্গালী অনুবাদ পাঠ করিবেন না, এবং যাহারা কেবল বাঙ্গালী ভাষায় পটু তাঁহারা ইংরাজী ভাষায় ব্য-তিব্যস্ত হইলে সুদৃঢ় দর্শনশাস্ত্রে বিশেষ যত্ন করি-বেন না; অতএব দর্শন গ্রন্থের উপকারিতা সুপ্র-শস্ত করণার্থ বাঙ্গালী পরিভাষার প্রতি গ্রন্থকারদি-গের সযত্ন হওয়া কর্তব্য। অপর ইংরাজী ও সঙ্কৃত ভাষাভিজ্ঞ ব্যক্তিগণের অজ্ঞানাত্মক দূর করিতে যতুবান হইবার পূর্বে দর্শনশাস্ত্রবিদ বাঙ্গালা-ভাষার পাঠকগণের ভ্রমভিত্তির তিরোহিত করি-তে চেষ্টা করা আবশ্যিক; কারণ সম্ভব মন্ত-কে তৈলদানাপেক্ষা নিম্নেব ককমন্তকে তৈলদান

সর্বোত্তোভাবে বিধেয়। “তত্ত্ববিদ্যা” গ্রন্থের রচনা ইংরাজী ও সংস্কৃতানভিজ্ঞ বাঙ্গলা পাঠক-গণের পক্ষে দুৰ্দ্ধ হইয়াছে, কারণ কেবল বাঙ্গলা জানিলে ইহার অধিকাংশ বুঝা যায় না। রচয়িতা কয়েকটি পারিভাষিক শব্দের ইংরাজী অর্থ দিয়াছেন বটে, কিন্তু তদ্বারা বাঙ্গলা পাঠকের কোন উপকার হয় নাই। আমাদিগের এই সমালোচন দর্শনে লেখক ক্ষুব্ধ হইবেন না। আমরা তাঁহার যথার্থ গুণানুরাগী; এবং যাহাতে তাঁহার গুণগরিমা বর্দ্ধিত হয় এই আমাদিগের এক মাত্র উদ্দেশ্য। সেই অভিপ্রায়ে ইচ্ছা করি, তিনি তত্ত্ববিদ্যার পর পর খণ্ডে পারিভাষিক শব্দ সমস্তের সরলরূপে ব্যাখ্যা প্রকাশ করিবেন, তাহা হইলে তাঁহার রূত গ্রন্থ যথার্থ উপকারী হইবে। পরন্তু তাঁহার রূত গ্রন্থ যে সুবিজ্ঞ-সমাজে প্রশংসাস্পদ হইয়াছে তাহার কোন সন্দেহ নাই। এই গ্রন্থমধ্যে ব্রহ্মবিদ্যাবিষয়ক কএকটি প্রবন্ধ সম্যস্ত করা হইয়াছে। ভবানী-পুরস্থ ব্রহ্মবিদ্যালয়ের প্রধানাচার্য্য ত্রীযুক্ত বাবু দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহোদয়ের বক্তৃতাক্রপ “উপদেশ” বিশেষ আদরণীয়। যদিচ আমরা এতৎপত্রে ধর্মবিষয়ের বিবরণে প্ররক্ত হইতে সম্মত নহি, তথাপি এ প্রকার উপদেশগত বক্তৃতার মহোপকারিতা অবশ্য স্বীকার করি। সমাজবন্ধ হইয়া পরস্পরের সাহায্যে মানুষের জীবন-যাত্রা নির্বাহ করা কর্তব্য ইহাই যে বিশ্ব-নিয়ন্ত্রার ইচ্ছা, তাহা সদসংবিবেচনা করিলেই স্পষ্ট জ্ঞাত হওয়া যায়; এবং সেই সমাজবন্ধ হও-নের বাধাস্বরূপ যে কলহ, তাহা নষ্ট করিতে সুস্বভাবের অত্যন্ত আবশ্যক। সচ্চরিত্র-সংস্থাপন-বিষয়ে ধর্মবুদ্ধিই রূতী। ধর্মবুদ্ধি না থাকিলে লোক কর্মাকর্ম বিবেচনা করে না, সুতরাং সচ্চ-রিত্র সংস্থাপন করা দুষ্কর হইয়া উঠে, এবং সচ্চ-

রিত্রাভাবে সমাজ ভগ্ন হয়। এই হেতুতে যে সকল উপদেশে ধর্মবুদ্ধির উন্নতি করে তৎসমুদয় মনুষ্যমণ্ডলীর যথার্থ উপকারী।

৩। “এরূপে আবার বড় লোক! প্রহসন!” এই গ্রন্থ খানি সমীচীন হয় নাই। গ্রন্থকার রহস্য ব্যঞ্জক বাক্যগ্রন্থে পটু নহেন, এবং তাঁহার পরিহাস চিম্টা কাটিয়া হাস্য করাগর ন্যায় বোধ হয়। অপর তিনি নাটকরচনার নিয়মসকল উত্তমরূপে জ্ঞাত নহেন, এবং সেই জ্ঞানাভাবে অনেক স্থলে প্রহসন খানির ব্যাঘাত হইয়াছে। ইহার নাম পর্য্যন্তও বি-হিত হয় নাই। প্রহসনের প্রধান উদ্দেশ্য হাস্যো-দ্দীপন, এবং তদর্থ রসব্যঞ্জক বর্ণনার সাহায্যে ক্রমশঃ হাস্যরসের সম্পূর্ণতা নিম্পন্ন করিতে হয়, তদন্থায় গ্রন্থকার এক দুঃখজনক জীহত্যাদ্বারা আপন রচনা সমাধা করিয়া তাহার নাম “প্রহ-সন” রাখিয়াছেন। গ্রন্থের উদ্দেশ্য কুরীতির নিন্দা, তদর্থ রাজাবাবু নামক এক পল্লীগ্রামের বড়-মানুষের বর্ণন করিয়াছেন। সে ব্যক্তি জনসমাজে দেশহিতৈষীর ভাণ করিয়া গোপনে অত্যন্ত কুকর্মে লিপ্ত থাকিত। লোক-সংমোহনার্থে সে দাতব্য বিদ্যালয় চিকিৎসালয় প্রভৃতি সংকার্য্য করিত, সকল চাঁদায় প্রচুর অর্থ প্রদান করিত, যে কোন প্রকারে সংবাদ পত্রে স্বীয় নাম সন্নিবেশিত হয় তাহার উপায়ানুসন্ধানে বিব্রত থাকিত; কিন্তু গোপনে জঘন্য ব্যাপারে প্ররক্ত হইত। ইহার সহযোগী জয়কুমার নামা এক ডাক্তার বাবু ছিলেন। তিনি রাজাবাবুর অপেক্ষা পাপ-সোপানের এক গ্রাম উর্দ্ধে চড়িতেন। এই দুই ব্যক্তির প্রসঙ্গে বঙ্গদেশের অনেক গুলি কুপ্রথা ও কুমতের তিরস্কার করিয়া গ্রন্থকার রাজাবাবু ও তাহার জী নির্মলার সাক্ষাত করান। নির্মলা অতি সচ্চরিত্রা, পতিব্রতা জী; সে দুষ্টবানীর নিকট আপন অকপট প্রেম ও দুঃখ নিবেদন

করাতে এই যশোমার্ক ক্রুদ্ধ হইয়া তাহার মস্তকে এক বোতল আঘাত করে; তাহাতেই তাহার মৃত্যু হয়। মৃত্যুসময়ে তাহার স্বামীর ভগিনী শ্যামালতার নিকট সে আপন আৰ্ত্তিনাদে কহে—

“নির্মলা! (চেতনানন্তর মৃদুস্বরে) দিদি, তুমি কি মনে করেছ আমি আর বাঁচবো! এ জন্মদুঃখিনী আজ তোমার কাছে জন্মের মত বিদায় হলো! আর কেঁদো না—আমার কপালে এই ছিল। যার হাতে আমি জীবন সমর্পণ করেছিলাম, বিধাতা তারই হাতে আমার মৃত্যু লিখেছিলেন! এখন এক বার দুঃখিনীর বাছাকে এনে দাও! আমি এক বার সে মুখ দেখে প্রাণত্যাগ করি! দিদি, আমি তোমার কাছে কত অপরাধ করেছি, তা, তুমি সে সকল ক্ষমা কর, সে সকল ভুলে যাও। আমার দুঃখিনী মা আমাকে বড়মানুষের সঙ্গে বিয়ে দিয়ে কত সুখেই ভাসছিলেন। তা, মা, তোমার দোষ কি, আমারই কপালে সুখ নাই! আমি তোমার অতি অপরাধিনী মেয়ে, তাই মরণকালে এক বার তোমার চরণ দেখতে পেলেম না। দিদি, ঠাকুরকে আমার প্রণাম জানিও, তিনি যেন এ অভাগিনী বোকে এক এক বার মনে করেন। কই, দিদি, আমার সোনার শশী কই? ঠাকুরঝি! ঠাকুরঝি! দিদি—(মৃত্যু)।”

এই বর্ণনা নিন্দনীয় নহে বলিয়া সকলেই অবশ্য স্বীকার করিবেন; এবং আমরা ইহার প্রশংসা করি। পরন্তু আমাদিগকে ইহাও কহিতে হইবে যে, যে নাটক এই প্রকার শোকাবহ নয়ন-

সলিল-নিঃসারক ব্যাপারে শেষ হয় তাহা কদাপি “প্রহসন” পদের বাচ্য নহে।

ডাক্তার বাবুর বিবরণ মন্দ মন্দ; এবং পল্লীগ্রামে অনভিজ্ঞ ডাক্তারের দোষে যে কি অনিষ্ট হয় তাহার আভাসে ক্ষমানায়ী এক দুঃখিনী যাহা কহিয়াছে তাহা ভাবশুদ্ধ হইয়াছে, বলিতে হইবে, তদ্যথা,

“ক্ষমা! (স্বগত) অতি বড় শত্রুর যে সেও যেন ডাক্তারের ওষুধ না খায়। ইস্পিনিজুরির কিক্চর আর কালকূট বিষ এ দুইই সমান। যাদের খেটে খেতে হয় তারা যেন সর্বনেশে শিশির কাছে না যায়। বড়মানুষের বড়বড় পেট, তাদের পেটে পিলে যকৃতের অনেক ঠাঁই, দুঃখিপ্রাণীদের তেমন পেট কই, যে কুইলেন্ন খেয়ে পিলে পুষবে! কি ছিলেম, আর কি হয়েচি! তখন জ্বর জ্বালা হতো—বদর বড়ী খেয়ে ভাল হতেন, আর পাঁচ দিনেই গীতোর কুলে উঠতো; এ যে, একেবারে গতোরের মাথা খেয়ে বসেচি! দুমাস ভাত খাচ্ছি, তবু এখনো পা গুলো যেন কোঁপরা হয়ে রয়েছে, মুখ হতে ফোয়ারার মত জল উঠে। আমাদের পাড়াগাঁয়ে ছাই এ বালাই ছিল না, রাজীবাবু শহরে গোছের বড়মানুষ হয়ে দেশের কি ভালই কছেন, এ হাতুড়ে ডাক্তারকে কেন আনলেন মা! দুঃখী লোক, কি করি, একে দেশে মন্থস্তুর, তাতে মারীভয়, রাজীবাবুর মাইনে-করা ডাক্তারের কাছে মিনি কড়িতে রোগ ভাল হবে বল্যেই তো এই ঠেঙ্গাড়ের হাতে পড়িচি। ওঃ! এ যম-দূতেরা দক্ষে দক্ষে মারে।”—

রহস্য-সন্দর্ভ

নাম

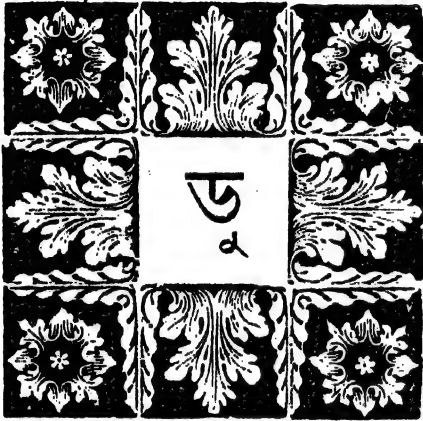
পদার্থ-সমালোচক মাসিক পত্র ।

৪ পর্ব]

প্রতি খণ্ডের মূল্য ১০ আনা । বার্ষিক অগ্রিম মূল্য ২ টাকা ।

[৪৫ খণ্ড

ডুঙ্গরপুর ।



ডুঙ্গরপুর রাজপুত-
নার অন্তর্গত একটি
সামান্য প্রদেশ ।
এখানকার রাজা
ভারতবর্ষীয় গবর্ণ-
রজেনেরলের আ-
জ্ঞাধীন । এই রা-
জ্যের উত্তর-পূর্বে
উদয়পুর, দক্ষিণ-পূর্বে বাঁসওয়ারা এবং দক্ষিণ ও
দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে গুজরাটের অন্তর্গত মহীকোটা
প্রদেশ । এই রাজ্য পূর্ব-পশ্চিমে প্রায় বিংশতি
ক্রোশ বিস্তৃত । ইহার প্রাশস্ত্য-পরিমাণ পঞ্চদশ
ক্রোশের ন্যূন নহে । সমুদায়ে ইহার পরিমাণ-
কল প্রায় পঞ্চ শত বর্গক্রোশ । ইহাতে অন্যান্য
এক লক্ষ লোকের বাস ।

এখানকার নরপতিগণ সকলেই উদয়পুরের
রাজবংশ সম্বৃত । এককালে এখানকার ভূতপূর্ব
নরপতিগণ স্বাধীনাবস্থায় অপ্রতিহতপ্রভাবে রাজ্য-
শাসন করিয়া গিয়াছেন, কিন্তু কালসহকারে
মোগল রাজ্যের অবনতির সময়হইতে রাজপুত-
নার অন্যান্য প্রদেশের ন্যায় এই প্রদেশকেও
মহারাষ্ট্রীয়দিগের অধীন হইয়া দূর্বল করভার

বহন করিতে হইয়াছে । অধীনতা শৃঙ্খলে আবদ্ধ
হইবার পর এখানহইতে ৩৫,০০০ সহস্র টাকা কর
সম্বাহিত হইয়া সিদ্ধিয়া, ছলকর ও ধারা এই তিন
স্থানে বিভক্ত করিয়া লওয়া হইত । পরিশেষে
কেবল ধারা প্রদেশেরই ইহার উপর সর্বতোমুখী
প্রভুতা হইয়া উঠে । অনন্তর ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দে
ছলকরের সহিত যখন ব্রিটিশগবর্ণমেণ্টের সন্ধি
সংস্থাপন হয় তৎকাল অবধি এই ডুঙ্গরপুরের
রাজা যশোবন্ত সিংহ ইংলিষগবর্ণমেণ্টের অধীনে
নীত হন । ইতিপূর্বে মস্ত্রোষধিবন্ধবীৰ্য্য ভোগীর
ন্যায় ডুঙ্গরপুরকে যেকপে মহারাষ্ট্রীয় উপদ্রব
সহ্য করিতে হইয়াছিল, এক্ষণে ইংলিষগবর্ণ-
মেণ্টের অধীনে তাদৃশ কোন ক্লেশ সহ্য করিতে
হইতেছে না ।

সে যাহা হউক এই ঘটনার এক বৎসর পরে
১৮২০ খ্রীষ্টাব্দে পুনরায় যে সন্ধিপত্র বিধিবদ্ধ হয়,
তাহাতে এই রূপ নির্দিষ্ট হইল যে, পূর্বাধি যে
যে টাকা বন্ধী হইয়া আসিয়াছে তাহার পরি-
পূরণের নিমিত্ত ৩৫,০০০ হাজার এবং ক্রম-বৃদ্ধি-
নিয়মে প্রথম বৎসর ১৭,০০০, দ্বিতীয় বর্ষে ২০,০০০
এবং তৃতীয় বর্ষে ২৫,০০০ হাজার টাকা দিতে হইবে ।
তিন বৎসরের নিমিত্তে এই রূপ নিয়ম নির্ধারিত
হইবার পর ১৮২৩ অব্দহইতে ৩৫,০০০ সহস্র মুদ্রা
বার্ষিক কর সম্বাহিত হইতেছে । ১৮২৪ সালে

যশোবন্ত সিংহ রাজ্যমধ্যে সৈন্য রাখিবার জন্য নির্দিষ্ট কর ব্যতিরেকে প্রতিবৎসর আর ৮৪০০ টাকা অধিক করপ্রদান করিতে সম্মত হইয়াছিলেন; কিন্তু তাঁহার অভিপ্রায় সিদ্ধ হয় নাই।

এই রাজ্যের ইতস্ততঃ পার্শ্বীয় ভিল্লজাতীয়েরা বাস করিয়া থাকে। পূর্বে এ অসভ্যেরা স্বজাতীয় প্রধান ব্যক্তিদিগকর্তৃক উত্তেজিত হইয়া বিজোহে প্রবৃত্ত হইত। এই কারণে ব্রিটিশগবর্ণমেণ্টকে তথায় সৈন্য সংস্থাপন করিতে হইয়াছিল। কিন্তু ক্রিয়াকাল হইল এ অসভ্যজাতীয় প্রধান ব্যক্তিরা ব্রিটিশগবর্ণমেণ্টের সহিত সন্ধি সংস্থাপন করিয়াছে।

অত্র রাজা যশোবন্ত সিংহ রাজসিংহাসনে অধিকার ছিলেন বটে, কিন্তু শাসনকার্যে তাঁহার বিমুগ্ধতা নিপুণতা ছিল না। প্রত্যুত তিনি কুজিয়াতে বিলক্ষণ আসক্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন। ইত্যাদি কারণে ১৮২৫ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহাকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া তাঁহার গৃহীতপুত্র দলপতি সিংহকে রাজপদে অভিষিক্ত করিবার প্রস্তাব হইল। কিন্তু তাহা কার্যে পরিণত হয় নাই। কারণ দলপতি সিংহ প্রতাপগড়ের রাজা সাবন্ত সিংহের দৌহিত্র। সাবন্ত সিংহের অন্য সন্তান-সন্ততি না থাকাতে তিনিই একমাত্র উত্তরাধিকারী ছিলেন; সুতরাং সাবন্ত সিংহ তাঁহার ডুঙ্গরপুরের সিংহাসনাধিরোহণ বিষয়ে অসম্মত হইলেন। কিন্তু দলপতি সিংহ তদবধি প্রতিনিধিকপে ডুঙ্গরপুরের রাজকার্য সম্পাদন করিতেন। অনন্তর সাবন্ত সিংহের পরলোক লাভ হইলে, ১৮৪৪ অব্দে দলপতি সিংহ প্রতাপগড়ের সিংহাসনে অধিকার হন। এ সময় এই রূপ নানা আন্দোলন হইতে লাগিল যে, এক্ষণে কি দুই রাজ্য একত্র হইবে? অথবা দলপতি সিংহ দত্তক গ্রহণ করিবেন? কিংবা প্রতাপগড় ব্রিটিশগবর্ণমেণ্টের অধিকার

ভুক্ত হইবে? অনন্তর দত্তক-গ্রহণের অনুমতিই বলবৎ হইলে, দলপতি সিংহ ঠাকুরবাংশীয় উদয় সিংহকে দত্তক গ্রহণ করিলেন, এবং যে কালাবধি উদয় সিংহ বয়ঃপ্রাপ্ত না হন, সেই কাল পর্যন্ত তিনি প্রতিনিধিকপে ডুঙ্গরপুরের রাজকার্য সম্পাদন করিবেন বলিয়া স্থিরীকৃত হইল।

এদিকে এ সময় সিংহাসনচ্যুত রাজা যশোবন্ত সিংহ পুনরায় রাজ্যমধ্যে আপন আধিপত্য বিস্তার এবং ঠাকুরবাংশীয় হনুমন্ত সিংহকে দত্তক গ্রহণ করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন; কিন্তু কিছুতেই রূতকার্য হইতে পারিলেন না। অবশেষে এই ফল লাভ হইল যে তাঁহাকে মাসিক ১০০০ সহস্র মুদ্রা ভূতি গ্রহণ করিয়া মথুরা প্রস্থান করিতে হইল।

অনন্তর প্রতাপগড়হইতে ডুঙ্গরপুরের রাজকার্য সম্পাদন অতি অসুবিধাজনক হয় বলিয়া ১৮৫২ খ্রীষ্টাব্দে ব্রিটিশগবর্ণমেণ্ট দলপতি সিংহের ক্ষমতাহইতে প্রতিনিধি ভার অবতারণিত করিয়া দত্তক পুত্রের বয়োলাভ পর্যন্ত, সেই ভার ডুঙ্গরপুরস্থ জনৈক প্রধান ব্যক্তির ক্ষম্বে সমর্পণ করেন।

রাজা উদয়সিংহ এই ক্ষণে ডুঙ্গরপুরের অধিপতি। তিনি দত্তক গ্রহণের অনুমতিপত্র পাইয়াছেন। ইহার সম্মানার্থ পঞ্চদশ তোপধ্বনি হইয়া থাকে। এতদ্ভিন্ন ইহার নিকট ২০০ দুই শত পদাতি সৈন্য এবং ১২৫ এক শত পঞ্চাশতি-সখ্যক অশারোহী সৈন্য আছে।

গন্ধক।

পরম কার্বনিক পরমেশ্বর আমা-
দিগের কার্য্য-সৌকর্য্যার্থে ভূম-
ণ্ডলে বিবিধ বস্তুর সৃষ্টি করিয়া-
ছেন। তিনি বসুন্ধরাকে যে অত্যা-
শ্চর্য্য উৎপাদিকা শক্তি প্রদান করিয়াছেন
তাহাতে মনুষ্যেরা ভূপৃষ্ঠহইতে বিবিধ প্রকার
শস্য ও অন্যান্য আহারোপযোগী দ্রব্যসকল
উৎপন্ন করিয়া অনায়াসে জীবন যাপন করিতে
সমর্থ হইতেছে। নানা জাতীয় রক্ষসকল রসপূর্ণ
কলোৎপাদনদ্বারা এবং বহুবিধ সুন্দর সুকোমল
পুষ্পসকল সৌরভ প্রদানদ্বারা মানবগণের
সুখ সংবর্দ্ধন করিতেছে। পরন্তু ভূপৃষ্ঠে যে প্র-
কার সৃষ্টিকর্তার সৃষ্টিকৌশল প্রতীয়মান হয়,
ভূগর্ভেও সর্বতোভাবে তদ্রূপ কৌশল লক্ষিত
হইয়া থাকে। পৃথিবীর অভ্যন্তরে অনেকানেক
আবশ্য্যকীয় পদার্থসকল ভিন্ন ২ অবস্থায় প্রাপ্ত
হওয়া যায়। মনুষ্যেরা কেবল বুদ্ধিবলে ও পরিশ্রম-
সহকারে ঐ সমস্ত পদার্থ সমুদ্র করিয়া নানা
প্রক্রিয়াদ্বারা বহুবিধ ব্যবহারোপযোগী দ্রব্য
সকল প্রস্তুত করিতেছে। রজত কাঞ্চন হীরকাদি
যে সমস্ত বহুমূল্য ধাতু ও রত্নসকল মানবগণ
ব্যবহার করিয়া থাকেন তৎ-সমুদয় ভূগর্ভহইতে
উত্তোলিত হয়। বসুন্ধরাকে এই নিমিত্তই
আমরা রত্নগর্ভা নামে উল্লেখ করিয়া থাকি।
পরন্তু যে সকল খনিজ পদার্থ মানবগণের সৌ-
কর্য্যার্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে তন্মধ্যে গন্ধক
নির্ণনীয়, এবং তাহা কোন মতে এক সামান্য
পদার্থ বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে না।

গন্ধক ধাতু-শ্রেণী-মধ্যে গণনীয় হইতে পারে
না, কারণ ধাতুর যে সকল অসাধারণ লক্ষণ

আছে, উহাতে তাহার কিছুই লক্ষিত হয়
না। এই নিমিত্ত পদার্থ-বিদ্যাশাস্ত্রদ্ব মহাত্মারা
উহাকে ধাতু আখ্যায়িকা প্রদান করেন না।

পূর্বে যেকণ বর্ণন হইল তাহাতে বোধ
হইতে পারে যে, গন্ধক খনিভিন্ন অন্যত্র প্রাপ্ত
হওয়া যায় না; কলতঃ তাহা নহে, অনেক রকম
গন্ধকের অংশ আছে। রাই সরিষায় তাহা প্রত্যক্ষ
দেখা যায়। জীবদেহেও তাহা অপ্রাপ্য নহে, এবং
হংসের অণ্ডে তাহা প্রচুররূপে দৃষ্ট হয়। পরন্তু
বাণিজ্যের নিমিত্ত জীবদেহ বা কোন রক্ষহইতে
গন্ধক সম্বহীত হয় না। তদর্থে ভূগর্ভই প্রধান
আকর; কোন কোন স্থানে ভূপৃষ্ঠহইতেও ইহা
সম্বহীত হইয়া থাকে। গন্ধক আশ্বেয়-পর্বত-
সন্নিহিত প্রদেশে বহু পরিমাণে প্রাপ্ত হওয়া যায়।
বিশেষতঃ সিসিলি দ্বীপস্থিত এটনা এবং আইসলণ্ড
দ্বীপান্তর্গত হেক্লা এই পর্বতদ্বয়ের পার্শ্বে উহা
প্রচুর পরিমাণে দৃষ্টিগোচর হয়।

যে সমস্ত গন্ধক সচরাচর বাণিজ্যার্থে ব্যবহৃত
হইয়া থাকে তাহা দ্বিবিধ। প্রথম বাতি, দ্বিতীয়
চূর্ণ। বাতি বা টোটা-গন্ধক নিম্ন লিখিতরূপে
প্রস্তুত হইয়া থাকে। প্রথমতঃ অপরিষ্কৃত গন্ধক
খনিহইতে উত্তোলিত হইলে অশুদ্ধ্যাপে দ্রবী-
ভূত করা হয়; ঐ দ্রবীভূত গন্ধক কাষ্ঠনির্মিত
নলে নিক্ষিপ্ত করিলে উহা কিয়ৎক্ষণ পরে
শীতলাবস্থা প্রাপ্ত হইয়া দৃঢ় দণ্ডাকারে
পরিণত হয়। ঐদৃশ গন্ধক প্রায় এতদেশীয়
পণ্যশালায় সচরাচর বিক্রীত হইয়া থাকে।
অপর প্রকার গন্ধক প্রস্তুত করণের প্রণালী
উপরোক্ত প্রকরণহইতে অনেক বিভিন্ন।
তদর্থে প্রথমে অপরিষ্কৃত গন্ধক কোন এক
কাচ বা মৃত্তিকা পাত্রে স্থাপিত করিয়া অগ্নি-
দ্বারা উত্তপ্ত করা হয়। পরে উহা গলিত
হইলে বাষ্পরূপে পরিণত হইয়া ধূমবৎ উত্থিত

হইতে থাকে। উক্ত ধূমসংহতি এক মলদ্বারা মীত হইয়া অপর এক মীতল পাत्रে ঘনীভূত হইলে অস্পন্দন মধ্যে চূর্ণ অবয়ব প্রাপ্ত হইয়া যায়। ইন্দ্রশাবহার্য গন্ধক অত্যন্ত পরিষ্কৃত হইয়া থাকে। অণুবীক্ষণদ্বারা উহা নিরীক্ষণ করিলে সূক্ষ্ম অর্ধবচ্ছ পদার্থের ন্যায় পরিদৃশ্যমান হয়।

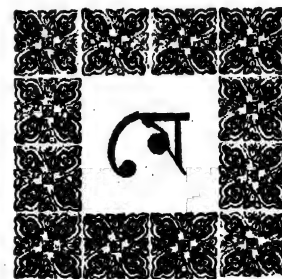
গন্ধক মীত বর্ণ এবং চূর্ণনীয়। ঘর্ষণ করিলে উহাহইতে এক প্রকার দুর্গন্ধ নির্গত হয়। অধির সহিত সংযুক্ত হইলে উহা তৎক্ষণাৎ প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠে; আর উহার দোস্তি ইষৎ নীলবর্ণ। জল অপেক্ষা গন্ধক দ্বিগুণতর ভারী, এবং তাহাতে উহা দ্রব হয় না।

ভূমণ্ডলমধ্যে যে সমস্ত গন্ধকাকর পরিদৃশ্যমান হয়, তন্মধ্যে সিসিলি দ্বীপস্থিত আকর-সকল বিস্তীর্ণ বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে। যে প্রদেশে উক্ত খনিসকল দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার পরিমাণ-কল প্রায় ৭০০ বর্গ ক্রোশ। তত্রত্য সমতল ভূমির অনেক নিম্নে গন্ধক স্তবকে প্রাপ্ত হওয়া যায়। উক্ত দ্বীপে প্রায় সাক্ষরিত গন্ধকাকর আছে, এবং প্রতি বৎসর প্রায় ২২,০০,০০০ মণ পরিমাণে গন্ধক তথাহইতে উত্তোলন করা হয়। গন্ধকের খনিমধ্যে প্রবেশ করিতে হইলে ক্রম-নিম্ন সোপানদ্বারা সাবধানে গমন করিতে হয়। তন্মধ্যে বহুসংখ্যক শ্রমজীবী ব্যক্তির রহদাকার অস্ত্রদ্বারা গন্ধক-খণ্ডসকল গৃহক করিতে নিযুক্ত থাকে, এবং ঐ খণ্ডসকল সম্বাহিত হইলে খনিহইতে বহির্ভাগে আনয়ন করে।

উক্ত প্রকার আকরোত্তোলিত গন্ধক অধিক পরিমাণে সম্বাহিত হইলে প্রথমে কুস্তকারের পোয়ালের ন্যায় অধিকুণ্ডে উত্তপ্ত করা হয়। তৎপরে উহা অধ্যাত্মপে যুক্তিকা বা প্রস্তর পাत्रে জ্বীভূত করিয়া ইচ্ছামত পূর্বোক্ত দুই

আকারের অন্যতর আকারে পরিণত করা হইয়া থাকে। উক্ত প্রকার গন্ধক সিসিলি দ্বীপহইতে প্রায় ইউরোপের সকল দেশে এবং আমেরিকা খণ্ডের ইউনাইটেড রাজ্যে মীত হয়। গন্ধক পূর্বে বিলাতে কেবল দিয়াশলাই ও বাকর প্রস্তুত করিবার জন্য আবশ্যিক হইত, কিন্তু অধুনা রসায়ন-বিদ্যার সম্যক জীৱিষ্ণ হওয়াতে উক্ত আকরীয় পদার্থ বিবিধ ঔষধ প্রস্তুত করণার্থে ব্যবহৃত হইতেছে; এবং তজ্জন্য উহা সিসিলি দ্বীপহইতে পূর্বোক্ত অধিক পরিমাণে সম্বাহ করা হইতেছে। এতদ্রূপে বহুকালাবধি গন্ধকের ব্যবহার প্রসিদ্ধ আছে। উহা বাকরের এক প্রধান অঙ্গ, এবং রসসিন্দূর গন্ধক ব্যতীত প্রস্তুত হয় না। অপর ঔষধার্থেও উহা প্রচুর পরিমাণে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। গন্ধকহইতে গন্ধক-জীবকও প্রস্তুত হয়।

মেরিণো মেবের লোম।



মেবের লোম শুনিতে বিশেষ রম্য পদার্থ নহে। তাহার সম্বন্ধে বিশেষ মনোজ্ঞ প্রস্তাব রচনাও সম্ভাবনীয় হইতে পারে না। বোধ হয় শিরোনামে উল্লেখ দেখিয়া অনেক পাঠক এই পাত দ্বারায় উল্টাইয়া ফেলিবেন; এবং রহস্য-চতুর অনেকে আমাদিগের প্রতি উপহাসও করিতে পারেন। কেহ কেহ কহিবেন রহস্য সম্বর্তের চরম দশা উপস্থিত, তাহাতে সং কথার শেষ হইয়াছে। এবং এই কথ



মেরিণো মেঘ।

“ভেড়ার লোমে” উহার উপসংহার করিতে হইয়াছে। পরন্তু ঐ অবিতর্কদিগকে নিরস্ত করা কোন মতে দূর কর নহে। তাঁহারা সকলেই অর্থের গরিমা সম্পূর্ণ স্বীকার করিয়া থাকেন, এবং সেই অর্থের শলাকা দ্বারা তাঁহাদিগের জ্ঞান-চক্ষুতে অঙ্কন প্রদান করা অতি সহজ ব্যাপার। “আদার ব্যাপারী জাহাজের খবর” লয় না, যেহেতুক আদা অতি সামান্য দ্রব্য, তাহার প্রয়োজন অতি অল্প; সামান্যতঃ লোকে এক পয়সার অধিক মূল্যে আদা ক্রয় করে না; তাহার সহিত বৃহৎ ব্যাপার জাহাজের কোন সম্পর্ক হইতে পারে না; সুতরাং তাহাদের ব্যবসায়ীরা পরস্পরের “খবর” লইতে ইচ্ছুক নহে। পরন্তু তগুল, কি লবণ, কি শোরা, কি চীনি, কি নীল, কি রেশম, আদার ন্যায় সামান্য নহে; তাহা প্রচুর পরিমাণে বিদেশে প্রেরিত হইয়া থাকে; এবং তদ্বারা অনেক জাহাজ সম্পূর্ণ

ভার প্রাপ্ত হয়। ঐ সকল দ্রব্যের মধ্যে তগুল বর্ষে প্রায় দুই কোটি টাকামূল্যের পরিমাণে বিদেশে প্রেরিত হয়। বিলাতহইতে আনীত ও এতদেশে প্রস্তুতকৃত সমস্ত লবণের মূল্য শুল্ক ব্যতীত এক কোটি টাকা হইবে। শোরার ব্যবসায় এই ক্ষণে অতি সামান্য হইয়াছে, বর্ষে ৬০ লক্ষ টাকার অধিক শোরা বিদেশে প্রেরিত করা হয় না। বিদেশে প্রেরণীয় চীনির বার্ষিক মূল্য ৮০,০০,০০০ টাকামাত্র। নীলের আরম্ভ অধিক, এবং তাহার বার্ষিক মূল্য সাত্বদুইকোটি টাকা, এবং রেশমের মূল্য এক কোটির অধিক নহে। ফলে এতদেশের এই ছয়টি সর্বপ্রধান দ্রব্যের সমষ্টি মূল্য আট কোটি টাকা; আর বিলাতে প্রতিবর্ষে যে মেঘ লোম উৎপন্ন হইয়া থাকে তাহার পরিমাণ ১০,৭৫,০০,০০০ সের, এবং তাহার মূল্য দশ কোটি টাকা প্রাপ্ত হওয়া যায়। অপর বিদেশ-

হইতে বিলাতে প্রতি বর্ষে প্রচুর পরিমাণে লোম আনীত হয়; তাহা—

স্পেন দেশহইতে ৭৩,০০০ সের
জার্মান দেশহইতে ২০,০০,০০০ সের
উইরোপের অন্যান্য দেশহইতে
... ১,২৫,০০,০০০ সের
আফ্রিকাখণ্ডহইতে ৭১,০০,০০০ সের
মাদ্রাজ বোম্বাই প্রভৃতি ভারতবর্ষের দেশ- হইতে ৭২,০০,০০০ সের
অস্ট্রেলিয়া দ্বীপহইতে ২,৩৮,০০,০০০ সের
দক্ষিণামেরিকাহইতে ৪৮,০০,০০০ সের
অপরূপ দেশহইতে ২,৫০,০০০ সের

সর্বসমেত ৩,৮৪,২৩,০০০ সের

এই প্রায় শত কোটি সের লোমের মূল্য ২,৮০,০০,০০০ নয় কোটি তিরিশী লক্ষ টাকা, কলে তাহাও আমাদিগের ছয়টি সর্বপ্রধান পণ্য জব্যের অপেক্ষা বহু মূল্য; অতএব মেঘের লোম যে হয় না হইয়া সর্বাপেক্ষা আদরণীয় ইহা অবশ্য মানিতে হইবে। আমাদিগের চীনা বা রেশমে যে লাভ হয়, মাদ্রাজ ও বোম্বাই প্রদেশে মেঘ লোমে প্রায় সেই রূপ লাভ হইয়া থাকে।

ইহা স্বীকর্তব্য যে বঙ্গদেশে মেঘ লোমের ব্যব-
সায় অধিক নাই, এবং তন্নিমিত্তই তাহা জন-
সমাজে বিশেষ আদরণীয় হয় নাই। পরন্তু সে-
কারণে তাহার আদর না করিয়া বরং বিশেষ
আদর করাই উচিত, যেহেতু আদর হইলেই
মেঘ লোম এতদেশে অধিক উৎপন্ন হইতে
পারে, এবং তাহা হইলেই জনগণের লাভের
পরিমাণ বর্ধিত হইবে। পঞ্চাশ বৎসর হইল
অস্ট্রেলিয়া দ্বীপে লক্ষ মুদ্রারও লোম উৎপন্ন
হইত না, এবং এক শত বৎসর পূর্বে তথায় একটী

মাত্রও মেঘ ছিল না। ইংরাজদিগের উৎসাহে
অল্প কালমাত্র তথায় মেঘ নীত হয়, এবং অধু-
না তাহা এত অধিক সম্ব্যাক হইয়াছে যে প্রতি
বর্ষে আড়াই কোটি টাকার লোম বিক্রয় করা
সম্ভব হইয়াছে। উৎসাহ ও ব্যয় করিলে ভারত-
বর্ষেও মেঘ অনায়াসে বর্ধিত হইতে পারে, এবং
তাহার লোমে আড়াই কোটির পাঁচ গুণ অধিক
অর্থ পাওয়া কোন মতে অসম্ভব নহে। এতদেশে
স্থানের অভাব নাই, তৃণের অভাব নাই, শস্যের
অভাব নাই, মেঘকালক মনুষ্যের অভাব নাই,
এবং প্রয়োজনীয় অর্থেরও অভাব নাই;—এতৎ
সকলই অনায়াসে প্রাপ্ত হওয়া যাইতে পারে;
কেবল উৎসাহই আমাদিগের এক মাত্র অভাব,
এবং তদভাবেই আমরা অনেক বিষয়ে বঞ্চিত
রহিয়াছি। উৎসাহ হইলে বঙ্গদেশের প্রত্যেক
জেলায় বহুলক্ষ মেঘ বিনাব্যয়ে প্রতিপালিত
ইহাতে পারে, এবং তাহাদের মাংস ও লোম
ও ত্রু বহু মূল্যে বিক্রীত হইতে পারে। বীর-
ভূম, মানভূম, হাজারীবাগ, রাজমহল, ভাগলপুর
প্রভৃতি প্রদেশে অনেক পার্বত্য স্থান আছে
যথায় শস্যাদি কিছুই হয় না, পরন্তু তথায় তৃণের
অভাব নাই, এবং সেই তৃণে বিনা-ব্যয়ে কোটি
কোটি মেঘ প্রতিপালিত হইতে পারে; এবং সেই
মেঘে কোটি কোটি টাকাও উৎপন্ন হইবে ইহা-
তে সন্দেহ কি? পরন্তু উৎসাহী মনুষ্যভাবে
সেই স্থানসমস্ত ব্যর্থ পড়িয়া রহিয়াছে, অথবা
ব্যস্ত ভল্লকের আবাস এবং মারাত্মক ব্যাধির
উৎপাদক হইয়া মানবমণ্ডলীর অনিষ্ট করিতেছে।
সত্য বটে যে গ্রীষ্ম-প্রধান-দেশে মেঘের যে লোম
উৎপন্ন হয় তাহা সমধিক কোমল ও সুচিকণ
হয় না পরন্তু তাহাতে লাভের ইতর বিশেষ
হইতে পারে, কিন্তু তাহার অভাব কদাপি সম্ভাব-
নীয় নহে। অপর বিজ্ঞ-পিত্তির উর্দ্ধভাগে অনেক

স্থান আছে যাহা গ্রীষ্মমণ্ডলাভ্যন্তরগত হইলেও উচ্চ-
তাপযুক্ত বিশেষ জীতল ; তথায় অনেক মেঘের
প্রতিপালন হইতে পারে ; এবং ঐ মেঘের লোম
জীতপ্রধান দেশের মেঘের লোমের প্রায় তুল্য
হইবে। তথা, হিমালয়ের কিঞ্চিৎ উর্দ্ধে কাশ্মীর-
হইতে আসামের উত্তর পার্শ্ব পর্য্যন্ত সমস্ত
স্থানে কোটি কোটি মেঘের প্রতিপালন হইতে
পারে ; এবং ঐ মেঘের লোম সর্বাপেক্ষা উত্তম
হইবে ইহাতে সন্দেহমাত্র নাই। তথাকার এক
একটি মেঘে ৫-৬ সের লোম উৎপন্ন হয়, ও উত্তম
লোমের সের ১০ বা ১৫ টাকায় বিক্রীত হইতে
পারে। পরন্তু ইহা অর্তব্য যে কেবল শীতের
তারতম্যে মেঘের লোমের তারতম্য ঘটে না ;
মেঘের জাতিভেদেই ঐ তারতম্য উৎপন্ন হয়।
হিমালয়ের উচ্চশিখরে বহুদেশীয় মেঘ লইয়া
গেলে তাহা শালো/ উপযুক্ত লোম উৎপাদন
করিবে না ; আর শাললোমের ছাগ বহুদেশের
হুগলী জেলায় থাকিলে অশ্বকম্বলোপযোগী
লোম ধারণ করে না। উত্তম জাতীয় মেঘ উষ্ণদে-
শেও অপেক্ষাকৃত সুকোমল লোম ধারণ করে।
অতএব কেহ মেঘ প্রতিপালনের মানস করিলে
আদৌ তাঁহাকে বিবেচনা করা কর্তব্য যে কোন্
জাতীয় মেঘ তাঁহার উদ্দেশ্য স্থানে প্রতিপালিত
হইতে পারে, এবং সময়ে সেই মেঘ সঞ্ছ করি-
বেন। মেঘ-জাতি-মধ্যে মেরিণো সর্বপ্রধান ;
তাহার লোম অতি সুকোমল হইয়া থাকে ;
এবং তাহাতে যে বস্ত্র প্রস্তুত হয় তাহা “মেরি-
ণো” নামে প্রসিদ্ধ আছে। ঐ মেঘের প্রতি-
রূতি ১৩০ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত হইল।

আরাকান ।

ই প্রদেশ ভারতবর্ষের পূর্ব-
ভাগে অবস্থিত। ইহার উত্তর
দিকে নাক্‌নাম্রী নদী ও বে-
লো নামক পর্বত ইহাকে
চতুগ্রামহইতে পৃথক করি-
তেছে। দক্ষিণ দিকে ত্রিটিবর্গমিটারের অধিকৃত
পেশুপ্রদেশ, এবং ইহার পূর্ব ও পশ্চিম উভয়
দিকেই বঙ্গোপসাগর ভাষণ তরঙ্গমালা বিস্তার
করিতেছে। এই প্রদেশ দক্ষিণ-উত্তরে ১৪৫
ক্রোশ বিস্তৃত। ইহার প্রাশস্ত্য-পরিমাণ উত্তর
দিকেই অপেক্ষাকৃত অধিক। রামুহইতে উমাদ-
পর্বত পর্য্যন্ত প্রাশস্ত্য ধরিলে ৪৫ ক্রোশের নূন
নহে। ইহার দক্ষিণ দিক ক্রমশঃ এত অপ্রশস্ত
হইয়া আসিয়াছে, যে, সমুদায়ে ইহার প্রশস্ততা
পঞ্চদশ ক্রোশ অপেক্ষা অধিক হইতে পারে
না। যাহা হউক সমুদায়ে ইহার পরিমাণকল
২,৩৪২ বর্গ ক্রোশ।

এই প্রদেশের পশ্চিমবর্তী উপকূলভাগ কত-
গুলি দ্বীপপুঞ্জে পরিবেষ্টিত। ঐ সকল দ্বীপের
মধ্যে রামরী, চেদুবা ও শাহপুরই সমধিক বি-
খ্যাত। আরাকান ও নাক্‌নাম্রী নদীদ্বয়ের মধ্য-
স্থিত উপকূল-ভাগ বালুকাময়। ইহার কিয়দূর
দক্ষিণে পর্বতময় যেসকল দ্বীপপুঞ্জ আছে,
তথায় কৃষিকার্য্যের প্রসঙ্গও নাই। এতদ্ভিন্ন
রামরীহইতে কিণ্টালী পর্য্যন্ত বিস্তৃত যে উপকূল
ভাগ পতিত রহিয়াছে, তাহা অত্যন্ত বন্ধুর
ও ককরময়। ঐ উপকূলভাগের মধ্যে মধ্যে
উপসাগর বহুপ্রবিষ্ট হইয়াছে বটে, কিন্তু কু-
ত্রাপি অর্ণবযানাদি থাকিবার নিরাপদ বন্দর
নাই। কুলদায়িনী এবং সাগুওয়ে নাম্নী নদীর
মধ্যবর্তী উপকূলভাগ নিরবচ্ছিন্ন বক্রাকৃতি

ক্ষুদ্রনদী ও সাগরশাখাতে-পরিপূর্ণ। সম্মিলিত পর্বত-শ্রেণীহইতে যে সমুদায় নদী নির্গত হইয়াছে তৎসমস্তই এই সকল সাগরশাখাকে সংযুক্ত করিতেছে।

এই প্রদেশের প্রাকৃতিক ভাব নানা প্রকার। ইহার কোন স্থান পর্বত ময়, কোনস্থান সমতল-ক্ষেত্র, এবং কোন স্থান বা উপত্যকায় ব্যাপ্ত। তন্মধ্যে উপত্যকাভাগ সমধিক উর্বর। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নদীসকল ইহার অন্তর্নিবিষ্ট থাকিতে এই উপত্যকা ভূমি কৃষিকার্যের বিলক্ষণ উপযোগী। এতদ্ভিন্ন এখানে জলাকীর্ণ ভূভাগেরও কিছুমাত্র অপ্রতুল নাই। এই সকল ভূভাগ নিবিড় অরণ্যে পরিপূর্ণ; আবার উহার মধ্যে মধ্যে নদী ও পরিখা সকল বক্রাকারে ভিন্ন ভিন্ন দিক্‌হইতে সমাগত হইয়া পরস্পর মিলিত হওয়াতে অত্রত্য স্থলবস্ত্র অত্যন্ত বিরল হইয়া উঠিয়াছে। এমন কি জল-যান ভিন্ন স্থানে স্থানে গমনাগমনের কিছুমাত্র উপায় নাই। কলতঃ স্থলপথ অপেক্ষা এখানকার জলপথই সমধিক প্রবল ও সুবিধাজনক।

এই প্রদেশের পূর্বসীমায় দক্ষিণ-উত্তরে বিস্তৃত এক সুদীর্ঘ পর্বতশ্রেণী আছে। উমাদং তাহারই একটি প্রত্যস্ত পর্বত। এই পর্বতদ্বারা আরাকান নগরহইতে ত্রিটিষ গবর্ণমেন্টের অধিকৃত পেগু পর্য্যন্ত ভূভাগসমুদায় সুদৃঢ় দুর্গাকারে পরিণত হইয়াছে। এই পর্বতশ্রেণীর উচ্চতম পরিমাণ সকল স্থানে সমান নহে। স্থানভেদে উচ্চতার বিলক্ষণ তারতম্য আছে। সে যাহা হউক এই পর্বত-বানী লোকসকল ভিন্ন ভিন্ন জাতিতে বিভক্ত, এবং উহারা সকলেই স্বয়ংপ্রধান। একাল পর্য্যন্ত উহারা কখনই কোন গবর্ণমেন্টের শাসনভার বহন করে নাই। এই জাতীয় মহিলাগণ দেখিতে অতি খর্বাকার; কিন্তু তাহাদিগের শরীর অত্যন্ত সরল ও সুদৃঢ়। রবিবিষয়ে ইহাদিগের

বিশেষ মৈপুণ্য নাই। ইহারা কেবল নিবিড় অরণ্য ছেদন ও তৃণাদি উত্তোলন করিয়াই বীজ বপন করে। খাদ্য ও তৃণ এখানকার প্রধান উৎপন্ন জব্য। এতদ্ভিন্ন স্থানে স্থানে নদীতটে তামাক ও সুখাদ্য ভোজ্য বস্তুও উৎপন্ন হইয়া থাকে।

এই পর্বতোপরি চতুর্দিকে বহুতর প্রশস্ত পথ আছে। তন্মধ্যে আয়েড্‌নামক পথই অপেক্ষাকৃত সুপ্রসিদ্ধ ও রম্য। পূর্বকালে এই পথে আবা নগরের সহিত আরাকান নগরের বাণিজ্যকার্য সম্পাদিত হইত। এমন কি প্রতি-বৎসর চত্বারিংশ সহস্র লোক বাণিজ্যের উপলক্ষে এই পথে গমনাগমন করিত। কিন্তু ১৮২৫ খ্রীষ্টাব্দের পরহইতে ব্রহ্মদেশের সহিত বিশ্বাসভঙ্গ হওয়ায় উক্ত বাণিজ্যকার্য একে-বারে উৎসন্ন হইয়া গিয়াছে।

নদীর মধ্যে মায়ু, কুলদায়িনী, লেমাও, আরাকান, তলাক ও আয়েড্‌ নদীই সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ। এই সমুদায় নদী উত্তরহইতে দক্ষিণ দিকে প্রায় ৭৫ ক্রোশ প্রবাহিত হইয়া পরিশেষে হণ্টর খাড়ীতে নিপতিত হইতেছে। ইহাদিগের পরস্পরের দূরত্ব দশ ক্রোশের অধিক নহে। তলাক নদীর প্রবাহ পর্বতোপরেই অধিক; কেবল শেষ ছাদশ ক্রোশ গভীর ও নোকাসাধ্য। আয়েড্‌ ও তলাক উভয় নদী উমাদং পর্বতহইতে নির্গত হইয়া কষর-মিয়র খাড়ীতে নিপতিত হইয়াছে। এখানে হ্রদের প্রসঙ্গও নাই।

এই প্রদেশের জলবায়ু ইউরোপীয়দিগের পক্ষে যেমন অস্বাস্থ্যকর ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশবাসীর পক্ষেও সেই রূপ। ব্রহ্মদেশের সহিত যুদ্ধের সময় ত্রিটিষগবর্ণমেন্টের অনেক সৈন্য এখানে কালকালে নিপতিত হইয়াছিল। কলতঃ আরাকানের মধ্যভাগ অত্যন্ত অস্বাস্থ্য-

কর। আরাকান সাগরে ও কাযুক্‌কিউ এই কয়েকটি নগর সমুদ্রের উপকূলে অবস্থিত। এই প্রযুক্ত ঐ সকল স্থানের জল বায়ু তাদৃশ অস্বাস্থ্যকর নহে। শীত, গ্রীষ্ম ও বর্ষা এখানকার প্রধান ঋতু। জ্যৈষ্ঠ মাসের শেষেই জলদজাল সমুদিত হইয়া ধারা বর্ষণ করিতে থাকে, আশ্বিন মাস গত না হইলে আর নিরন্তর হয় না। কার্তিক মাসের শেষহইতে প্রায় কালগুন মাস পর্য্যন্ত শীতের প্রাদুর্ভাব থাকে; কিন্তু ইংলণ্ডের সহিত তুলনা করিলে তত্রত্য গ্রীষ্মকাল যেকণ এখানকার শীতকালও সেই কণ। এই সময়টি অপেক্ষাকৃত স্বাস্থ্যকর। কালগুন মাসের শেষহইতে এখানে গ্রীষ্মের প্রাদুর্ভাব হইতে থাকে। পরন্তু সমুদ্রের শীতল বায়ু প্রবাহ হওয়াতে সর্বদা কালী প্রয়াগাদি নগরের ন্যায় এখানে কদাপি অত্যন্ত গ্রীষ্ম হয় না, বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ মাসের অপরাহ্নে গ্রীষ্ম অত্যন্ত প্রবল হইলেও তাপমান-যন্ত্রের ৯০ অংশ পরিমাণ গ্রীষ্ম হইয়া সূর্যাস্ত সময়হইতে আবার ক্রমশঃ অঙ্গ হইতে থাকে। কলিকাতায় ঐ সময়ে ৯৫ হইতে ১১০ অংশ পরিমাণ পর্য্যন্ত গ্রীষ্ম হইয়া থাকে।

এখানে প্রাকৃত অম্ল্যুপাতের অনেক লক্ষণ লক্ষিত হয়। ১৭৯০ এবং ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দে এতৎ-প্রদেশে যে দুইটি ভয়ানক ভূমিকম্প হইয়া গিয়াছে, তাহার মধ্যে শেষোক্তটি অপেক্ষাকৃত ভীষণ। ঐ ভূমিকম্পটির প্রভাবে ৪টি পর্বত প্রায় ২০ হইতে ৪০ হস্ত পর্য্যন্ত বিদীর্ণ হইয়া যায়। সমতলক্ষেত্রের অনেক স্থান বিদীর্ণ হইয়া গন্ধক-পঙ্কজ কন্দম ও জল উৎকিষ্ট হয়, এবং কাযুক্‌কিউনগরের নিকটবর্তী নিয়াদ পর্বতহইতে ধূম ও অধিকণা বহুদূর উর্দ্ধে উথিত হইতে দৃষ্ট হইয়াছিল।

রামরী ও চেডুবা দ্বীপে লোহের আকর আছে; কিন্তু তাহা উৎকৃষ্ট গুণশালী নহে, এবং বহুবায়-

সাধ্য বলিয়া ব্যবহৃত হয় না। সাগরে এবং রামরী দ্বীপে অতি উৎকৃষ্ট যুদজার উৎপন্ন হইয়া থাকে; কিন্তু তাহা অধিক পরিমাণে উৎখাত হয় না। রামরী ও চেডুবা দ্বীপের যুতৈল অতি সুপ্রসিদ্ধ, কিন্তু অতি অল্প-পরিমাণে উৎপন্ন হইয়া থাকে। হস্তী, গণ্ডার, ব্যাঘ্র, চিতাবাঘ, বনবরাহ, বনবিড়াল, বানর ও কএক প্রকার হরিণ এখানকার বনা, এবং অশ্ব, গো ও মহিষ, গ্রাম্য জন্তু। তন্মধ্যে গো ও মহিষ-দ্বারা কৃষিকার্যের বিশেষতঃ ধান্য-মর্দন ও ভার-বহনের অনেক সাহায্য হয়। গো ও মহিষের মাংস ভক্ষণ করা এখানকার ধর্ম্মানুগত নহে; কিন্তু অনেকেরই উহাতে আপত্তি নাই। অত্রত্য লোকেরা প্রায়ই আরোহণ ভিন্ন কখন অশ্বকে অন্য-বিধ ভারবহনে নিযুক্ত করে না। আবার নগর-হইতে এতৎপ্রদেশে টাটু ঘোড়ার আমদানি হইয়া থাকে। যদিও এই অশ্বগুলো দেখিতে খর্ব্বাকৃতি, কিন্তু তথাপি ইহারা সুদৃঢ়, সবলশরীর, কষ্টসহিষ্ণু ও কর্ম্মঠ। ১৮২৫ খ্রীষ্টাব্দের যুদ্ধঘটনার সময় হস্তী, উষ্ট্র ও গোপ্ৰভৃতি অন্যান্য সমুদায় জন্তুই ক্রমে ক্রমে যুদ্ধাশ্রমে নিপতিত হইয়াছিল, কিন্তু অত্রত্য অশ্বগণ উপযুক্ত আহার ও প্রয়োজনীয় বিশ্রাম স্থানের অভাবেও সবল ও সুস্থ শরীর ছিল। গৃহ-পালিত পক্ষী ও মৎস্য এতৎপ্রদেশে প্রচুর পরিমাণে প্রাপ্ত হওয়া যায়। মৎস্য ও তণ্ডুল অত্রত্য লোকদিগের প্রধান খাদ্য দ্রব্য। এখানে শুক মৎস্যের ব্যবসা প্রচলিত আছে।

এখানকার পর্বতের উত্তর ও পূর্ববিভাগের সমুদায় অরণ্যই ওক ও সেগুনরূপে পরিপূর্ণ। কিন্তু এখানহইতে কাষ্ঠ আনয়ন করা বহুবায় ও কষ্ট-সাধ্য বলিয়া পেশুর অন্তর্বর্তী বাসিন্ নগরহইতে উক্ত বাহাদুরকাঠের আমদানি হয়। এতদ্ভিন্ন জাকল, অশ্বখ, তৈতুল, গর্জন, তুন্দ ও কদলীরক্ষ

অনেক দৃষ্টে হইয়া থাকে। অত্রত্য কদলীরক কে-
বল কলের জন্য নয় কারের নিমিত্তও ব্যবহৃত
হয়। গর্জন-রকহইতে এক প্রকার তৈল উৎপন্ন
হয়, উহাকে গর্জন তৈল কহে। এতদ্ভিন্ন তামাক,
চিনি, তুলা, নীল, রুক্ষ ও লোহিত বর্ণ কাগচ,
তণুল, শুবাক, লবণ, মহিষের চর্ম ও শূল, হস্তী ও
গজদন্ত প্রভৃতি সামগ্রী সমুদায়ও এখানকার
প্রধান বাণিজ্য দ্রব্য। আকিয়াব এখানকার
সর্বোৎকৃষ্ট বাণিজ্যস্থান। ইংলণ্ডহইতে এখানে
সূত্র ও পশম নির্মিত বস্ত্র, ছুরি, কাঁচি প্রভৃতি
অত্র এবং কাচপাত্র, প্রচুরপরিমাণে আমদানি
হইয়া থাকে। সে-যাহা হউক এইমাত্র বলিলেই
পর্য্যবসিত হইতে পারে যে, আরাকান, আবা,
আয়েং, তলাক ও কাযুকফিউ প্রভৃতি সর্বত্রই
বাণিজ্য কার্য সুসম্পন্ন হইয়া থাকে।

এই প্রদেশ আরাকান, সাপ্তাওয়ে ও রামরী এই
তিন ভাগে বিভক্ত। তন্মধ্যে আরাকান বিভাগ
অপেক্ষাকৃত বৃহৎ, উপত্যকাময়, নিম্ন ও সমতল।
সাপ্তাওয়ে বিভাগ পর্বতময় ও নদীপরীত; সুত-
রাং সর্বাপেক্ষা স্বাস্থ্যপ্রদ। আয়েং প্রদেশ এবং
রামরী ও চেডুবা এই কয়েকটি দ্বীপকে রামরী-
বিভাগ কহে। কাযুকফিউ চেডুবা দ্বীপের প্রধান
নগর।

আরাকানের আদিম নিবাসীদিগকে মগ কহে।
যৎকালে এই প্রদেশ ব্রিটিশগবর্ণমেন্টের অধিকৃত
হয়, তৎকালে এখানকার লোকসংখ্যা এক লক্ষের
অধিক ছিল না। কিন্তু ১৮০০ হইতে ১৮০২ অব্দের
মধ্যে ২,৪৮,০০০ সহস্র ব্যক্তি তথায় আসিয়া
বসতি করে। বাণিজ্য এ সমুদায়-রক্ষির প্রধান কারণ।

বৌদ্ধ ধর্মই এখানকার প্রধান ধর্ম। কেবল
এই প্রদেশ কেন, সমুদায় ব্রহ্ম-দেশেই এ
ধর্ম প্রচলিত। কিন্তু ইহার উপাসকদিগের
কত ভিন্ন ভিন্ন। কেহ কেহ একেশ্বরবাদী; কেহ
কেহ ঈশ্বরের অসাধারণ ক্ষমতামাত্র স্বীকার

করে; এবং কেহ কেহ আবার ঈশ্বরের
অস্তিত্বই স্বীকার করে না। তাহার কহিয়া
থাকে, যদি এই জগতের সৃষ্টিকর্তা থাকিত,
তাহা হইলে কখনই ইহার প্রলয়কাল উপস্থিত
হইত না, কারণ তিনি প্রলয়ের পূর্বাঙ্কেই মা-
ধান হইয়া স্বয়ং সমুদায় রক্ষা করিতেন। সে
যাহা হউক জ্ঞান, ন্যায়পরতা ও উপচিকীর্ষা
এই ধর্মের প্রধান অঙ্গ; অত্রত্য সকল লোকই
সদস্য কার্যদ্বারা আত্মার উৎকৃষ্টাপকৃষ্ট যোনি-
পরিভ্রমণ স্বীকার করিয়া থাকে। এখানকার
সকল শ্রেণীর লোক পোরোহিত্য কার্যে ব্রতী
হইতে পারে। প্রত্যেক গ্রামে দুই বা তিন জন
পুরোহিত আছে, তাহাদিগদ্বারা বালকগণের
শিক্ষাকার্য সম্পাদিত হয়। পুরোহিতগণ
অনেকেই নির্দোষ, এবং বিশুদ্ধ-স্বভাব, তাহাদের
কেহই বিনশতি অপেক্ষা অধিকবয়সবয়স্ক না
হইলে পোরোহিত্য কার্যে নিযুক্ত হইতে পারে
না। কার্যে নিযুক্ত হইলেই পুরোহিতদিগকে অরুত-
দার ও মুণ্ডিতমুণ্ড হইতে হয়; কিন্তু ইচ্ছা করি-
লেই তাহারা ধর্মত্যাগ করিয়া দার-
গ্রহণ করিতে পারে; তাহাতে সম্মানের কিছুমাত্র
হানি হয় না। পুরোহিতগণ নিরামিষ ভিন্ন
ইচ্ছামত অন্য কোন খাদ্য সামগ্রী ব্যবহার
করিতে পারে না, এবং তাহারা নিম্নত মন্দিরের
নিকটবর্তী গৃহে অবস্থান করিয়া থাকে। প্রত্যেক
মন্দিরেই গৌতমের এক এক প্রতিমূর্তি প্রতিষ্ঠিত
আছে।

অত্রত্য বৈবাহিক নিয়ম প্রায়ই বাঙ্গালীদি-
গের ন্যায়; কিন্তু ধর্মসাক্ষী-করণ-বিষয়ে কোন
আড়ম্বর নাই। বিবাহের পূর্বে বাগদান মাত্র হয়,
পরে বিবাহকার্য সমাধা হইলে বর ও কন্যা একা-
সঙ্গে আসীন হইয়া ভোজন করে, এবং বর কিছু দিন
পর্য্যন্ত খণ্ডরালয়ে থাকিয়া প্রিয়তমার সহ বাস
করিয়া পরে তাহাকে গৃহে আনয়ন করে। এই

কপো নংসারে প্রবিশ্ত হইবার পর যদি জীপুরুষে পরম্পর বিরোধ উপস্থিত হয়, তাহা হইলে ইচ্ছামত উভয়েই উভয়কে পরিত্যাগ করিতে পারে। ঐ ঘটনাটী জীর দোষে উৎপন্ন হইলে জীকে ২৫ বা ৩০ টাকা দণ্ড দিয়া পতিকে পরিত্যাগ করিতে হয়; আর স্বামীর দোষে ইহা ঘটিলে জী স্বীয় সম্ভান ও স্বধন লইয়া স্বামীহইতে স্বতন্ত্র হয়; আর যদি উভয়ের দোষ সমুদায় বিষয় সমাংশ করিয়া জী স্বীয় কন্যা এবং স্বামী স্বীয় সম্ভান লইয়া স্বতন্ত্র হয়। যাহা হউক এখানে বালিকা বিবাহ প্রচলিত নাই, এবং বিধবা বিবাহ প্রচলিত আছে।

মগদিগকে সচরাচর দীর্ঘজীবী হইতে শুনা যায়। অত্রতের ইতিহাস-পাঠে অবগত হওয়া গেল যে চেডুবা নিবাসী জনৈক মগ ১০৩ বৎসর বয়সে কোন কৰ্ম্মানুরোধে সাত ক্রোশ দূরে গমন করিয়া সেই দিনই পুনরায় গৃহে প্রত্যাগমন করিয়াছিল। মগেরা বুদ্ধদিগকে অত্যন্ত সম্মান করিয়া থাকে। চরমকাল উপস্থিত হইলে এখানকার ধনী লোকেরা শব দাহ এবং নির্ধন ব্যক্তির শব সমাহিত করে। পুরোহিতের মৃতদেহ ঔষধলিঙ্গ করিয়া শব-সিন্দুকে সংস্থাপন-পূর্বক নির্দিষ্ট গৃহে রাখিয়া দেয়। অনন্তর প্রায় এক বৎসর অতীত হইলে যখন সেই দেহ দাহ করিবার নিমিত্ত বাহিরে আনীত করে, তৎকালে পরম্পর দুই দল হইয়া ঘোরতর বিবাদের পর যে পক্ষ জয়ী হয় তাহারাই সেই দেহ দাহ করে। দাহকালে বাজি পোড়ান প্রভৃতি নানাবিধ আনন্দ কার্যের অনুষ্ঠান হইয়া থাকে।

মগদিগের গৃহসমুদয় বংশনির্মিত, এবং দ্বিতল ও উচ্চ। উক্ত গৃহের নিম্নতলে গৃহপালিত পাখাদি রাখিবার স্থান থাকে। গৃহগুলি একপ প্রণালীতে নির্মাণ করে যে, পবনদেব সহসা তথা প্রবেশ করিতে কুণ্ঠিত হয়।

আহার-বিষয়ে “ইহাদিগের কিছুই অখাদ্য নাই,” একথা বলিলে অত্যাক্তি হয় না। উহারা মৃষিকহইতে গজমাংস পর্য্যন্ত সকল মাংসই ভক্ষণ করিয়া থাকে।

আতিথ্য বিষয়ে ইহাদিগের প্রগাঢ় অনুরাগ। প্রায় প্রত্যেক গ্রামেই পান্থনিবাস আছে। ইহারা ভূতযোনিকে অত্যন্ত বিশ্বাস করিয়া থাকে, এমন কি অত্রত্য আবাল বৃদ্ধ বনিতাদিগের একথা সংস্কার আছে যে, তাহারা উন্নত বৃক্ষ ও পর্বত মাত্রই ভূতগণের আবাসস্থান বলিয়া স্বীকার করে। ইহারা অনেকে ভূতযোনির আশঙ্কায় রজনীযোগে একাকী গৃহহইতে বহির্গত হয় না। তথাপি ইহারা বাঙ্গালীদিগের ন্যায় ভীকস্বভাব নহে, এবং যুদ্ধে বিলক্ষণ পটু।

পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে যে, আরাকান নিবাসী মগদিগের শিক্ষাকার্য্য পুরোহিতদ্বারা সম্পাদিত হইয়া থাকে; ফলতঃ তাহা অবাস্তবিক নহে। বাল্যাবস্থাহইতে প্রায় সকলেই কিছু কিছু লিখিতে পড়িতে ও অঙ্ক কসিতে শেখে। শিক্ষকেরা শিক্ষাদান-বিষয়ে কি ধনবান কি নির্ধন কাহাকেও ইতর বিশেষ করেন না। তালপত্র ও এক প্রকার বৃক্ষদ্বক এখানকার লেখনের প্রধান উপাদান। কিছু কাল হইল ব্রহ্মদেশের সহিত যুদ্ধ হইবার পর আরাকান প্রভৃতি কয়েকটি প্রদেশ ব্রিটিশগবর্ণমেন্টের অধিকার ভুক্ত হইলে, ব্রিটিশ গবর্ণমেন্ট এই প্রদেশে ৭ সাতটি ইংরাজী বিদ্যালয় স্থাপন করেন। তন্মধ্যে তিনটি আকিয়াব নগরে এবং অবশিষ্ট চারিটি রামরা বিভাগে আছে। ঐ বিদ্যালয়স্থ কএকটি ছাত্র তথাহইতে আগমন করিয়া কলিকাতার মেডিকেল কলেজে অধ্যয়নপূর্বক স্বদেশে প্রতিগমন করিয়া চিকিৎসা ব্যবসায় নিযুক্ত আছে।

এই প্রদেশের মধ্যে কয়েক নামক এক জাতি

পার্বত্য মনুষ্য আছে তাহারা অদ্যাপি কি ব্রহ্মদেশবাসী কি ব্রিটিশগবর্ণমেন্ট, কাহারও অধীনতা স্বীকার করে নাই। উহারা নির্দোষী, নির্বিরোধী ও পরিশ্রমী।

আরাকান প্রদেশ সর্বাংশে স্বাধীন ছিল। অনন্তর ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দে ব্রহ্মদেশবাসীদিগের অধীন হয়। পরিশেষে ১৮২৫ অব্দ হইতে ব্রিটিশ-গবর্ণমেন্টের অধীনতা স্বীকার করিয়া আসিতেছে। ইহা বলা বাহুল্য যে ইংরাজদিগের আধিপত্য হওনাবধি এই দেশের বিলক্ষণ শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছে।

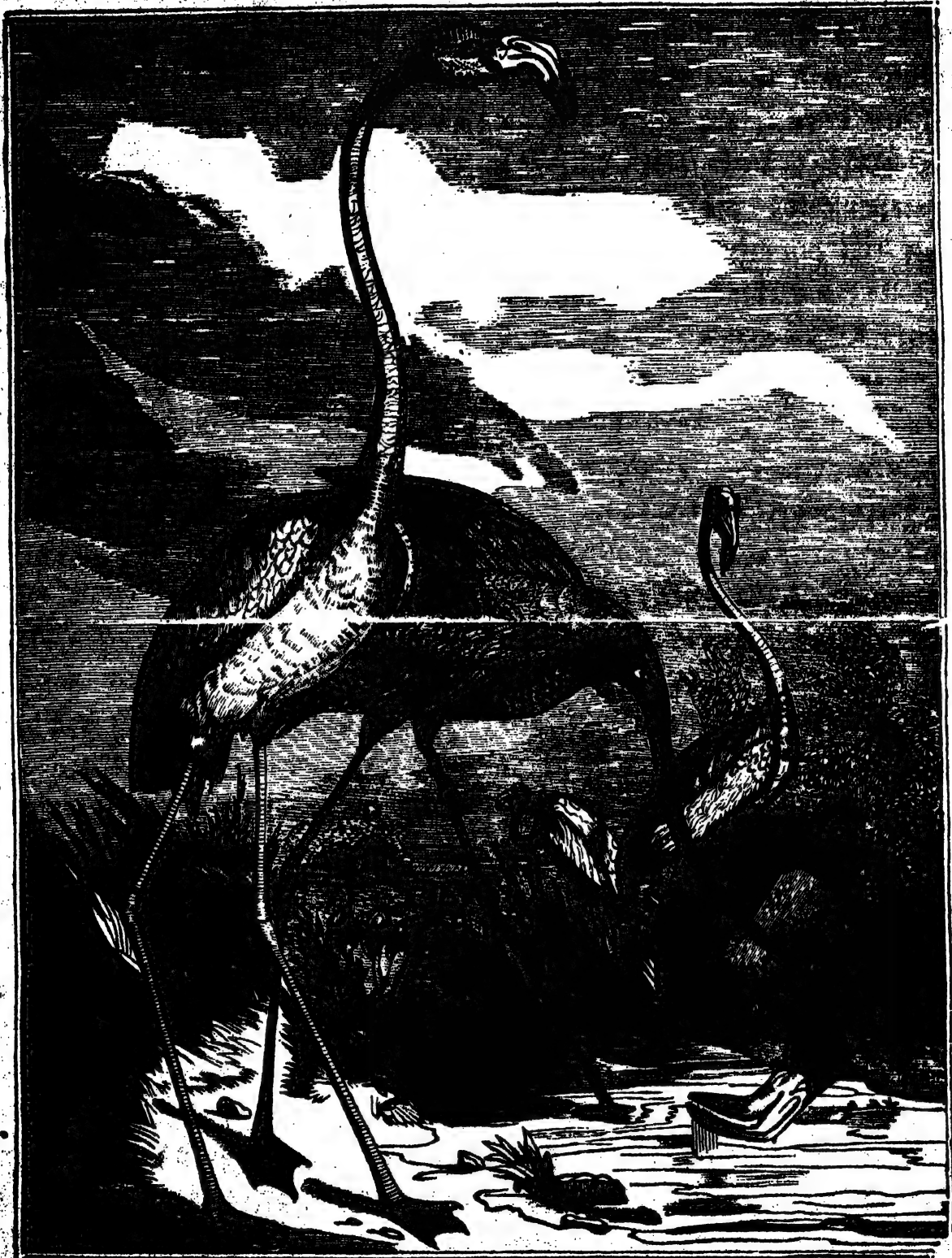
ফুমিঙ্গো বা ব্রুকহংস।



এক জাতীয় পক্ষী আছে যা-হাদিগকে গ্রন্থকারেরা “জল-চারী” নামে এক স্বতন্ত্রগণে নির্ণয় করেন, কারণ তাহারা অগভীর জলে ভ্রমণ করিয়া দেহযাত্রা নির্বাহ করে। বক, সারস, রামসালিক, লোহাজা* প্রভৃতি পক্ষীসকল তাহার দৃষ্টান্ত। এই সকল পক্ষী স্বভাবতঃ অতিদীর্ঘ পদ প্রাপ্ত হইয়াছে; তৎসাহায্যে উহারা অনায়াসে জলে বিচরণ করিতে পারে, অথচ তাহাতে তাহাদের গাত্র সিক্ত হয় না। অপর জলজ কীট, শম্বুক ও ক্ষুদ্র মৎস্যাদি, এই পক্ষীসকলের প্রধান খাদ্য; এই আহার আহরণজন্য উহাদিগকে সর্বদা জলে ভ্রমণ করিতে হয়; সুতরাং এই দীর্ঘপদ তাহাদিগের পক্ষে বিশেষ উপকারী হইয়াছে। কলে সকল জীবেরই এই রূপ শরীর ও প্রয়োজনের পরস্পর সাহ-যোগ্য আছে; দেহযাত্রার নিমিত্ত যাহার যে রূপ প্রয়োজন তাহার দেহও সেই রূপ হইয়া থাকে। আরব দেশের মরুভূমিতে তৃণের

অত্যন্তাভাব, ও তথাকার এক মাত্র রক্ষ বাবলা; তথায় তৃণহারী পশু কদাপি স্বভাবতঃ রক্ষা পাইতে পারে না; অতএব জগন্নিরস্তা আরবের প্রধান জীব উষ্ট্রকে কণ্টকাহারী করিয়াছেন, এবং উহা বাবলার কণ্টককেই মনোমত খাদ্য বলিয়া গ্রহণ করে। কাঠের অন্তর্নিবিষ্ট কীটই কাটঠোকরা পক্ষীর প্রধান খাদ্য; এবং সেই খাদ্য উদ্ধারার্থে কাঠভেদী তীক্ষ্ণ অস্ত্র প্রয়োজনীয়; অতএব ভগবান এই পক্ষীর চঞ্চুতে সেই অস্ত্র প্রদান করিয়াছেন। শীত-প্রধান-দেশে এত-দ্দেশীয় ভল্লুক নীত হইলে তৎক্ষণাৎ শীতপ্রভাবে মৃত হইত; অতএব এই কৌশল আছে যে তথাকার ভল্লুক দীর্ঘ কোম বিশিষ্ট হয়, তাহাতে আর তাহাদিগকে শীতের ক্রেশ সহ্য করিতে হয় না। অপরাপর অনেক জীবে এই লক্ষণ প্রত্যক্ষ দেখা যায়, তন্মধ্যে প্রস্তাবিত ফুমিঙ্গো পক্ষীর উল্লেখ করা বিধেয়। এই পক্ষীর চিত্র দৃষ্টে সকলেই অবশ্য স্বীকার করিবেন যে এই পক্ষী ভূমিতে উপবেশনের যোগ্য নহে; তাহার সুদীর্ঘপদ তৎকার্যের নিত্য প্রতিরোধী; অথচ অণ্ডের উপর উপবেশন করিয়া তা না দিলে শাবক উৎপন্ন হয় না; এইধায়ে প্রস্তাবিত পক্ষীর দেহে এক আশ্চর্য্য কৌশল হইয়াছে। তাহার বাদা জলার মধ্যে শৈবাল মৃত্তিকাদি দ্বারা এক কোণাকার স্তম্ভ নির্মাণ করে; সেই স্তম্ভে জলহইতে এক হস্ত প্রায় উচ্চ হয়, এবং তাহার সূক্ষ্মাংশে এক ছিদ্র থাকে। ফুমিঙ্গো পক্ষী এই ছিদ্রমধ্যে অণ্ড প্রসব করিয়া স্তম্ভের এক পার্শ্বে দাঁড়াইয়া ছিদ্রোপরি পুচ্ছ স্থাপন করত তদ্বারা অণ্ডে তা দিয়া থাকে। এতদর্থে তাহাদের শরীর একটা নির্মিত হইয়াছে যে সর্বদা দণ্ডায়মান থাকায় কদাপি ক্রেশ হয় না।

এই পক্ষী সর্বত্র প্রসিদ্ধ নহে। ইহার আরার



কামিলো বা ড্রাককস।

হাম আফ্রিকা খণ্ডের গ্রীষ্ম-মণ্ডল ও দক্ষিণ-মেরিকার উত্তর ভাগ। গ্রীষ্মমণ্ডলই কোন কোন দীপেও উহার আবাস আছে। পরন্তু এক অত্যন্ত শীতল স্থানেও ইহার আবাস দৃষ্ট হইয়াছে; ঐ স্থান মানস সরোবর। জন্মকারীরা তথায় অনেক কামিজো দেখিয়াছেন; তাহারা তত্রত্য হিম ও শীতের প্রার্থন্য যে কোন ক্রেশ সহ্য করে এমনত বোধ হয় না। ঐ সরোবরের সন্নিকট হিমালয়-বানী লোকেরা এই পক্ষকে “হংস” শব্দে বর্ণন করে, এবং কহে যে এই পক্ষীই ব্রহ্মার বাহন হংস। ঐ প্রবাদের পরবশ হইয়া আমরা এই পক্ষীর নাম “ব্রহ্ম-হংস” রাখিয়াছি, বোধ হয় তাহাতে কাহার আপত্তি হইবে না।

পূর্বপৃষ্ঠায় মুদ্রিত চিত্র দৃষ্টে অনায়াসেই ব্যক্ত হইবে যে ব্রহ্মহংসের অবয়ব সারসের সদৃশ, পরন্তু সারসহইতে উহা কিঞ্চিৎ বৃহৎ। উহা চঞ্চুহইতে পদশেষ পর্য্যন্ত চারি হস্ত দীর্ঘ হইয়া থাকে; তন্মধ্যে পদ ও গ্রীবাই অধিকাংশ, মস্তক ও কণ্ঠের আয়তন অল্প মাত্র। পদের পরিমাণ পৌনে দুই হস্ত, এবং গ্রীবা প্রায় দেড় হস্ত দীর্ঘ হইয়া থাকে। ইহার পদদ্বয় সুক্ষ্ম ঈষৎ বক্র ও উজ্জ্বল রক্ত বর্ণ, এবং নখ সকল সামান্য হংসের ন্যায় বৃহৎ লিপ্ত।

ব্রহ্মহংসের বর্ণ উজ্জ্বল ঘোর পদ্ম বর্ণ, এবং নিতান্ত রমণীয়। এই পক্ষী পদাতিক সৈন্যের ন্যায় শ্রেণীবদ্ধ হইয়া বিচরণ করে, এবং বদলই একটিকে নায়কের ন্যায় সর্বাগ্রে রাখে। কোন আপৎ উপস্থিত হইলে ঐ নায়ক দৃষ্টিভিন্ন ধনির ন্যায় অত্যন্ত উচ্চশব্দ করে, তৎ শ্রবণমাত্র সমস্ত পক্ষাদল উদ্ভূতীয়মান হইয়া পলায়ন করে। এই পক্ষীর আলক্ত বর্ণ, দীর্ঘ পদ, এবং ইহারা শ্রেণীবদ্ধ হইয়া সজায়মান হয়, এই সকল কারণে এক বার এক সৌভাগ্যবহ ঘটনা হইয়াছিল। ইংরাজ ও

করাসীদিগের পরস্পর যুদ্ধের সময় এই পক্ষ এক জনতা হয় যে ইংরাজেরা করাসীদিগের সেন্ট ডোমিঙ্গে দীপ আক্রমণ করিবে। এই অবকাশে এক ব্যক্তি কাকরী দূরহইতে সমুদ্রতটে এক দল ব্রহ্মহংস পক্ষী দেখিয়া মনে করিল যে লালকুর্তি-ধারী ইংরাজ সৈন্যই দীপে অবতরণ করিয়াছে। এই বোধে সে নগরে গিয়া ঐ সমাচার প্রচার করাতে তত্রত্য সেনাপতি তৎক্ষণাৎ বহুসংখ্যক অশ্ব পদাতি ও কামান লইয়া আগত শত্রুর প্রতি ধাবমান হইলেন, এবং দূরহইতে পক্ষীশ্রেণী দৃষ্টে শত্রুবোধে কামানধনি করিলেন। তাহাতে পক্ষীসকল তৎক্ষণাৎ উড়িয়া গেল, এবং সেনাপতি সসৈন্যে উপহাসাসম্পদ হইয়া গৃহে প্রত্যাবর্তন করিলেন।

আরব দেশ।

(এই প্রবাস্তী “কিঙ্গেল নর্মাল স্কুল” নামক বিদ্যালয়ের এক ঘোড়শী ভাতীর নিকট প্রাপ্ত হইয়া তাহার উৎসাহার্থে প্রকাশ করা গেল।)



রব দেশ বালুকাপূর্ণ প্রাস্তর। অতি প্রাচীনকালাবধি অনেকে এদেশে পর্য্যটন করিয়াছে। তথাকার লোকেরা তাম্বুতে বাস এবং মেঘ ও ছাগাদি লইয়া ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করে, কিন্তু তাহাদের মধ্যে আমাদের তুল্য নগর-বাসিগণও আছে; তাহারা সাতিশত ভীষণ এবং অসভ্য; এই প্রযুক্ত পর্য্যটকেরা আরব দেশের মধ্যদিয়া যাইতে ভীত হন, পাছে তত্রস্থ দস্যুগণ তাহাদিগকে আক্রমণ করত প্রাণে নিহত করে। মাৎস্য তাহাদিগের প্রধান দোষ, এজন্য কোন প্রকার অসভ্যতা সহ্য করিতে পারে না। যদি

এক জন অন্যকে কহে “তোমার উকীষ বিপ
রীত দিকে বন্ধ রাখিয়াছে,” তাহাও সে বিম্বিত হয়
না, সুযোগ পাইবামাত্র তৎপরিশোধার্থে কোন
না কোন অনিষ্ট করে। আরব্যেরা এমত হিংস্রক
যে এক বৎসরান্তেও শত্রুতাপ্রযুক্ত অমঙ্গল সাধন
করে। কোন সময় এক ব্যক্তি এক আরব্যের
কটিদেশে খজা বুলিছে দেখিয়া তৎকারণ জি-
জ্ঞাসা করাতে সে উত্তর করিল, “আমার বৈরির
দেখা পাইলেই তাহাকে বধ করিব এই
অভিলাষে ইহা কটিতে রাখিয়াছি।” এই দেশ-
বাসিগণ মুহম্মদের ধর্মাবলম্বী। মুহম্মদ নিজে
আরব্যের ছিলেন। যে সকল লোকেরা তাহার
বংশোদ্ভব বলিয়া পরিচয় দেয় তাহারা হারিত-
বর্ণ উকীষ পরিধান করে; আর সে যদি অতীব
দুঃখী হয়, তথাচ তাহার গর্বেই ইয়ত্তা থাকে
না। আরব্য জীলোকেরা সচরাচর অশ্বদেহী
মহিলাগণের তুল্য অস্ত্রপুরে থাকে, কিন্তু স্থানা-
স্তরে যাইবার কালে অতি সূতল পরিচ্ছদ পরি-
ধান ও মুখাচ্ছাদন করে, কেবল দুইটা ছিদ্র
রাখে তদ্বারা দেখিতে সমর্থ হয়। দুঃখী লো-
কদিগের ভাষ্যাগণ একটি কুর্তি পরে, কিন্তু মধ্য-
বিত এবং সমৃদ্ধিশালী ব্যক্তিগণের পত্নীরা
সর্বোৎকৃষ্ট শালস্বারা অজাবরণ করে।

অজ শোভাবিত্ত করিবার জন্যে তাহারা চক্ষে
অঞ্জন, নখাঞ্জে মেহদী, এবং নাসিকা ও কর্ণে স্বর্ণা-
লঙ্কার পরে। তাহারা ঘর সাজাইতে বড় ভাল
বাসে; আর যে বাটীর প্রাচীর ও ছাদ কাচ-
নির্মিত তাহাই সর্বোৎকৃষ্ট মনে করে; তাহা-
দিগের পক্ষে তত্তুল্য মনোরম পদার্থ আর কিছুই
নাই।

আরব্যদের তাহু হাগের লোমস্বারা প্রস্তুত
হওয়াতে রুমবর্ণ হয়। তাহা এতাদৃশ রুমবর্ণ-
কারণ যে তাহাতে তিনটি ভিন্ন ভিন্ন কুঠরী থাকে।

তাহার প্রথমটিতে পুষ্ক, দ্বিতীয়টিতে জীলোক,
এবং তৃতীয়টিতে মেঘ প্রভৃতি পশু থাকে।

উক্ত দেশীয়েরা ভূমিতে উপবেশন ও মেজের
পরিবর্তে একখানি পাদপীঠ ব্যবহার করে।
আহারের সময় একটি পাত্রে মাংস আর অন্য
আনীত হইলে সকলেই এই পাত্রহইতে ভোজন
করিতে থাকে; পৃথক ব্যক্তির নিমিত্ত পৃথক
পাত্রে ব্যবহার নাই। এই এক পাত্রের অন্তে
সকলের প্রতুল না হইলে যদবধি আহারকারি-
গণ পরিতৃপ্ত না হয়, পর পর এক এক পাত্র
আনীত হয়। এই প্রকারে কখন কখন তের কিংবা
চৌদ্দখান পাত্র আনীত ও শূন্য হয়। আরব্যেরা
বড় শীঘ্র আহার করে, এবং এক ব্যক্তি অন্যের
অপেক্ষা না করিয়া নিজের ভোজন সাজ হইলে
প্রস্থান করে। তৎপরে বারি দুখ এবং চীনো-
হীন কাওয়া পানে তৃষ্ণা দূর করে। তাহাদিগের
মধ্যে অপরিচিন্ত আহার করিবার প্রথা প্রচলিত
নাই, কারণ তাহাদের দৃষ্টিতে উদরস্ত্রি লোক
অতিশয় য়গর্হ।

আরব দেশের অনেক স্থানে কোন নদী বা
স্রোত নাই। আর যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জলাশয়
আছে তাহা গ্রীষ্মকালে সূর্য্যোস্তাপে শুষ্ক হইয়া
যায়, এই নিমিত্ত উক্ত দেশে বড় জলকষ্ট হয়।
সময়ে ২ বাঁকে ২ পল্লপাল আসিয়া হরিষর্গ
পত্রবিশিষ্ট রুম্ব সমূহ গ্রাস করে। পথিকগণ
কখন ২ বালুকাঝড়ে প্রাণে বিনষ্ট হয়, এজন্য
যখন এই রূপ ঝড় আসিবার চিহ্ন দেখে তখন
পাছে তদ্বারা নাসিকা অবরুদ্ধ হইয়া নিশ্বাস
প্রশ্বাসের রোধ হয়, এই ভয়ে মুখ আরত
করিয়া মৃত্তিকার উপর উপুড় হইয়া শয়ন করে।
একপ ঝড়ের সময়ে অনেকানেক অশ্ব এবং মনু-
ষ্যগণের প্রাণ বিয়োগ হয়। আরোহণার্থ যে
সকল পশু ব্যবহৃত হয় তন্মধ্যে আরব দেশের

জন্তদের তুল্য সূচকজীব কুজাপি দৃষ্ট হয় না।

ইংলণ্ডে অশ্ব এবং গর্দভ পাওয়া যায়, কিন্তু উষ্ট্র তথায় জন্মে না। এই পশু প্রান্তরে আরব্য-দিগের পক্ষে বড় উপকারী, একারণ তাহা “মক-ভূমির জাহাজ” নামে বিখ্যাত আছে। ইহাদি-গের স্ক্রুলাগ্র পদ বালুকার উপর চলিতে বিশেষ উপযুক্ত। কলতঃ পদচতুষ্টয় মাংসল না হইয়া বরং ইণ্ডিয় রবরের ন্যায় স্থিতিস্থাপক বোধ হয়। উষ্ট্রের ওষ্ঠাধর এমত কঠিন যে তাহারা যখন প্রান্তরাস্তঃপাতি স্থানদিয়া গমন করে তখন তাহারা কণ্টকবিশিষ্ট সামগ্রী আহাৰ করিতে বেদনা পায় না। পৃষ্ঠস্থিত উচ্চ অস্থিতে যদি অধিক পরিমাণে মেদ থাকে তবে অস্পাহারে তাহারা অনায়াসে ভারবহন করিয়া দিনপাত করে। এতদ্ব্যতীত তাহাদের উদর অত্যশ্চর্য-রূপে গঠিত হইয়াছে। তদভ্যন্তরে অনেক জল থাকে। তাহাতে তাহারা তিন চারি দিবস তৃষ্ণার্ত হয় না। তদ্রূপে অশ্বগণ অতি বলবান ও বেগবান হইলেও সুবোধ হইয়া থাকে। ইংলণ্ডে ক্ষুদ্র বালকেরা যেকণ গর্দভারোহণ করে এখানে অস্পবয়স্ক বালকেরা তদ্রূপে অশ্বে আ-রোহণ করে; তাহাতে কোন আশঙ্কা নাই।

কাওয়া, খজুর, এবং গঁদের নিমিত্ত আরবদেশ অতি সুপ্রসিদ্ধ হইয়াছে। কাওয়া এক প্রকার ক্ষুদ্র তরুর কল। তথাকার ক্ষুদ্র পর্বতসমূহ এই তরুদ্বারা আচ্ছাদিত আছে। রক্তসকল শ্বেতবর্ণ পুষ্প এবং লোহিতবর্ণ কলবিশিষ্ট হইলে সাত্ত্বিক মনোরম বোধ হয়। আরবদেশের প্রধান উপ-জীবিকা খজুর। যে স্থানে উহা প্রাপ্ত হওয়া দুষ্কর সে স্থানে উহারা অবস্থান করিতে ভাল বাসে না। আরবের বহুবিধ রক্তহইতে সুগন্ধ-বিশিষ্ট অনেক নির্ভয়ান নিগত হয়। উদ্যমে

“আরব্য গঁদ” অতি প্রসিদ্ধ। উক্ত রক্তাদির বর্ণনাতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হইবে যে আরবদেশ সম্পূর্ণরূপে মকময় প্রান্তর নহে। কলে কেবল তাহার উত্তরসীমা বালুকাধারা পরিপূরিত আছে; তন্নিমিত্ত উক্তাংশ “প্রান্তর আরব” নামে বিখ্যাত হইয়াছে। আরবের মধ্যাংশের নাম “পুস্তরময় আরব,” তথাচ তথায় বহুবিধ উদ্ভিদ রক্ত উৎপন্ন হয়। দক্ষিণাংশ “সুখী আরব,” নামে বিখ্যাত। এই স্থানে নানাবিধ সৌ-রভাষিত মসলা এবং উদ্ভিজ্জ উৎপন্ন হইয়া থাকে।

মক্কা মদিনা এবং মোকা এই তিন নগরের জন্যে আরবদেশ বহুকালাবধি প্রসিদ্ধ হই-য়াছে। মক্কানগর সর্বাংগে পবিত্র বলিয়া পরিগণিত হয়, কারণ মুসলমানদিগের ধর্মপ্রণেতা মুহম্মদ এই নগরের জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তন্নিমিত্ত পৃথিবীর সকল অঞ্চলহইতে অসংখ্য লোক মক্কার মন্দিরে সমাগত হইয়া থাকে। কোন কোন সময় তথায় এত অধিক লোক আইসে যে তদৃষ্টে বোধ হয় যেন মোচাকহইতে মোমাছি বাহির হইতেছে। এই যাত্রিকগণ এক খানি কাল পাথর পূজা এবং সাত বার তাহা চুম্বন ও প্রদক্ষিণ করে। কথিত আছে যে স্বর্গহইতে কোন দ্যুত মুহম্মদকে তাহার গৃহের ভিত্তিমূল স্থাপনার্থে এই পুস্তর দিয়াছি-লেন। অসম্ভবীয় গজাস্থানের প্রথানুসারে এই যাত্রিকগণ একটি কূপের সলিলে অবগাহন করে। মদিনা নগরে মুহম্মদের কবর আছে। কিন্তু এই নগর মক্কাতুল্য সমৃদ্ধিশালী নহে। বোধ হয় মুসলমানেরা স্বীকার করিতে চাহে না, যে মুহম্মদ অপর মনুষ্যের ন্যায় মৃত্যুভোগ করিয়াছিলেন এই নিমিত্তে মদিনার গৌরব অস্প।

শ্রীমদোমোহিনী রায়।

রহস্য-সন্দর্ভ

নাম

পদার্থ-সমালোচক মাসিক পত্র।

৪ পর্ব]

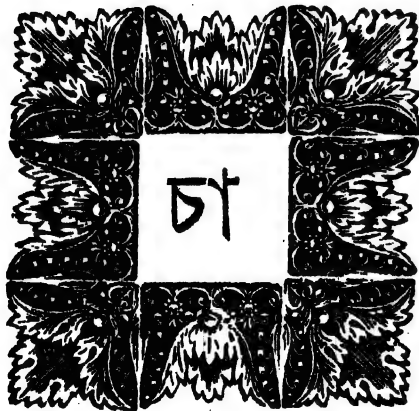
প্রতি খণ্ডের মূল্য ১০ আনা। বার্ষিক অগ্রিম মূল্য ২ টাকা।

[৪৩ খণ্ড

মার্কুইস্ অফ করন্‌ওয়ালিসের
জীবন-চরিত।



প্রাপ্ত হন। চারল্‌স্‌ ইটন্‌ নামক বিদ্যালয়ে প্র-
থমে বিদ্যাভ্যাস করেন, এবং তৎপরে কেম্‌ব্রিজ-
বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্গত “সেন্ট জেমস্‌” নামক
বিদ্যালয়ে প্রবিষ্ট হইয়া তথায় অল্পকাল অবস্থিতি
করিয়া বিদ্যাভ্যাস পরিত্যাগ করেন। বিদ্যা-
নুশীলনে তিনি সবিশেষ তৎপর ছিলেন না; কিন্তু
অতি শীঘ্রই যুদ্ধ-বিষয়ে সাতিশয় আস্থা প্রদর্শন
করিয়াছিলেন। অষ্টাদশ বর্ষ বয়ঃক্রম-কালে তিনি
সৈনিক-কার্যে প্ররক্ত হইয়া দুই বৎসর মধ্যে
কাপ্তেন পদ প্রাপ্ত হন। ১৭৩১ খ্রীষ্টাব্দে তিনি
মেজর পদে অভিষিক্ত হইয়া মার্কুইস্‌ অফ-গ্রান্‌বির
সমভিব্যাহারে ইউরোপ পরিভ্রমণে যাত্রা করেন,
এবং তথাহইতে প্রত্যাগত হইলে লেফটেনেন্ট
কর্ণেল পদ উপার্জন করেন। ইতিমধ্যে তিনি
হাউস্‌ অফ্‌ কমন্‌স্‌ সভার সভ্যপদে মনোনীত
হইয়াছিলেন। ১৭৩২ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার পিতার
পরলোক প্রাপ্তি হইলে, তিনি পৈত্রিক ধন সম্পত্তি
এবং আরল্‌ উপাধির উত্তরাধিকারী হইলেন।
১৭৩৫ খ্রীষ্টাব্দে তিনি সত্ৰাট্‌ তৃতীয় জর্জের পারি-
ষদ-পদে মনোনীত হইয়া অনতিবিলম্বে কর্নেল-
পদে প্রতিষ্ঠিত হন। ১৭৩৬ খ্রীষ্টাব্দে তিনি ৩৩
পদাতিক-সৈন্যদলের অধ্যক্ষপদে নিয়োজিত
হইয়াছিলেন। এই কপে লর্ড করন্‌ওয়ালিস্‌ রাজ-
প্রসাদে উত্তরোত্তর উৎকৃষ্ট পদে অধিরোহণ
করিতে লাগিলেন; ও তদীয় সৌভাগ্যসূর্য্য পূর্বা-



রল্‌স্‌ করন্‌ওয়ালিস্‌
১৭৩৮ খ্রীষ্টাব্দের
৩১ শে ডিসেম্বর
মাসে জন্ম গ্রহণ
করেন। তিনি স-
সেক্সপ্‌দেশস্থ এক
প্রাচীন প্রসিদ্ধ
সদংশ-সম্প্রদায়। তাঁ-
হার ষষ্ঠ পূর্বপুরুষ কুলীনপদে অভিষিক্ত হইয়া
“বেরন্‌” উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন; পরে তাঁহার
পিতা বেরন্‌হইতে এক পদ উচ্চ “আরল্‌” উপাধি

প্রাপ্ত হন। চারল্‌স্‌ ইটন্‌ নামক বিদ্যালয়ে প্র-
থমে বিদ্যাভ্যাস করেন, এবং তৎপরে কেম্‌ব্রিজ-
বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্গত “সেন্ট জেমস্‌” নামক
বিদ্যালয়ে প্রবিষ্ট হইয়া তথায় অল্পকাল অবস্থিতি
করিয়া বিদ্যাভ্যাস পরিত্যাগ করেন। বিদ্যা-
নুশীলনে তিনি সবিশেষ তৎপর ছিলেন না; কিন্তু
অতি শীঘ্রই যুদ্ধ-বিষয়ে সাতিশয় আস্থা প্রদর্শন
করিয়াছিলেন। অষ্টাদশ বর্ষ বয়ঃক্রম-কালে তিনি
সৈনিক-কার্যে প্ররক্ত হইয়া দুই বৎসর মধ্যে
কাপ্তেন পদ প্রাপ্ত হন। ১৭৩১ খ্রীষ্টাব্দে তিনি
মেজর পদে অভিষিক্ত হইয়া মার্কুইস্‌ অফ-গ্রান্‌বির
সমভিব্যাহারে ইউরোপ পরিভ্রমণে যাত্রা করেন,
এবং তথাহইতে প্রত্যাগত হইলে লেফটেনেন্ট
কর্ণেল পদ উপার্জন করেন। ইতিমধ্যে তিনি
হাউস্‌ অফ্‌ কমন্‌স্‌ সভার সভ্যপদে মনোনীত
হইয়াছিলেন। ১৭৩২ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার পিতার
পরলোক প্রাপ্তি হইলে, তিনি পৈত্রিক ধন সম্পত্তি
এবং আরল্‌ উপাধির উত্তরাধিকারী হইলেন।
১৭৩৫ খ্রীষ্টাব্দে তিনি সত্ৰাট্‌ তৃতীয় জর্জের পারি-
ষদ-পদে মনোনীত হইয়া অনতিবিলম্বে কর্নেল-
পদে প্রতিষ্ঠিত হন। ১৭৩৬ খ্রীষ্টাব্দে তিনি ৩৩
পদাতিক-সৈন্যদলের অধ্যক্ষপদে নিয়োজিত
হইয়াছিলেন। এই কপে লর্ড করন্‌ওয়ালিস্‌ রাজ-
প্রসাদে উত্তরোত্তর উৎকৃষ্ট পদে অধিরোহণ
করিতে লাগিলেন; ও তদীয় সৌভাগ্যসূর্য্য পূর্বা-

হের তপনের ন্যায় ক্রমশঃ উন্নত হইতে লাগিল। এতাদৃশ অপরিচ্ছন্ন সম্পদভোগে কর্নওয়ালিসের চরিত্র কোনকালে দূষিত হয় নাই। তিনি স্বার্থপরতা ও পক্ষপাতিতা পরিত্যাগপূর্বক সাধারণের মঙ্গলসাধনে সতত তৎপর থাকিতেন, এবং নিঃশঙ্কচিত্তে রাজমন্ত্রিদিগেরও দোষ পার্লিয়মেন্ট-মহাসভার সভ্যদের নিকটে ব্যক্ত করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না। রাজপারিষদ হইবার দুই বৎসর পরে তিনি জেমস্ জোন্স্ নামা এক জন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির কন্যা জেমিমার সহিত পরিণয়-কার্য সম্পন্ন করিয়া তদীয় সহবাসসুখে কালান্তিপাত করিতে লাগিলেন।

এই সময়ে আমেরিকা-খণ্ডে এক ঘোরতর সঙ্কাম উপস্থিত হইয়াছিল। তত্রত্য অনেকানেক প্রদেশে ইংরাজেরা অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে বহুসংখ্যক উপনিবাস সংস্থাপন করে। উপনিবাসিরা অল্প-কাল-মধ্যে পরিশ্রম-সহকারে প্রভূত-ধন-সম্পত্তি উপার্জন করণপূর্বক সম্যগ্ সমৃদ্ধিশালী হইয়াছিল। ইংলণ্ডদেশীয় মন্ত্রিদিগের বিবিধ ন্যায়বিক্রদ্ধ-নিয়মে তাহারা সাতিশয় বিরক্ত হইয়া, স্বাধীন-তালাভ-মানসে আদিম মাতৃভূমির অধীনতা-শৃঙ্খল ছেদন করিতে বিদ্রোহে প্ররম্ভ হয়। ঐ বিদ্রোহি-দিগকে বলপূর্বক বশীভূত করিতে কর্নওয়ালিস্ প্রথমাবধি পার্লিয়মেন্ট সভায় অসম্মতি প্রকাশ করেন, কিন্তু যখন উপনিবাসিদিগের সহিত সম-রানল কোনকালে মির্ষাপিত হইল না তখন তিনি স্বয়ং যুদ্ধক্ষেত্রে যাত্রা করিতে অস্বীকার করেন নাই।

১৭৭৩ খ্রীষ্টাব্দে লর্ড কর্নওয়ালিস্ আমেরিকায় উপনীত হইয়া তত্রত্য রাজসৈন্যাধ্যক্ষ সর্ উইলিয়ম ক্লাউন্স অধীনে মেজর জেনারেল পদে নিউ-জের্সী-নামক-প্রদেশে যাত্রা করেন। তথায় উপস্থিত হইলে বিপক্ষ-সৈন্য উক্ত প্রদেশ পরি-ত্যাগপূর্বক হানান্তরে গমন করিল, এবং কর্ন-

ওয়ালিস্ সহজে ঐ প্রদেশ আপনার অধীনে আনিয়াছিলেন। কর্নওয়ালিস্ উক্ত বৎসরের শেষে ইংলণ্ডে প্রত্যাগমন করিবার মানসে ইংলন্ড টাউন্স-নামক নগরে প্রস্থান করেন, কিন্তু রাজসৈন্যদের দূরবস্থা সন্দর্শন করিয়া তিনি স্বীয় অভিলাষ পূর্ণ করিলেন না। ১৭৭৭ খ্রীষ্টাব্দে তিনি নিউজের্সীহইতে চিসাপিক-প্রদেশে যাত্রা করেন, এবং ফিলাদেল্ফিয়া নগরে প্রবেশ-পূর্বক তাহা হস্তগত করেন। ১৭৭৯ খ্রীষ্টাব্দে তিনি সেনাপতি সর্ হেনরি ক্রিটনের সমভিব্যাহারে কারোলিনা প্রদেশে গমন করিয়া চার্লস্টোন-নামক নগর আক্রমণ করেন। ১৭৮০ খ্রীষ্টাব্দে তিনি গেটস্-নামা সুবিখ্যাত সৈন্যাধ্যক্ষকে ঘোরতর সঙ্কামে পরাজয় করিয়াছিলেন। পরন্তু যদিও তিনি এই যুদ্ধে জয়লাভ করিয়াছিলেন, তথাপি আমেরি-ক বিদ্রোহিদিগকে সম্যগ্ৰূপে পরাস্ত করিতে পারেন নাই। বৎসরেক পরে জগদ্বিখ্যাত অসামান্য-শক্তি-সম্পন্ন মহাপরাক্রমশালী আ-মেরিক-সৈন্যাধ্যক্ষ ওয়াশিংটন, তাঁহাকে ইংলন্ড টোন্স-নগরে অবরুদ্ধ করেন। এই অবস্থায় কর্নওয়ালিস্ নানা-যুদ্ধকৌশল প্রকাশ করিলেও নিষ্ফল লাভ করিতে পারিলেন না, অগত্যা বিপক্ষদিগের নিকটে বন্দীকৃত হইয়াছিলেন। পরে অপদহ ও হতমান হইয়া স্বদেশে প্রত্যাগমন করেন। তদীয় পরাজয় অবধি আমেরিকার বিগ্রহ একপ্রকার শেষ হইয়াছিল। কারণ ইংরাজেরা আর তথায় কিছুই করিতে পারেন নাই।

আমেরিকাহইতে প্রত্যাগত হইয়া কর্নওয়া-লিস্ বৎসরদ্বয় প্রায় অপ্রকাশিত ছিলেন; কিন্তু যখন দুর্বিখ্যাত হেষ্টিংস্ ভারতবর্ষের শাসন-ভার পরিত্যাগ করিয়া ইংলণ্ডে উপস্থিত হন, আর যখন তদীয় ন্যায়বিক্রদ্ধ কার্যসকল পার্লি-য়মেন্ট-সভার সভ্যদের নিকটে স্পষ্ট বিদিত

হইল, তখন সর্বসাধারণে কর্নওয়ালিসকে ভারতবর্ষের শাসন-পতি-পদে নিয়োজিত করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। ১৭৮৩ খ্রীষ্টাব্দে কর্নওয়ালিস ভারতবর্ষের শাসনভার গ্রহণ করিয়া রাজ-কার্যে সুনিয়ম সংস্থাপন করিতে স বিশেষ চেষ্টা করিতে লাগিলেন। ভারতবর্ষস্থ ইংরাজ-রাজ-পুরুষদিগের অববেকতা, কার্যক্ষমতা ও অর্থ-গৃহনুতার সম্মর্শনে তিনি সাতিশয় বিরক্ত হইয়াছিলেন, এবং প্রজাবর্গের অবস্থা উন্নত করিতে প্রথমাবধি সমধিক যত্ন ও আয়াস পাইয়াছিলেন। রাজ্যের প্রত্যেক কার্য্যাংশে যে সমস্ত অনিয়ম ও মন্দ ব্যবস্থা প্রচলিত হইয়া আসিতেছিল, তিনি তৎসমুদায় পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অনু-সন্ধান করিতে লাগিলেন, এবং রাজকর্মচারি-দিগের দোষোদ্ঘাটনপূর্বক বিবিধ বিগর্হিত অনিষ্টোৎপাদক ব্যাপারসকল নিবারিত করিতে কৃতনিশ্চয় হইলেন। তিনি নিকর্ম্য রুত্তিভোগি-দিগকে রাজ্যের ভারস্বরূপ বিবেচনা করিয়া তা-হাদের রুত্তিসকল লোপ করিতে চেষ্টা করিলেন, এবং অর্থলোলুপ স্বার্থ-পর রাজপুরুষগণকে প্রজা-পীড়নহইতে নিবারণ করিলেন। এই রূপে রাজ-কার্যে সুনিয়ম সংস্থাপন করিতে প্রায় তিন বৎসর অতিবাহিত হইয়াছিল।

অতঃপর লর্ড কর্নওয়ালিস এক তুমুল সজ্জামে জড়ীভূত হইয়াছিলেন। মহীসূরাধিপতি সুবি-খ্যাত সত্ৰাট্ টীপু ইংরাজদিগের পরাক্রমের সর্বদা ঈর্ষ্যা করিতেন, ও পরস্পর অসন্তোষ থাকায় সর্বদা বিবাদ উপস্থিত হইত। মলবার তীরে ত্রিবঙ্কুর নামে এক ক্ষুদ্র রাজ্য ছিল। টীপু উক্ত রাজ্য আক্রমণ করিবার জন্য অশেষবিধ উদ্যোগ করিতেছিলেন। ত্রিবঙ্কুরের অধীশ্বর টীপুর অভি-মুখি বুঝিয়া ইংরাজদিগের আশ্রয় প্রার্থনা করেন, এবং স্বীয় রাজ্যের রক্ষাহেতু এক সুদীর্ঘ প্রাচীর

ও নানা দুর্গ নির্মাণপূর্বক সজ্জামার্থে প্রস্তুত হন। ১৭৮২ খ্রীষ্টাব্দে মহীসূরেখর বহুসৈন্য-সমভি-বাহারে ত্রিবঙ্কুর রাজ্য আক্রমণ করিলেন, এবং তদবধি ইংরাজদিগের প্রতিদ্বন্দ্বিকারূপে কার্য্য করিতে লাগিলেন। লর্ড কর্নওয়ালিস টীপুর সহিত সমর অপরিহার্য্য দেখিয়া দক্ষিণ দেশের ভূপতিদিগের সহিত সন্ধিসংস্থাপনে কৃতনিশ্চয় হইলেন। তিনি ১৭৯০ খ্রীঃ অব্দে মহারাষ্ট্রীয় মহা-মন্ত্রী নানা করনবীস * ও হাইদ্রাবাদের অধীশ্বর নিজামের সহিত সন্ধি স্থির করিয়া, মাদ্রাজের গবর্নর মিডোস সাহেবকে সেনাপতিপদে নিয়ো-জিত করেন, এবং কলিকাতাহইতে এক দল সৈন্য কর্নেল ম্যাকসোয়েল সাহেবের অধীনে প্রেরণ করেন। টীপু নানা-বুদ্ধি-কৌশলে ও অসীম-পরাক্রম-সহকারে উভয় সৈন্যাধ্যক্ষের উদ্যম নিষ্ফল করিয়াছিলেন। কর্নওয়ালিস সেনাপতিদ্বয়ের পরাজয় শ্রবণ করিয়া সাতিশয় বিরক্ত হইলেন, এবং ১৭৯১ খ্রীষ্টাব্দে স্বয়ং সেনাপতিত্ব ভার গ্রহণ-পূর্বক সমরক্ষেত্রে যাত্রা করিলেন। এই সময়ে টীপু করাসীদিগের সহিত মৈত্রতলাভাশয়ে ত্রিচিনপ-ল্লীনগরের সমোপে কালব্যয় করিতেছিলেন। কর্ন-ওয়ালিস ত্রিরঙ্গপট্টন আক্রমণ করিবার মানসে বে-লোর নগর অতিক্রমণপূর্বক আশ্বুর উপত্যকা দিয়া গমন করিলেন, এবং পথিমধ্যে বাজালোর দুর্গ অবরোধ করিয়া অল্প কাল মধ্যে তাহা হস্তগত করিলেন। টীপু এই সকল সমাচার অবগত হইয়া তদীয় রাজধানীর অনতিদূরে কাবেরী নদীর তীরস্থ এরিকারা-নামক স্থানে ইংরাজ-সৈন্যের আগমন-প্রত্যাশায় অবস্থিতি করিতেছিলেন। কর্নওয়ালিস তথায় উপস্থিত হইলে এক ঘোর-তর সজ্জাম আরম্ভ হয়। টীপু অসামান্য-সাহস ও যুদ্ধকৌশল প্রকাশ করিলেও অবশেষে

* ইহার জীবন-বৃত্তান্ত রচয়িতার এই পদের ৪৯ পৃষ্ঠার আছে।

পরাস্ত হইয়াছিলেন। করন্‌ওয়ালিস তদনন্তর শ্রীরঙ্গ-পট্টনাভিমুখে গমন করেন, কিন্তু আহারো-পযোগী দ্রব্যসকলের অত্যন্ত অভাব প্রযুক্ত তাঁহাকে পথহইতেই প্রত্যাগমন করিতে হইয়াছিল। ১৭৯২ খ্রীষ্টাব্দে মহারাষ্ট্রীয় ও নিজামের সৈন্য ইংরাজ-সৈন্যের সহিত মিলিত হইল, এবং করন্‌ওয়ালিস তাহাদের সমভিব্যাহারে শ্রীরঙ্গ-পট্টন আক্রমণ করিতে পুনঃ যাত্রা করিলেন। পরে কএকটি ক্ষুদ্র যুদ্ধে জয়ী হইয়া রাজধানীর অনতিদূরে শিবির সংস্থাপনপূর্বক কাবেরী নদীর মধ্যবর্তী এক ক্ষুদ্র দ্বীপ অধিকৃত করেন। মহীসূরেশ্বর ভয়াকুল হইয়া কোন উপায় স্থির করিতে পারিলেন না। রাজধানী-রক্ষণে অশক্তি হইলে একেবারে রাজ্যভ্রষ্ট হইবেন ইহা তিনি বিলক্ষণ দেখিতে পাইলেন, অথচ বীর্যবান ইংরাজদিগের হস্তহইতে নগর রক্ষা করা তাঁহার পক্ষে অতিশয় দুঃসাধ্য ছিল। তিনি এই সমস্ত বিবেচনাপূর্বক করন্‌ওয়ালিসের সমীপে সন্ধি প্রার্থনা করিলেন, এবং যদিও উহা তাঁহার পক্ষে বিষম লজ্জাকর বোধ হইল, তথাপি তিনি অগত্যা অর্ধেক রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া সন্ধিসমাধা করিলেন।

লর্ড করন্‌ওয়ালিস এই কাপে মহীসূরের বিগ্রহ সমাধান করিয়া ভারতবর্ষের উন্নতি-সাধনে ও প্রজাবর্গের সুখ-সম্বর্দ্ধনে সাতিশয় যত্নবান হইলেন। বিশেষতঃ রাজকর আদায়ের কোন সুপ্রণালী না থাকাতে তিনি অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া উপায়ান্বেষণ করিতে লাগিলেন। ভারতবর্ষ ইংরাজদিগের অধিকারভুক্ত হওনাবধি রাজকর আদায়ের বিশৃঙ্খলতা প্রযুক্ত প্রজাবর্গের ক্রেশের একশেষ হইয়াছিল। রাজপুঙ্খেরা রাজকর আদায়ের জন্য প্রায় প্রতিবৎসর নূতন নিয়ম করিতেন, তাহাতে অনেকে ক্রেশ পাইত, কেহ বা অত্যাগ করিয়া অনেক ভূমি ভোগ করিত। প্রায় দ্বিশত

বৎসর-পূর্বে মোগল বংশোদ্ভব জগৎপ্রসিদ্ধ মহা-পরাক্রমশালী সম্রাট অকবরের মন্ত্রী টোডরমল বঙ্গদেশে ও ভারতবর্ষের দক্ষিণাঞ্চলে করাদান-কিন-য়ে একপ্রকার হুতন নিয়ম সংস্থাপিত করেন। ইংরাজীকর্মচারিগণ সেই নিয়ম অন্যথা করিয়া প্রজাবর্গের বিষম দুর্গতি ও দুরবস্থার কারণ হইয়াছিলেন। লর্ড করন্‌ওয়ালিস তৎসমুদায়ের প্রতীকার করিবার মানসে ইংলণ্ডীয় কার্য্যাধ্যক্ষদিগের মতানুসারে বন্দোবস্ত করিতে প্রবৃত্ত হইয়া ভূম্যধিকারিদিগকে ভূমির স্বত্ব ও অধিকার এককালে প্রদানপূর্বক দশ বৎসরের নিমিত্ত এক নূতন বন্দোবস্ত করিলেন। পরে ইংলণ্ডীয় রাজপুঙ্খদিগের অনুমতি লইয়া ঐ বন্দোবস্ত চিরস্থায়ী করিয়া দেন। এই প্রযুক্ত এই-ক্ষণকাল বঙ্গদেশের ভূমির চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত “দশ শালা বন্দোবস্ত” নামে প্রসিদ্ধ আছে। এতদ্বারা জমিদারগণের অধিকার ও স্বত্ব দৃঢ়ীকৃত হয়, কারণ তৎসময়ে যে কর নির্ধারিত হইল তাহাহইতে কদাচিৎ অধিক চাহিবেন না, রাজপুঙ্খেরা এই প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ হইলেন; অথচ প্রাচীন গৃহস্থ প্রজার কর রক্ষি না করিতে ভূম্যধিকারীরা স্বীকৃত হওয়াতে প্রজাবর্গের যে অশেষ উপকার হয় ইহা অবশ্য স্বীকর্তব্য। জমিদারগণ এই বন্দোবস্তে যে বিশেষ উপকৃত হইয়াছিলেন তাহাতে সন্দেহ নাই; পরন্তু করন্‌ওয়ালিস সাহেব কেবল রাজস্বের সুপ্রথার জন্য এই বন্দোবস্তে প্রণোদিত হইয়াছিলেন, কি এতদেশীয় জমিদারদিগের মঙ্গলার্থে সচেষ্ট হইয়াছিলেন ইহা নিশ্চয় বলা কঠিন; কারণ যদিও তাঁহার আইনের ভূমিকাতে জমিদারের মঙ্গল-বিষয়ক কথা উল্লেখ আছে, তথাপি ইহা মন্তব্য যে তাঁহার আগমনের পূর্বে বাঙ্গালীরা রাজকীয় নানা উচ্চপদের কর্ম ও গুরুবেতন প্রাপ্ত হইত, তিনি আসিয়া একেবারে তাহা রহিত করিয়া কোন বাঙ্গালীকে ২৫ টাকা বেতনের অধিক

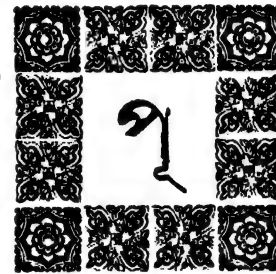
দেন নাই। তাঁহার আধিপত্যের শেষ বৎসরে আইন হইবার প্রথা হয় এবং তিনি যে সকল আইন করিয়া যান তাহা অত্যন্তম হইয়াছিল, এবং তাহাতে দেশের যথেষ্ট উপকার হয়। এই সকল আইনের কএকটি গ্রন্থ অদ্যাপি প্রচলিত আছে।

লর্ড করনওয়ালিস্ ভারতবর্ষ-পরিচ্যাগপূর্বক ১৭৯৪ খ্রীষ্টাব্দে ইংলণ্ডে উপনীত হন। রাজা তাঁহার সম্মানার্থে তাঁহাকে মার্কুয়িসপদে অধিষ্ঠিত করেন। ১৭৯৮ খ্রীষ্টাব্দে আয়ারলণ্ড-দেশে ঘোরতর বিদ্রোহ উপস্থিত হইলে, করনওয়ালিস্কে তত্রত্য রাজপ্রতিনিধিপদে নিযুক্ত করা হয়। তিনি তথায় বুদ্ধিকৌশল-সহকারে নানাবিধ অনিষ্টোৎপাদক উপদ্রবসকল নিবারণ করেন। একোনবিংশ শতাব্দীর প্রথম বৎসরে করাচীদিগের সহিত সন্ধি-সংস্থাপনার্থে তিনি ক্রান্স-দেশে দৌত্যকার্য্যে প্রেরিত হন, এবং তথায় আমিয়েঁ-নগরে এক পরিপাটী সন্ধি-সমাপ্তাদ্বারা প্রভূত যশঃ লাভ করিয়া স্বদেশে প্রতিগমন করেন।

এইরূপে করনওয়ালিস্ রাজকার্য্যে ও স্বদেশের হিতার্থে প্রায়ঃ জীবনের অধিকাংশই অতি-বাহিত করেন। পরে বৃদ্ধাবস্থায় তিনি পরিজন-বেষ্টিত হইয়া আশ্রয়গণের সহবাস-সুখে কালতি-পাত করিবেন, ইহা প্রত্যাশা করিয়াছিলেন; কিন্তু তিনি সে আশায় বঞ্চিত হন। তদীয় প্রস্থান-সময়াবধি ভারতবর্ষীয় মহাকাব্যক্ষেত্রে নানা অশুভ ও অনিষ্টোৎপাদক ব্যাপার উৎপন্ন হইয়াছিল। তৎসমুদায় নিমূল করিবার জন্য তাঁহাকে ১৮০৫ খ্রীষ্টাব্দে পুনরায় গবর্নর-জেনারেলপদে নিযুক্ত করা হয়। করনওয়ালিস্ যখন ভারতবর্ষে দ্বিতীয় বার উপনীত হন, তখন রাজকোষ শূন্য হইয়াছিল, এবং এতদেশীয় রাজন্যবর্গেরা অনেক ইংরাজ-বিক্রমে অস্ত্রধারণ করিতে প্রস্তুত হইয়া-
ছিল। এই সকল উপদ্রবের নিবারণার্থে তাঁহাকে

বিশেষ প্রযত্ন ও পরিশ্রম করিতে হইয়াছিল; কিন্তু তিনি সে সময়ে তরুণ শ্রমের উপযুক্ত পাত্র ছিলেন না। তাঁহার বয়ঃক্রম তৎকালে ৩৫ বৎসর হইয়াছিল; তথা শারীরিক ক্রেশ মানসিক পরিশ্রম, এবং দীর্ঘ প্রবাসে, তাঁহার শরীর একেবারে ভগ্ন হইয়াছিল। তিনি গুরুতর রাজ্যভার বহন করিতে নিতান্ত অক্ষম হইয়া পড়িয়াছিলেন। সেই অবস্থায় ভারতবর্ষের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে যাত্রা করিয়া পথিমধ্যে ১৮০৫ অব্দে ৫ই অক্টোবর গাজীপুর-নগরে মানবলীলা সংবরণ করেন। তদীয় অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া অতিসমারোহপূর্বক সম্পন্ন হইয়াছিল। তাঁহার মৃত্যুকালে তাঁহার একটি পুত্র ও একটি কন্যা বর্তমান ছিল।

ত্রিপুরা।



বে এই ত্রিপুরা-রাজ্য “কি-রাত” নামে বিখ্যাত ছিল। পরে চন্দ্রবংশীয় জমৈক ত্রি-পুর-নামক রাজার রাজত্ব-সময়ে এই রাজ্যের নাম ত্রিপুরা হয়। ত্রিপুর সুপ্রসিদ্ধ রাজা যযাতির পুত্র। যযাতির সময়ে শৈবমতের বহুলপ্রচার ছিল; কিন্তু ত্রিপুর স্বীয়-শাসনসময়ে ঘোরতর ধর্ম্মদ্রোহী হইয়া শৈবমত বিলুপ্ত করিবার জন্য, এমন কি প্রজাবর্গের সর্ব্বম্ব বিলুপ্ত করিতে লাগিলেন, সুতরাং প্রজাগণ একান্ত ভীত হইয়া স্বদেশ-পরিচ্যাগ-পূর্বক কাছাড়ে গিয়া উপনিবেশ সংস্থাপন করিল। তথায় তত্রত্য নরপতির কোম সাহায্য না পাও-য়াতে পাঁচ বৎসর পরে প্রজাগণকে অগত্যা পুনরায় ত্রিপুরা রাজ্যে প্রত্যাগমন করিতে হইল। গণপ আছে যে এই প্রজা দৃঢ়তর-ভক্তিসহকারে শিবের উপাসনা আরম্ভ করিলে মহাদেব সদয় হইয়া

আশ্বাস-প্রদানপূর্বক করিলেন, আমি এই অজী-
কার করিতেছি যে, অচিরেই ত্রিপুরের নাশ,
এবং উহার পত্নীর গর্ভে ত্রিলোচননামে এক
কুমার উৎপন্ন হইবে। তখন উপাসকগণ শিব-
বাক্যে আশ্বস্ত হইয়া কালান্তিপাত করিতে লাগি-
ল। কিছু-কাল-পরে শিববাক্যের ফলোদয় হইলে
প্রজাগণ পরমাত্মাদিত হইয়া ত্রিলোচনকে সিংহা-
সনে আরোহিত করিল। অনন্তর মহাসমারোহে
কাছাড়ের রাজতনয়ার সহিত ত্রিলোচনের
বিবাহ-কার্য্য নির্বাহ হইল। রাজতনয়ার গর্ভে
ত্রিলোচনের দ্বাদশ পুত্র জন্মে। পরে কাছাড়ের
নরপতি মর্ত্যভূমি পরিত্যাগ করিলে তাঁহার
দ্বাদশ দৌহিত্রের অন্যতম এক জন সিংহাসনে
অধিকার হইলেন। এদিকে ত্রিপুরার রাজা ত্রিলো-
চনও কলেবর পরিত্যাগ করিলেন। তাঁহার অন্য-
তম পুত্র দক্ষিণ, পিতার আদেশ ও প্রজাবর্গের
মতানুসারে সিংহাসনে আরোহিত হইলেন। অনন্তর
জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা কাছাড়হইতে প্রত্যাগত হইয়া এই
ব্যাপার-দর্শন ও শ্রবণপূর্বক সাতিশয় ঈর্ষাপরবশ
হইয়া ভ্রাতা দক্ষিণের প্রতিকূলে যুদ্ধ-ঘোষণা করিয়া
দিলেন। সপ্তাহ-যুদ্ধের পর তিনি জয়পতাকা
উড্ডীন করত স্বয়ং সিংহাসনে অধিকার হইলেন।
তখন অন্যান্য ভ্রাতৃগণ ভয়ে পলায়নপূর্বক খা-
লান্‌সা নদীর উপকূলে গিয়া নূতন রাজ্য সংস্থাপন
করিল। এদিকে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা নিকপদ্রবে রাজ্য
করিতে লাগিলেন। পরিশেষে কালসহকারে তিনি
জরাজীর্ণ হইয়া পড়িলে বিদ্রোহ-ঘটনার সূচনা
হইতে লাগিল। তৎশ্রবণে যেমন তিনি সিংহা-
সন-পরিত্যাগের বাসনা করিতেছিলেন অমনি
মৃত্যুই তাঁহার আনুকূল্য সাধন করিল।

অনন্তর এই ত্রিপুরা-রাজ্যের সিংহাসনে ক্রমে
ক্রমে ত্রিসপ্ততিতম রাজা অধীত হইলে চতুঃ-
সপ্ততিতম রাজা জেরাকা রাজপদে আসীন হইয়া

উদয়পুর আক্রমণ করিলেন। উদয়পুরের রাজা
নিকা সহস্রসংখ্যক সুশিক্ষিত সৈন্য এবং কুকি-
সৈন্যের সহায়তায় প্রাণপণে স্বীয় নগর রক্ষা
করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন; কিন্তু কিছু-
তেই কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না। পরিশেষে
ত্রিপুরারাজ জয় লাভ করিয়া তথায় রাজধানী
সংস্থাপন করিলেন। এই জয়লাভে তাঁহার উৎ-
সাহ একপা পরিবর্জিত হইয়াছিল, যে, তিনি
সমস্ত বঙ্গদেশ পরাজয় করিতে কৃতসঙ্কল্প
হইয়াছিলেন; কিন্তু বলা বাহুল্য যে তাঁহার সে
আশা ফলবতী হয় নাই।

সে যাহা হউক, অনন্তর বঙ্গবর্ত্তিতম রাজা সম্ভ-
কারের শাসনসময়ে জনৈক ধনাঢ্য ব্যক্তি গোড়-
দেশের নরপতিজ্ঞ উপহার প্রদান করিবার
নিমিত্ত কতগুলি বুড়া ও মহামূল্য হীরকাদি লইয়া
যাইতেছিল, পশ্চিমে ত্রিপুরা-রাজ্যের আদে-
শানুসারে তৎসমুদায় বিলুপ্তি হইলে সেই সমস্ত
রত্নাস্ত্র গোড়-রাজ্যের কর্ণগোচর হইল। তিনি
শ্রবণমাত্র ক্রোধে প্রজ্বলিত হইয়া সমরানল সম্মী-
পিত করিবার জন্য কতকগুলি সৈন্য প্রেরণ করি-
লেন। তাহাতে ত্রিপুর-রাজ একান্ত ভীত হইয়া
সন্ধিসংস্থাপনের জন্য কৃতসঙ্কল্প হইলে তাঁহার
প্রধানা মহিষী কোপে কম্পান্বিত-কলেবর হইয়া
তাঁহার ভীকতার যথোচিত তিরস্কার করত সৈ-
ন্যদিগকে আশ্বাসপূর্বক করিলেন; “তোমাদিগের
রাজা সিংহাসনে অধিকার আছেন বটে, কিন্তু
শৃগালের ন্যায় কার্য্য করিতে সমুদ্যত হইয়াছেন;
অতএব যদি তোমাদিগের বাসনা থাকে, আমি
স্বয়ং সমরক্ষেত্রে সমবর্ত্তী হইতেছি, তোমরাও
আমার অনুবর্ত্তী হও।” সৈন্যগণ রাণীর এই
বীর্য্যপ্রোৎসাহকবাক্যে সমধিক-উৎসাহিত হইয়া
সকলেই সন্মত হইল। অনন্তর রাজমহিষী
সৈন্যগণ-সমভিব্যাহারে সমরক্ষেত্রে অবতীর্ণ

হইয়া ঘোরতর যুদ্ধের পর গৌড়াধিপতির সমস্ত সৈন্য পরাজিত করিলেন। সাহস অত্যাৱ-
কৃষ্ট পদার্থ।

অষ্টনবতিতম রাজা খিসরকার শাসন-সময়ে রাজমহিষী সূচি-কার্যে বিলক্ষণ সুশিক্ষিতা হই-
য়াছিলেন বলিয়া রাজ্যমধ্যেও সূচিকাৰ্য্যের
বিলক্ষণ উন্নতি হয়। উক্ত রাজার অষ্টাদশ
পুত্র হইয়াছিল। তন্মধ্যে সর্বকনিষ্ঠের সর্বাধিক
প্রত্যাশমতীত্ব গুণ থাকাতে, রাজা তাঁহাকে
সিংহাসনভাগী করিবেন বলিয়া মনোনীত করি-
য়াছিলেন, কিন্তু নরপতির মৃত্যুর পর ভাতৃ-
গণ তাঁহাকে দেশভ্রমণার্থে প্রেরণ করিলে তিনি
বহুকাল গোড়ের রাজধানীতে অবস্থান করেন।
অনন্তর প্রত্যাগমনকালে কতগুলি মুসলমান-
সৈন্য-সমভিব্যাহারে স্বদেশে আগমনপূর্বক সহো-
দরকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া স্বয়ং একাধিপত্য
করিতে লাগিলেন। এই সময়ে তিনি অপহৃত স্থান-
সমুদয় হস্তগত করিবার জন্য গোড়ের রাজার
নিকট ৪,০০০ সৈন্য এবং “মানিক” এই উপাধি
প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তদবধি অদ্যাপি ত্রিপুরার
রাজবংশধরেরা “মানিক” এই উপাধি ধারণ
করিয়া আসিতেছেন।

গম্প আছে যে ধর্ম্মমানিক প্রথমতঃ সন্ন্যাসি-
বেশে নানা-দেশ পর্য্যটন করিয়া পরিশেষে যখন
বারাণসী-তীর্থে সমুপস্থিত হন, সেই সময় একটি
সর্প তাঁহার শরীর বেষ্টন করিয়া মস্তকোপরি ফণা
ধারণ করে। তদর্শনে তত্রত্য সকলেই বিবেচনা
করিলেই, এই ব্যক্তি অচিরে রাজপদে অভিষিক্ত
হইবে। ফলতঃ এই ঘটনার অব্যবহিত পরেই
ত্রিপুরাহইতে এক রাজদূত আসিয়া কহিল, “মহা-
রাজ! নরপতি বসন্তরোগে স্বর্গলাভ করিয়াছেন;
অতএব জ্যেষ্ঠপুত্র কনিষ্ঠকে রাজপদে বরণ করা
প্রজ্ঞা ও সৈন্যগণের অতিপ্রেম নহে। এক্ষণে আ-

পনি স্বীয় রাজধানীতে আগমনপূর্বক সিংহাসনে
অধিরোহণ করুন।” ধর্ম্মমানিক তদনুসারে ত্রিপুরা-
গমনপূর্বক ১৪০১ খ্রীষ্টাব্দে সিংহাসন গ্রহণ করি-
লেন। তিনি চতুরধিকশততম রাজা, তাঁহার রা-
জত্ব-সময়ে ৩২ বৎসর কাল রাজ্যমধ্যে কোন
উপদ্রব ছিল না। অনন্তর তিনি মর্ত্যভূমি পরি-
ত্যাগ করিলে ১৪৩২ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র
সিংহাসনে অধিরোহিত হইয়াছিলেন; কিন্তু অচি-
রাৎ তিনি নিহত হইলে ধর্ম্মমানিকের ভ্রাতা
সিংহাসনে অধিরোহণ করেন। তৎকালে রাজ-
মনোনীতকরণবিষয়ে সৈন্যাদ্যক্ষদিগের বিশেষ
ক্ষমতা ছিল। ধর্ম্মমানিকের ভ্রাতা কুষ্ঠরোগা-
ক্রান্ত ছিলেন বলিয়া তাঁহার প্রতি সেনাপতি-
দিগের নিতান্ত বিদ্বেষ থাকাতে, তাহার। তাঁহাকে
বিনাশ করিবার জন্য ষড়্‌যন্ত্র করে; কিন্তু ধর্ম্মের
এমনি কর্ম্ম, তিনি বিনষ্ট না হইয়া সেনাপতিগণই
নিহত হইয়াছিল। যাহা হউক, এই ঘটনার কিছু
কাল পরে তিনি বঙ্গদেশ আক্রমণ করিলে, গৌড়া-
ধিপতি কতগুলি সৈন্যকে বন্দীকৃত করিয়া হস্তি-
পদতলে নিক্ষেপ করিতে আদেশ করেন। এদিকে
ত্রিপুরাধিপতি গোড়ের অধিকৃত খান্দেরল প্রদেশ-
গ্রহণপূর্বক একপ নিষ্ঠুররূপে বিলুপ্ত করিয়াছি-
লেন যে, তাহাতে তত্রত্য লোকদিগকে রক্তাক্ত
পরিধান করিতে হইয়াছিল। অনন্তর তিনি কমি-
ল্লার মধ্যে এক সুদীর্ঘ দৌর্য্যিক খনন করাইয়া-
ছিলেন। এই দৌর্য্যিক ধর্ম্মসাগরনামে প্রসিদ্ধ হয়।

পূর্বে থানাসিনামে একটা নগর ত্রিপুরার
অধিকারস্থ ছিল, কিন্তু কুর্কিদিগের একান্ত উপদ্রব
উপস্থিত হওয়াতে এই নগর তাহাদিগের অধিকৃত
হয়। থানাসিনামে ত্রিপুরাধিপতির এক খেত
হস্তী ছিল। কুর্কিদিগের নিকট এই হস্তী প্রত্যাৰ্পণ
প্রার্থনা করিলে তাহার। অস্বীকৃত হওয়াতে ত্রিপুরা-
পতি থানাসি অবরোধ করিতে অনুমতি করেন।

তদনুসারে সেনাপতি রায়চাঁচগ সৈন্যসমভি-
 ব্যাহারে থানাসির দুর্গ অবরোধ করিলেন। কিন্তু
 ক্রমাগত ছয় মাস অবরোধের পর রায়চাঁচগ
 বিরক্ত হইয়া কি উপায়ে দুর্গমধ্যে প্রবেশ করি-
 বেন, তাহারই অনুসন্ধান এবং নানা প্রকারে স্বীয়
 সৈন্যদিগকে উত্তেজিত করিতে লাগিলেন। ইত্য-
 বসরে এক দিন গায়েরা-নামক একটি ক্ষুদ্র গো
 দুর্গহইতে নির্গত হইয়া বহির্দেশে বিচরণ করিতে-
 ছিল। সৈন্যগণ তাহাকে ধৃত করিয়া তাহার
 গল-দেশে রজ্জুবন্ধনপূর্বক ছাড়িয়া দিল। একপ
 করিবার উদ্দেশ্য এই যে, উক্ত গো যে পথে
 দুর্গে প্রবেশ করিবে সৈন্যগণও অনায়াসে সেই
 পথে দুর্গমধ্যে প্রবেশ করিতে পারিবে। ভাগ্য-
 ক্রমে ঐ কোশল কলবৎ হওয়াতে সকলেই দুর্গ
 মধ্যে প্রবেশ করিল। তৎকালে দুর্গের দ্বার-
 রক্ষকগণ সুরাপানে একান্ত উন্মত্ত হওয়াতে সুবি-
 ধার পরিণামা ছিল না। রায়চাঁচগ প্রবেশ করি-
 বামাত্র দুর্গস্থিত পুরুষদিগকে বিনষ্ট এবং অবলা-
 গণকে বন্দীকৃত করিতে আদেশ করিলেন। এই-
 রূপে শত্রুদিগকে পরাস্ত করিয়া দুর্গ অধিকার
 করিবার পর অন্যান্য প্রদেশ সমুদায় অধিকৃত
 হইয়া উঠিল। ত্রিপুরাধিপতি ১৫১২ খ্রীষ্টাব্দে
 গোড়াধিপতির সৈন্যদিগকে পরাজয় করিয়া চট্ট-
 গ্রাম অধিকার করিয়াছিলেন।

ঐ সময়ে বঙ্গদেশের অধিপতি হোসেন শাহ
 সৈন্যসমুহ করণ পূর্বক গৌর মানিককে সেনা-
 নায়ক করিয়া ত্রিপুরার বিকছে প্রেরণ করি-
 লেন। উক্ত সেনাপতি প্রথম যুদ্ধে মেহরকুল
 দুর্গ অধিকার করিয়াছিলেন; কিন্তু দ্বিতীয়-দুর্গা-
 ধিকারের সময়ে পরাভূত হন। হোসেন শাহ
 পুনরায় হিতৈশ্বর্ষকে সেনাপতি করিয়া রাজা-
 মাটা ব্রাহ্মণ করিবার জন্য প্রেরণ করিলেন।
 প্রথম যুদ্ধে ত্রিপুরা-রাজ শ্রীধর্মের সৈন্যগণ পলা-

য়ন করে। পরে নরপতি কোশলক্রমে মদীজ্যোত
 কঙ্ক করিয়া যুক্ত করিয়া দিলে শত্রুসৈন্য একে-
 বারে জলজ্যোতে ডাসিয়া যায়, সুতরাং হিতৈশ্ব
 ষ্বর্ষকে শিরে করাঘাত করিতে করিতে বহির্দেশে
 প্রত্যাগত হইতে হইল। প্রত্যাগমন করিয়াও তাঁ-
 হার শিরে করাঘাতের নিরস্তি হয় নাই। আসিবা-
 মাত্র গোড়-নরপতি তাঁহাকে পদচ্যুত করিলেন।
 এ দিকে ত্রিপুরাধিপতি শ্রীধর্ম রাজধানী-আগ-
 মনপূর্বক মহাসমারোহে দেবদেবীর অর্চনা করিতে
 লাগিলেন। ইতিপূর্বে প্রতিবৎসর সহস্র নরবলি
 দিবার প্রথা প্রচলিত ছিল; কিন্তু এই সময়-অবধি
 তিন বৎসরের অন্তর এক একটি নরবলির নিয়ম
 নিকাশিত হইল। শ্রীধর্মের সময়ে সজীত শাস্ত্রের
 সমধিক অনুশীলন হইয়াছিল। তিনি এক মণ
 পরিমিত স্বর্ণে ভুবনেশ্বরী দেবীর প্রতিমা নির্মাণ
 করাইয়া প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। তৎকালে
 অনেক উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট মন্দিরও নির্মিত হইয়াছিল।
 রজ-বয়সে বসন্ত রোগ তাঁহাকে হস্তাবলম্ব-প্রদান
 করিলে, তৎকালের সতীধর্ম্যানুসারে তাঁহার পত্নীও
 তাঁহার অনুগমন করিয়াছিলেন।

অনন্তর তাঁহার পুত্র দেবমানিক সিংহাসনের
 উত্তরাধিকারী হইলেন। অনতিকালবিলম্বে তাঁ-
 হাকে যুদ্ধার্থে চট্টগ্রামে যাত্রা করিতে হইয়াছিল।
 তথ্যহইতে প্রত্যাগমন করিয়া তিনি দেবদেবার
 অর্চনা আরম্ভ করিলে এক জন ব্রাহ্মণ কোশল-
 ক্রমে তাঁহার চোদ্দ জন সেনাপতিকে পূজিত
 দেবদেবীর নিকট বলিপ্রদান করিবার অনুমতি
 প্রদান করেন। তদনুসারে তাহাই অনুষ্ঠিত হয়;
 কিন্তু পরকণ্ঠে ব্রাহ্মণের দুরভিসন্ধিক্রমে এই
 বলিদান-কার্য সম্পাদিত হইয়াছে জানিতে
 পারিয়া রাজা দেবমানিক সেই রূপে ঐ ব্রা-
 হ্মণকে বলিদান করিতে উদ্যত হইলেন। পরে
 রাজা দেবমানিক ঐ ব্রাহ্মণকে বিনাশ করিতে

না পারিয়া তাহার কুটবুদ্ধিজালে জড়িত হইয়া স্বয়ং কলেবর পরিত্যাগ করিলেন। তৎকালে ব্রাহ্মণ এই প্রচার করিয়া দিল যে, পূজারের ব্যতিক্রম ঘটতে দেবতার কুপিত হইয়া নরপতিকে বিনাশ করিয়াছেন। ঐ সময়ে উক্ত ব্রাহ্মণ যুত রাজার কনিষ্ঠা পত্নীর সহযোগে রাজ্যভার স্বয়ং বহন করিতে লাগিলেন; কিন্তু তাহা সহ্য হইবে কেন? অনতিবিলম্বেই প্রজাগণ মন্ত্রীর সহিত মন্ত্রণা করিয়া তাহাদিগের উভয়কেই বিনষ্ট এবং একত্র প্রোথিত করিল। অনন্তর দেবমানিকের পুত্র ব্রজমানিক নব নরপতি হইলে, অমাত্যদ্বারা সমুদায় রাজকার্য্য নির্বাহ হইতে লাগিল; তিনি কেবল পুষ্কলিকার ন্যায় সিংহাসনে আসীন থাকিতেন। ক্রমে নৃপতি তাহাতে অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া কৌশলক্রমে অমাত্যের বধ সাধন করিলেন। পরিশেষে তিনি সমরবেশে যাত্রা করিলে অনেক স্থলে তাঁহার জয়পতাকা উড্ডোন হইয়াছিল। ঐ সময়ে কসাই এবং খ্রীহট্টের নরপতি তাঁহাকে উপহার প্রেরণ করেন। তন্মধ্যে খ্রীহট্টের নরপতির প্রদত্ত উপহার নিতান্ত সামান্য দেখিয়া মনোমধ্যে অপমানবুদ্ধির উদয় হওয়াতে তাঁহার বিরুদ্ধে কোদালী অস্ত্রধারী ১,২০০ মেহতর সৈন্য প্রেরিত হইল। তাহাতে খ্রীহট্টরাজের অপমানের অবধি রহিল না। অনন্তর তিনি কাছাড়ের ভূপালদ্বারা ক্রমা প্রার্থনা করাইলে ব্রজমানিকের রোষামল উপশামিত হইল। তখন মেহতর সৈন্যসকল প্রতিনিবৃত্ত হইয়া জয়ন্তী-নগরে প্রস্থান করিল।

ঐ সময়ে সহস্র-সংখ্যক অশ্বারোহী সৈন্য বেতন না পাওয়াতে ঘোরতর বিদ্রোহী হইয়া উঠিল। রাজাকে বিনাশ করিয়া রাজ্য অধিকার করা তাহাদিগের একান্ত অভিপ্রেত ছিল; কিন্তু তাহা না ঘটিলে তাহারা স্বয়ং বিনষ্ট হয়। এদিকে

গৌড়াধিপতি ত্রিপুরা-আক্রমণ-জন্য ৩,০০০ অশ্বারোহী এবং ১০,০০০ হাজার পদাতি সৈন্য প্রেরণ করিয়াছিলেন; কিন্তু সঙ্গ্রাম সমুপস্থিত হইলে গোড়ের সেনাপতি ধৃত ও বন্ধীকৃত হওয়াতে সমরানল নির্বাণ হইয়া গেল। তৎপরে যখন বিজয়মানিক সিংহাসনে অধিকৃত হন, তখন তিনি ২৩,০০০ পদাতি ৫,০০০ অশ্বারোহী এবং কতকগুলি গোলন্দাজ সমভিব্যাহারে ব্রহ্মপুত্র নদ এবং লক্ষ্মী ও পদ্মানদী উত্তীর্ণ হইয়া সুবর্ণগ্রাম আক্রমণ করিলেন। অনন্তর সমরবিজয়ী হইয়া তত্রত্য ব্রাহ্মণদিগকে ধনাদি দানপূর্বক স্বীয় রাজধানী রাঙামাটিতে প্রত্যাগত হন। ঐ সময়ে এক জন গণক তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র অনন্তমানিক রাজ্যাধিকারী হইবে বলিয়া নির্দেশ করাতে, তিনি জ্যেষ্ঠ পুত্রকে তীর্থযাত্রাচ্ছলে উড়িষ্যায় প্রেরণ করিলেন। ঐ দিকে অনন্তমানিক যুবরাজপদে অভিষিক্ত হইয়া রাজকার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিলেন। প্রধান সেনাপতি গোপীপ্রসাদের কন্যার সহিত তাঁহার পরিণয়কার্য্য নির্বাহ হইয়াছিল। কিয়দ্দিন-পরে রজ্জ রাজা বসন্তরোগে কলেবর পরিত্যাগ করিলেন। ঐ দিকে গোপীপ্রসাদ রাজ্যলোভ সংবরণ করিতে না পারিয়া স্বীয় জামাতা অনন্তমানিকের প্রাণসংহারপূর্বক সিংহাসনে আরোহণ, এবং উদয়মানিক এই নামধারণ করিলেন। তৎকালে রাঙামাটি রাজধানী উদয়পুর-নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছিল। কিছু কাল রাজ্য-শাসন করিবার পর এক জীজনপ্রদত্ত বিষবটিকা ভক্ষণ করিয়া তাঁহার মৃত্যু হয়। তখন তাঁহার পুত্র জয়মানিক রাজপদে অভিষিক্ত হইলেন; কিন্তু তাঁহার তাদৃশ ক্ষমতা না থাকাতে তাঁহার পিতৃব্য কনাগনারায়ণদ্বারাই রাজকার্য্য নির্বাহিত হইতে লাগিল। ঐ সময়ে ভূতপূর্ব রাজা বিজয়মানিকের উপপত্নীগর্ভজাত পুত্র

অমরমাণিক সাতিশয় ক্রমতালী হইয়া উঠিয়াছিলেন; সুতরাং তিনি জয়মাণিক ও কনাগনারায়ণের বধসাধনপূর্বক স্বয়ং সিংহাসনে অধি-
 রোহণ করিলেন। এ দিকে খ্রীষ্টের জমীদার-
 দিগের মধ্যে অনেকেই, তিনি প্রকৃত রাজপুত্র
 নহেন, বলিয়া তাঁহার নিদেশ-প্রতিপালনে এবং
 কর-প্রদানে অসম্মত হইলেন; কিন্তু যুদ্ধ উপস্থিত
 হইলেই বৈতসীৱক্তি অবলম্বনপূর্বক উক্ত প্রদেশস্থ
 সকলেই কর-প্রদ হইল। অনন্তর তিনি আরাকান্
 প্রদেশ আক্রমণ করিলে মগ-সৈন্যগণ পোতু-
 গীজদিগের সহায়তায় প্রথমে তাঁহাকে পরাজিত
 করিল। পরিশেষে তিনি স্বীয় তনয়ত্রয়কে সেনা-
 পতিপদে অভিষিক্ত করিয়া যুদ্ধার্থ প্রেরণ করিলে
 মগসৈন্যেরা সন্ধিসংস্থাপনে বাধ্য হইল; কিন্তু
 অস্পকালপরে প্রকারান্তরে অমরমাণিকের অন্য-
 তম পুত্রের প্রাণ-সংহারপূর্বক ক্রমশঃ অগ্রসর
 হইয়া ১৫৮৭ খ্রীষ্টাব্দে ত্রিপুরামধ্যে প্রবেশ করিল।
 তাহাতে অমর-মাণিক রাজধানী-পারিত্যাগ-পূর্বক
 দমদম অরণ্যে পলায়ন করিলেন। এইরূপ শোচ-
 নীয় ব্যাপার উপস্থিত হওয়াতে তাঁহার অপমানের
 অবধি রহিল না; সুতরাং তিনি অধিক পরিমাণে
 আকিম ভঞ্জন করিয়া প্রাণত্যাগ করিলেন।

যাহা হউক তৎপরে তাঁহার পুত্র রাজ্যধরমা-
 ণিক সিংহাসনে অধিকার হইলেন। তিনি ঘোরতর
 বৈষ্ণব ছিলেন। প্রায় তিন বৎসর রাজ্য-শাসন
 করিবার পর তিনি গোমতী নদীতে অবতীর্ণ হইয়া
 কলেবর পরিত্যাগ করেন। অনন্তর ১৫৯১ খ্রীষ্টাব্দে
 যশোধরমাণিক রাজপদে অভিষিক্ত হইলে পাঠান-
 রাজ হুসেন শাহের সহিত ক্রমাগত একবিংশতিবর্ষ
 যুদ্ধ চলিতেছিল। এ দিকে জহাজীর বাদশাহ হস্তী
 ও অশ্বজাভের লোভে কতেজকে ত্রিপুরা আ-
 ক্রমণ করিতে আদেশ করিলেন। তদনুসারে
 সেনাপতি কতেজ তথায় গমনপূর্বক সমরানল

প্রজ্জ্বলিত করিয়া পরিশেষে যশোধরকে বন্দীকৃত
 করত দিল্লীতে প্রত্যাগত হইলেন। পরে ত্রিপুররাজ
 বার্ষিক করস্বরূপ হস্তী ও অশ্ব প্রদানে অস্বীকার
 করিলে পুনরায় রাজ্যলাভে অনুমতি পাইলেন।
 অনতিকালবিলম্বে তিনি রুমাবনে গমন করিয়া
 স্বর্গলাভ করেন। অনন্তর ১৬২৫ খ্রীষ্টাব্দে কল্যাণ-
 মাণিক সিংহাসনে অধিকার হন। ইহার শাসন-
 সময়ে ব্রাহ্মণগণ ভূরিপরিমাণে ধনাদি লাভ করি-
 য়াছিলেন, এবং তাঁহার স্বনাম ও শিবনামে অঙ্কিত
 মুদ্রা প্রচলিত হইয়াছিল। এই সময়ে দিল্লীর সম্রাট
 ভূতপূর্ব রাজার অধীকৃত হস্তাশ্ব-লাভে বঞ্চিত
 হওয়াতে পুনরায় ত্রিপুরা আক্রমণ করিয়াছিলেন;
 কিন্তু রূতকার্য্য হইতে পারেন নাই। কল্যাণমাণিক
 ব্রাহ্মণগণ সমভিব্যাহারে উড়িয়া মথুরা রুমাবন
 ও বারাণসী প্রভৃতি তীর্থ পর্য্যটন করিয়া পরি-
 শেষে ১৬৫৯ খ্রীষ্টাব্দে মানবলীলা সংবরণ করেন।
 এ দিকে গোবিন্দমাণিক সিংহাসনে অধিকার হইলেন,
 কিন্তু অনতিবিলম্বে তাঁহার বৈমাত্রেয় জাতা ছত্র-
 মাণিক মুরসিদাবাদের নবাবের সাহায্যে তাঁহাকে
 সিংহাসনচ্যুত করিয়া স্বয়ং সিংহাসন অধিকার
 করেন। ঘটনাক্রমে অত্যস্পকাল-মধ্যে বসন্ত-
 রোগে তাঁহার মৃত্যু হয়। তখন গোবিন্দ মাণিক
 পুনরায় সিংহাসনলাভে রূতকার্য্য হইলেন।
 তাঁহার সময়ে দিল্লীর সম্রাট তাঁহাকে সিংহাসন-
 চ্যুত করিতে চেষ্টা পাইয়াছিলেন, কিন্তু রূতকার্য্য
 হইতে পারেন নাই। যাহা হউক ইহার পর রত্ন-
 মাণিক, নরেন্দ্রমাণিক, ধর্মমাণিক, ও সত্যমাণিক
 প্রভৃতি কতিপয় নরপতির শাসনসময় অতিত
 হইলে, যৎকালে কৃষ্ণমাণিক ব্রিটিশসরকারের
 সহায়তায় রাজপদে অভিষিক্ত হইয়াছিলেন তৎ-
 কালে তিনি মহাসমারোহে তুলাকার্য্য সম্পাদন
 করিয়া নবদ্বীপের অধ্যাপকদিগকে নিমন্ত্রণ করি-
 য়াছিলেন। ইহার রাজ্য-শাসনের পর রাজেন্দ্র

মানিক সিংহাসনে আরোহণ করেন। ইহার প্রতি-
ষ্ঠিত অষ্টধাতুনির্মিত এক দেবমূর্তি অদ্যাপি
রক্ষাবনে বিদ্যমান রহিয়াছে। মণিপুরের রাজ-
তনয়র সহিত ইহার পরিণয়-কার্য সমাধিত হয়।
ইনি একোনবিংশতি বৎসর রাজ্য করিবার পর
ক্রমাগত চারি মাস বাঙনিপ্তমাত্র না করিয়া
দেবোপাসনা করিয়াছিলেন। ১৮২২ খ্রীষ্টাব্দে চন্দ্র-
গ্রহণ-সময়ে ইহার মৃত্যু হয়। ইহার আকোপ-
লক্ষে ভূরিপরিমাণে অর্থ ব্যয়িত হইয়াছিল।
তজ্জন্য ইহার ভাতা ঋণগ্রস্ত হওয়াতে চাঁদাঘারা
অর্থসমুহপূর্বক ঋণ পরিশোধ করিয়াছিলেন।

ত্রিপুরা-রাজ্য ইংরাজ-গবর্ণমেন্টের অধীন।
ইহার উত্তর-পশ্চিমে মেঘনা নদী, পূর্বদিকে ত্রিহুট
ও চট্টগ্রাম, দক্ষিণদিকে বঙ্গোপসাগর এবং
পশ্চিমে বাকরগঞ্জ ও ঢাকা। এই রাজ্য দক্ষিণো-
ত্তরে ৫৫ কোশ বিস্তৃত। ইহার পরিমাণ ফল
২,৪২৫ বর্গ কোশ। ইহাতে অহীন ১,৪০৩, ২৫০
লোকের বাস আছে।

চন্দ্র।



চন্দ্র কি? এ প্রশ্ন করিলে এত-
দেশীয় অনেকে আমাদিগের
প্রতি উপহাস করিতে পা-
রেন; কারণ তাঁহারা কহিতে
পারেন যে “চন্দ্র একটি গ্রহ
ইহা আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেই জ্ঞাত আছে, ভজের
নিকট এ প্রশ্নের প্রয়োজন কি?” পরন্তু এ কথায়
আমাদিগের প্রতি জন্মাইতে পারে না; উহার
শ্রবণে গ্রহ কি? এই প্রশ্নটি আমাদিগের মনে
উদিত হয়। আর গ্রহকে জ্যোতিষ্ক-বিশেষ বলি-
লেও এ প্রশ্নের উপসংহার হয় না। পুরাণে চন্দ্রকে
দেবতা-বিশেষ বলিয়া বর্ণনা আছে; এবং তাঁহার
স্ত্রী-পুত্র-কন্যার বর্ণনা দেখা যায়। পরন্তু আ-

মাদিগের অল্প বুদ্ধিতে এ পরম সুন্দর দেব-
পুরুষের গাত্রে আমাদিগের বাল্যকালের কুল-
গাহের নীচে বুড়ী চরকা কাটিতেছে ইহা ঘটে না।
অন্যত্র বর্ণিত আছে যে, ত্রক্ষর পুত্র অত্রি ঋষি
প্রজার উৎপাদনে অনুরক্ত হইয়া তিন সহস্র
বৎসর কঠোর তপস্যা করিলে তাঁহার নেত্রদ্বয়-
হইতে বীৰ্য্য নির্গত হয়, তাহাই চন্দ্র। পরন্তু
তাহা হইলে এ বীৰ্য্যরূপ চন্দ্র কলঙ্ক হইয়া
শশক বা মৃগী কোলে করিয়া কান্দিবে কেন?
এইরূপ অনেক আপত্তি মনে হয়। বিলাতে অজ্ঞ
স্ত্রীরা কহিয়া থাকে চন্দ্র “সবুজ পচা ছানায়”
নির্মিত; এ মীমাংসা মন্দ নহে; উহা এতদেশীয়
সংবিৎশোভের “চাঁদ আধাছানার মোণ্ডার
তাল” এই বাক্যের প্রতিকূপ বোধ হয়; পরন্তু
এ পচা ছানা গলিয়া পড়িয়া যায় না কেন, অথবা
মণ্ডা পচিয়া কাল হয় না কেন মনোমধ্যে এইরূপ
ভাবনা উদ্ভাবিত হয়। আমাদিগের ধাত্রীর উপ-
দেশানুসারে চন্দ্র আমাদিগের প্রাচীন “চাঁদা-
মামা” ইহা বিশ্বাস আছে; পরন্তু এ নিষ্ঠুর মাতুল
এক দিন ভাত দেওয়া দূরে থাকুক অনবরত আস্থানে
এ পর্য্যন্ত “চিড়ি” দিতেও আইসেন নাই; এই
প্রযুক্ত আমরা আর তাঁহাকে মাতুল বলিয়া স্বীকার
করিতে সন্মত নহি। কোন ধাত্রী চন্দ্রকে “সোণার
থাল” বলিয়া আমাদিগকে প্রবোধ দিতেন; কিন্তু
আকাশে এক থান সোণার থাল রাখিবার
প্রয়োজন কি, ও তিথিভেদে তাহার হাস,রন্ধি এবং
এক এক দিন লোপের অভিপ্রায় কি? এইরূপ
নানা সন্দেহে বিভ্রত হইতে হয়। এতদবস্থায় আমা-
দিগকে জ্যোতিঃশাস্ত্রের আশ্রয় স্বীকার করিতে
হইল; এবং এ অবলম্বনে কথায় যে বলে “মুরারেঃ
তৃতীয়ঃ পদ্মঃ” আমাদিগের তাহাই ঘটয়াছে।
এ শাস্ত্রে না “সোণার থাল,” না “আধাছানার
মোণ্ডা” না “পচাছানা,” না “চাঁদামামা,” না “দে-



পৃথিবীহইতে দৃষ্ট চন্দ্রের প্রতিকৃতি।



চন্দ্রহইতে দৃষ্ট পৃথিবীর প্রতিকৃতি।

বত্ৰা," না "কলঙ্ক" না "শশক," না "মুগী" না "বুড়ির কুলগাছ," কিছুই পোষকতা করে না; উহার মতে আমাদিগের পূর্ব সংস্কার সকলই অমূলক, ও পূর্ব উপদেষ্টারা সকলেই প্রতারক। ঐ শাস্ত্রে কহে যে চন্দ্র একটি গোলাকার রহৎ পার্থিবপিণ্ড বা ভাঁটা; তাহার ব্যাস ২,১৫০ ইংরাজী ফ্রোশ, এবং তাহা পৃথিবীহইতে ২,০৭,২২৭ ইংরাজী ফ্রোশ অন্তরে গড়াইতে গড়াইতে পৃথিবীকে পরিভ্রমণ করিতেছে। কলে চন্দ্র আর একটি পৃথিবী বা পৃথিবীর পারিষদ—পৃথিবীর সঙ্গে সঙ্গে ঘূর্ণন করিতেছে। ঐ ভ্রমণ অতিবেগে সম্পন্ন হইতেছে; এক এক ঘণ্টায় ২,০০০ ইংরাজী ফ্রোশ, বা এক মিনিটে ৩৮ ফ্রোশ ব্যাপ্ত হইয়া থাকে। ঘোড়দৌড়ের ঘোড়া প্রায় দুই মিনিটে এক ফ্রোশ ধাবন করে; তাহার তুলনায় চন্দ্র ৮০ গুণ অধিক বেগবান্; এবং ঐ-কপ বেগে ভ্রমণ করিয়া তাহা ২৭ দিন ৭ ঘণ্টা ৪০ মিনিট সময়ে পৃথিবীকে এক এক বার পরিবেষ্টন করে। জ্যোতিঃশাস্ত্রমতে চন্দ্রের যে পরিমাণ নিদ্বিষ্ট হয় তাহাতে চন্দ্র পৃথিবীর প্রায় চতুর্থাংশ বোধ হয়; এবং পৃথিবী যেমন স্থল-জল-পর্বত-

গুহাদিতে পরিপূর্ণ, চন্দ্রও সেই রূপ; তাহার কোন স্থান হিমালয় পর্বতহইতেও উচ্চ শৃঙ্গে মণ্ডিত, কোন স্থান বালুকাময় মরুভূমিতে আকীর্ণ, ও কোন স্থান বা ভীষণ গভীর গুহায় অবনত।

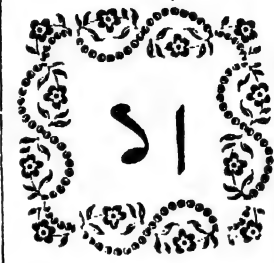
কোন কোন জ্যোতির্বিদগণ কহেন, চন্দ্রে জল নাই, এবং তাহার চতুর্দিকে বায়ুও নাই। অপর তদন্যথায় চন্দ্রে জল বায়ু উভয়েরই অস্তিত্ব স্বীকার করেন। যাহারা জলবায়ুর অভাব মানেন তাঁহারা অগত্যা কহেন, চন্দ্রে প্রাণী নাই; কারণ জল বায়ুর অভাবে প্রাণী থাকিতে পারে না। যাহারা তাঁহাদের প্রতিদ্বন্দ্বী তাঁহারা চন্দ্রে মনুষ্য-পক্ষ্যাদি সকলপ্রকার প্রাণী আছে, ইহা স্বীকার করেন। কেহ কেহ কহেন যে, চন্দ্রের যে পৃষ্ঠ আমরা দেখিতে পাই, তাহাতে জল বায়ু নাই, সুতরাং প্রাণীও নাই; পরন্তু অপর পৃষ্ঠে জল বায়ু ও প্রাণী সকলই প্রচুর আছে। এই তিন প্রকার মতের পোষকতায় অনেক প্রমাণ প্রযুক্ত হইয়া থাকে; পরন্তু তাহার মধ্যে কোন মত নত্যা ইহা আমরা নিদ্বিষ্ট করিতে অশক্ত; কেবল "চরকা কাটা বুড়ী" ও "মামার" প্রত্যাশায় আমরা বোধ

করি যে যাহারা চন্দ্রে মনুষ্যপশুপক্ষী আছে স্বীকার করেন তাঁহারা ই যথার্থবাদী।

চন্দ্রের কলঙ্ক কিসে উৎপন্ন হয়, ইহার মীমাংসায় জ্যোতির্বেত্তারা কহেন, চন্দ্রের আলোক তাহার স্বতন্ত্র ধর্ম নহে; চন্দ্র স্বয়ং অত্যন্ত-ক্লীণপ্রভ, তাহার অম্প প্রভা পৃথিবীহইতে প্রায় দৃষ্টিগোচর হয় না; পরন্তু নিম্প্রভ চন্দ্রের গাত্রে সূর্যের আলোক পড়িয়া তাহা উজ্জ্বল হয়। ইহার প্রকৃত পরীক্ষাদ্বারা নিরূপণ করিতে আমাদের ধর্মতী পাঠিকা কেহ অনুরাগিনী হইলে তেঁহ তাঁহার মুকুর রোদ্রে তীর্থ্যগ্ভাবে ধরিলে দেখিবেন যে যে রোদ্র এই মুকুরে পতিত হয়, তাহা তৎক্ষণাৎ প্রতিবিম্বিত হইয়া নিকটস্থ নিম্প্রভ প্রাচীরে পড়িয়া তাহা উজ্জ্বল করে। সূর্যের কিরণ চন্দ্রে পড়িয়া তাহা আলোকিত করিবে, এবং তাহাহইতে এইরূপে পৃথিবীতে আসিয়া তাহাকে উজ্জ্বল করিবে ইহাতে আশ্চর্য্য কি? অপর, ইহা প্রসিদ্ধ আছে যে এই প্রতিবিম্বিত আলোক অসম প্রাচীরে পড়িলে তাহার সকল স্থান তুল্যরূপে প্রদীপ্ত হয় না, উচ্চ স্থান অধিক ও নিম্ন স্থান অম্প উজ্জ্বল হয়। পূর্বেই উক্ত হইয়াছে, চন্দ্রের গাত্র অত্যন্ত অসম, কোন স্থান উচ্চ-পর্বত, কোন স্থান সমতল-ক্ষেত্র, কোন স্থান বা অত্যন্ত নিম্ন-গহ্বর, সুতরাং তাহার উপর আলোক পড়িলে তাহার সর্বত্র সমান উজ্জ্বল হইতে পারে না, কোন স্থান অধিক উজ্জ্বল ও কোন স্থান বা অম্প উজ্জ্বল হইবে, এবং এই উজ্জ্বলতার তারতম্যে চন্দ্রের কলঙ্ক বা “বুড়ীর কুলগাছ” উৎপন্ন হয়। ইহার প্রমাণার্থে জ্যোতির্বেত্তারা পৃথিবী চন্দ্রমণ্ডলে কিরূপ কলঙ্কিত দৃষ্ট হইবে তাহার অনুভব করিয়া চন্দ্র ও পৃথিবীর কলঙ্কের হবি বানাইয়া প্রকাশ করিয়াছেন; আমরা এই হবি পূর্বপৃষ্ঠার শিরোভাগে মুদ্রিত করিলাম। কিন্তু ইহাতে আমাদের বাল্যকালের

“চাঁদামামা” ও “বুড়ীর কুলগাছের” অপলাপ হয় বলিয়া ইহাতে কোন মতে আস্থা করিতে পারি না। বোধ করি, পাঠকবৃন্দ আমাদের ন্যায় বাল্য-সংস্কারে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইবেন না।

নূতন গ্রন্থের সমালোচন।



“খগোল বিবরণ। শ্রীনবীনচন্দ্র দত্ত-প্রণীত।” বহুকাল হইল, পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত রাজা কালী-রূক্ষ বাহাদুর ইংরাজী খগোল বিবরণের এক খানি চিত্র বর্ণনার সহিত প্রকটিত করিয়াছিলেন। তৎপরে শ্রীযুক্ত বাবু শিবচন্দ্র ঠাকুর এক খানি খগোলের বাঙ্গালী পুস্তক প্রকাশ করেন। এই চিত্র ও পুস্তক দীর্ঘকালাবধি বিলুপ্ত হইয়াছে। তৎপরে তিন চারি খানি পুস্তক জ্যোতির্বিদগণের বর্ণনায় বঙ্গভাষায় বিন্যস্ত হয়; তন্মধ্যে একখানি-মাত্র আমাদের মনোনীত হইয়াছিল। পাইকপাড়া-নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু গোপীকৃষ্ণ ঘোষজ তাহার প্রণেতা; এবং প্রকৃত-বর্ণনা-বিষয়ে তাহা সূচক হইয়াছিল। বর্তমান গ্রন্থও সেইরূপ; পরন্তু ইহাতে গ্রন্থিগণের বর্ণন তদপেক্ষায় অধিক বিস্তারকরূপে বিন্যস্ত আছে; এবং এই বর্ণনও সূচক হইয়াছে মানিতে হইবে। ইহাতে যে সকল চিত্র আছে তাহাও মন্দ নহে। পরন্তু গ্রন্থকার এক বিষয়ে আমাদের বিশেষ মনোবেদনা দিয়াছেন। তিনি সংস্কৃত পারিভাষিক শব্দের পরিবর্তে কল্পিত বা ইংরাজীর অনুবাদ শব্দ প্রয়োগ করিয়া গ্রন্থ খানি দূষিত করিয়াছেন। জ্যোতির্বিদগণের বিশেষ গরিমা আছে; আমাদেরই পূর্বপুরুষেরা জ্যোতির্বিদগণের সৃষ্টি করেন, এবং তাঁহারা প্রয়োজনীয় অনেক পারিভাষিক শব্দ প্রস্তুত করেন। আমাদের শাস্ত্রে সেই পারিভাষিক

শব্দ প্রচুর থাকিতেও এম্ তাহা সর্বত্র প্রসিদ্ধ হইলেও তাহার পরিবর্তে গ্রন্থকার অপ্ৰসিদ্ধ কল্পিত শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন, ইহা অত্যন্ত অপরাধশাসিত হইয়াছে। এই আপত্তির প্রমাণার্থে আমরা একটি শব্দের উল্লেখ করিতেছি। দত্তজ এক তারকামণ্ডলীর নাম “বড় ভালুক” রাখিয়াছেন। ঐ বড় ভালুক কি তাহা এতদেশের কোন লোক বুঝিতে পারিবেন না, সুতরাং তাহাতে তাহাদের কোন মতে আস্থা হইবে না। ঐ শব্দটি দৃষ্টে আমাদিগের মনে একটি উদ্ভট কথা উদয় হয়। একদা এক জন হিন্দু কোন মুসলমানকে এক খাদ্য দ্রব্যের ধর্ম জিজ্ঞাসা করিয়াছিল। তদুত্তরে সে কহিল “আরে, কড়য়া হয়, কড়য়া হয়।” হিন্দু ঐ উত্তর না বুঝিতে পারিয়া খাদ্যটি মুখে প্রদান করিল; কিন্তু অবিলম্বে তাহার তিক্তরসে বিরক্ত হইয়া নিষ্ঠাবন-পূর্বক “মর, শালা, বলে ‘কেড়ো কোড়া,’ যদি বলতিস্ তেতো, তা হলে আর খেতুম না।” আমাদিগের গ্রন্থকারের “বড় ভালুকও” তদ্রূপ। ঐ শব্দের পরিবর্তে যদিও গ্রন্থকার এতদেশ-প্রসিদ্ধ “সপ্তর্ষি” শব্দ ব্যবহার করিতেন, তাহা হইলে তাহার উদ্দিষ্ট তারকগণকে সকলেই জানিতে পারিত। ফলে ঐ তারকার ইংরাজী নাম সংস্কৃত নামের ভ্রম মাত্র। সংস্কৃত “ঋক” শব্দে তারকা, এবং সপ্তর্ষিতে সাতটি তারকা একত্র আছে বলিয়া তাহার নাম “সপ্তর্ক” হয়; পরে রূপকে সপ্তর্কের পরিবর্তে “সপ্তর্ষি” শব্দ উৎপন্ন হয়। যে সময়ে রোমীয় জাতীয়েরা আমাদিগের গ্রন্থহইতে জ্যোতিঃশাস্ত্র অনুবাদ করেন তৎকালে “সপ্ত ঋক” শব্দে সপ্ত তারকা না বুঝিয়া ঋক শব্দের অপর অর্থ ভুলক জানিয়া সপ্তর্ষির নাম “অর্য” বা “ভলুক” রাখেন, ও অপর এক তারকামণ্ডলহইতে তাহার প্রভেদ করিতে “মেজর” বা “বৃহৎ” বিশেষণ

প্রয়োগ করেন। আমাদিগের গ্রন্থকার সেই ভ্রমের পুনরনুবাদে “বড় ভালুক” উৎপাদন করিয়াছেন। এই ভ্রম এবং এতাদৃশ অপর কএক ভ্রম দৃষ্টে বোধ হয়, গ্রন্থকার কেবল ইংরাজী-গ্রন্থ-দৃষ্টে আপন অনুবাদ প্রস্তুত করিয়াছেন; আকাশের প্রতি কদাপি নেত্রপাত করেন নাই; সুতরাং গ্রন্থকর্তাদিগের সহিত পরিচিত নহেন।

২। “চণ্ডকৌশিকম্। আর্য্যাক্ষেমীশ্বর-প্রণীতম্।” এই নাটকখানি কলিকাতা-সংস্কৃত-কালেজের পুস্তকাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত জগন্মোহন তর্কালঙ্কার-কর্তৃক পরিশোধিত হইয়া মুদ্রিত হইয়াছে। পরিশোধন-কার্য্য সূচক হইয়াছে, এবং তর্কালঙ্কার মহাশয় এই-গ্রন্থ-প্রকটনে সংস্কৃতানুরাগীদিগের বিশেষ উপকার করিয়াছেন। গ্রন্থের প্রস্তাবনায় দৃষ্ট হইতেছে যে গোড়াধিপ শ্রীমহীপাল দেবের রাজ্যসময়ে উহা প্রস্তুত হইয়া ঐ রাজার সম্ভাষণার্থে অভিনীত হয়; সুতরাং উহা নয় শত বৎসর প্রাচীন বলিতে হইবে। শ্রীযুক্ত তর্কালঙ্কার মহাশয় ভ্রমবশতঃ ইহার অন্যথায় গ্রন্থখানি চারি শত হইতে দশ শত বৎসরের মধ্যে কার্ত্তিকের নামা কোন রাজার বর্তমান কালে প্রস্তুত হইয়াছিল লিখিয়াছেন। একপ অস্থিরতার প্রয়োজন দৃষ্ট নহে। এই নাটকে ভগবান্ বিশ্বামিত্র ও রাজা হরিশ্চন্দ্রের উপাখ্যান আছে। ঐ উপাখ্যান বঙ্গদেশে সুপ্রসিদ্ধ থাকায় এহলে উল্লেখ করিবার প্রয়োজন নাই। এই নাটক দক্ষিণ দেশে “অরিচন্দ্র” নামে সুপ্রসিদ্ধ আছে; এবং সম্প্রতি সিংহল-দ্বীপবাসী শ্রীযুক্ত মতুকুমার স্বামী ইহার ইংরাজী অনুবাদ একখানি প্রকাশ করিয়াছেন।

(৩) “বর্ণশিক্ষা।” কলিকাতা মধ্যম ইন্স্কুলের প্রধান শিক্ষক শ্রীযুক্ত গোপাল চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় “বর্ণশিক্ষা” এই নামে শিক্ষাপ্রণালী-সম্বন্ধে যে দুই খণ্ড বালকদিগের প্রথম পাঠ্য

পুস্তক প্রকাশ করিয়াছেন, তদ্বশে আমরা সন্তুষ্ট হইয়াছি। গ্রন্থকার ইহাতে বালকদিগের সুকুমার বুদ্ধির অনায়াস-গ্রহণীয় শব্দ ও ভাবাদির প্রয়োগ-জন্য যথেষ্ট শ্রম করিয়াছেন।

(৪) “দুর্ভিক্ষ-দমন-নাটক।” নগরে মিতা নূতন রঙ্গ। এক সময়ে মুদ্রাযন্ত্রের গর্জনের বিশ্রাম ছিল না, এবং তন্নিমিত্ত “গোলাপকান্ত,” “নলিনীকান্ত,” “কামিনীবিলাস,” “দূতীবিলাস,” প্রভৃতি কাব্য করকাভিঘাতে বাগ্‌দেবীর অস্থি চূর্ণ হইবার উপক্রম হইয়াছিল, তাহাতে সহদয় বঙ্গভাষানুরাগী-মাত্রেই ক্ষুণ্ণচিত্ত হইয়াছিলেন। ভাগ্যক্রমে কবিবর মাইকেল মধুসূদন দত্ত সে বিপদহইতে বঙ্গভাষাকে রক্ষা করেন। এক্ষণে পুনঃ নাটকের শিলা-বৃষ্টিতে প্রায় সেই রূপ আপদ উপস্থিত; প্রায় প্রত্যেক গলীতে নাটকাভিনয় আরম্ভ হওয়াতে নিকর্ম-লোক মাত্রেই নাটক লিখিবার জন্য একপ্রকার উন্মত্ত হইয়াছে। তাহার অনাথিনী বঙ্গভাষাকে যথেষ্ট ক্ষামত অঙ্গভঙ্গ করিয়া জনসমাজে উপনীত করিতে কিছুমাত্র ত্রুটি করিতেছে না। যিনি যাহা ইচ্ছা করেন তাহাই নাটক বলিয়া প্রচার করিতেছেন; এবং এমত লোকও বর্তমান হইয়াছে যাহারা দুর্ভিক্ষকেও নাটকের পদার্থ বলিয়া কাগজ নষ্ট করিয়াছে। বোধ হয় ইহার পর জ্বর-বিকার উলাউঠা প্রভৃতির নাটকও অসম্ভব হইবে না।

(৫) “চতুর্দশপদী কবিতামালা।” বহরমপুর-নিবাসী শ্রীযুক্ত রামদাস সেন এই গ্রন্থের রচয়িতা; আমরা তাঁহার রূত “কবিতালহরী” নামক গ্রন্থের সমালোচনকালে আশা করিয়াছিলাম যে ইনি সময়ে উত্তম লেখক হইবেন; এবং এই গ্রন্থ-পাঠে আমরা দিগের ঐ আশা সত্তরে কলবতী হইবার সম্ভাবনা দেখিতেছি। প্রস্তাবিত গ্রন্থে ৫০ টি কবিতা লিখিত আছে, এবং তাহার প্রায় সমস্তের বিষয় গুলি সুচাক এবং নীতিগর্ভ।

“কবিতালহরীতে” ভাব ও রচনার দোষ যে পরিমাণে দেখা যায় বর্তমান গ্রন্থে তাহার অনেকাংশে নূন বোধ হয়। যদিও তৎকৃত-গ্রন্থ-পাঠে একপা অনুভব হয় যে রচয়িতা স্থানে স্থানে ভাব প্রকাশ করিতে যথেষ্ট কষ্ট পাইয়াছেন, তথাপি কবিতা-গুলিকে উত্তম বলিতে হইবে। পরন্তু ইহাও বক্তব্য যে অমিত্রাকর কবিতা এতদেশে নূতন সৃষ্ট হইয়াছে; নীর মিলের গুণে ইহাতে ভাবের অভাব ঢাকিবার উপায় নাই; সুতরাং ইহাতে রস-রক্ষা করা অতি কঠিন ব্যাপার। শ্রীযুক্ত সেনজ সে কাঠিন্য সম্যক্ খণ্ডন করিতে পারেন নাই; তাঁহার মিত্রাকর আমাদিগের পক্ষে অপেক্ষাকৃত আদরণীয়। আদর্শরূপে তাঁহার দুইটি কবিতা উদ্ধৃত করিলাম।

“বিষপূর্ণ পাত্র হস্তে কৃষ্ণকুমারী॥”

“স্বর্গীয় অমৃত ইহা কে বলে গরল !

সমুদ্র মন্থনে যাহা দেবতা সকল,
উঠাইলা যত্ন করি। পিতার আদেশ
পালিবারে, হলাহল, অরিয়া মহেশ,
মুহূর্ত্তেকে করি পান আহ্লাদ অন্তরে।
দেখুন আমার কার্য্য দেবতানিকরে ॥

পরিণয় কালে নারী বরণ-ভূষণে
স্বসৌন্দর্য্য রক্ষি করে; বিবিধ রঞ্জে
রঞ্জে সুকোমল তনু; আমিও তেমন
পরিয়াছি চেলি বস্ত্র সুবর্ণ রতন,

সাধিতে পিতার আজ্ঞা! দেশের মঙ্গল
হয় যদি মোর হতে, জীবন সকল ॥
বিসজ্জি পরাণ করি সর্প-বিষ পান।
মৃত্যু অস্ত্রে যেন ঈশ স্বর্গে পাই স্থান!”

“কৃষ্ণকুমারীর মরণান্তে মহারাণা ভীমসিংহের প্রতি
সদ্যর সগন্ত সিংহের উক্তি।”

“কত্রোচিত কার্য্য কি হে মিবারাধিপতি
এই হে তোমার! চিন্তিলে অশ্রুতপূর্ব

অদ্ভুত ঘটনা, শোক রাগ-হৃদি মধ্যে
হয় উপস্থিত; দহিতে জীবন মোর।
যবন লম্পট আমীরের উপদেশ
শুনি তুমি, কলিকালে এই বীরপনা
দেখাইলা আর্ধ্যগণে! এমন দুর্ঘটি
কেন দিলা ভীমসিংহে একলিঙ্গ হর!
স্থাপন করিতে সন্ধি রাজপুতনায়,
সুবর্ণ-পুতুলী কৃষ্ণা হৃদয়ের ধন
বিসর্জিলে জন্মমত। ধিক্ হে তোমায়!
অদ্যহতে সূর্য্যবংশে দিলে তুমি কালি।
রাজপুত্র কুল-লক্ষ্মী এ ঘটনা হেরি;
অবশ্যই ত্যজিবেন তব পাপপুরী।”

৩। “ক্ষেত্রতত্ত্ব। দ্বিতীয়ভাগ অর্থাৎ ইউক্লিডের চতুর্থ, পঞ্চ ও ষষ্ঠ অধ্যায় এবং একাদশ ও দ্বাদশের প্রয়োজনীয়্যাংশ অতিরিক্ত প্রতিক্ষা সহিত। শ্রীকালীকুমার দাস সঙ্কলিত এবং প্রকাশিত।” যদিচ ইহা বালকপাঠ্য পুস্তক, তথাপি ইহার দর্শনে আমরা সর্বিশেষ আত্মাদিত হইয়াছি, কারণ বঙ্গভাষায় ইউক্লিডের রেখাগণিতের দ্বাদশ অধ্যায় পর্য্যন্ত পাঠের সময় উপস্থিত হইয়াছে ইহা স্বদেশের পরম সৌভাগ্যের বিষয় মানিতে হইবে। ইতিপূর্বে দুই শত বৎসর হইল আওরঙ্গজেব বাদশাহের সময়ে রাজা সবাই জয়সিংহের আদেশে পারশ্যহইতে ইউক্লিডের রেখাগণিতের সংস্কৃত অনুবাদ প্রস্তুত হয়; কিন্তু অনুবাদক সত্রাট্ জগন্নাথ আপন গ্রন্থ অনুবাদমাত্র স্বীকার না করিয়া লিখিয়াছিলেন; “এই শিল্পশাস্ত্র আদৌ ব্রহ্মা বিশ্বকর্মা-কে প্রদান করেন, এবং পারম্পর্য্যক্রমে ধরণীতে আনীত হয়। পরে তাহা উচ্ছিন্ন হইলে গণকদিগের আনন্দের নিমিত্ত মহারাজ জয়সিংহের আজ্ঞায় আমাদের সম্যক পুনঃ প্রকাশিত হয়।”*

এই অনুবাদক এক জন সুবিজ্ঞ জ্যোতিষী ছিলেন, এবং ইহার কৃত “সত্রাট্ সিদ্ধান্ত” সুবিখ্যাত হইয়াছিল। ইনি ইউক্লিডের গ্রন্থ অবিকল অনুবাদ করিয়া আপন নামে প্রচার করায় ইহার কি অভিপ্রায় ছিল তাহা নিরূপণ করা দুষ্কর; বোধ হয় তিনি যবনভাষাহইতে ইউক্লিডের অনুবাদ করিয়াছেন বলিলে পাছে হিন্দুরা তাঁহার গ্রন্থে অনাস্থা করে এই ভয়ে এ ছলনা করিয়াছেন। তিনি মহাহিন্দুদেবী আওরঙ্গজেবের সময়ে বর্তমান ছিলেন। এ পাদশাহ হিন্দুধর্ম্মোচ্ছেদের নিমিত্ত যৎপরোনাস্তি নিষ্ঠুরতা করিয়াছিলেন। তাহাতে হিন্দুরা তাঁহার প্রতি অত্যন্ত বিরক্ত হইয়াছিল; এ সময়ে সেই যবনের ভাষাহইতে কোন শাস্ত্র অনুবাদ করিলে হিন্দুরা তাহা গ্রাহ্য করিতে সন্দিগ্ধ হইবেন এই সন্দেহ-নিবারণের নিমিত্ত প্রস্তাবিত মিথ্যাবাক্য ও চাতুরী প্রয়োজনীয় হইয়া থাকিবেক। পরন্তু ইহা যে চাতুরী, এবং এ চাতুরী নীতি ও ধর্ম্মবিরুদ্ধ ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে। সে যাহা হউক, জগন্নাথের সংস্কৃত অনুবাদ এতদেশে প্রচলিত হয় নাই। এই ক্ষণে বাঙ্গলায় তাহা পাঠ্য হওয়াতে সর্বত্র প্রচলিত হইবে ইহার আশা হইতেছে। বাঙ্গলায় ইহার প্রথম চারি অধ্যায়ের অনুবাদ শ্রীযুক্ত পাদরী কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়কর্তৃক প্রকাশিত হয়। তদনন্তর শ্রীযুক্ত বাবু ভূদেব মুখোপাধ্যায় তাহার সংশোধন ও দ্বিতীয় বার মুদ্রাঙ্কন করান। এই ক্ষণে শ্রীযুক্ত বাবু কালীকুমার দাস অবশিষ্ট অধ্যায় গুলি প্রকাশ করিয়া বাঙ্গালীতে রেখাগণিত সম্পূর্ণ করিয়াছেন। গ্রন্থের অনুবাদ সরল ও পরিপূর্ণ হইয়াছে।

তদুচ্ছিন্ন মহারাজ জয়সিংহাজ্ঞায় পুনঃ।

প্রকাশিতং ময়া সম্যক্ গণকানন্দহেতবে ॥ ৯ ॥

রেখাগণিত।

* শিল্পশাস্ত্রমিদং প্রোক্তং ব্রহ্মণা বিশ্বকর্মাণে।

পারম্পর্য্যবশাদেতদাগতং ধরণীতলে ॥ ৮ ॥

রহস্য-সন্দর্ভ

নাম

পদার্থ-সমালোচক মাসিক পত্র ।

৪ পর্ব]

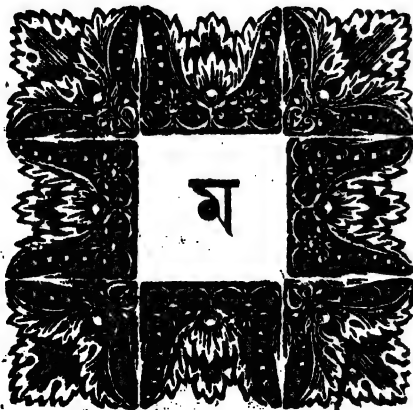
প্রতি খণ্ডের মূল্য ১০ আনা । বার্ষিক অগ্রিম মূল্য ২ টাকা ।

[৪৭ খণ্ড



মথুরার প্রাচীন দুর্গ ।

মথুরা নগরী।



পরম পবিত্র বলিয়া পরিগণিত আছে। হিন্দুদিগের

মথুরা নগরী স্বনাম-
প্রসিদ্ধ জিলার অ-
ন্তর্গত যমুনা নদীর
পশ্চিম পার্শ্বে অ-
বস্থিত। অতিপ্রা-
চীন-কালাবধি এই
নগরী সাতিশয়-স-
মৃদ্ধিশালিনী ও

মতে ভগবান্ বাসুদেব ভূভার-হরণ এবং বিপুল
যদুবংশের ধ্বংস করিবার জন্য এখানে বসুদেবের
আলয়ে জন্ম গ্রহণ করেন। বৌদ্ধদিগের মতেও
ইহা একটি পবিত্র স্থান, এবং পূর্বে এখানে
অনেক বৌদ্ধমন্দির ছিল। যে জিলায় উক্ত নগরী
স্থিত আছে তাহার পরিমাণকল প্রায় ৪০২ বর্গ
কোশ। তাহার উত্তর-সীমা গুড়গাঁও এবং আলি-
গড় জিলা, পূর্ব সীমা, আলিগড় এবং মৈনপুরী
জিলা, দক্ষিণ-সীমা আগরা জিলা, এবং পশ্চিম-
সীমা ভরতপুর-রাজ্য। প্রস্তাবিত জিলার অন্তর্গত
প্রায় সমস্ত ভূমি সমতল, কেবল পশ্চিমপার্শ্বে

ভরতপুরের সম্মুখকটে কয়েকটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পর্বত দৃষ্টিগোচর হয়। তন্মধ্যে গোবর্দ্ধন-গিরি সর্ব-প্রধান, এবং শ্রীকৃষ্ণের লীলাচল নামে প্রসিদ্ধ। যমুনা নদী ভূজঙ্গগত্যবলম্বনপূর্বক এই জিলার মধ্যদিয়া পূর্বদক্ষিণাভিমুখে প্রায় পঞ্চাশৎ ক্রোশ প্রবাহিত হইয়াছে। কারবার এবং ইশুন নামী আর দুই ক্ষুদ্র তরঙ্গিণী উক্ত প্রদেশের পূর্ব-পার্শ্বদিয়া প্রবণ করে। এখানকার জল বায়ু বিশেষ স্বাস্থ্য-কর বলিয়া প্রসিদ্ধ; কিন্তু গ্রীষ্মকালে যখন নদী এবং অন্যান্য জলাশয়সকল শুষ্কপ্রায় হইয়া যায়, এবং দক্ষিণ-পশ্চিম-দিক্‌হইতে বিষমোত্তপ্ত-বায়ু-সঞ্চলনে মানবদেহ দগ্ধপ্রায় হয়, তখন এস্থলে বাস করা অতিশয় ক্লেশকর হইয়া উঠে। মথুরা-জিলা সাতিশয় উর্বরা নহে, কারণ তত্রতা মৃত্তিকা কঙ্কর ও বালুকায় পরিপূর্ণ। তথায় গোধূম, যব, সর্ষপ, এবং অন্যান্য উত্তর-পাশ্চাত্য-প্রদেশীয় শস্যসকল সচরাচর উৎপন্ন হইয়া থাকে। তত্রতা লোকসংখ্যা প্রায় ৭,০১,৩৮৮।

মথুরা নগরী প্রাচীনকালে অত্যুচ্চ প্রাচীরদ্বারা বেষ্টিত ছিল, কিন্তু কালসহকারে উহা ধরাশায়ী হইয়া প্রভূত-ইষ্টক-রাশিক্রমে পরিণত হইয়াছে, কেবল স্থানে২ উহার ভগ্নাংশ এবং তিনটী রহ-স্তোরণমাত্র অবশিষ্ট আছে। এই নগরীতে বহু-সংখ্যক দেবালয় দৃষ্ট হয়, এবং প্রশস্ত ঘাটসকল যমুনা নদীর তটে বিরাজিত আছে। প্রাতঃ-কালে বহুসংখ্যক জীপুকবেরা অবগাহনার্থে এই সকল ঘাটে আগমন করিয়া থাকেন, এবং স্নাত্তা সোপানোপরি উপবিষ্ট হইয়া সন্ধ্যাবন্দনাদি কার্য সমাপন করেন। পরন্তু এই ঘাটে অসংখ্য কুর্খ সর্ষপ বিচরণ করে, এবং স্নানকারীদিগকে অসাবধান পাইলেই দংশন করিতে ত্রুটি করে না। দিবাব-সান হইলে যখন সমস্ত প্রকৃতি অন্ধকাররূপে অব-গুণ্ঠনে সমাচ্ছাদিত হয়, যখন গগনমণ্ডলে নক্ষত্র-

সকল অধিকার ন্যায় প্রকাশিত হইতে থাকে, যখন যমুনার প্রবাহে তীরস্থ দীপশিখার প্রতিবিম্ব নিপতিত হয়, তখন এই স্রোতঃস্রোতীর গর্ভহইতে মথুরার পরম রমণীয় শোভা সন্দর্শন করা যায়।

মথুরা নগরীতে অনেক অট্টালিকা আছে, কিন্তু তন্মধ্যে কোনটি অতি প্রাচীন বা চমৎকৃত বা সুন্দর বলিয়া গণ্য নহে। সুন্দর অট্টালিকার মধ্যে পার-খজী কুঠিওয়ালদিগের দেবালয় ও বসতবাটীই প্রধান। অপর সম্রাট ঔরঙ্গজেবের নির্মিত এক মসজিদ তথায় রহস্যপার বলিয়া বিখ্যাত আছে। উহার চতুর্কোণে চারিটী উচ্চ স্তম্ভ দৃষ্ট হয়। রাজা বীরসিংহ দেব ৩৩ লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়া যে এক সুন্দর দেবালয় তথায় প্রতিষ্ঠিত করিয়া-ছিলেন, ঔরঙ্গজেব তাহা বিনষ্ট করিয়া তৎস্থলে এবং তদুপকরণে উক্ত মসজিদ নির্মাণ করেন।

অপর এস্থলে একটী রহৎ দুর্গেরও ভগ্নাবশেষ বর্তমান আছে, তাহার প্রতিরূপ চিত্র পুস্তাব-শিরোভাগে প্রকাশিত হইল। রাজপুত-বংশো-দ্ভব সুবিখ্যাত রাজা জয়সিংহ উক্ত দুর্গের নি-র্মাণ করেন। তিনি ১৬৯৩ খ্রীষ্টাব্দে অম্বর-রাজ্যের সিংহাসনে অধিকার হইয়া কয়েক বৎসর পরে দিল্লীর অধীশ্বর মুহম্মদ শাহের বিশেষ অনুগ্র-হের ভাজন হন। প্রচণ্ড পরাক্রমে প্রগাঢ় বি-দ্যানুরাগে এবং স্বদেশহিতৈষিতায় তিনি তাৎকা-লিক ভূপতিগণের মধ্যে অগ্রগণ্য হইয়াছিলেন। বিশেষতঃ জ্যোতিঃশাস্ত্রের সম্যক সমুদ্ভূতি-সা-ধনে তাঁহার বিশেষ অনুরাগ ছিল। তদ্বারা তাঁহার নাম চিরস্মরণীয় হইয়াছে। নক্ষ-ত্রাদি-সিরীক্ষণ করিবার জন্য তিনি উক্ত দুর্গের মধ্যভাগে এক জ্যোতির্গৃহ নির্মাণ করেন। তথায় যে সমস্ত জ্যোতির্বিদ্য ব্যবহৃত হইত তৎ-সমুদায় অদ্যাপিও দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু

কিভাবে বা কি উপায়ে এ সকল যজ্ঞ ব্যবহৃত হইত, তাহা উক্তমত্রে নির্ণীত হয় নাই। প্রস্তাবিত দুর্গ এখন ভগ্নাবস্থায় নিপতিত হইয়াছে। উহা এক সময়ে অতিশয় দৃঢ় ও দুর্জয় বলিয়া বিখ্যাত ছিল।

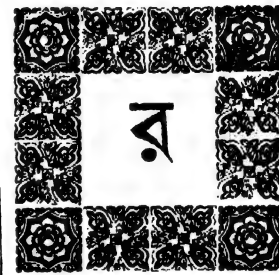
এই নগরীর রাজপথসকল অত্যন্ত অপূর্ণ ও অপরিষ্কৃত, এবং গৃহাদিসকল সাতিশয় উচ্চ। বারানসীর সহিত এই নগরীর অনেক সৌসাদৃশ্য আছে। ইহা বহু-জনাগণ, ইহার লোকসম্মত প্রায় পঞ্চাশং সহস্র।

এই নগরীতে বানরসকল দলবদ্ধ হইয়া কোন দেবালয়ের সন্নিকটে রক্ষোপরি কিংবা গৃহস্থের গৃহের প্রাচীরে অবস্থান করে, এবং যাত্রী ও পথিকদিগের উপর নানাবিধ উপদ্রব করিয়া থাকে। তথায় বৃহদাকাররূপ সকল রাজমার্গে ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করিয়া থাকে, এবং কখন২ পাহাড়দিগের গত্যাত অবরুদ্ধ করে। ময়ূরও তথায় অনেক দৃষ্টিগোচর হয়। এখানকার পণ্যশালায় নানাবিধ খাদ্য দ্রব্য সুলভ মূল্যে প্রাপ্ত হওয়া যায়, এবং মিষ্টান্নসকল প্রচুরপরিমাণে প্রস্তুত হইয়া থাকে।

মথুরা নগরী পূর্বকালে অত্যন্ত ঐশ্বর্যশালিনী ছিল। গজেননাধিপতি সুবিখ্যাত যোদ্ধা মুম্বহ ১০১৭ খ্রীষ্টাব্দে উক্ত নগরী আক্রমণপূর্বক তত্রত্য দেবালয়সকল লুণ্ঠিত ও ভস্মাবশেষীকৃত করেন। কথিত আছে, তিনি স্বর্ণপ্রতিমূর্তিসকল এবং তাহাদিগের রত্ননির্মিত চক্ষুঃসকল, বহুসংখ্যক উষ্ট্রপৃষ্ঠে স্থাপন করিয়া স্বরাজ্যে লইয়া যান। মথুরা জিলা এবং তদন্তর্গত প্রধান নগরসকল কিঞ্চিৎ কাল আধীন থাকিয়া ঘোর-বংশোদ্ভব মুহম্মদের রাজ্যমধ্যে বিলীন হয়, এবং উহা তদবধি দিল্লীর অধীশ্বরের অধীনস্থ হইয়া আসিতেছিল। ১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দে আহমদ শাহ দুর্রানী উক্ত

নগরী আক্রমণ করেন, এবং তদীয় আকগান্ সৈন্যদিগের হস্তে মথুরা-নিবাসিনা যার পর নাই ক্রেশ পাইয়া তদীয় অত্যাচারে বিপ্লব হইয়াছিল। এক সময়ে মাধাজী সিন্ধিয়া নামে সুবিখ্যাত মহারাষ্ট্রীয় সৈন্যাধ্যক্ষ এ নগরী হস্তগত করিয়া পেরননামক এক জন করাসী-দেশীয় সেনাপতিকে সমর্পণ করেন। ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দে ব্রিটিষ সৈন্যাধ্যক্ষ সুবিখ্যাত লর্ড ক্লেক করাসী-সেনাপতিকে পরাস্ত করিয়া উক্ত নগরী ইংরাজদিগের অধিকারস্থ করেন, এবং উহা তদবধি ব্রিটিষ-রাজ্যভুক্ত রহিয়াছে।

প্লাটিনা ধাতু।



সায়ন-বিদ্যা-বিসারদ পণ্ডিত মহোদয়েরা সাধারণ ধাতুসকলকে দুই শ্রেণীতে বিভাগ করিয়া থাকেন। যেসকল ধাতু জল, বায়ু, এবং উত্তাপে অনায়াসে মলিন হয়, তাহা ইতর বা নিরুপ্ত; আর যাহা জল, বায়ু, এবং উত্তাপে মলিন না হইয়া পরিশুদ্ধ ও নির্মল থাকে, তাহা উৎকৃষ্ট। লৌহ তাত্র এবং সীসা ইতর-ধাতু-শ্রেণী-মধ্যে, এবং রক্তকাক্ষনাদি উৎকৃষ্ট-ধাতু-শ্রেণী-মধ্যে গণনীয় হইয়া থাকে। প্লাটিনা ধাতু শেষোক্ত শ্রেণী-মধ্যে নিবেশিত হয়।

প্রায় সাত্বৈকশত-বৎসর-পূর্বে প্লাটিনা ধাতু সাধারণের অপরিজ্ঞাত ছিল। ১৭৪১ খ্রীষ্টাব্দে আলুয়ানামা সুবিখ্যাত স্পেনদেশীয় এক জন পর্যটক দক্ষিণ আমেরিকা-হইতে উক্ত ধাতু ইউরোপে প্রথমে আনয়ন করেন। স্পেন-দেশ-বাসিনা উহাকে “প্লাটিনা” শব্দে নির্দেশ করিয়াছিল, কারণ উহা দেখিতে রৌপ্যের সদৃশ, এবং “প্লাটা” শব্দ

স্পেনীয় ভাষায় রোপ্য-বাচক। ইংরাজী রাসায়-
নিকেরা উক্ত ধাতুকে “প্লাটিনাম্” শব্দে উল্লেখ
করেন।

প্লাটিনা ধাতু দেখিতে প্রায় রোপ্যের ন্যায়
শুভ্র, কিন্তু তাদৃশ উজ্জ্বল নহে। পরন্তু উহার
অসামান্য লক্ষণ উহার গুরুত্ব। ভূমণ্ডলে যে সকল
পদার্থ বর্তমান আছে তৎসর্বাপেক্ষা উহা গুরুতর-
পদার্থ। জল অপেক্ষা উহা ২১।।০ সার্বৈক-বিশ-
গুণ, এবং লৌহ অপেক্ষা প্রায় তিন গুণ ভারী।
দুর্গলনীয়তা উহার অপর এক অসাধারণ লক্ষণ।
যে উত্তাপে ইম্পাত জলবৎ দ্রব হইয়া যায় তা-
হাতে ইহার কোমলতাও ঘটে না। কলে অধিকুণ্ডে
ইহা দ্রব হয় না, কেবল অক্সিজিন্ এবং হাই-
ড্রজিন নামক বায়ুদ্বয় একত্রে দধাকরণ-সময়ে যে
অমিশ্রিতা উৎপন্ন হয় তন্মধ্যে নিবেশিত হইলে,
ইহা দ্রবীভূত হইয়া থাকে। বৈদ্যুত যন্ত্রের সংযো-
জক তার যদি সাতিশয় সূক্ষ্ম ও প্লাটিনা নির্মিত
হয়, তাহা হইলে উক্ত প্লাটিনার তার তাড়িত
পদার্থের গতি অবরোধ করাতে অল্প ক্ষণ মধ্যে
প্রজ্জ্বলিতপ্রায় হয়। এই ধাতুতে আঘাত-সহনশক্তি
বিলক্ষণ আছে; এবং তান্ত্রবহেরও অভাব নাই,
সুতরাং উহার সূক্ষ্ম পত্র ও তার অনায়াসে প্রস্তুত
হইতে পারে। স্বর্ণের ন্যায় ইহা সামান্য দ্রাবক-
সকলে দ্রব হয় না, কেবল যবক্ষার-দ্রাবক দুই অংশ
এবং লবণ-দ্রাবক এক অংশ একত্র মিশ্রিত করিয়া
তাহাতে উহা নিঃক্ষেপ করিলে দ্রবীভূত হয়।

অপরিস্কৃত প্লাটিনা ধাতু দক্ষিণ আমেরিকার
তরজিনোসকলের তটস্থ বালুকামধ্যে ক্ষুদ্র ২ রেণু-
রূপে প্রাপ্ত হওয়া যায়। রাঙ এবং কাঞ্চনকণার
ন্যায় উহা ধৌত করিয়া বালুকাহইতে পৃথক্-
কৃত হয়, এবং তৎপরে নানাবিধ প্রক্রিয়াদ্বারা
অন্যান্য বিজাতীয় পদার্থহইতে স্বতন্ত্র করা হয়।
আশিয়া-খণ্ডের পশ্চিমাংশে ইউরাল পর্বতে উক্ত

ধাতু প্রচুরপরিমাণে দৃষ্টিগোচর হয়, এবং সিংহল
দ্বীপেও উহা অপ্রাপ্য নহে।

প্লাটিনা ধাতু পরিশোধন করিবার প্রণালী
অতিশয় কঠিন নহে; ধাতু-খণ্ড সম্বলিত হইলে
এক কাচের পাত্রে স্থাপন করিয়া লবণদ্রাবক
মিশ্রিত যবক্ষার-দ্রাবকে উক্ত পাত্র পরিপূর্ণ
করা হয়। দ্রাবকদ্বয়ের সংযোগে অপরিস্কৃত
প্লাটিনা তাহার সহিত যে সকল অপর পদার্থ
মিশ্রিত থাকে তৎসমুদায় দ্রবীভূত হইয়া যায়,
এবং অল্পক্ষণ-মধ্যে ঐ জলবৎ পদার্থ জীবৎ
লোহিতবর্ণ প্রাপ্ত হয়। তৎপরে উহাতে নিম্না-
দলের জল সংযোগ করিলে সমস্ত প্লাটিনা দ্রাবকের
ক্লোরিন পদার্থের সহিত সংযুক্ত হইয়া পাত্রের
নিম্নদেশে অধঃপতিত হয়। এই বস্তু ধৌত করিয়া
অগ্নিতে উত্তপ্ত করিলে ক্লোরিন বায়ু পৃথক্ হইয়া
উড়িয়া যায়, এবং শিশুক প্লাটিনা চূর্ণাবস্থায় পাত্র-
তলে পড়িয়া থাকে। ইদৃশাবস্থায় উক্ত ধাতু কোন
শিল্পকার্য্যে ব্যবহৃত হইতে পারে না। তদর্থে
প্লাটিনা-চূর্ণ জলদ্বারা পিণ্ডাকারে পরিণত করিয়া
প্রচণ্ড অগ্নিকুণ্ডে নিবেশিত করিতে হয়। যদিচ
প্লাটিনা ধাতু অগ্নিকুণ্ডে দ্রব হয় না, তথাপি
অধিককাল অগ্ন্যুতাপে থাকাতে উহা নরম হইয়া
যায়। তখন রহদাকার লৌহ মুদগরদ্বারা উহাকে
অনুক্ষণ আঘাত করিতে হয়। এই রূপে প্লাটিনা-
চূর্ণসকল পুনঃ ২ আহত হওয়াতে দৃঢ়পিণ্ডাবয়বে
পরিণত হয়; এবং তদনন্তর ইচ্ছামত স্বর্ণ বা
রোপ্য বাটের ন্যায় দণ্ডাকারে প্রস্তুত করা যায়।
এই সকল বাটহইতে প্লাটিনার তার এবং প্লাটি-
নার পাত অনায়াসেই নিষ্পাদিত হয়।

ইদামী এই ধাতু অনেক শিল্পকার্য্যে ব্যব-
হৃত হইতেছে। গজক-দ্রাবক প্রস্তুত করিবার জন্য
প্লাটিনা-নির্মিত কটাহ বিশেষ আবশ্যিক। পূর্বে
লৌহ বা তাম্রের কটাহে উক্ত দ্রাবক অধ্যস্তাপে

যনীভূত করা হইত, কিন্তু এই সকল ধাতু গন্ধক-
দ্রাবকে দ্রবীভূত হইয়া কখন ২ বিষম অনি-
ষ্টোৎপাদন করিত। এ জন্য প্লাটিনা ধাতু উক্ত
ধাতুদ্বয়ের অপেক্ষা অধিকতর মহাৰ্থ হইলেও
উল্লিখিত কার্যে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। কোন ২
রাসায়নিক প্রক্রিয়ার নিমিত্ত প্লাটিনা-নির্মিত
মুখা বা মূচী বিশেষ আবশ্যিক হইয়া থাকে, এবং
মুজা-নিৰ্মাণেও উহা প্রচলিত হইতেছে। রাসায়-
নিক-তাড়িত-প্রস্তুত-করণার্থে তাত্র বা রোপ্য
পাতের পরিবর্তে প্রস্তাবিত ধাতুর পাতসকল
নিয়োজিত হইলে তাড়িত পদার্থের সমধিক উদ্ভা-
বন হয়। এজন্য ডানিয়াল সাহেব তদীয় তাড়িত-
যন্ত্রে প্লাটিনার পাত ব্যবহার করিয়া থাকেন।
অধুনা প্লাটিনা-নিষ্কাশ্য তার অন্যান্য শিল্পকার্যে
ব্যবহৃত হইতেছে। এই ধাতুর চূর্ণদ্বারা সহসা
অগ্ন্যুৎপাদন করা যাইতে পারে। অক্সিজিন এবং
হাইড্রজিন বায়ুদ্বয়ের সংযোগ করিয়া কোন এক
ছিদ্রদ্বারা উক্ত চূর্ণোপরি নিঃসারিত করিলে, উহা
অকস্মাৎ প্রজ্জ্বলিত হয়। ফলে উপর্যুক্ত প্রণালী-
দ্বারা দীপশলাকার কার্য সম্পন্ন হইতে পারে;
কিন্তু উহা অতিশয় ব্যয়সাধ্য হওয়াতে সাধা-
রণের ব্যবহার্য হইবার সম্ভাবনা নাই।

নেপাল।



ই রাজ্য ভারতবর্ষের উত্তর-
সীমান্ন অবস্থিত। ইহার উত্তর
দিকে তিব্বত দেশ; পূর্ব দিকে
সিকিম ও দার্জিলিং; দক্ষিণে
পূর্ণিয়া, ব্রিহত, সারণ, গোরক্ষ-
পুর; দক্ষিণ-পশ্চিমে অযোধ্যা-প্রদেশ, এবং পশ্চি-
মে কমাধুন। এই রাজ্য পূর্ব পশ্চিমে প্রায় সার্ব-
বিশত ক্রোশ বিস্তৃত; ও প্রশস্ত-পরিমাণে পঞ্চ-
ষষ্টি ক্রোশের ন্যূন নহে। ইহার পরিমাণ-কল

২৭,২৫০ বর্গ ক্রোশ। এই রাজ্য, স্বাধীন। ইহার
পশ্চিম-সীমান্নবর্তিনী কালী-নদীহইতে পূর্বসীমা-
বর্তিনী মহানন্দা নদী পর্যন্ত বিস্তৃত যে অপ্রশস্ত
পাহাড়তলি ভূমি আছে, উহা “তরিয়ানী” নামে
প্রসিদ্ধ। সামান্য লোকে তাহাকে “তরাই”
শব্দে কহে, এবং ইংরাজেরা এই শব্দের অপভ্রংশে
টেরাই কহিয়া থাকেন। এই তরিয়ানী বা তরাই
নেপাল রাজ্যকে অযোধ্যা-প্রদেশ ও বঙ্গদেশহইতে
বিভক্ত করিয়াছে। তরাই-ভূভাগ অরণ্যে আকীর্ণ,
এবং তাহার প্রশস্ততা ৪-৫ ক্রোশের ন্যূন নহে।
এই বনে নানাবিধ রক্ষ দেখিতে পাওয়া যায়।
পরন্তু উহার বায়ু বিষ-দূষিত, এবং তাহার আশ্রয়ে
মনুষ্য জ্বরাদিরোগে অচিরে পীড়িত হয়। এই
তরাইর উত্তরে সমস্ত স্থান নেপাল-রাজ্য। তা-
হার কিয়দংশ বিস্তৃত উপত্যকা; অপরাংশ
একপ পর্বতপরিপূর্ণ যে দেখিবামাত্র বিশ্বশি-
ল্পের কত যে আশ্চর্য্য মহিমা তাহা অনায়াসে
হৃদয়ঙ্গম হয়। এই স্থানের ন্যায় উন্নত পর্বতশৃঙ্গ
ভূমণ্ডলের কুত্রাপি দৃষ্টিগোচর হয় না। ভূগোল-
বিদ্যাবিৎ পণ্ডিতেরা এবরেষ্ট, কাঞ্চনজঙ্ঘা প্রভৃ-
তি যে সকল উন্নত পর্বত-শৃঙ্গ নির্দেশ করিয়া
গিয়াছেন তাহা এই স্থানে অবস্থিত। এই স্থানে
পর্বতের প্রশস্ততা বিংশতি ক্রোশের ন্যূন নহে।
ইহার কোন স্থানে উন্নত শৃঙ্গ, এবং কোন স্থানে
বা পর্বতশৃঙ্গসকল শিখাকারে উপর্যুপরি অব-
স্থান করিতেছে। যখন তুহিনরাশি নিপতিত
হইতে থাকে, তখন এই স্থান সমুদায় তুষারমণ্ডিত
হইয়া কিছুকাল শুভ্রাকার ধারণ করে। পরন্তু
অল্পাত্য উন্নত পর্বতশৃঙ্গসকল সর্বদাই নীহারপিণ্ডে
আবৃত থাকিয়া উজ্জ্বল রক্তগিরির ন্যায় বোধ
হয়। তৎপ্রযুক্তই উহার একটীর নাম “ধবল-
গিরি” হইয়াছে। এখানে শ্রোতবতীসকল চির
প্রবাহিত থাকে, এবং প্রস্রবণ-সমুদায় জলপূর্ণ

থাকাতে কখনই জলকষ্ট উপস্থিত হয় না, সুতরাং শস্য যে প্রচুর-পরিমাণে উৎপন্ন হয় তাহা নির্দেশ করা বাহুল্য।

যাহা হউক অত্রত্য চন্দ্রগিরিহইতে দৃষ্টিপাত করিলে এই স্থান দেখিতে অতিরমণীয়। ইহার সুবিস্তীর্ণ উপত্যকাভাগ বীচিমালার ন্যায় তরঙ্গিত। চতুর্দিকে গ্রাম ও নগর এবং মধ্যস্থলে অতীব উর্বর শস্যক্ষেত্র। একপ প্রথিত আছে, পূর্বকালে এই রাজ্যমধ্যে অনেক হ্রদ ছিল; কিন্তু কালক্রমে তৎসমুদায় ক্রমশঃ নদীগর্ভে বিলীন হইয়া গিয়াছে। উল্লিখিত সুবিস্তীর্ণ উপত্যকার পশ্চিম সীমার পর্বতোপরি শমুনাতের এক মন্দির আছে, ঐ মন্দির দুই শত হস্ত উর্দ্ধে অবস্থাপিত। নিয়মিতহইতে পর্বত-বিদারণ-পূর্বক উহার সোপানসকল নির্মিত হইয়াছে। অনেক দূরদেশহইতে ঐ মন্দিরের উজ্জ্বল চূড়া ও কলস-সকল দৃষ্টিগোচর হয়। কর্ণালী, গণ্ডকী, ত্রিশূলগঙ্গা ও বাঘমতী এখানকার প্রধান নদী। পূর্বে এই প্রদেশে সুবর্ণের আকর আছে, এই-রূপ কুসংস্কার বন্ধমূল থাকাতে অত্রত্য রাজকীয় আজ্ঞানুসারে অনেক স্থান খনন করা হয়; কিন্তু কুত্রাপি সুবর্ণ লাভ হয় নাই। যাহা হউক এই উপলক্ষে তাম্র ও লৌহ আকর অনেক প্রকাশিত হইয়াছিল। অত্রত্য লৌহ ও তাম্র অত্যুৎকৃষ্ট; কিন্তু আকর-খনন-প্রণালী বিশেষরূপ পরিজ্ঞাত না থাকাতে অধিক-পরিমাণে ধাতু উত্তোলিত হয় না। গৃহাদি-নিৰ্ম্মাণ-জন্য এখানে প্রস্তরের কিছু-মাত্র অপ্রতুল নাই। হস্তী, ব্যাঘ্র ও গণ্ডার এখানকার প্রধান বন্য জন্তু। বর্ষে বর্ষে এখানে অনেক হস্তী ধৃত হইয়া থাকে।

অত্রত্য লোকসংখ্যা ১২,৪০,০০০ সহস্রের স্থান নহে। তন্মধ্যে গোষ্ঠী ও নেওয়ার জাতিই সর্ব-প্রধান। নেওয়ারেরা নেপালের আদিম নিবাসী।

গোষ্ঠীরা সমরবিজয়ী হইয়া ১৭৩৮ খ্রীষ্টাব্দহইতে নেপালমধ্যে আপন আধিপত্য বিস্তার করিয়াছে। এই দুই জাতির রীতি নীতি আচার ব্যবহার আকৃতি ধর্ম ও ভাষাগত বিলক্ষণ বৈষম্য আছে। গোষ্ঠীরা সমরদক্ষ, এবং নেওয়ারেরা শিম্পানিপুণ। এতদ্ভিন্ন ভোট ও খাম্বড় প্রভৃতি হীনজাতির বসতি এস্থলে আছে; তাহারা মৎস্য-জীবী ও কৃষি-ব্যবসায়ী।

বঙ্গদেশ, তিব্বত ও অযোধ্যা প্রদেশ ভিন্ন প্রায় আর কুত্রাপি ইহার বাণিজ্য-কার্যের বিস্তার নাই। তপ্পল, হস্তী, বাহাদুরী কাষ্ঠ, আদ্রক, কস্তুরী মধু ও বিবিধ ফল অত্রত্যের প্রধান বাণিজ্য-দ্রব্য। ছুরী, কাঁচী বন্দুক গুলি ও অন্যান্য যুদ্ধোপযোগী দ্রব্য তথা বিলাতী বস্ত্র অত্রত্য প্রধান আনয়নীয় দ্রব্য।

নেপালের ইতিহাস সুপ্রসিদ্ধ নাই। ১৭৩৮ খ্রীষ্টাব্দে গোষ্ঠীরা যখন তথায় স্বাধিপত্য স্থাপন করে, তাহার পূর্বের সুশৃঙ্খল বিশ্বসনীয় পুরাতত্ত্ব পাওয়া যায় না। ১৭৯০ খ্রীষ্টাব্দে নেপালীরা তিব্বত-দেশ আক্রমণ-পূর্বক সমরবিজয়ী হইয়া তত্রত্য মন্দির-সমুদায় ভয়ানকরূপে বিলুপ্ত করে। তাহাতে তিব্বতবাসী লামারা নিকপায় ভাবিয়া চীন-সম্রাটের সহায়তা প্রার্থনা করিলে, উক্ত সম্রাট নেপাল-বাসীদিগকে পরাস্ত করিবার জন্য ৭০,০০০ সৈন্য প্রেরণ করেন। ঘোরতর যুদ্ধের পর নেপালরাজ পরাস্ত হইয়া চীন-সম্রাটের অধীনতা-শৃঙ্খলে বদ্ধ হন। কিন্তু এই অধীনতা-শৃঙ্খল অধিক কাল স্থায়ী হয় নাই।

অনন্তর ১৭৯২ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসে বাণিজ্যোপলক্ষে ব্রিটিশ গবর্ণমেন্টের সহিত নেপাল-রাজের সন্ধিপত্র লিপিবদ্ধ হয়। তাহার কিছু-কাল পরেই ১৮০১ খ্রীষ্টাব্দে যখন অন্য এক সন্ধিপত্র বিধিবদ্ধ হয় তৎকালে নেপালপতি স্বীয়

পুত্রের উপর রাজ্যভার সমর্পণ করিয়া কাশীবাসী হন; এবং এই উপলক্ষে এই সন্ধিপত্র এইরূপে উল্লিখিত হইয়াছিল যে, ব্রিটিশ গবর্ণমেন্ট তাঁহার কাশীবাসের যাবতীয় ব্যয়ই প্রদান করিবেন। কিন্তু অর্থের পুনঃপ্রাপ্তি জন্য কোন উপায় উদ্ভাবিত হইল না; সুতরাং ব্রিটিশ গবর্ণমেন্টকে অব্যয়িতীর্থ-লাভে বঞ্চিত হইয়া বিলক্ষণ বিরক্ত হইতে হইল। তৎপরে ১৮০৪ খ্রীষ্টাব্দ হইতে তাঁহাদিগের পরস্পরের সন্ধিভঙ্গ হয়। অতঃপর নেপালীরা মধ্যে মধ্যে ব্রিটিশ-সীমাবর্তী স্থানসকল বিলুপ্ত করিতে আরম্ভ করিল। তখন ইংরাজ গবর্ণমেন্ট এক জন দূতকে তথায় প্রেরণ করিলেন। কিন্তু তাহাতে উক্ত উপদ্রব নিবারিত হইল না। এই সময়ে গোখারা অক্ষাংশ এক দিন ভূতোয়ান নগরে উপস্থিত হইয়া তথায় ইংরাজদিগের যে সমস্ত পুলিশ ও অন্যান্য কর্মচারী ছিল তাহাদিগের অধিকাংশকে বিনষ্ট করিয়া প্রস্থান করে। অবশেষে ১৮১৪ অব্দে সমরানল প্রজ্জ্বলিত করাই হ্রীকৃত হইল। তখন চারি জন রণদক্ষ সেনাপতির অধীনে কতিপয়-সহস্র-সৈন্য-প্রদান-পূর্বক নেপাল-দেশাক্রমণের অনুমতি হইলে সেনাপতিরা স্ব স্ব নির্দিষ্ট স্থানে গমনপূর্বক সমরানল সন্দীপিত করিলেন। তৎকালে গোখা-দিগের প্রধান সামন্ত দুর্দান্ত আমীর সিংহ স্বীয় অধিকারের পশ্চিমভাগে প্রধান প্রধান দুর্গগুলি রক্ষা করিতে প্ররক্ত হইয়াছিলেন। সেই জন্য সমরকুশল জিলেপ্পিকে সেই দিকে প্রেরণ করা হইয়াছিল। জিলেপ্পি সর্বাদৌ কমাযুন-প্রদেশে সমুপস্থিত হইয়া তত্রত্য দেহরাহন নগর অধিকার করিলেন; সুতরাং গোখাসেনাপতি বলবন্ত সিংহ পরাজিত হইয়া কালজার দুর্গে গমনপূর্বক অতি সাবধানে এই দুর্গ রক্ষা করিতে লাগিলেন। অতিজটিলনাঃ ইংরাজ-সেনানী জিলেপ্পিও

উক্ত দুর্গ আক্রমণ করিলেন; কিন্তু অনবধান-তাবশতঃ তাঁহাকে অধিক কাল সমরত্রেতে দীক্ষিত থাকিতে হয় নাই, অতঃপূর্ব দিনের মধ্যেই তিনি কালকবলে নিপতিত হইলেন। অন্যান্য বিষয়েও ইংরাজদিগের ক্ষতি হইতে লাগিল। অনন্তর অন্যতম ব্যক্তি সেই সেনাপতি-পদে অধিষ্ঠিত হইয়া সমরাজ্ঞে অবতীর্ণ হইলেন; কিন্তু তিনিও কিছুতেই কৃতকার্য হইতে পারিলেন না। তাহাতেও বিস্তর ক্ষতি হইল। এইরূপে সমূহ ক্ষতির পর সার্ডেবিড্ অক্টব্রলনি যে ভাগে নেপাল-রাজের প্রধান সামন্ত অমরসিংহের সহিত সমরানল সন্দীপিত করিয়াছিলেন সেই স্থানে অতি কষ্টে জয়লাভ করাতে কথঞ্চিৎ ব্রিটিশ-গবর্ণমেন্টের সম্মান রক্ষা হয়। এই জয়লাভে নেপাল-পতি ভীত হইয়া সন্ধিপত্র বিধিবদ্ধ করিবার প্রস্তাব করিলেন। অনন্তর কলিকাতায় ফোর্ট উইলিয়মে আসিয়া উক্ত সন্ধিপত্র স্বাক্ষরিত হয়; কিন্তু নেপাল-রাজধানী কাঠমাড়ো নগরীতে গিয়া তাহার সম্পূর্ণ বিপরীতাচরণ হইয়া উঠিল, সুতরাং পুনর্বার রক্তশ্রোত প্রবাহিত না হইলে আর কোন নিষ্পত্তি হইবার উপায় রহিল না। তখন সেনাপতি অক্টব্রলনি পুনরায় রণযজ্ঞে দীক্ষিত হইয়া তরাইর ভূমি অতিক্রমপূর্বক যখন পার্বত্য প্রদেশে উপস্থিত হইলেন, তখন নেপালী সৈন্যেরা ঘোরতর উৎসাহ-সহকারে তাঁহার সম্মুখীন হইয়া যুদ্ধে প্ররক্ত হইল; কিন্তু কিছুতেই কৃতকার্য হইতে পারিল না। অবশেষে নেপাল-গবর্ণমেন্ট ভীত হইয়া সৈন্যদিগকে সমরহইতে অপসারিত করত পূর্বরূত-সন্ধিপত্র-সমভিব্যাহারে ব্রিটিশ-শিবিরে এক দূত প্রেরণ করিলেন; এবং তথায় পূর্বরূত সন্ধিপত্রানুসারেই কার্য সাধিত হইল। এতদ্বারা নেপাল-রাজধানীতে এক জন ইংরাজ রেসিডেন্ট নিযুক্ত হইলেন, এবং তরাই ভূমির কিয়দংশ ইংরাজাধি-

কারত্ব হইল। কালী নদীর পশ্চিমাংশে গোখাঁ-দিগের সম্পর্কমাত্র রহিল না। ১৮১৩ খ্রীষ্টাব্দে এই সমুদায় কার্য সম্পন্ন হইবার পর অক্টোবর মাসে নেপাল-যুদ্ধে বিলক্ষণ-সমর-পারদর্শিতা প্রদর্শন করিয়াছিলেন বলিয়া “সার” পদবী এবং তৎকালীন গবর্নর জেনারেল লর্ডময়র “মার্কুইস অব হেষ্টিংস” এই উপাধি লাভ করিয়াছিলেন।

১৮১৩ খ্রীষ্টাব্দের সন্ধিপত্র বিধিবদ্ধ হইবার পর গার্ডনর সাহেব রেসিডেন্ট হইয়া নেপাল-রাজ্যে গমন করিলেন। তিনি তথায় উপস্থিত হইয়া দেখিলেন ডীমসেন থাপা প্রধান-মন্ত্রিপদে অধিষ্ঠিত হইয়া একাধিপত্য করিতেছেন। তাঁহার উপস্থিতির কিছুকাল পরেই রাজা গীর্বাণযুদ্ধ-বিক্রম-শাহ কালকবলে নিপতিত হইলেন। তখন তাঁহার বয়স্ক্রম অষ্টাদশ বর্ষের অধিক ছিল না; এবং তাঁহার পুত্রেরও বয়স্ক্রম ২ বৎসরের অধিক ছিল না বলিয়া উল্লিখিত মন্ত্রী ১৮৩২ অব পর্য্যন্ত অপ্রতিহতপ্রভাবে রাজ্য-শাসন করিলেন। অনন্তর ক্রমশঃ ডীমসেনের প্রভাব প্রতিহত হইতে লাগিল। ১৮৩৭ খ্রীষ্টাব্দে সহসা রাজার কনিষ্ঠ পুত্রের মৃত্যু হওয়াতে এইরূপ জনরব হইয়া উঠিল যে ডীমসেন অথবা তাঁহার ভাগিনেয় মাতবর সিংহ বিষপ্রয়োগ করিয়া রাজকুমারের বধসাধন করিয়াছে। তদনুসারে উভয়েই ধৃত ও বন্দীকৃত হইলেন; কিন্তু কিছুকাল পরেই উভয়ে মুক্ত হইয়া ডীমসেন স্বভবনে গমন করিলেন, এবং মাতবর সিংহ পঞ্জাবে গমন করিয়া তথায় লাহোরের বিচারাসনে বিচারপতি হইলেন।

এই ঘটনার দুই বৎসর পরে থাপা-বংশীয়েরা বিদ্রোহী হইয়া উঠিলে নেপালরাজ পুনর্বার পূর্ব-তন মন্ত্রী ডীমসেনকে আমন্ত্রণ করিয়া কারাবাসের অনুমতি প্রদান করিলেন। তথায় উক্ত মন্ত্রির অসহ্য যন্ত্রণা উপস্থিত হওয়াতে তিনি আত্মঘাতী

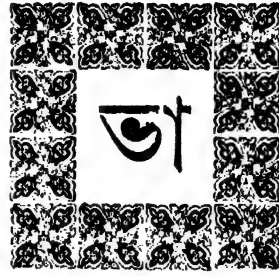
হইলেন। পরে তাঁহার শরীর খণ্ড খণ্ড করিয়া শৃগাল কুক্কুরের আহারার্থ রাজপথে বিক্ষিপ্ত হইল।

এইরূপে ডীমসেন থাপার মৃত্যু হইবার পর পুনরায় নেপালরাজ্যমধ্যে ব্রিটিশ গবর্নমেন্টের সহিত যুদ্ধের বড়যন্ত্র হইতে লাগিল। রাজপুত্রের বিবাহ ভাণ করিয়া যোধপুর, গোয়ালিয়র, নাগপুর ও লাহোর প্রভৃতি স্থানে দূত প্রেরিত হইতে লাগিল। তদর্শনে ইংরাজ গবর্নমেন্ট আপন সীমায় একদল সৈন্য স্থাপন করিলেন। কিন্তু শারদীয় জলধরের ন্যায় বাহ্য আড়ম্বর মাত্র হইয়া ১৮৩৯ অব্দে নেপালরাজ আর যুদ্ধার্থ বড়যন্ত্র করিবেন না বলিয়া প্রতিজ্ঞাপাশে বদ্ধ হইলেন। এবং ব্রিটিশ-সৈন্যসকল প্রতিনিবৃত্ত হইল। কিন্তু পরিশেষে সে প্রতিজ্ঞা নামমাত্র হইয়াছিল। নেপালবাসীরা পুনরায় ইংরাজ গবর্নমেন্টের অধিকৃত রামনগর জমিদারীর কয়েকটি গ্রাম অধিকার করিল। সুতরাং ব্রিটিশ-গবর্নমেন্টকে পুনরায় সৈন্যদল প্রেরণ করিতে হইল। তখন নেপালীরা অধিকৃত কয়েকটি গ্রাম পরিত্যাগপূর্বক ভয়ে পলায়ন করিল। পরে যাবৎ নেপালরাজের সহিত আন্তরিক সন্ধিসংস্থাপন না হইয়াছিল তাবৎ কাল পর্য্যন্ত ইংরাজ-সৈন্যদল সীমা-প্রদেশে অবস্থিত ছিল। অনন্তর ১৮৪২ অব্দে ঐ সৈন্যদল প্রতিনিবৃত্ত হয়। পরিশেষে মহারানীর পুত্র নগর মধ্যে অত্যন্ত অত্যাচার ও নিষ্ঠুরাচরণ আরম্ভ করাতে নাগরিক লোকসকল নিরতিশয় বিরক্ত হইয়া উঠিয়াছিল। এই সুযোগে অন্যতর রানী তাঁহার উভয় পুত্রের অন্যতরকে রাজপদে প্রতিষ্ঠিত করিতে অভিলাষিনী হইয়া অনিবার্য গৃহবিচ্ছেদ উপস্থিত করিলেন। ইত্যবসরে তিনি পঞ্জাবহইতে মাতবর সিংহকে আনাইয়া প্রধান মন্ত্রিপদে নিযুক্ত করিলেন। ১৮৪৫ অব্দে মহারানীর অনুগৃহীত গগন-সিংহ নামক এক ব্যক্তি কৌশলক্রমে মাতবর

সিংহের প্রাণ সংহার করিলে ঐ ব্যক্তি মহারানীর অতি প্রিয়পাত্র হইয়া উঠিল; সুতরাং আর অধিক-কাল তাঁহাকে মন্ত্রিপদে বঞ্চিত থাকিতে হইল না।

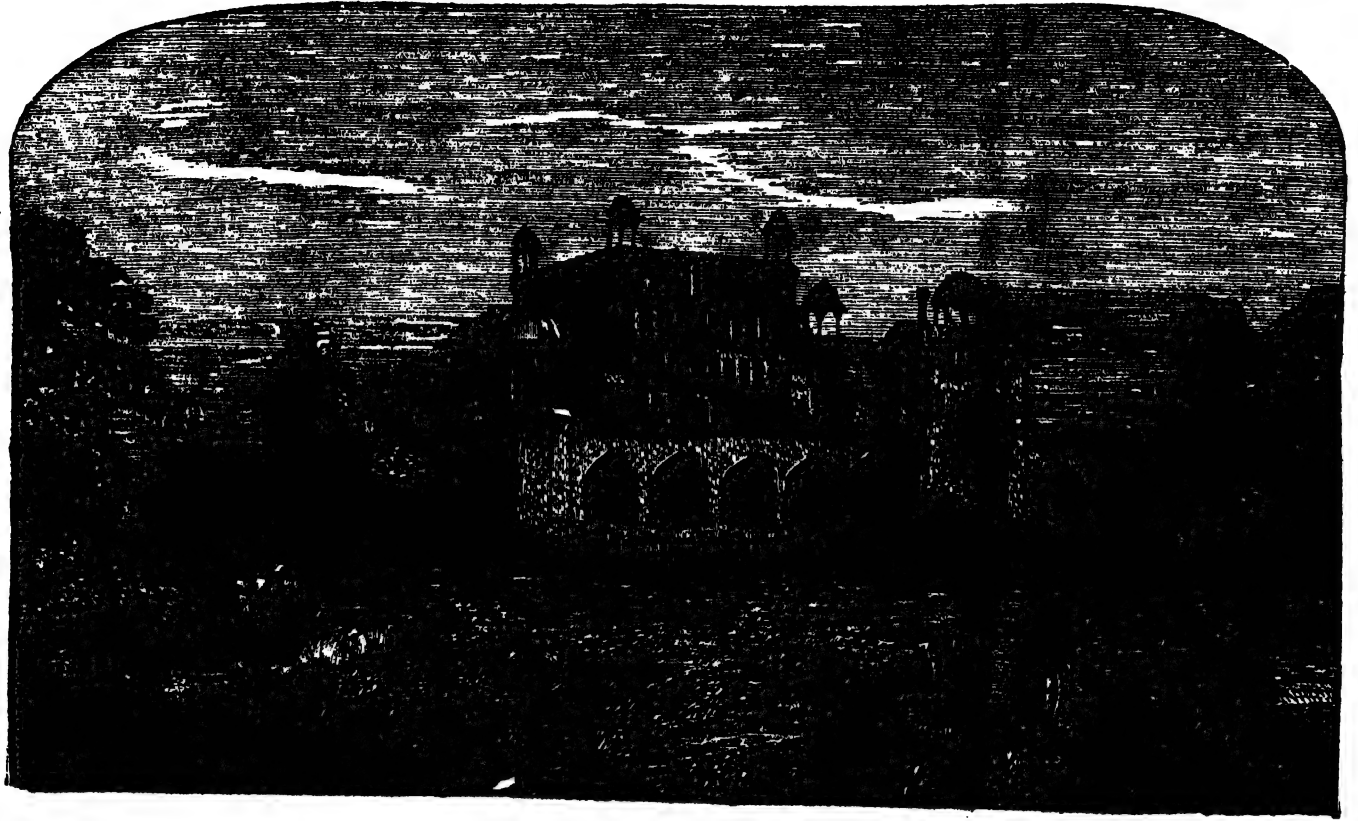
সে যাহা হউক মাতবর সিংহ এবং কয়েক জন প্রধান-পদস্থ ব্যক্তি বিনষ্ট হওয়াতে জঙ্গ বহাদুরের উন্নতির দ্বার একেবারে উদ্ধাটিত হইয়া পড়িল। তিনি মন্ত্রিপদে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। কিন্তু তাঁহাকে অমাত্য-পদে অভিষিক্ত করাতে মহারানীর অভীষ্ট-সিদ্ধির ব্যাঘাত হইতে লাগিল; অতএব তিনি তাঁহাকে বিনষ্ট করিবার চেষ্টা পাই-লাগিলেন। পরিশেষে তাঁহার সে অভিপ্রায় ব্যক্ত হইয়া পড়িল। তখন তিনি স্বীয় তনয়দ্বয় সম-ভিব্যাহারে লইয়া বারানসী-নগরে প্রস্থান করিলেন। তিনি অদ্যাপি তথায় বাস করিতেছেন। এদিকে এই ব্যাপারের পর ১৮৫০ অব্দে জঙ্গ বহাদুর ইংলণ্ডে গমন করিয়াছিলেন। ইহার প্রত্য-গমনের পর ১৮৫৫ অব্দে ইংরাজ গবর্ণমেন্টের সহিত বিলক্ষণ সম্ভাবসম্বলিত এক সন্ধিপত্র বিধিবদ্ধ হইয়া গিয়াছে। ১৮৫৩ অব্দহইতে নেপালপতি জঙ্গ বহাদুরকে দুইটি প্রদেশের উপর সর্বতোমুখী-প্রভুতা-সংযুক্ত রাজপদবী প্রদান করিয়াছেন, এবং রাজপরিবারমধ্যে জঙ্গ বহাদুরের এক তনয় ও দুই তনয়ার পরিণয় ব্যাপার সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। ১৮৫৭ অব্দের রাজবিদ্রোহের সময় মহারাজা জঙ্গ বহাদুর ইংরাজ গবর্ণমেন্টের সহ-স্তুচ্যুত গোরক্ষপুর ও লখনৌ নগর পুনরায় হস্তগত-করণ-ব্যাপারে বিশেষ সহায়তা করিয়াছিলেন। উক্ত সহায়তা ও মহত্বনিবন্ধন মহারানী ইংলণ্ড-ধরী জঙ্গ বহাদুরকে “নাইট গ্রাণ্ড ক্রুস অব্ বাথ্” এই উপাধি প্রদান, এবং ১৮১৩ খ্রীষ্টাব্দে অযো-ধ্যার নিকটবর্তী যে প্রদেশ ব্রিটিষ অধিকার-ভুক্ত হইয়া সন্ধিসংস্থাপন হইয়াছিল, সেই প্রদেশ নেপাল-রাজকে প্রত্যর্পণ করিয়াছেন।

সম্রাট্ অকবরের সমাধি-মন্দির। (সিকন্দরা।)



রতবর্ষের উত্তর-পশ্চিমাংশে যে সমস্ত অত্যুৎকৃষ্ট রাজ প্রা-সাদ উপাসনাস্থান এবং সমা-ধি-মন্দির দৃষ্টিগোচর হয়, তন্মধ্যে অধিকাংশই মহা-প্রতাপশালী মোগল সম্রাটদিগের প্রতিষ্ঠিত। সেই অগাধ ঐশ্বর্যশালী ভূপতিগণের নির্ম্মিমিস্য তদীয় রাজধানী ইন্দ্রভবনের ন্যায় সুশোভিত হইয়াছিল। ঐ নৃপতিগণের সুরম্য হর্ম্ম্য, তথা হুমায়ুন-মকবরা, তাজমহল, জুম্মামসজিদ প্রভৃতি সুন্দর সমাধি-মন্দির ও উপাসনাগৃহে দিল্লী এবং আগরা মহানগরদ্বয় পরমরমণীয় শোভা-সম্পন্ন হইয়া ভারতবর্ষের রাজধানী হওনের যথার্থ যোগ্য হইয়াছিল। নির্দয়-কালসহ-কারে যদিও সেই মনোহর অট্টালিকাসকলের অনেকে ভগ্নপ্রায় হইয়াছে, এবং যদিও স্থানে-২ ভগ্নাংশসকল নিপতিত হইয়া ধরাশায়ী হই-তেছে, তথাপি এখন পর্য্যন্তও তৎসমুদায় অব-লোকন করিলে দর্শক দিগের মনে এক অনির্বচনীয় প্রসন্নতার উদয় হইয়া থাকে।

যে স্থানে জগদ্বিখ্যাত অসামান্য ধী-শক্তি-স-ম্পন্ন মহাপরাক্রমশালী মহাতেজা মোগল সম্রাট্ অকবরের দেহ সমাধিস্থ হইয়া ধরাশয়্যায় শয়িত আছে, যেখানে তদীয় কীর্তিকলাপসকল শশ-ধরের ন্যায় বিমল-জ্যোতিঃ-প্রদান-পূর্বক দেদী-প্যমান রহিয়াছে, এবং যথায় নির্মল শুক্ল প্রস্তরময় শবাধারোপরি ঐ মহাপুরুষের নাম অদ্যাপি বিমল জ্যোতিঃ বিস্ফারিত করিতেছে, সেই মনোরম সুগঠিত সমাধি-মন্দিরের চিত্র অপর পৃষ্ঠায় প্রদর্শিত হইল। আগরাহইতে



প্রায় তিন ক্রোশ অন্তরে, সিকন্দরা নামী এক ক্ষুদ্র পল্লীর এক সুবিস্তৃত সূর্য্য উদ্যান-মধ্যে সেই সুচাক প্রাসাদ উন্নতচূড় হইয়া যার পর নাই বিচিত্র সৌন্দর্য্য সম্পাদন করিতেছে। এ রমণীয় উপবন চতুর্দিকে প্রাচীরদ্বারা বেষ্টিত, এবং তাহার চতুর্কোণে চারিটী উন্নত প্রাসাদশিখর আছে। বসন্তকালে যখন তরু-লতা-সকল নির্মল নভোমণ্ডলের প্রীতিসাধনার্থে নব হরিদবসনে পরিবৃত্ত হইয়া পরমরমণীয় রূপ ধারণ করে, বর্ষতুর সমাগমে যখন পাদপচয় কলপুষ্প পরিপূর্ণ হইয়া ঘনায়ত গগণের নিকট অবনতশিরঃ হয়, তখন সেই নিকুঞ্জবনের শোভার আর ইয়ত্তা থাকে না। তখন নবীনপল্লবাকীর্ণ রক্ত-সকলের মধ্যদিয়া সেই লোহিত প্রস্তর নির্মিত প্রাসাদ অসদৃশ বর্ণের সম্মিলনে বিশেষ সৌন্দর্য্য-শালী বোধ হইয়া থাকে। প্রস্তাবিত নয়ন-রঞ্জক

উদ্যানের চারিটী অপূর্ব রহস্তোরণ আছে, তন্মধ্যে একটি সর্বাপেক্ষা সুন্দর ও বিস্ময়জনক। এই উৎকৃষ্ট বহির্দ্বার অপর তোরণের ন্যায় লোহিত প্রস্তরে নির্মিত; কিন্তু উহার প্রকাণ্ড-খিলান-বিশিষ্ট প্রশস্ত পথ, এবং শ্বেত-প্রস্তর-নির্মিত অ-ত্যাচ্চ-চূড়াচতুষ্টয়ও তাহার গঠনের অনুগম শিগ্প-নৈপুণ্য প্রযুক্ত তাহা অপর সকল তোরণ অপেক্ষা সর্বতোভাবে শ্রেষ্ঠ। ভারতবর্ষীয় শিল্পিদিগের বিবেচনায় এ উন্নতচূড় বহির্দ্বার যে রাজপ্রাসাদের এক প্রধান অংশ তাহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে, এবং সিকন্দরার রহস্তোরণ-দৃষ্টে তাহা বিশেষ প্রতীত হইয়া থাকে। কথিত চূড়াচতুষ্টয় শ্বেত-মর্ম্মর প্রস্তরে নির্মিত, তাহার এক একটা কলিকাতার অকটলনী মনুমেন্ট নামক স্তম্ভের সদৃশ রহৎ; পরন্তু তাহা তোরণের উপরিভাগে স্থাপিত হওয়াতে তদপেক্ষা অনেক উচ্চ হইয়াছে। পরন্তু

এই ক্ষণে এই সুস্তসকলের কিয়দংশ ভগ্ন হইয়া গিয়াছে। কেহ কহে এই ঘটনা বজ্রপাতদ্বারা নিপন্ন হইয়াছে; অপরে কহে যে ছলকর আগরা-আগমন-করণ-কালে তোপদ্বারা তাহা বিনষ্ট করেন।

প্রস্তাবিত সমাধি মন্দির দৈর্ঘ্যে প্রস্তুত প্রায় সমান। অন্যান্য যাবনিক অট্টালিকাহইতে ইহার বৈলক্ষণ্য অনেক আছে। ইহার অন্তর্ভাগ খেত প্রস্তর কলকে আরত। আর ইহার নির্মাণার্থে যে সমস্ত উপকরণ প্রযুক্ত হইয়াছে, তৎসমুদয় অতি সুন্দর এবং মহামূল্য। ইহা চতুস্তলবিশিষ্ট। সর্বপ্রথম তলে সত্ৰাট্ আকবরের মৃতদেহ খেতবর্ণের প্রস্তরাধারে সম্মিবেশিত আছে।

এ সমাধির উপরিভাগে এক দীপশিখা অনুক্ষণ প্রজ্জ্বলিত থাকে। তথায় কতকগুলি মুসলমান ফকীর সেই দীপের রক্ষা হেতু অহরহঃ অবস্থিতি করে। তাহারা দূরদেশহইতে সমাগত পর্য্যটকদিগের নিকট ক্লান্ততা-সহকারে মৃত সত্ৰাটের গুণকীর্তন করিয়া থাকে, এবং স্পষ্টই প্রকাশ করে, যে আকবরের ন্যায় সুদক্ষ এবং বিচক্ষণ সত্ৰাট্ কখন হয় নাই, আর কখন হইবেক না। উপর্যুপরি তন তলে এক এক প্রস্তর শবাধার আছে, এবং সর্বোপরি ছাদে এক অতি উৎকৃষ্ট মনোহর খেতবর্ণের মৃতদেহাধার দৃষ্ট হয়। তাহাতে মৃত সত্ৰাটের নাম খোদিত আছে। এই ছাদের সর্বাংশ মন্দির প্রস্তরে নির্মিত এবং ইহার চতুঃপার্শ্বে অতীব কমলীয় খেত প্রস্তরের জালি আছে। দিবাকরের প্রথর করে এই প্রস্তরসকল জ্যোতির্ময় পদার্থের ন্যায় সমুজ্জ্বলিত হইয়া, আর চতুঃপার্শ্বস্থ চূড়োপরি রঞ্জিত প্রস্তর-কলক-সকল সৌররশ্মি প্রতিবিম্বিত করিয়া, দর্শকদিগের যৎপরোনাস্তি প্রীতিসাধন করিয়া থাকে।

পদ্মপুষ্পের প্রতি।

আমরি! আমরি! একি শোভা মনোহরা,
সরোবরে সমুদিত অপূর্ব অপ্সরা!
নীলকান্ত-মণি-নিভ সরসীর নীর,
তাহে পদ্মরাগ-প্রভা প্রকাশে কচির।
প্রসারিত মরকত পুঞ্জ পুঞ্জ দল,
পরাগের রাগ যেন বৈদূর্য্য বিমল।
অপকপ অয়স্কান্ত মধুপ-মণ্ডল
উড়ে পড়ে আকর্ষণে বিলাসে বিহ্বল।
আহা মরি! কি মাধুরী ধরে কর্ণিকার!
ঈষৎ বীজের শ্রেণী দশন আকার!
এমন হাস্যের ছটা কোথা দৃশ্যমান?
নিকপম পুষ্প তুমি, কে তব সমান?

সকল সৌন্দর্য্যসহ তুমি উপমেয়;
সকল সৌভাগ্য দেখি তোমার আধেয়।
মূর্ত্তিমতী প্রজ্ঞা সতী, দেবী সরস্বতী,
হে নলিনি, তোমার নিকুঞ্জে নিবসতি।
শ্রীকপিণী সিদ্ধুবালা, চঞ্চলা কমলা,
তোমার নামেতে তাঁর খ্যাতি সমুজ্জ্বলা।
নিরবধি তোমাতে তাঁহার অধিষ্ঠান —
দুই কর কমলেতে তুমি শোভমান।
তুমি সেই কামিনীর ছিলে হে আধার,
কমলদহেতে ঘেই করিল বিহার;
নিরখি শ্রীমন্ত সাধু হারাইল জ্ঞান,
নিকপম পুষ্প তুমি, কে তব সমান?

কুসুমের সার তুমি, শোভার নিধান,
নিজে নিকপমা, উপমার উপাদান।
ললিতলাবণ্যবতী ললনার সহ
উপমার উপযোগী আর কেবা কহ?
অতুল রাতুল তব, সাদৃশ্য শোভন,
অভিলাষি কর, পদ, নয়ন, বরন।



নব কলিকার সুকুমার সে আকার
ধরিবারে উরসিজে বাসনা অপার ।
মৃণাললালিত্য লভ্যে বাহুতে প্রয়াস ;
তব মধু সঞ্চয়নে অধরের আশ ।
বিকল প্রয়াস আশ ; সবে হতমান ;
নিকপম পুষ্প তুমি, কে তব সমান ?
যে কালে ছিল না এই জগত প্রকাশ ;
নাস্তি ক্রিতি, অপ, তেজ, মরুত, আকাশ ;
সকলের মূল্যধার, সর্ববীজ যেই,
সর্ব-ধর্ম-মতে মাত্র আবির্ভূত সেই ;
পুরাণে প্রসিদ্ধ সেই পুরুষ প্রধান,
করিবারে এই সব সৃষ্টির বিধান,
অনন্তে অনন্তশায়ী ক্ষীরোদ সাগরে,
তোমাতে করিলা সৃষ্টি মাড়ি-সরোবরে ।
তুমি আদ্যসৃষ্ট তাহে শ্রেষ্ঠ অতিশয়,
তোমাতে প্রজাত প্রজাপতি মহাশয় ।

সর্বজন পিতামহ তোমার সন্তান ।
নিকপম পুষ্প তুমি, কে তব সমান ? //

তীর্থগণমাঝে যথা পুরী বারাগসী,
গোপীগণ মাঝে যথা রাধা গরীয়সী,
নক্ষত্র-সমাজে যথা রোহিণী কপসী,
অপ্সরার মধ্যে যথা প্রধানা উর্বসী,
অমরীমণ্ডলে যথা বাসব-প্রেয়সী,
পুষ্পরাজ্যে কমলিনী সেকপ শ্রেয়সী ।
কুমুদ মন্ত্রিণী তব, তুমি হে মহিষী ;
তোমার সুসৃষ্টি-কালে জাগে সেই নিকী । -
সহদলবলে যবে থাক হে বিকসি,
ইন্দ্রের অমরাবতী হয় সে সরসী ।
প্রণত তোমার পদে হয় হে ধীমান, *
নিকপম পুষ্প তুমি, কে তব সমান ?

* কোন কর্মণ জ্ঞানপ্রবর পদ্ম পুষ্পকে প্রথম নিরীক্ষণ করিয়া
প্রণাম করিয়াছিলেন ।

গণনায় দুই পুষ্প ধরাতে প্রধান,
 শোভা আর সুরভির নিয়ত নিধান।
 উভয়েই সর্ব অগ্রে জাত এই দেশে; *
 উভয়েই এক নামে বিখ্যাত বিশেষে।
 শ্বেত রক্ত উভয়েই দুই বর্ণ ধর;
 উভয়ের নালে আছে কণ্টকনিকর।
 উভয়েই কবিজনগণ-মনোহর;
 কালে কালে কত কাব্যে কলিত সুন্দর।
 কিন্তু তব তুলনায় মানিয়া লায়ব
 দেশান্তরে গোলাবের বাড়িল গৌরব।
 সর্বকালে সমভাবে তোমার সম্মান,
 নিকপম পুষ্প তুমি, কে তব সমান?
 সুখের পদার্থ তুমি অসুখের নও;
 তাপ আর হিম সমতায় সুখে রও।
 বরষায় প্রসীড়িত হও হে নলিনি;
 হেমন্ত-শিশিরে তব প্রতিভা মলিনী;
 বসন্তে বিপুল শোভা বাড়ে অতিশয়,
 সরোবর হয় যেন কমলা-নিলয়।
 • কি আর বর্ণিব শোভা, ওহে শতপত্র,†
 শরদের শিরে যবে হও আতপত্র,
 মরকত দণ্ডোপরে রক্ত মখমল,
 নীহারের মুক্তা হারে করে ঝলমল।
 কাঞ্চনকলস কর্ণিকার জ্যোতিষ্মান,
 নিকপম পুষ্প তুমি, কে তব সমান?

প্রেমের ভাঙার তুমি, এই সে কারণ
 তব অনুগত কত হেরি জীবগণ।
 চিরকাল তব প্রেমে মত্ত মধুকর,

মুষ্টিশিরোমণি বলি খ্যাত চরাচর,
 মধুস্বরে চাটুবাদে করি গুঞ্জরন,
 মধুকয়ে অন্য কুলে করে পলায়ন।
 পাতকী কখন কর্ম-ফল কি এড়ায়?
 কেতকী-কণ্টকে তার ছিন্ন ভিন্ন কায়।
 অপর রুতস্র করী, সুবাসিত বারি
 পান করি, তব মূল উচ্ছেদন-কারী।
 সে কলুষে অঙ্কুশে ললাট খান খান,
 নিকপম পুষ্প তুমি, কে তব সমান?
 কবির সর্বস্ব তুমি, ভারতে বিশেষ;
 তোমা ধরি ধরামধ্যে ধন্য এই দেশ;
 বিরহ-অনল শাস্ত্র সুকোমল দলে;
 তব বীজ, রূপমালা সিদ্ধ-করতলে;
 সূজনে সূজনে প্রেম যদি ভজ হয়,
 তব সূত্র সহ তব উপমান রয়।
 বর্ণিবারে কেবা পারে, ওহে কোকনদ,
 তোমার সুরভি-ভার ইন্দ্রের সম্পদ;
 মলয়-পবন হরি সেই সব ধন
 কেন বা অরণ্য-দেশে করে বিতরণ।
 তব মকরন্দ অঙ্কে করে দৃষ্টিদান,
 নিকপম পুষ্প তুমি, কে তব সমান?

স্বপ্নদর্শী কাণ্পনিক তত্ত্বীর কণ্পনা,
 ভীষণ ভাবনা তার, কত বিভাবনা,
 দেহ মধ্যে কুটাইল কত বা কমল।
 দুই, চারি, ছয়, আট, দশ, বারো দল।
 তিন-গুণ-ময়ী নাড়ী, মৃণালিকা তায়
 খেলিছে মরালবর, বর্ণনে না যায়।
 কে দেখেছে এসব কাল বিচিত্র সরোজ,
 দেহ চিরি অজ্ঞবৈদ্য না পাইল খোজ।
 প্রাকৃতিক মানসিক দুই রূপ তব।
 মানসিক রূপ কভু দর্শন সম্ভব।
 সে জেনেছে যে পেয়েছে সে রূপসম্মান,

* ইউরোপীয় উদ্ভিদবিদ্যা-বিশারদ কোন কোন মহাশয়ের মতে
 গোলাব ভারতবর্ষীয় পুষ্প।

† “শতপত্র” এই নাম পদ্ম এবং গোলাব উভয়ের প্রতি
 প্রযুক্ত হইয়া থাকে।

নিকপম পুষ্প তুমি, কেতব সমান?

বিগত-যামিনীযোগে স্বপনসঞ্চার,
কি হেরিনু অপকপ, দেখিব কি আর?
হে মিত্র, * মোহিনী তুমি এক সরোবরে
ভাসিতেছ যেন প্রফুল্লিত কলেবরে।
মিত্রের নির্দেশে আমি নামিলাম জলে,
ধাইলাম ধরিবারে তোরে, লো চপলে।
যত যাই তত তুমি, চলিলে অন্তরে,
অপসরার বেশে শেষে মোহিলে অন্তরে।
প্রসারিতকরে ধাই, ব্যাকুলিত প্রাণ,
অমনি হাসিয়ে তুমি হল্যে অন্তর্ধান।
ভাঙিল ঘুমের ঘোর; দুঃখে হতজ্ঞান,
নিকপম পুষ্প তুমি, কে তব সমান?

কটক } র, ল, ব,
১ মাঘ ১৭৮৯ শকাব্দা }

নূতন গ্রন্থের সমালোচন।



যুক্তা-স্বয়ংবর। নাটক।
“সংক্রিয়নাথ দত্ত প্রণীত।” এই
ক্ষুদ্র নাটকখানি আমাদের
সমাদরণীয় হইয়াছে। ইহাতে
যে ঐতিহাসিক ব্যাপার বর্ণিত

আছে তাহা হিন্দু-স্বাধীনতা-উচ্ছিন্ন হইবার
একটা প্রধান কারণ। ইহা পাঠকবর্গের নিকট
বিশেষ বিদিত আছে যে হিন্দুরাজ্যবর্গের
মধ্যে কেহই সমস্ত ভারতবর্ষে একচ্ছত্রে রা-
জত্ব করিতে পারেন নাই। সর্বাপেক্ষাবিখ্যাত
দোদণ্ড-প্রতাপাশ্বিত রাজারাও ভারতবর্ষমধ্যে
প্রতিদ্বন্দ্বি-বিহীন ছিলেন না। পাণ্ডব-চুড়া-

* সুখ্য।

মণি যুধিষ্ঠির হিন্দুরাজাদিগের মধ্যে এক জন
অতিপ্রধান ছিলেন, সন্দেহ নাই; পরন্তু তাঁ-
হার রাজ্য তাদৃশ বিস্তীর্ণ ছিল এমত কোন
প্রমাণ বা প্রবাদ নাই। বিভিন্ন রাজপাট ইন্দ্র-
পুস্থ ও হস্তিনাপুর পরস্পর অতি সন্নিবিষ্ট
ছিল; এবং যুধিষ্ঠিরের সমকালে বিরাট, কাম্য-
কুজ, কাশী, গুজরাট, মগধ প্রভৃতি স্থানে
স্বতন্ত্র স্বাধীন রাজা সকল বিরাজমান ছিলেন।
অশোক রাজার রাজ্য যুধিষ্ঠিরের রাজ্য অপে-
ক্ষা বিস্তীর্ণ ছিল; তাহার সীমা দক্ষিণে কটক,
পূর্বে ত্রিহৃত, উত্তরে হিমালয়, ও পশ্চিমে
গুজরাট ও কাবুলের অন্তর্গত কাপর্দগিরি পর্বত
পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল, তাহার প্রমাণ অদ্যাপি
বর্তমান আছে। অদ্যাপি ঐ সকল স্থানে উক্ত
রাজার অনুশাসন-পত্রসকল পাষাণে খোদিত
দেখা যায়। অশোকের পরে কোন ভারতবর্ষীয়
হিন্দু কি বৌদ্ধ রাজা তাদৃশ বিস্তীর্ণ রাজ্য
প্রাপ্ত হইয়াছিলেন তাহার কোন প্রমাণ নাই।
যে কালে মুসলমানেরা ভারতবর্ষে আগমন করিতে
আরম্ভ করে, তৎকালে এই দেশ নানা খণ্ডে
বিভক্ত হইয়া বিভিন্ন রাজার হস্তে ন্যস্ত ছিল;
তন্মধ্যে দিল্লীতে চোহান-বংশীয় পৃথ্বীরায় ও
কনৌজে জয়চন্দ্র প্রধান এবং বীরাগ্রগণ্য
বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিলেন। উহারা উভয়ে একত্র
মিলিত হইয়া স্বদেশের স্বাধীনতা-রক্ষার্থে সঙ্ক-
ল্পিত হইলে অবশ্য কৃতকার্য হইতেন। পরন্তু
প্রতিবাসীর বিরুদ্ধ ধর্মে প্ররক্ত হইয়া তাঁহারা পর-
স্পরের অত্যন্ত ঘৃণী ছিলেন, এবং পরস্পরের
অনিষ্ট-সাধনে কদাপি ত্রুটি করেন নাই। একদা
জয়চন্দ্র তাঁহার কন্যা সংযুক্তার স্বয়ংবর উপ-
লক্ষে এক মহাসভা করিয়াছিলেন, এবং
তাহাতে ভারতবর্ষীয় অনেক নৃপবংশাবতংসেরা
সমাহৃত ও সমাগত হইয়াছিলেন, কেবল দি-

স্বাধিপতি পৃথীরায় তথায় অনাহৃত ছিলেন। তিনি ঐ অবকাশে এক সহস্র পারদক্ষ যোদ্ধা সমভিব্যাহারে লইয়া গোপনে কান্যকুজে আসিয়া সংযুক্তাকে হরণ করিয়া প্রস্থান করেন। এই ঘটনাটি উপলক্ষ করিয়া ত্রিযুক্ত দত্তজ তাঁহার অভিনব নাটক খানি গ্রন্থন করিয়াছেন। ইহার আদি বর্ণনা “পৃথীরায় রায়সা” নামক হিন্দী মহাকাব্যে দৃষ্ট হয়। ঐ কাব্য পৃথীরায়ের প্রিয়সহচর ও কুলাচার্য্য চাঁদ কবিকর্তৃক বিরচিত, ও কবিত্ব-বিষয়ে অত্যন্ত সুবিখ্যাত। পরন্তু তাহাতে কেবল ঐতিহাসিক ও সৌর্য্যপুণের বর্ণন থাকায় ইদানীন্তনের নির্বীৰ্য্য হিন্দুদিগদ্বারা অনাদৃত হইয়া উহা অধুনা অত্যন্ত দুস্প্রাপ্য হইয়াছে। চত্বারিংশ বৎসর হইল সুবিখ্যাত রাজপুত্র-ইতিহাস-লেখক উহার একখানি অনেক ক্রেশে সঙ্গ্রহ করিয়া তাহাহইতে সংযুক্তার স্বয়ংবর-বিবরণ ইংরাজীতে অনুবাদিত করেন। তাহাহইতে দত্তজ আপন নাটকের আখ্যায়িকা সম্বৃত্ত করিয়াছেন। আমরা স্বয়ং ঐ মূলগ্রন্থ দেখিবার নিমিত্ত কয়েক বৎসরাবধি চেষ্টাধিত ছিলাম, এবং সম্প্রতি আমরাদিগের সে চেষ্টা ফলবতী হইয়াছে। কাশীর মহারাজের পুস্তকাগারে ঐ গ্রন্থ একখানি ছিল, এবং মহারাজের অনুগ্রহে আমরা তাহার দর্শন পাইয়াছি। উহা সম্পূর্ণ কি না তাহা আমরা জ্ঞাত নহি; বোধ হয় তাহার আরম্ভে কিঞ্চিৎ খণ্ডিত হইয়াছে, যেহেতু তাহাতে কোন মঙ্গলাচরণ দৃষ্ট হয় না, এবং আখ্যায়িকা হঠাৎ অনঙ্গপালের দিল্লীতে আগমন-বিষয়ে আরম্ভ হইয়াছে। পরন্তু যাহা অবশিষ্ট আছে তাহা প্রশস্ত তিন শত অষ্টচত্বারিংশ পৃষ্ঠাপরিমিত, এবং তাহাতে একত্রিংশৎ বিষয়ের বর্ণন আছে; তদ্যথা; ১, অনঙ্গপালের দিল্লীতে

আগমন; ২, যমর নদীর যুদ্ধ; ৩, কণাটে বিজয়-যাত্রা; ৪, চন্দাবতীর বিবাহ; ৫, জৈত-রায়ের রাজ্যাগ্রহণ; ৬, কাজুরারাজের পরাজয়; ৭, হংসাবতীর বিবাহ; ৮, পাহাড়রায়ের রাজ্যাপহরণ; ৯, বকণ-প্রস্তাব; ১০, সোমেশ্বরের বধ; ১১, পজ্জুন-রাজের পরাজয়; ১২, চাঁদ কবির দ্বারকা-যাত্রা; ১৩, কৈমাসের পরাজয়; ১৪, ভীমভট্টের বিনাশ; ১৫, সংযুক্তার হরণ; ১৬, বিনয়-মঙ্গল-বিবরণ; ১৭, শুক-সংবাদ; ১৮, বালুকায়ের পরাজয় ও বধ; ১৯, পজ্জুনের রাজ্যাগ্রহণ; ২০, পঙ্গসামন্তের যুদ্ধ; ২১, শাপিত শিকার; ২২, দিল্লীর বিবরণ; ২৩, জঙ্গম-কথা; ২৪, ষড়-ঋতুবর্ণন; ২৫, যজ্ঞকাল-বর্ণন; ২৬, বালুকায়ের জীবন-চরিত; ২৭, কৈমাসের পরাজয় ও বধ; ২৮, কেদারের দুর্গবর্ণন; ২৯, কান্যকুজ-বর্ণন; ৩০, বড়োবেড়ী; ৩১, বাণবেধ। এই সকল প্রসঙ্গে দৃষ্ট হইবে যে আমরাদিগের প্রাচীন কবিরা আধুনিকদিগের ন্যায় কেবল অশ্লীল আদিরসে মত্ত না হইয়া যথার্থ পৌরুষ-ধর্মের অনুগামী ও তাহার অনুসরণ করিতেন। তাঁহা-দিগের পাঠক ও শ্রোতৃবর্গও ঐ রসের আশ্বাদনে পরিতৃপ্ত হইতেন; কলে তাঁহারা স্বয়ং বীর্য্য ব্যবসায়ী ছিলেন, এবং বীরের মহিমা প্রকৃত অনুভব করিতে পারিতেন। তৎকালের মহিলা-রাও ঐ রসের সম্যগ্ অনুরাগিনী ছিলেন; এবং তদ্ব্যতীত “বীরপ্রসূ হও” এই আশীর্বাদ অপর সকল আশীর্বাদের অপেক্ষা গরীয়ান্ বোধ করিতেন। হায়! হিন্দুমহিলা! কি আর কখন ঐ আশীর্বাদের প্রকৃত তাৎপর্য্য অনুভব করিতে পারিবেন! আর সেই ভারতবর্ষের প্রকৃত মঙ্গলের সময় কি পুনরায় উদিত হইবেক।

২। “সুশীলা-বীরসিংহ নাটক। সেক্সপিয়র রচিত নাটক-বিশেষ অবলম্বন করিয়া বিরচিত।” এই

গ্রন্থখানিও আমাদিগের বিশেষ উপাদেয়। ইহাতে ইউরোপীয়-কালীদাস সেক্সপিয়রের অপূর্ব রস-বর্ণনের আভাষ বাজালীপাঠকদিগের মোদনার্থে দেশভাষায় প্রতিবিম্বিত করা হইয়াছে। সেক্সপিয়রের নাম বোধ হয়, পাঠকরূপে অনেকেই শ্রুত আছেন। ঐ মহাকবি দুই শত বৎসর হইল ইংলণ্ডে বিরাজ করিয়াছিলেন। তাঁহার বাল্য-রক্তান্ত বিশেষ প্রচার নাই; এবং যাহাও জ্ঞাত হওয়া যায় তাহা কোন মতে বিশেষ প্রশংসনীয় নহে। আমাদিগের কালীদাসের ন্যায় তিনি বাল্যে বিদ্যাশিক্ষায় বিনুখ ছিলেন, এবং স্বদেশমান্য গ্রীক ও লাতিন ভাষার কোন আলোচনা করেন নাই। পরন্তু কালীদাসের ন্যায় তিনি বাগ্‌দেবীর বরপুত্র ছিলেন, এবং সেই প্রসাদে কবিত্ব-বিষয়ে অদ্বিতীয় হইয়াছিলেন। নাটক-রচনাই তাঁহার প্রিয় ছিল, এবং তাহাতে তিনি যেকপ সিদ্ধসঙ্কপ ও পারদক্ষ হইয়াছিলেন, তদ্রূপ আর কুত্রাপি কোন কালে কোন কবি হইতে পারেন নাই। গ্রীস-দেশীয় প্রাচীন কবিরা নাটক-বিষয়ে বিশেষ প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহাদের রচনা সেক্সপিয়রের উৎকৃষ্ট রচনার সহিত কোন মতে তুলনীয় হইতে পারে না। স্পেন-দেশীয় সুবিখ্যাত কবি লোপদি বাগা প্রায় দুই শত নাটক রচনা করিয়াছিলেন। তাঁহার সদৃশ নাটকপ্রসূ বোধ হয় ভূমণ্ডলে আর কেহ করেন নাই; অপর তাঁহার নাটকসকল স্বদেশে বিশেষ সমাদৃত হইয়াছিল; পরন্তু তাহার মধ্যে কিছুই সেক্সপিয়রের উৎকৃষ্ট কোন নাটকের সহিত তুলনীয় হইতে পারে না। ফ্রান্স-দেশে অনেক নাটককার হইয়া গিয়াছেন, এবং প্রহসন-বিষয়ে তাঁহাদের কোন ২ রচনা বিশেষ আদরণীয় বটে; পরন্তু তাহাও সেক্সপিয়রের নাটকের সহিত তুলনীয়

নহে। আমাদিগের ইহা সামান্য গরিমার বিষয় নহে যে আমাদিগের কালীদাসরূপ “শকুন্তলা” সেক্সপিয়রের সর্বোৎকৃষ্ট নাটকের সর্বতোভাবে তুল্য হইয়াছে। হাব ভাব কবিত্ব কৌশল কোন বিষয়েই শকুন্তলা সেক্সপিয়রের রচনা-অপেক্ষা কনিষ্ঠ নহে। পরন্তু কালীদাসের দুই খানি মাত্র নাটক বর্তমান আছে, এবং তদুভয়ই আদিরস-বর্ণনে নিযুক্ত; তাহাতে অন্যরসের বিশেষ বিন্যাস নাই। সেক্সপিয়রের ত্রিশতটি নাটক বর্তমান আছে, এবং তাহাতে বীর কৰুণ রোদ্ভাদি সকল রসেরই প্রাধান্য দেখা যায়; ঐ সকল রস অপূর্ব চমৎকারিতার সহিত বর্ণিত হইয়াছে, তাহার সাদৃশ্য অন্য কোন গ্রন্থে প্রাপ্য নহে। অপর তাঁহার নাটকে বর্ণিত ব্যক্তিবর্গের যাহার যে ভাব উদ্দেশ্য হইয়াছে তাহার একপ অসদৃশ লক্ষণ বিস্মিয়ুত হইয়াছে যে তাহা তত্ত্ব-দ্বিষয়ের পরাকাষ্ঠা মনে হয় আমাদিগের দেশে প্রবাদ আছে যে উৎকৃষ্ট গায়ক সঙ্গীতস্বরে রাগরাগিণীর স্বস্বশরীরে আবির্ভাব করিতে পারেন; সেক্সপিয়র সেই রূপ বাক্যবিন্যাসে কাম ক্রোধ লোভ মোহ হিংসা ঘেব অসূয়া প্রভৃতি সকল ভাবের মূর্ত্তিমান উদয় করিয়াছেন। একথা এতদেশীয় অনেকের প্রতি অসম্ভব হইতে পারে। পরন্তু যাহারা সেক্সপিয়ররূপ “হামলেট” কি “মেকবেথ” কি “ওফেলো” কি “রোমিও এণ্ড জুলিএট” নামক নাটক বুঝিয়া পাঠ করিতে পারিয়াছেন তাঁহাদের পক্ষে ইহা অনায়াসেই সম্যক অনুভূত হইবে যে ঐ সকল নাটক স্বস্ব-বিষয়ে পৃথিবীতে আদর্শস্বরূপ হইয়াছে, এবং তাহাদের সহিত তুলনায় কোন নাটক তাহার কি পর্য্যন্ত নিকটে আসিতে পারে তদনুসারে তাহার গুণের নির্ণয় হয়।

রহস্য-সন্দর্ভ

নাম

পদার্থ-সমালোচক মাসিক পত্র ।

৪ পর্ব]

প্রতি খণ্ডের মূল্য ১০ আনা । বার্ষিক অগ্রিম মূল্য ২ টাকা ।

[৪৮ খণ্ড



ওয়ারেন্ হেষ্টিংস্ ।



কেহই মনে করেন নাই যে, এই ব্যবসায়ী লোকেরা এতদেশীয় নরপতিদিগকে পরাজয়পূর্বক

ঈশ্বর শকের অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে ইংরাজেরা বাণিজ্যার্থে ভারতবর্ষের অনেক স্থানে সংস্থিত হইয়াছিল।

কিন্তু তখন একপ

এক নূতন রাজধানী প্রতিষ্ঠিত করিয়া আপনাদিগের একাধিপত্য সংস্থাপন করিবেক, এবং হিমাচলহইতে কুমারিকা অন্তরীপ পর্য্যন্ত আর সিন্ধু নদের পশ্চিম-পার্শ্বহইতে ব্রহ্মপুত্র নদের পূর্বপার্শ্বপর্য্যন্ত, যার পর নাই বিপুল সাম্রাজ্য বিস্তার পূর্বক, মোগলদিগের অপেক্ষা অধিক সুশৃঙ্খলরূপে এবং আফগানদিগের অপেক্ষা প্রবলপরাক্রমে রাজ্যশাসন ও প্রজাপালন করিবেক। ইউরোপের পশ্চিমাংশে আৎলান্টিক মহাসাগরের মধ্যস্থিত ক্ষুদ্র দ্বীপদ্বয়হইতে সমাগত কতিপয় বণিকেরা যে এই ভারতভূমির

ভূপতিপদে প্রতিষ্ঠিত হইবে, ইহা স্বপ্নেরও অ-
গোচর ছিল। কিন্তু কালের কি আশ্চর্য্য গতি !
এবং ভাগ্যদেবীর কি অপার শক্তি ! যাহারা
পূর্বে সনন্দ প্রাপ্তির নিমিত্ত নানা উপহার প্রেরণ-
পূর্বক সম্রাটদিগের নিকট অবনতশিরঃ হইয়া
অগ্রসর হইতেন, যাহারা অত্যাশ্রয় ভূমির অধিকার
জন্য অনেক অর্থ ব্যয় করিয়াও অবশেষে ধনলিপ্সু
প্রতিনিধিগণের নিকটে অশেষবিধ অবমাননা
সহ্য করিতেন, তাঁহারা এই ভারতভূমির
সম্ভ্রান্তদিগের ভাগ্যানিস্তা, এবং নরপতিদিগের
একমাত্র অবলম্বন হইয়াছেন—তাঁহাদেরই মুখা-
পেক্ষ হইয়া কত শত সিংহাসনচ্যুত নরপতি রক্তি-
ভোগে জীবন যাপন করিতেছেন !

যে ব্যক্তির পরাক্রমে ও বুদ্ধি-চাতুর্য্যে এ
বিশাল সাম্রাজ্যের সূত্রপাত হইয়াছিল তাঁহার
নাম রবার্ট ক্লাইব্। মোগল-রাজ্যের চরমদশা
উপস্থিত হইলে, যখন পশ্চিমদিগহইতে এক
বিজিগীষু পারশ্য ভূপতি ভারতবর্ষ আক্রমণ-
পূর্বক দিল্লী নগর লুণ্ঠিত ও ভাষ্যবশেষীকৃত
করিয়া সিঙ্কু নদের অপরপারে প্রত্যাগমন
করিয়াছিলেন; যখন এক জন আফগান
পূর্ববিজয়ীর অনুগামী হইয়া বারত্বয় উপদ্রবের
পর মোগল-রাজ্যের অবশিষ্ট ঐশ্বর্য্য একেবারে
বিনষ্ট করিয়া দিল্লীর অধোশ্বরকে নিঃসত্ত্ব করিয়া-
ছিলেন; যখন মহারাষ্ট্রীয়েরা বহুসঙ্খ্যক
হর-সাহায্যে চতুর্দিক্‌প্রদেশ সকল স্বাধীন
করিয়া ভারতবর্ষের রাজধানী পর্য্যন্ত অগ্রসর
হইয়াছিল; যখন সম্রাটদিগের এতাদৃশ দুরবস্থা
সন্দর্শনে রাজ্যাস্ত্রগত প্রদেশস্থ প্রতিনিধিরাও
অভ্যুত্থানে প্রণোদিত এবং স্বাধীনতালাভ-মানসে
সবিশেষ চেষ্টিত হইয়াছিল; কলে যখন
সকলেই অরাজকরূপ সুযোগ পাইয়া স্ব স্ব
অবস্থার উন্নতিসাধনজন্য নানা উপায়োক্তাবন

করিতেছিল, তখন উপরি উক্ত তরুণবয়স্ক
ইংরাজপুরুষ প্রথমে ভারতবর্ষে পদার্পণ করেন।
কয়েক বৎসর কোম্পানির বাণিজ্য-কার্য্যে কাল-
ক্ষেপ করিয়া তিনি সৈন্যদলে প্রবিষ্ট হন, এবং
অল্পকালমধ্যে স্বীয় অনুপম বুদ্ধি-কৌশলে
ও অসামান্য-সাহস-সহকারে দক্ষিণদেশীয় বি-
গ্রহে সর্বাপেক্ষা অগ্রগণ্য হইয়াছিলেন। ১৭৫৭
খ্রীষ্টাব্দে বিখ্যাত পলাশীর যুদ্ধে, তিনি নবাব
শিরাজুদ্দৌলাকে পরাস্ত করিয়া ইংরাজদিগের
রাজ্যের সূত্রপাত করেন, এবং অবশেষে পলাতক
দিল্লীশ্বরকে বক্সর প্রদেশে পরাভূত করিয়া বাজলা
বেহার এবং উড়িষ্যা এই প্রদেশত্রয়ের দেওয়ানী
প্রাপ্ত হইলেন। ক্লাইব্ ভারতবর্ষহইতে প্রত্যাগমন
করিলে তদীয় উপার্জিত রাজ্য দৃঢ়ীভূত করেন,
যিনি এদেশের প্রথম গবর্নর জেনারল হন, যিনি
নানাবিধ ন্যায়বিষয় অহিতাচরণদ্বারা স্বীয় নাম
চিরনিন্দনীয় করেন, যিনি অযোধ্যার বিধবা বেগম-
দিগের স্বত্ব বিলুপ্ত করিয়া রাজকোষ পরিপূরিত
করিয়াছিলেন, যিনি নিরীহ রোহিলাদিগের প্রাণ-
বধের নিমিত্ত অযোধ্যাধিপতিকে স্বীয়সৈন্য
সামন্ত এক প্রকারে বিক্রয় করিয়াছিলেন, যিনি
আপনি নিকটক হইবার জন্য রাজা নন্দকুমা-
রকে বিচারের বড়যন্ত্রে অভিভূত করিয়া অবশেষে
উদ্বল্লভদ্বারা তাহার প্রাণনাশের অনুমতি প্রদান
করেন, যিনি দশ বৎসর রাজ্যশাসনের পরে
স্বদেশে প্রত্যাগমন করিলে পার্লামেন্ট মহাসভায়
অভিযুক্ত হইয়া কএক বৎসর পরে কেবল স্বদেশীয়ে
কএক জন প্রধানের অনুগ্রহে নিকৃতিলাভ করি-
য়াছিলেন, সেই দুর্বিখ্যাত শাসনপতির জীবন
রক্তান্ত আমরা এই প্রস্তাবে সঙ্ক্ষেপে বর্ণন করিব।

ইংলণ্ডের অন্তর্গত উক্ত প্রদেশে ডেলিস্-
ফোর্ড নামে এক গ্রাম আছে। তথায় অতি
প্রাচীন কালাবধি প্রসিদ্ধ সঙ্কশসম্পন্ন এক ঘর

ভূম্যধিকারী বাস করিত। লোক-পরম্পরায় কথিত আছে যে, সুবিখ্যাত নরপতি আলফ্রেডের পূর্বেও উক্ত বংশ সাতিশয় প্রভাবশালী ও গৌরবান্বিত ছিল। এতাদৃশ আক্ৰিমন্ত বংশ সম্মানে বহুকাল অতিবাহিত করিয়া প্রথম-চার্লসের সময়ে রাজ্যান্তর্গত বিগ্রহসম্বন্ধে উচ্ছিন্ন-প্রায় হয়। সেই বিপুলবংশে একমাত্র বংশধর অবশিষ্ট ছিলেন, এবং তিনিও গ্রামস্থ লোকের এক সামান্য পোরোহিত্য-কার্য্যে কালান্তিপাত করিতেন। তাঁহার দুই পুত্র ছিল পুত্রদ্বয়ের মধ্যে জ্যেষ্ঠ হোয়ার্ড অতি সচ্চরিত্র ও সৎগুণশালী, ও কনিষ্ঠ পিনাষ্টন অতি উগ্র-স্বভাব ছিল; শেষোক্তটি হিতাহিত বিবেকশূন্যতাপ্রযুক্ত ষোড়শ বর্ষ বয়ঃক্রমকালে উদাহ ক্রিয়া সম্পন্ন করিয়া বৎসরদ্বয়মধ্যে এক শিশু সন্তান রাখিয়া প্রাণত্যাগ করে। সেই পিতৃহীন শিশুর নাম ওয়ারেন্ হেস্টিংস্। ১৭৫২ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসের ৩৪ দিবসে তিনি জন্মগ্রহণ করেন, অম্পকাল মধ্যে তাঁহার মাতারও লোকান্তরপ্রাপ্তি হইলে তিনি পিতামহের আশ্রয়ে জীবন যাপন করিতে লাগিলেন।

ওয়ারেন্ বাল্যাবস্থায় গ্রাম্য-বিদ্যালয়ে কৃষক সন্তানগণের সহিত একাসনে বসিয়া বিদ্যাভ্যাস করিতেন; কিন্তু প্রথমাবধি তাঁহার অসামান্য বুদ্ধিশক্তি, অনুপম সাহস ও অন্যান্য সুলক্ষণসকল বিশেষ লক্ষিত হইয়াছিল। পাঠে তিনি যৎপরোনাস্তি মনোনিবেশ করিতেন, এবং বিদ্যালয়ে প্রায় সর্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট ছিলেন। পূর্বপুরুষদিগের কীর্তিসকল শ্রবণ করিতে তিনি সাতিশয় ঔৎসুক্য প্রকাশ করিতেন, এবং ডেলিস্ফোর্ড গ্রামের অধিকার পুনঃপ্রাপ্ত হইয়া বিলুপ্ত পৈতৃক নাম তিনি পুনরায় প্রকাশিত করিবেন, এই বাসনা তাঁহার মনো-

মধ্যে সতত উদ্ভূত হইত। আট বৎসর বয়ঃক্রমকালে তাঁহার জ্যেষ্ঠতাত হোয়ার্ড তাঁহার অধ্যয়ন-ব্যয়ের ভারগৃহণে সম্মত হইলে, তিনি লণ্ডন নগরীস্থিত নিউইংটন্ নামক বিদ্যালয়ে প্রবেশ করেন। পরে দুই বৎসর তথায় অবস্থিতি করিয়া ডাক্তর নিকলসের অধীনস্থ বিখ্যাত ওয়েষ্টমিনিষ্টের বিদ্যালয়ে প্রবিষ্ট হন। এখানে হেস্টিংস্ সমধিক যত্ন ও আয়াস সহকারে বিদ্যাভ্যাস করেন, এবং চতুর্দশ বর্ষ বয়ঃক্রমকালে ছাত্ররূপীকায় সর্বপ্রথম হন। তদীয় নাম বিদ্যালয়ের রহৎ শয়নাগারের পার্শ্বে সুবর্ণালঙ্কৃত বর্ণে খোদিত হইয়া অদ্যাপিও তাঁহার সেই সম্মান-সূচক ঘটনার পরিচয় প্রদান করিতেছে। সম্ভরণ, নৌকাচালন এবং অন্যান্য শারীরিক ব্যায়ামেও তিনি বিশেষ নিপুণ ছিলেন, এবং তাঁহার সহাধ্যায়ীরা সকলেই তাঁহাকে সাতিশয় সমাদর ও স্নেহ করিত। কাউপার, চর্চহিল্, কোলমান্, কাম্বরলণ্ড এবং ইলাইজা ইম্পে এই কয়েক ব্যক্তির সহিত হেস্টিংসের বিশেষ বন্ধুত্ব ও পরম সৌহৃদ্য ছিল। ষোড়শ বর্ষ বয়ঃক্রমকালপর্য্যন্ত এখানে অবস্থিতি করিয়া তিনি ক্রাইষ্ট চর্চ নামক কলেজের রত্নিলাভমানসে প্রতীক্ষা করিতেছিলেন; এমত সময়ে এক অচিন্তনীয় দুর্ঘটনা উপস্থিত হওয়াতে তাঁহাকে বিদ্যোপার্জনে একেবারে জলাঞ্জলি দিতে হইয়াছিল। তদীয় জ্যেষ্ঠতাত হোয়ার্ড এই সময়ে মানব-লীলা সংবরণ করেন, এবং তাঁহার ভ্রাতৃপুত্রকে এক দূরস্থিত আত্মীয়ের গলগৃহস্থলপ রাখিয়া যান। ওয়ারেন্ সেই অভিভাবকের ইচ্ছানুসারে বিদ্যালয় পরিত্যাগপূর্বক এক বণিকের কার্যালয়ে কয়েক মাস কালযাপন করেন, এবং অবশেষে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির অধীনে ভারতবর্ষে এক সামান্য লেখনীজীবীর

কর্ত্তে নিয়োজিত হন। ১৭৫০ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার সপ্তদশ বর্ষ বয়ঃক্রম কালে তিনি ভারতবর্ষাভিমুখে যাত্রা করেন, এবং প্রায় ছয় মাস পরে বঙ্গদেশে উপনীত হইয়া, কলিকাতা নগরে সেক্রেটারির আফিসে কার্যে প্রবৃত্ত হন। হেস্টিংস কলিকাতায় দুই বৎসর কাল সুচারুরূপে কার্য নির্বাহ করিলে, তাঁহাকে ভাগীরথীতীরে মুরশিদাবাদের সন্নিকটস্থ কাসিমবাজার নামক স্থানে প্রেরণ করা হয়। তথায় ইংরাজেরা বাণিজ্যার্থে বহুকালাবধি সংস্থাপিত হইয়াছিল। কোম্পানির ব্যবসায়-কার্যে তত্ত্বাবধান করিবার জন্য হেস্টিংস তথায় নিয়োজিত হন, এবং যত্ন ও পরিশ্রম প্রযুক্ত উপরিস্থিত কর্মচারিদিগের নিকট তিনি সাতিশয় সুখ্যাতি ও সম্মান লাভ করেন। এই সময়ে ভারতীয় মহাকাব্য-ক্ষেত্রে নানাবিধ শুভাশুভ ফলোৎপাদিকা ঘটনার উৎপত্তি-জনক কারণসকল সঞ্চার হইতেছিল। ভারতবর্ষের দক্ষিণাঞ্চলে কর্ণাট রাজ্যের উত্তরাধিকারসম্বন্ধে যে ঘোরতর সংগ্রাম উপস্থিত হয়, তাহাতে সুবিখ্যাত ক্লাইবের প্রভাবে ইংরাজদিগের পরাক্রমের প্রথম সূত্রপাত হইয়াছিল। বঙ্গদেশে প্রাচীন সুপ্রসিদ্ধ বিচক্রণ নবাব আলিবর্দি খাঁর লোকান্তর প্রাপ্তি হইলে তদীয় হীনবল পৌত্র পিতামহের সিংহাসনে অধিকৃত হইলেন। সেই ইন্দ্রিয়পরায়ণ দুর্দান্ত নরপতি নানা অত্যাচারদ্বারা প্রজা-দিগকে পুণীড়িত এবং অশেষবিধ অনিষ্টোৎপাদক উপায়াবলম্বনে রাজকোষ নিঃশেষিত করিয়া, অবশেষে ইংরাজদিগের সহিত সন্ধুমে প্রবৃত্ত হন। কাসিমবাজারস্থ ইংরাজদের কুঠীসকল লুণ্ঠিত ও ভস্মাবশেষীকৃত করিয়া তিনি বহুসংখ্য সৈন্য সামন্ত সমভিব্যাহারে কলিকাতাভিমুখে যাত্রা করেন, এবং কিঞ্চিৎকাল পরে ঐ নগর

অবরুদ্ধ করিয়া তত্রত্য বিদেহীয়া বণিকদিগকে বহিষ্কৃত করিয়া দেন।

নবাব কাসিমবাজার আক্রমণ করিলে হেস্টিংস এবং অন্যান্য ইংরাজকর্মচারীরা সেই যবনের হস্তে পতিত হন, কিন্তু কেবল ওলন্দাজদিগের অনুরোধে তাঁহারা দুঃসহ কারাবাস-হইতে রক্ষা পান। তথাপি মুরশিদাবাদে পরাধীনরূপে তাঁহাদের কালযাপন করিতে হইয়াছিল। হেস্টিংস অব্যবহিত পরে কোন সুযোগ প্রাপ্ত হইয়া অতি গোপনভাবে মুরশিদাবাদ পরিত্যাগ-পূর্বক ভাগীরথীর সঙ্গম-সম্বিহিত পলতা নামক ক্ষুদ্র দ্বীপে উপস্থিত হন। সেই ভীষণ অরণ্যারত জলময় বিজন স্থানে কলিকাতাহইতে পলায়িত ইংরাজেরা অবস্থিতি করিতেছিল। হেস্টিংস তথায় সমাগত হইয়া দেখিলেন যে, নবাবের বিনাশের নিমিত্ত বড়যন্ত্র কয়েককালপূর্বেই আরম্ভ হইয়াছে, এবং অত্যন্ত ব্যগ্রচিত্তে ও সাতিশয় আত্মদসহকারে সেই পরামর্শিদিগের মনস্কামসিদ্ধির জন্য উপায় উদ্ভাবন করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের সৌভাগ্যক্রমে এই সময়ে মাদ্রাজহইতে সুবিখ্যাত ক্লাইব এবং রণপোতাধ্যক্ষ ওয়াটসন্ কতিপয় সৈন্য সমভিব্যাহারে উল্লিখিত দ্বীপতটে উপনীত হন। তাঁহারা অনতিবিলম্বে সকলে সমবেত হইয়া কলিকাতাভিমুখে যাত্রা করেন, এবং ঐ নগর হস্তগত করিয়া অল্পকালমধ্যে বিখ্যাত পলাশীর যুদ্ধে নবাবকে পরাস্ত করেন। শিরাজুদ্দৌলা দোদগুপ্রতাপাশ্রিত ইংরাজকর্তৃক পরাভূত হইয়া অতি হীনবেশে ও দীনভাবে পলায়ন করিলে, রক্ত মীর জাকর সকলের সম্মতিক্রমে তদীয় সিংহাসনে অধিকৃত হন। হেস্টিংস সেই নূতন নবাবের রাজধানীতে প্রায় চারি বৎসর ইংরাজদিগের প্রতিনিধিরূপে

অবস্থিতি করিয়াছিলেন, এবং এই বর্ষচতুষ্টয়মধ্যে তিনি চতুরতা বিচক্ষণতা ও রাজকার্য্য-দক্ষতা প্রভৃতি গুণগ্রামের বিশেষ পরিচয় প্রদান করেন ।

১৭৩১ খ্রীষ্টাব্দে তিনি কলিকাতায় শাসন-পতির সভার এক সভাপদে মনোনীত হন, এবং তন্নিমিত্ত মুরশিদাবাদ পরিত্যাগ-পূর্বক কলিকাতায় আসিয়া অবস্থিতি করিতে লাগিলেন । এই সময়ে বান্‌সিটার্ট নামে এক জন কোম্পানির প্রাচীন কর্মচারী সুবিখ্যাত ক্লাইবের পদে অধিকা হইয়া ইংরাজদিগের নূতন রাজ্যের ভারগ্রহণে প্ররত্ত হন । তদীয় শাসনসময়ে কোম্পানির কর্মচারীমাত্রেই এত-দেশীয় প্রজাদিগকে নানা রূপে প্রপীড়িত করিত, আর অশেষবিধ অত্যাচারদ্বারা কেবল অর্থোপার্জনে সতত তৎপর থাকিত । হেষ্টিংস যদিও সর্বদা সৎপথের পাল্লা ছিলেন না, এবং যদিও তাঁহার মনোমধ্যে ইন্দ্রিয়সকল অতিশয় প্রবল ছিল, তথাপি তিনি অন্যান্য কর্মচারীদের ন্যায় অন্যান্য অর্থোপার্জন-দোষে সম্পূর্ণ দূষিত হন নাই । যৎকিঞ্চিৎ ধন সঞ্চয় করিয়া তিনি ইংলণ্ডে প্রত্যাগমন করিবার মানসে, ১৭৩৪ খ্রীষ্টাব্দে এক অর্ণবপোতে যাত্রা করেন, এবং কয়েক মাস পরে নিরাপদে স্বদেশে উপস্থিত হন । আমরা হেষ্টিংসকে এই স্থানে পরিত্যাগ করিলাম । এতাবৎ কালপর্য্যন্ত তিনি উত্তমরূপে সর্বসাধারণের পরিজ্ঞাত ছিলেন না । তাঁহার জীবনরঙান্ত এখনও অনেক অবশিষ্ট রহিল, আমরা অপর সন্ধ্যায় তৎসমুদায় সঙ্কলিত করিতে সচেষ্ট হইব ।

(ক্রমশঃ প্রকাশ্য)

সেঁউতী বাই ।



হুদিন হইল অগ্রবন প্রদেশে সিংহরাজ নামে এক নরপতি ছিলেন । তাঁহার লক্ষ্মীদাস নামে এক পুত্র ছিল । নরপতি এই পুত্রটিকে প্রগাঢ় স্নেহ করিতেন । যুবরাজ দেখিতে অতি সুকৃপ ছিলেন, এবং পার্শ্বতী বাইনাম্নী এক পরম কৃপবতী রাজকন্যার পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন ।

সিংহরাজের মন্ত্রীর সেঁউতী নামে একটা কন্যা ছিল । এই কন্যাটী যেমন অলোকসামান্য-কৃপবতী তদনুরূপ গুণবতীও ছিলেন । যুবরাজ লক্ষ্মীদাস ঘটনাক্রমে মন্ত্রিকন্যাকে সন্দর্শন করিয়া তাহার প্রতি নিতান্ত আসক্ত হইয়া উঠিলেন, এবং তাহাকে বিবাহ করিবার নিমিত্ত মনে মনে ক্লতসঙ্কপ হইলেন ; কিন্তু এই রত্নান্ত সিংহরাজের কণ্ঠগোচর হইলে, তিনি একেবারে মাতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন, এবং যুবরাজকে আহ্বান করিয়া কহিলেন, “লক্ষ্মীদাস, আমার রাজ্যে উৎকৃষ্ট অথবা মহাই এমন কিছুই নাই যাহাহইতে আমি তোমাকে বঞ্চিত করিয়া রাখিয়াছি ; বিশেষতঃ তোমার সহধর্ম্মিণী পার্শ্বতীও আশানুরূপসুন্দরী ; কিন্তু তথাপি তুমি দ্বিতীয় পত্নীগ্রহণে সম্মত হইয়াছ ; ইহা অত্যন্ত আক্ষেপের বিষয় । যাহা হউক, তাহাতে আমার কিছুমাত্র আপত্তি নাই, বরং আমি তোমাকে অনুমতি দিতেছি, আমার চতুষ্পার্শ্বস্থ রাজগণের শত শত কন্যা আছে ; তাহারা তোমার মহিষী হইতে পারিলে আপনাদিগকে কৃতার্থ বলিয়া মানিবে । অতএব যদি ইচ্ছা হয় তাহাদিগের কাহাকে বিবাহ কর । মন্ত্রিকন্যাকে বিবাহ করা তোমার মত লোকের একান্ত অগৌরবের বিষয় । ইহা জানিয়াও যদি

তুমি একাধোঁ অগ্রসর হও, তাহা হইলে নিশ্চয় বলিতেছি তোমাকে রাজ্যহইতে বহিষ্কৃত করিব। স্নেহের অনুরোধ কখনই আমাকে এ বিষয়হইতে বিরত করিতে পারিবে না।”

লক্ষ্মীদাস পিতার এই ভয়প্রদর্শনে কিছুমাত্র শঙ্কিত না হইয়া সেঁউতী বাইকে বিবাহ করিয়া বসিলেন। নরপতি শুনিবামাত্র অবিলম্বে তাঁহাকে রাজ্য-পরিত্যাগ করিতে আজ্ঞাপ্রদান করিলেন। কিন্তু অপত্যস্নেহের এমনি আশ্চর্য্য মহিমা, তথাপি তিনি যুবরাজের সঙ্গে অনেক-শুলি হস্তী, অশ্ব ও যান বাহনাদি পাঠাইলেন।

এই রূপে যুবরাজ লক্ষ্মীদাস তাঁহার দুই মহিলার সহিত দেশভ্রমণে বহির্গত হইলেন। কিয়দূর গমন করিয়া তাঁহার নিজ হস্তীটী এবং তাঁহার মহিষীদিগের পালকী বাতীত আর সমুদায় অনুযাত্রিকদিগকে বিদায় করিয়া দিলেন। তৎপরে একাকী অরণ্যমধ্যদিয়া নূতন আবাসের অন্বেষণে চলিলেন। কিন্তু তিনি সে সকল স্থানের কিছুমাত্র অবগত ছিলেন না, সুতরাং কিছুদূর যাইতে যাইতেই পথ হারাইলেন। কষ্টের পরিশীমা রহিল না। তাঁহারা ফল, মূল ও রক্ষপত্র ভঞ্জে জীবন ধারণ করিয়া দিন দিন ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। রাত্রিকালে সকলে বনচর স্বাপদ জন্তুগণের ভীষণ চীৎকারে ভয়ে ভয়ে কালযাপন করিতে লাগিলেন। পরিশেষে এক দিন রাত্রিযোগে তিনি মহিষীদ্বয়ের কষ্টের বিষয় চিন্তা করিতে করিতে উন্মত্তপ্রায় হইয়া এবং তাঁহাদিগের দুর্দশাদর্শন আর সহ্য করিতে না পারিয়া গাত্রোথান করিলেন। তৎপরে রাজবেশ পরিত্যাগ পূর্বক ককীরের বেশ ধারণ করিয়া নিবিড় অরণ্যমধ্যে চলিয়া গেলেন।

যুবরাজের গমনের কিছুকাল পরেই সেঁউতীর মিত্রাভক্ত হইল, দেখিলেন পার্বতী দীনভাবে

রোদন করিতেছে। সেঁউতী জিজ্ঞাসা করিলেন, “দিদি, এ কি?” পার্বতী বলিলেন “আর বোন! দুর্ভাগ্যের কথা আর কেন জিজ্ঞাসা কর, আমি এইমাত্র স্বপনে দেখিলাম যেন আমাদের স্বামী ককীরবেশে নিবিড় অরণ্যে চলিয়া গেলেন। চক্ষু মেলিয়া দেখি যে, যথার্থই তাহা ঘটিয়াছে। তিনি আমাদের অসহায় রাখিয়া পলায়ন করিয়াছেন। একপ দুর্দশায় পড়া অপেক্ষা যদি আমাদের মৃত্যু হইত তাহা হইলেও বরং ভাল ছিল।” সেঁউতী কহিলেন, “চুপ কর, কাঁদিও না, এখন কাঁদিলে নিস্তার নাই। কারণ আমাদের পালকীর বেহারারা যদি আমাদের একপ অসহায় বলিয়া অবগত হয়, তাহা হইলে তাহারাও আমাদের এই অরণ্যমধ্যে ফেলিয়া পলায়ন করিবে; তাহা হইলে আর আমাদের বাহির হইবার উপায় থাকিবে না। মন প্রফুল্ল রাখ, অবশ্যই কোম উপায় হইবে। আর আমরা যে স্বামীর সন্দর্শন লাভ করিতে পারিব না তাহাই বা কে বলিতে পারে? যাহা হউক, আমি এক্ষণে তাঁহার রাজবেশ ধারণ করি, এবং লোকের নিকট সেঁউতীরাজ বালিয়া আপনার পরিচয় দিব। আর তোমাকে মহিষী বলিয়া জানাইব। বেহারারাও আমাকে যুবরাজ ভাবিয়া আমার আদেশানুসারে বনহইতে বহির্গত হইবে।”

সেঁউতীর এই বাক্য শ্রবণে পার্বতী ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিলেন, “বোন! বেশ বলিয়াছ, তোমার বড় সাহস। ভাল আমিই তোমার মহিষী হইব।”

অনন্তর সেঁউতী স্বামীর বেশ পরিধান করিলেন, এবং পরদিন প্রাতঃকালে যুবরাজের হস্তীপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া বাহকগণকে বনহইতে বহির্গত হইতে আদেশ করিলেন। বাহকগণ সেঁউতীর অদর্শনে বিস্ময়াবিষ্ট ও চিন্তাকুলচিত্ত হইল, এবং পরস্পর বলিতে লাগিল, “ধনীদেব মন

কি স্বার্থপর ও চঞ্চল ! দেখ আমাদের যুবরাজ সেই মন্ত্রিকন্যার বিবাহের জন্যই এত বিপত্তি ঘটাইলেন, এবং তাঁহাকে প্রাণ অপেক্ষা ভাল বাসিতেন, কিন্তু তথাপি তাঁহাকে হিংস্রজন্তুতে ভ্রমণ করিল কি না এক বারও অনুসন্ধান করিলেন না ।”

বাহকগণ পরস্পর এই কপ বলাবলির পর মন্ত্রিকন্যার আদেশানুসারে কিছু দিন বনমধ্যে ভ্রমণ করিতে করিতে অবশেষে এক সমতল ভূভাগে উপস্থিত হইল । এ ভূভাগের উপর একটা রাজধানী ছিল । নগরবাসী লোকেরা সেঁউতীর হস্তী দর্শন করিবামাত্র সেই দিকে ধাবমান হইল, এবং অনতিবিলম্বে কেহ কেহ তথাহইতে ফিরিয়া গিয়া তাহাদিগের নরপতির নিকট কহিল, “মহারাজ ! একটা সুরূপ ও সুবেশ রাজপুত্র গজারোহণে পুরীর অভিন্নুখে আগমন করিতেছেন । তাঁহার সঙ্গে তাঁহার স্ত্রী আছেন, তিনিও পরম রূপবতী ।” রাজা শুনিবামাত্র সেঁউতীর নিকট গমন করিয়া পরিচয় জিজ্ঞাসা করাতে সেঁউতী বাই কহিলেন, “আমার নাম সেঁউতীরাজ ; কোন কারণবশতঃ পিতা আমার প্রতি কুপিত হইয়া আমাকে রাজ্যহইতে নির্বাসিত করিয়াছেন । আমি সস্ত্রীক পথ ভুলিয়া বহুদিন বনে বনে ভ্রমণ করিয়াছি । এক্ষণে এখানে উপস্থিত হইয়াছি ।”

এই কথা শ্রবণে নরপতি এবং তাঁহার মন্ত্রীগণ মনে মনে বিবেচনা করিতে লাগিলেন যে, এমন সাহসী ও প্রিয়দর্শন রাজপুত্র প্রায় লক্ষিত হয় না । অনন্তর নরপতি সেঁউতীকে কহিলেন, “যদি তুমি আমার অধীনে কোন কৰ্ম করিতে অভিলাষ কর তাহা হইলে আমি তোমাকে আশানুরূপ অর্থ প্রদান করিতে সম্মত আছি ।” অমাত্যকন্যা সেঁউতী বিনীতভাবে উত্তর করি-

লেন, “মহারাজ ! আমি কখন কাহারও অধীনে দাস্যবৃত্তি স্বীকার করি নাই ; কিন্তু আজি আপনি আমাদিগকে যেকোন সদয়ভাবে অভ্যর্থনা করিয়াছেন, এবং আমাদিগকে বিপদের সময় যেকোন আশ্রয় প্রদান করিতেছেন, তাহাতে আপনার অধীনে যে কৰ্ম বলেন, করিতে সম্মত আছি ।”

ইহা শ্রবণ করিয়া নরপতি সেঁউতীকে বাৎসরিক ২৪,০০০ টাকা বেতন দিতে অঙ্গীকৃত হইয়া তাঁহাদের উভয়ের অবস্থানের নিমিত্ত একটা সুন্দর বাটা নির্দিষ্ট করিয়া দিলেন । তিনি সেঁউতীর উপর অত্যন্ত বিশ্বাস করিতেন ; প্রায় সমুদায় গুরুতর ব্যাপারে তাঁহার পরামর্শ না লইয়া কার্য্য করিতেন না । তাঁহার দয়া ও নম্রতা-গুণে তাঁহার প্রতি কাহারও হিংসা বা বিরক্তি ছিল না । বরং তাঁহাকে সকলেই ভাল বাসিত এবং সম্মান করিত । এই রূপে রাজকন্যাদ্বয় সেই রাজধানীতে কএক বৎসর অতিবাহিত করিলেন । সেঁউতী যে, বাস্তবিক রাজপুত্র নন তাহা কেহই জানিতে পারিল না । তিনি, পাছে পার্বতী কাহারও সহিত কথাপ্রসঙ্গে আপনাদিগের গোপনীয় বিষয় ব্যক্ত করিয়া ফেলেন, এই আশঙ্কায় তাহাকে লোকের সহিত অধিক আনুগত্য করিতে নিষেধ করিয়া দিয়াছিলেন ।

এই নগরের রাজবাটা পূর্বোক্ত বনের দিকে ছিল ; এবং এক দিন নিশীথসময়ে সেই বনের দিকহইতে কাতর নিনাদ উত্থিত হইতে লাগিল । সেই রবে রাজমহিষীর নিদ্রাভঙ্গ হইল । রাজ্ঞী নরপতির নিদ্রাভঙ্গ করাইয়া কহিলেন, “মহারাজ ! বনের দিকহইতে যে আর্তনাদ শুনিতে পাইতেছেন, উহাতে আমার বড় শঙ্কা জন্মিতোছে । কোন ক্রমেই নিদ্রা হইতেছে না । অতএব একটা লোক পাঠাইয়া জানুন ব্যাপারটা

কি ?” রাজা তাঁহার অনুচরদিগকে ডাকাইয়া কহিলেন, “তামরা এক বার বনের দিকে গিয়া দেখিয়া আইস কোথাহইতে এই ঘোর শব্দ উথিত হইতেছে।” কিন্তু একে রজনীর গাঢ় অন্ধকার, তাহাতে আবার ঘোরতর শব্দ, সেক্ষণ সময়ে বনে প্রবেশ করিতে কেহই সাহসী হইল না, এবং সবিনয়ে নরপতিগোচরে এই নিবেদন করিল, “মহারাজ ! এ সময়ে অরণ্যমধ্যে প্রবেশ করিতে আমাদের সাহস হইতেছে না। সেঁউতীরাজ আপনার নিতান্ত অনুগত ও প্রিয়-পাত্র ; অতএব তাঁহাকে এই কার্য্যে প্রেরণ করুন। তিনি আমাদের সকল অপেক্ষা সাহসী, এবং আমাদের সকল অপেক্ষা অধিক বেতন পান। যদি এক্ষণ সময়ে তাঁহাদ্বারা কোন উপকার না দর্শে, তবে তাঁহাকে এত বেতন দিবার প্রয়োজন কি ?” তৎপরে তাহারা সকলে সেঁউতীর মন্দিরে গমন করিয়া সমুদয় বিষয় তাঁহার গোচর করিল। সেঁউতী শুনিবামাত্র বনগমানে প্রস্তুত হইলেন।

এই বনের নিকটে পূর্বদিন একটা চোরকে ফাঁসি দেওয়া হইয়াছিল। একটা রাক্ষস সেই ফাঁসি কাঠের অধোভাগে দণ্ডায়মান হইয়া ঐ মৃতদেহটা ধরিবার চেষ্টা করিতেছিল। কিন্তু অধিক উচ্চে থাকাতে ক্লতকার্য্য হইতে না পারিয়া কষ্ট ও হতাশ হইয়া চীৎকার করিতেছিল। কিন্তু মন্ত্ৰিকন্যা তন্নিবর্তিত হইয়া দেখিলেন যে, একটা রাক্ষস তথায় উপবিষ্টা আছে। একখানি অত্যুজ্জ্বল মহামূল্য শাটী তাহার পরিধান ছিল। সেঁউতী তাহার নিকটবর্তিনী হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “রাক্ষস, ব্যাপার কি ?” ঐ রাক্ষস কপী রাক্ষস উত্তর করিল, “হায় ! আমার পুত্র ঐ ফাঁসি কাঠে ঝুলিতেছে। আমি বার্ক-কোর জন্য নিতান্ত জৰ্জর ও অত্যন্ত ক্লম

হইয়া পড়িয়াছি ; সুতরাং রজ্জ্বচ্ছেদ করিয়া নামাইতে পারিতেছি না।” কৰ্ণহৃদয়া সেঁউতী কহিল, “ভাল তুমি আমার স্কন্ধে উঠ, তাহা হইলে তোমার পুত্রের দেহ ধরিতে পাইবে।” এই বলিয়া সেঁউতী সেই রাক্ষসকে স্কন্ধে করিয়া লইলেন, এবং নিজে দৃঢ় রূপে তাহার শাটী ধরিয়া রহিলেন। তিনি অনেক ক্রণ এই রূপে তাহাকে স্কন্ধে করিয়া রহিলেন ; কিন্তু তথাপি তাহার কার্য্য শেষ না হওয়াতে মনে সন্দিহান হইয়া উর্দ্ধদিকে দৃষ্টিপাত করিলেন। ঐ সময় চন্দ্র মেঘান্তরালহইতে বিনির্গত হইয়া অম্প অম্প কিরণ বিস্তার করিতেছিল। সেই আলোকে সেঁউতী দেখিতে পাইলেন যে তাঁহার স্কন্ধে সে রাক্ষস নয়, এক ভীষণমূর্ত্তি রাক্ষস ; অনবরত সেই শবের গলিত মাংস ছিঁড়িয়া আহাৰ করিতেছে। এই ব্যাপার দর্শনে সেঁউতী চীৎকার করিয়া উঠিলেন। রাক্ষস পলায়ন করিল, কিন্তু তাহার শাটী সেঁউতীর হস্তেই রহিল।

সেঁউতী এই আশ্চর্য্য ঘটনার কথা মহিষীর কৰ্ণগোচর না করাই বিধেয় বলিয়া স্থির করিলেন। অনন্তর তথাহইতে প্রত্যাগত হইয়া কেবল সেই শবনিম্ন-বর্ত্তিনী রাক্ষসের কথাই মহিষী-গোচরে নিবেদন করিলেন। পরে স্বীয় আবাস-মন্দিরে উপস্থিত হইলেন। পটু বস্ত্র খানি পার্বতীই প্রাপ্ত হইল।

এই ঘটনার কিছুদিন পরে একদা রাজার দুইটা কন্যা পার্বতীকে দেখিতে আসিতোছিল, তৎকালে তিনি সেই রাক্ষসের বিচিত্র শাটী পরিধান করিয়া গবাক্ষদ্বারে দণ্ডায়মান ছিলেন। রাজকন্যারা সেই বিচিত্র শাটী দর্শনে চমৎকৃত হইয়া পথিমধ্যহইতেই প্রতিনিবৃত্ত হইল, এবং স্বীয় জন-নীর নিকট সমুপস্থিত হইয়া তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিল, “দেখ মা, সেঁউতীরাজের স্ত্রীর

একখানি অতি চমৎকার শাড়ী আছে। অমন শাড়ী আমরা কখন দেখি নাই। ঠিক যেন সূর্যের মত জ্বলজ্বল করিতেছে; দেখিলে চক্ষু ঠিকরিয়া পড়ে। আমাদের তার অর্ধেক সুন্দর শাড়ীও নাই। মা তুমিত রাজরাণী, একখান তেমনি শাড়ী কেন না কেন?”

পার্বতীর শাড়ীর কথা শ্রবণ করিয়া রাজমহিষীর সেইরূপ এক খানি শাড়ী পরিবার ইচ্ছা জন্মিল, এবং তিনি অনতিবিলম্বেই রাজাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, “মহারাজ, আপনার রাণীর অপেক্ষা আপনার ভৃত্যের স্ত্রী অধিক মূল্যের বস্ত্র পরিধান করিয়া থাকে। শুনিতে পাই পার্বতী বাইর যেমন এক খানি শাড়ী আছে তেমন শাড়ী আমি কখন চক্ষে দেখি নাই; অতএব আমি এই নিবেদন করি যে, আমার জন্য সেইরূপ এক খানি শাড়ী আনাইয়া দেন। আমি যতদিন সেইরূপ একখান শাড়ী না পাইব ততদিন সুস্থির হইতে পারিতেছি না।”

নরপতি মহিষীর নিকট এই কথা শুনিবামাত্র সেঁউতীকে আহ্বান করাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “মন্ত্রিবর, তোমার পত্নী সেক্ষণ শাড়ী কোথায় পাইলেন? সেইরূপ শাড়ী একখান আনাইবার জন্য মহিষীর নিতান্ত অভিলাষ হইয়াছে।” সেঁউতী বিনোদভাবে প্রত্যুত্তর করিলেন, “মহারাজ, সে শাড়ী অতি দূরদেশহইতে আসিয়াছে, অথবা বলিতে কি উহা রাজসদিগের দেশহইতে আনীত। এখানে সেক্ষণ শাড়ী পাওয়া নিতান্ত দুষ্কর। তবে যদি মহারাজের অনুমতি হয় রাজসদিগের দেশহইতে অনুসন্ধান করিয়া আনিতে পারি।” রাজা শুনিয়া সান্তিশয় আত্মাদিত হইলেন, এবং তাঁহাকে সেই শাড়ীর অনুসন্ধানার্থ অনুমতি করিলেন। সেঁউতী স্বীয় আবাস-মন্দিরে প্রত্যাগমনপূর্বক পার্বতীর নিকটহইতে বিদায়

লইলেন, এবং বারংবার তাঁহাকে সাবধান থাকিতে কহিয়া বাটীহইতে বহির্গত হইলেন। বাটীহইতে বহির্গত হইবার পর তিনি কয়েক দিবস বনে বনে গমন করিতে লাগিলেন। প্রতিদিন প্রায় ১০ ক্রোশ করিয়া যাইতেন, এবং মধ্যে মধ্যে পথপার্শ্ববর্তী এক এক ক্ষুদ্র গ্রামে বিশ্রাম করিতেন। অবশেষে বহু দিনের পর এক রমণীয় রাজধানীতে উপস্থিত হইলেন। এই রাজপুরী এক মনোহর নদীতীরে সংস্থাপিত ছিল। তিনি তথায় উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, ঐ নগরীয় প্রায় প্রত্যেক প্রাচীরে অতিবিচিত্র ও রহৎ অঙ্করে কিছু লিখিত রহিয়াছে। জিজ্ঞাসা করাতে তত্রতা লোকসকল কহিল যে আমাদিগের এখানে রাজার একটি দুর্দান্ত অশ্ব আছে, যে ব্যক্তি সেই অশ্বকে বশীভূত করিতে পারিবে, নরপতি তাহাকেই কন্যা সম্প্রদান করিবেন। সেঁউতী জিজ্ঞাসা করিলেন, “অদ্যাবধি কি কেহই তাহাকে বশীভূত করিতে পারে নাই?” তাহারা কহিল, “না, অনেকেই চেষ্টা করিয়াছেন; কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ কেহই কৃতকার্য হইতে পারেন নাই। ঐ অশ্বটী রাজকুমারীর সহিত একদিনে জন্ম গ্রহণ করিয়াছে; কিন্তু ঘোটকটী এক্ষণ দুঃস্থভাবে যে, উহার পৃষ্ঠে আরোহণ করা দূরে থাকুক, কেহ উহার নিকট যাইতেও সমর্থ হয় না। রাজকুমারী উহার এইরূপ উগ্রস্বভাবের কথা শ্রবণ করিয়া অবধি এই প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন যে, যে ব্যক্তি উহাকে বশীভূত করিতে না পারিবেন, তিনি তাহাকে বিবাহ করিবেন না। যাহার ইচ্ছা হয় চেষ্টা করিতে পারেন।”

সেঁউতী কহিল, “কল্য আমাকে সেই ঘোটকটী দেখাইও। আমার বোধ হয় আমি তাহাকে বশীভূত করিতে পারিব” তাহারা কহিল, “আপনি অনায়াসে চেষ্টা করিতে পারেন। কিন্তু সে অতিভয়ানক, আপনারও বয়ঃক্রম অত্যন্ত

দেখিতেছি, অতএব আপনি কৃতকার্য্য হইতে পারিবেন ইহা বিশ্বাস হয় না।” তিনি “জগদীশ্বর দূর্ব্বলের বল,” এই কথা বলিয়া সে রজনীতে বিশ্রামার্থ গমন করিলেন। পরদিন রজনী প্রভাত না হইতে হইতেই রাজকর্ম্মচারিরা ভিষ্ণুমদ্বারা পথে পথে এই ঘোষণা করিতে লাগিল যে, আর এক ব্যক্তি রাজার সেই দুর্দ্দান্ত অশ্বটিকে দমন করিতে আসিয়াছেন। এই ঘোষণা-শ্রবণে সকলেই কোতূহলাক্রান্ত হইয়া তদর্শনার্থ ধাবমান হইল। অনতিবিলম্বেই তথায় আর জনতার অবধি রহিল না। ঘোটকটি নদীর উপকূলবর্ত্তী বিস্তীর্ণ এক প্রান্তরে দণ্ডায়মান ছিল। মন্ত্রিকন্যা সেঁউতী সেই দিকে যাইতে আরম্ভ করিলে ঘোটক পদাঘাতে তাঁহার প্রাণ সংহার করিবার বাসনায় তাঁহার প্রতি আগমন করিতে লাগিল। সমোপবর্ত্তী হইবামাত্র তিনি দৃঢ়রূপে তাহার কেশর ধারণ করিলেন। তুরঙ্গম সাধ্যমত চেষ্টা করিতে লাগিল; কিন্তু কিছুতে কিছু করিয়া উঠিতে পারিল না। অবশেষে তিনি অবসরক্রমে লক্ষ প্রদানপূর্ব্বক তাহার পৃষ্ঠে আরোহণ করিলেন। তখন অশ্ব আর কোন দুষ্টতা না করিয়া একেবারে তাঁহার সম্পূর্ণ বশীভূত হইল। তিনি স্বীয় শিকানৈপুণ্য-প্রদর্শনার্থ যেমন পাদুকামূল-সন্নিবোধিত কণ্টকদ্বারা অশ্বকে আঘাত করিলেন, অমনি সেই অশ্ব লক্ষপ্রদানপূর্ব্বক সেই নদী পার হইল। নদীতীর প্রশস্ততা সাক্ষ্যকরিত পাদের ন্যূন ছিল না। সমুদায় লোক কোতূহলদর্শনার্থ তাহার তীরে গমন করিল। পুনরায় অশ্ব পরপারে আসিবামাত্র সকলে আহ্লাদ-কোলাহল করিয়া উঠিল, এবং সেই বিজয়ী সেঁউতীরাজকে সমভিব্যাহারে লইয়া নরপতিগোচরে উপস্থিত হইল। রাজা তাঁহাকে সেই অশ্বপৃষ্ঠে আকট দেখিয়া যুগপদ বিস্ময় ও হর্ষসাগরে নিমগ্ন হই-

লেন, এবং উচ্চৈঃস্বরে কহিলেন, “এই পৃথিবীতে তুমিই অদ্বিতীয় ব্যক্তি, এবং আমার কন্যার যথার্থ উপযুক্ত পাত্র।” এই বলিয়া রাজা সেঁউতীকে সমভিব্যাহারে লইয়া স্বীয় ভবনে প্রবেশ করিলেন, এবং যথোচিত সম্মানপূরঃসর তাঁহাকে মহামূল্য রত্ন মহার্ব বস্ত্র ও অসংখ্য যান বাহনাদি প্রদান করিলেন। রাজকন্যা তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহার চরণ বন্দনা করিলেন। পরদিন বিবাহ হইবে বলিয়া সকলেই কৃতসঙ্কপ্ত হইল; কিন্তু মন্ত্রিকন্যা সেঁউতী বিনীতভাবে কহিলেন, আমি আমার রাজার অচিরসম্পাদ্য কার্য্যে বদ্ধ আছি; অতএব যৎকালে আমি সেই কার্য্য সাধন করিয়া প্রত্যাগমন করিব তৎকালে এই পরিণয় কার্য্যে শ্রম্যত আছি। এই কথা শ্রবণে সকলেই তাহা স্বীকার করিলেন, এবং রাজা কহিলেন, “এ অতি উত্তম কল্প; কিন্তু আমরা তোমার আগমনে উন্মুখ রহিলাম, তুমি প্রত্যাগমন করিয়া এই সমুদায় দ্রব্য এবং কন্যার পাণিগ্রহণ না করিলে আমরা নিশ্চিত হইতে পারিতেছি না, অতএব তুমি যত শীঘ্র পার আসিতে চেষ্টা করিবে।” এই কথা বলিয়া পথপ্রদর্শনার্থ কিয়দূর তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে গমন করিলেন।

সেঁউতী বাই এইরূপে তথ্যহইতে বহির্গত হইয়া রাজসদিগের দেশ অন্বেষণার্থ পরিভ্রমণ করিতে করিতে আর এক মনোহর রাজধানীতে উপস্থিত হইয়া তথায় এক পান্থনিবাসে কিয়ৎকাল অবস্থান করিতে লাগিলেন। রাজার এক পরম রূপবতী কন্যা ভিন্ন আর সন্তান সন্ততি ছিল না। নরপতি কন্যটিকে সাতিশয় স্নেহ করিতেন, এবং তাহার স্বানার্থ চতুর্দিকে উন্নত প্রস্তরময়-প্রাচীর-পরিবেষ্টিত এক স্বান-দীর্ঘিকা প্রস্তুত করাইয়াছিলেন। রাজকন্যা এই প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যে, “যে ব্যক্তি অশ্বারোহণে এই প্রাচীর উল্লঙ্ঘনপূর্ব্বক লক্ষ প্রদান

করিয়া এই দৌর্ঘিকা অতিক্রম করিবে আমি তাহার গলদেশে বরমালা প্রদান করিব।” কিন্তু কেহই তাহাতে রুতকার্য্য হইতে পারে নাই। রাজা এবং রাজ্ঞী উভয়ে কন্যার প্রতিজ্ঞানিবন্ধন সাতিশয় দুঃখিত হইয়া কহিলেন “বৎসে, যদি তুমি বিবাহ না কর তাহা হইলে আমরা তোমার-সমক্ষেই প্রাণ ত্যাগ করিব।” রাজকন্যা কহিলেন, “আমার প্রতিজ্ঞা পূর্ণ না হইলে আমি বিবাহ করিব না।” সুতরাং নরপতি অগত্যা এই ঘোষণা করিয়া দিলেন যে, “যে ব্যক্তি অশ্বারোহণে আমার কন্যার স্নান-দৌর্ঘিকা অতিক্রম করিতে সমর্থ হইবে আমি তাহাকে পরম সমারোহে কন্যাদান করিব।” এই ঘোষণা সৈঁউতী বাইর কর্ণগোচর হওয়াতে তিনি কহিলেন, “কল্যা আমি এই স্নান-দৌর্ঘিকা অতিক্রম করিতে চেষ্টা করিব।” তচ্ছবণে নাগ-রিক লোকেরা কহিল, “কেন তুমি রথ বাহ্যব্যয় করিতেছ, উহা কখনই সম্ভব হইতে পারে না।” তিনি উত্তর করিলেন, “জগদীশ্বরের প্রীতি আমার দৃঢ়নিশ্চয় আছে; তিনি দুর্বলের বল; অতএব তিনিই আমাকে সাহায্য দান করিবেন।”

অনন্তর পরদিন প্রভাতে সৈঁউতী বাই গাত্রো-
থানপূর্বক স্বীয় অশ্ব সুসজ্জিত করিয়া রাজভবন-
সম্মুখানে সমুপস্থিত হইলেন, এবং অবলীলাক্রমে
সেই প্রস্তুতনির্মিত প্রাচীরোপস্থানপূর্বক রাজ-
কন্যার স্নানদৌর্ঘিকা তিন বার অতিক্রম করিলেন।
নরপতি সৈঁউতীর এই লোকাভীত কার্য্যদর্শনে
যৎপরোনাস্তি আত্মাভিত হইয়া তাঁহাকে নিকটে
আহ্বানপূর্বক কহিলেন, “রাজকুমার, এই
পৃথিবীমধ্যে তোমাকে অদ্বিতীয় বলিয়া বোধ
হইতেছে, তুমি আমার কন্যাকে পণে পরাস্ত
করিয়াছ; এক্ষণে তোমার নাম কি বল?” মন্ত্রি-
কন্যা সৈঁউতী উত্তর করিলেন, “মহারাজ, আমার
নাম সৈঁউতীরাজ। আমি আমার নরপতির নি-

য়োগানুসারে রাজসদিগের দেশাশ্বেষণার্থ অনেক
দূরদেশহইতে আগমন করিয়াছি; অতএব যদি
আমি রাজ্যজ্ঞা প্রতিপালন করিয়া প্রত্যাগমন
করিতে পারি তাহা হইলে এই নগরমধ্যাদিয়া
যাইব, এবং তৎকালে এই উপস্থিত কার্য্য নির্বাহ
করিব। নরপতি তাহাতেই সম্মত হইলেন।”

ক্রমশঃ প্রকাশ্য।

পুরুষ ও প্রকৃতির সৃষ্টির প্রকরণ-সম্বন্ধে প্লেতোর মত।



চীনকালে গ্রীসদেশে প্লেতো
অতি প্রসিদ্ধ পণ্ডিত ছিলেন।
তাঁহার তুল্য দার্শনিক তৎ-
কালে বা তৎপূর্বে জন্ম গ্রহণ
করেন নাই। অদ্যাপিও তাঁ-
হার দার্শনিক মত অতিসমাদরে পরিগৃহীত
হইয়া থাকে। পরন্তু পদার্থবিদ্যায় তাৎকালিক
লোকদিগের তাদৃশ অভিনিবেশ ছিল না। তন্নি-
বন্ধন তদ্বিষয়ে প্রাচীনেরা যাহা লিখিয়াছেন তাহা
প্রায় উপহাসাম্পদ বোধ হয়। তদৃষ্টান্তস্বরূপে
আমরা এই স্থলে প্লেতোর একটা মত প্রকাশ
করিতেছি; তাহাতেই আমাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ
হইবে। প্লেতো বলেন, পৃথিবীর আদিম অবস্থায়
মানব-জাতির স্ত্রী পুরুষ ইত্যাদি লিঙ্গভেদ ছিল
না। তৎকালে মানবকে লিঙ্গাবচ্ছেদাবচ্ছেদেই
“মানব-প্রকৃতি” বলিলে পর্য্যাপ্ত হইত। স্ত্রী এবং
পুরুষের স্বতন্ত্র আকার, স্বতন্ত্র প্রকৃতি, স্বতন্ত্র লক্ষ-
ণাদি কিছুই ছিল না। মনুষ্যই পুরুষ, আর মনুষ্যই
প্রকৃতি ছিল। মানবশব্দ লিঙ্গবাচক, অথচ তাহা
কোন বিশেষ লিঙ্গবোধক প্রাণীমধ্যে গণ্য ছিল
না। কিন্তু তৎকালের মনুষ্য হস্ত পদ অবয়ব অঙ্গ
প্রত্যঙ্গ বিশিষ্ট সচেতন অপর সকল জীবহইতে

সুসম্পন্ন প্রকৃতি, সুসম্পন্ন মতি, এবং সম্পূর্ণ তেজস্বী ছিল। মনুষ্যের শরীর মণ্ডলাকার মাংসপিণ্ডের ন্যায় ছিল; এবং তাহাতে চারিটী হস্ত, চারিটী পদ, দুই তুণ্ড, দুই মুণ্ড ইত্যাদি অবয়ব ছিল। লিঙ্গ-হীন অথবা জন্ম উৎপত্তি রহিত মনুষ্যের জীবদ-শায় তাহার শরীরে অসম্ভব বল ও গতিশক্তি ছিল। বেগবান্ তুরঙ্গাদি কোন পশুর দ্রুত গতির অতিক্রম করিবার মানস করিলে সে অক্লেশে তাহা পারিত। অতিবেগে ধাবমান হইবার সময় আবর্তহীন একখান চক্রের ন্যায় চারি হস্ত চারি পদদ্বারা উহা অতি দ্রুতভাবে ভ্রমণ করিত। পরন্তু অসাধারণ-বীর্য-প্ৰভাবে ঐ মনুষ্যেরা দেবতাদি-গের সন্নিধানে নিরতিশয়-দান্তিকতা-প্রকাশ-পুরঃ-সর তাহাদিগকে অপদস্থ করিতে সমুদ্যত হই-য়াছিল। তৎপ্ৰযুক্ত দেবরাজ ইন্দ্র কোপাবিষ্ট হইয়া মনুষ্যের দেহ বজ্রদ্বারা দুই খণ্ড করিয়া চিরিয়া ফেলিলেন। এই ক্রপ ছেদনে যে দুই খণ্ড হইল তাহার প্রত্যেক খণ্ডে এক কবন্ধ, দুই পদ, দুই হস্ত, এক তুণ্ড ও এক মস্তক সংলগ্ন রহিল। ইহাতেই বর্তমানের দুই-পদ-বিশিষ্ট মনুষ্য উৎপন্ন হয়। অপর উক্ত দুই খণ্ডের এক খণ্ড নর ও অপর খণ্ড নারী হয়। তাহাতেই স্ত্রী পুরুষ ভেদ হয়। অধিকন্তু এই দুই হস্ত দুই পদ বিশিষ্ট মনুষ্য পূর্বের অবস্থাহইতে অধিক বিভিন্ন হইল। তাহার পূর্ববৎ চক্রের ন্যায় গতিশক্তি রহিল না। সিংহের সহিত রণ এবং হরিণের পশ্চাতে ধাবমান হওয়াও তাহার অসাধ্য হইল। অতঃপর দুই পদে ধাবিত হইবার পরিবর্তে মন্দ মন্দ গতির অভ্যাস করাই শ্রেয়ঃ হইল। পূর্বে চারি হাত চারি পদদ্বারা পরমসুখে ভ্রমণ, মিট্রা, ক্রীড়া, বিশ্রাম সম্পন্ন হইত; এক্ষণে দুই পদে অধিককাল পর্য্যটন বা অবস্থিতি করা সম-ধিক ক্লেশকর হইয়া উঠিল; সুতরাং শয়ন করিবার

আবশ্যক হইল। বস্তুতঃ পূর্বের মত সুখের অবস্থা আর কিছুই রহিল না। ত্রিদশগণের অভিশাপেই মনুষ্যের ঈদৃশ দূরবস্থা সমুৎপন্ন হইয়াছিল।

পরন্তু ঈদৃশ শোচনীয় অবস্থায় মনুষ্যের একটা বিশেষ তুষ্টি উৎপাদনের উপায় ছিল। তা-হারা বৃষ্টিতে পারিয়াছিল যে রমণীই তাহা-দিগের অর্দ্ধাঙ্গ এবং তদবধি পুণ্যাশ্রুপাত-সহকারে তাহাদিগের পুতি অর্দ্ধাবয়ব, প্রাণ-প্ৰিয়ে, প্রিয়তমে প্ৰভৃতি কোমল সাদর বাক্য প্রয়োগ করিতে আরম্ভ করিল। পরন্তু ইহা-তেও এক ব্যাঘাত উপস্থিত হইল। যে শরীরের যে অর্দ্ধাঙ্গ তাহার পুতিই তাহার বিশেষ এক্য প্রেম ও মোহাৰ্থ্য জন্মে, এক শরীরের অর্দ্ধাঙ্গ অপর শরীরের অর্দ্ধাঙ্গের সহিত তাদৃশ মেল হইতে পারে না; অথচ ইন্দ্র যখন বজ্রদ্বারা চতুস্পদ পিণ্ডাকার আদিম মনুষ্যদিগকে কাটিয়া ফেলেন তখন তাহাদের পরস্পর অর্দ্ধাঙ্গসকল এমত মিশাইয়া গিয়াছিল যে তাহা বাছিয়া লওয়া ভার হইল। কে কাহার অর্দ্ধাঙ্গ স্থির করিতে অ-পারগ হইয়া সকলেই পরস্পরের অর্দ্ধাঙ্গ লইয়া টানাটানী করিতে লাগিল। ইতিমধ্যে যাহার আপন অর্দ্ধাঙ্গ পাইল তাহারা অনন্যপ্রেমে কালযাপন করিতে লাগিল। যাহারা পরের অর্দ্ধাঙ্গ পাইল তাহাদের মধ্যে মনের মেল না হওয়াতে পরস্পর বিবাদ হইতে লাগিল। এই প্ৰযুক্ত তাদৃশ হতবীর্য হইয়াও মনুষ্যেরা পুনশ্চ ইন্দ্রের বিকক্ষে চীৎকারারম্ভ করিলে দেবরাজ কু-পিত হইয়া বলিলেন, “হে মানব, যদি ইহাতেও ক্ষান্ত না হও, তবে একপদ দণ্ড পুনর্বিধান করিব, যে এক পদে চলিতে হইবে।” ইহাতেই মানবগণ নিরস্ত হইয়া স্ত্রী পুরুষে বিবাদ করিয়াও চূপ করিয়া কালান্তিপাত করিতেছে।

